BanglaBook.org

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

রহস্য কাহিনি দশ

অবিশ্বাসের অন্ধকারেই রহস্যের প্রকাশ। যা কিছু অবাস্তব, অসম্ভব বা অকল্পনীয় তাকে ঘিরেই তো রহস্য। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে পরিচিত-অপরিচিত অনেক বিপদসংকুল বনে-পর্বতে লেখকের ছিল অবাধ বিচরণ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রহস্য কাহিনি দশ'-এর কাহিনিগুলির বিন্যাস। বাস্তব, অবাস্তব এবং কল্পনার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা কাহিনিগুলি যেমন চমকপ্রদ, তেমন বিস্ময়ের। জ্যোৎস্নারাতের আলেয়ারা, মাধোপুরার আতঙ্ক, বিলিমোরার রাত, সুগন্ধার চর ও রহস্যের বারমোশিয়ায় শুধুই শিহরন নয়, বিস্ময়ের সীমাকেও যেন ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। রমণীয় রোহিণী, নাগচম্পার কাহিনি, আঁধার রাতের নাগিনা ও রহস্যরজনী চিত্রাগেড়িয়ার মতো রোমাঞ্চকর থ্রিলার পাঠকের মনকে নিয়ে যায় এক অন্য জগতে। কল্পনা ও বাস্তবের অবাধ বিচরণভূমিতে মন হারিয়ে যায় মনের গহনেই। বারবার পড়লেও আরও রহস্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

www.BanglaBook.org

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৫ ফাল্গুন ১৩৪৭। ইংরেজি ১৯৪১। মধ্য হাওড়ার খুরুট ষষ্ঠীতলায়।

কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য সাধনার শুরু। ১৯৬১ সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীর সঙ্গে লেখালেখিসূত্রে যুক্ত থাকলেও, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত ছোটদের জন্য লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'ই লেখককে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

লেখক মূলত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাই দেশে-দেশে ঘুরে যে-সব দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর প্রতিটি রচনার কাহিনিনির্মাণে ও চরিত্রচিত্রণে।

www.BanglaBook.org

রহস্য কাহিনি দশ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

© ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-120-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি৪ সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

RAHASYA KAHINI DASH
[Collections of Thrillers]
by
Sasthipada Chattopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আদরের নাতনিরা

বিহানী হাজরা (তোতো)

অহনা বন্দ্যোপাধ্যায় (চুন্নু)

অঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় (মুন্নু)

ভূমিকা

গোয়েন্দা এবং রহস্য। কাহিনি বিন্যাসে এদের অবস্থান অঙ্গাঙ্গি। এরা যেন পরস্পর সহোদর ভাই। যেখানে রহস্য নেই সেখানে গোয়েন্দাদের জাল বিস্তার করা অসম্ভব। আর রহস্য যেখানে গভীর সেখানে রহস্যের জাল উন্মোচন করতে তদন্তের একান্ত প্রয়োজন। তবে গোয়েন্দা কাহিনি যেমন সর্বদাই বাস্তবনির্ভর, রহস্যকাহিনি তা নয়। যা অবান্তর, অসম্ভব, বিস্ময়কর যা কিনা কল্পনাও করা যায় না তারই চরম প্রকাশ রহস্যকাহিনিতে। তাই রহস্য যেখানে গভীর রোমাঞ্চও সেখানে ততোধিক।

কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে ভয়ংকর ও দুর্গম বনে-পাহাড়ে একসময় আমার অবাধ বিচরণ ছিল। কোনও জায়গাকে ঘিরে রহস্যের বাতাবরণ থাকলে সর্বাগ্রে সেখানে ছুটে যেতাম। সেইসব সোনালি দিনের স্মৃতিকেই আমি আমার প্রতিটি রচনার মধ্যে উপস্থাপন করেছি। সুদীর্ঘ বছরগুলির মধ্যে সেইসব অঞ্চলের প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বন কেটে বসত হয়েছে। শিল্প স্থাপনের জন্য কলকারখানা গড়ে উঠেছে। তবুও রহস্যের পর রহস্য যেখানে দিনের পর দিন জমাট বেঁধে ছিল তারই রোমাঞ্চকর কাহিনি নিয়েই রহস্য কাহিনি দশ।

আমার এইসব রচনার মধ্যে কল্পনা ও বাস্তব দুয়েরই মিশ্রণ আছে। রোহিণীর অরণ্যে অনেক রহস্য জমাট বেঁধে থাকলেও সেখানে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ছিল। আঁধার রাতের নাগিনাতেও রহস্যের আড়ালে ছিল শয়তানের ভ্রূকুটি। মাধোপুরার আতঙ্ক ও বিলিমোরার রাত পুরোপুরি রহস্যময়। রহস্য কিন্তু আরও জটিল 'রহস্যের বারমোশিয়ায়।' এখানে গভীর অরণ্যে বসবাসকারী কয়েকজন বনকন্যার পা ছিল হরিণীর মতো। প্রকৃতির খেয়ালে জন্মগত অভিশপ্ত এই বনকন্যাদের কাহিনি অবাস্তব মনে হলেও বাস্তবেও এর মিল আছে। যদিও বিরল দৃষ্টান্ত। তবুও বলি বৌদ্ধযুগে হরিণীর গর্ভজাতা কন্যা ও সহস্রপুত্রের জননী বৈশালীর রাজমাতার চরণযুগলও হরিণীর মতো

BanglaBook.org

খুর যুক্ত ছিল। অতএব আমাদের ধ্যানধারণার বাইরে যা কিছু সেটাই তো রহস্য। গোয়েন্দা কাহিনির সার্থকতা যেমন তদন্তের সফলতায়, রহস্য তেমন রহস্যেই থাকে রোমাঞ্চের গাঢ় অন্ধকারে।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নির্দিষ্ট খন্ড পড়তে চাইলে, আপনার
পছন্দের খন্ডের উপরে ক্লিক করুন :

সূচি

রমণীয় রোহিণী

১১

জ্যোৎস্না রাতের আলেয়ারা

৮৩

বিলিমোরার রাত

১০৫

সুগন্ধার চর

১২৫

পৈহারগিরি ভয়ংকর

১৫৫

রহস্যের বারমোশিয়ায়

২০১

আঁধার রাতের নাগিনা

২৪৭

নাগচম্পার কাহিনি

৩০৩

মাধোপুরার আতঙ্ক

৩২৯

রহস্য রজনীর চিত্রাগেড়িয়ায়

৩৫১

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রমণীয় রোহিণী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রোহিণীর অরণ্য ঘিরে রহস্য অনেক। তবুও আমি রোহিণীকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমার কাছে রোহিণী আজও রমণীয়। শতধারার পাশে নির্জন উপত্যকায় চম্পক দুহিতা হেমাঙ্গিনীকেও কখনও মনে হয়নি সে কোনও মায়াবিনী। বনহরিণীর চঞ্চলতায় আপন ছন্দে আপন মনেই সে যখন হঠাৎ করে দেখা দিত তখন মনে হত স্বর্গের উদ্যানে যেন এক প্রস্ফুটিত রঙের গোলাপ।

আজকের কথা তো নয়, কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে যখন আমি দারুণ প্রাণবন্ত ঠিক তখনই রোহিণীর ডাক এল। আমার বন্ধু মোহনমুরলী রোহিণীর সীমান্তে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে বহাল হয়েই আমন্ত্রণ জানাল আমাকে, 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো আছে এই রোহিণীতে। পত্রপাঠ চলে আয়।' কিন্তু আয় বললেই কি যাওয়া যায়? হাজারো কাজের ফাঁকে সময় আর করে উঠতে পারি না। অবশেষে হঠাৎই এক রাতে আমাকে কোনও কিছু না জানিয়েই ও এসে হাজির হল আমার কাছে। সময়টা ব্যাকুল বসন্তের শেষ। অল্প অল্প শীতের আমেজ তখনও ছিল। রেডিয়োর সংবাদে কান রেখে একটি সাময়িক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। এমন সময় দরজায় নক করল কে। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দারুণ চমক। অবাক বিস্ময়ে বললাম, 'তুই!'

'হ্যাঁ আমি। মোহনমুরলী সামন্ত।'

আমি আর আবেগ চেপে না রাখতে পেরেই ওকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'একটা চিঠি দিয়ে অন্তত আসবি তো?'

'লাভটা কী? তুই তো উত্তরও দিবি না।'

'তোর প্রত্যেকটা চিঠিরই উত্তর দিয়েছি আমি।'

'তা দিয়েছিস। তবে বড্ড দেরিতে।' বলে ওর ব্যাগটা ঘরের টেবিলে রেখে সোজা বাথরুমে চলে গেল। তারপর তোয়ালেতে হাতমুখ মুছে সোফায় বসে বলল, 'তোর সেই ভজুদা না কী যেন সে কোথায়?'

BanglaBook.org

'আছে। ওকে একটু দোকানে পাঠিয়েছি।'

'ও এলে চা খাব।'

'চা কফি যা মনে হয় খাবি। কফিই আনতে পাঠিয়েছি ওকে।'

এমন সময় ভজুদা এল। কফির প্যাকেট আর কড়াইশুঁটির কচুরি নিয়ে।

মোহন বলল, 'তুমি অনেকদিন বাঁচবে ভজুদা। এইমাত্র তোমারই নাম হচ্ছিল। বেশ মেজাজ দিয়ে একটু কফি খাব। মনের মতো করে বানিয়ে দাও দেখি।'

ভজুদা দুটো ডিশে কচুরি আর তরকারি দিয়ে বলল, 'আগে এগুলোর সদগতি করো তারপরে কফি হচ্ছে।'

'তা তো করব। কিন্তু তোমার যে ভাগে কম পড়ে যাবে।'

'পড়বে না। আমি জল গরম বসিয়েই আবার গিয়ে বেশি করে নিয়ে আসছি। সামনেই দোকান।'

আমরা গরম কচুরিতে মন দিলে ভজুদা তারই ফাঁকে স্টোভে কেটলি বসিয়ে দোকানে গেল কচুরি আনতে। গেল আর এল। আর দু'-চার পিস করে কচুরি আমাদের দিয়ে দারুণ সুন্দর কফি বানাল দু'জনের জন্য।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েই মোহন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইভাবে উইদাউট নোটিশে আচমকা এসে পড়ায় খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছিস না রে?'

আমি হেসে বললাম, 'তা তো যাচ্ছিই। তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে নেহাত দেখাসাক্ষাতের জন্য আসিসনি তুই। নিশ্চয়ই কোনও একটা সমস্যায় পড়েছিস। ব্যাপারটা কী?'

মোহন বলল, 'ঠিক বলেছিস। ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে উঠেছে। আমি ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করেছি কিন্তু মনে হচ্ছে না সেটা মঞ্জুর হবে বলে।'

'প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য থেকে বিদায় নিবি? 'কেন?'

'এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। নাউ আই আম ইন গ্রেট ডেঞ্জার।'

আমার হাত থেকে কফির কাপটা আর একটু হলেই পড়ে যেত। বললাম, 'জীবন বিপন্ন তোর? কী কারণে?'

'কারণ একটাই, রোহিণীর উপত্যকায় আছে মৃত্যুর হাতছানি। অরণ্যের গভীরে মরণছায়া।' এবার আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কী আমাকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল দেখি।'

BanglaBook.org

মোহন বলল, 'তুই অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাস করিস?'

'কঠিন প্রশ্ন। অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারের পিছনে অনেক সময়ই দুষ্ট লোকেদের হাত থাকে।'

'ওখানকার ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। দুষ্টচক্র একটা নিশ্চয়ই আছে, তারও ওপরে যা আছে তা কিন্তু সত্যিই বিস্ময়কর।'

মোহনের স্মোক করার অভ্যাস আছে। তাই একটা সিগারেট ধরাল।

আমিও দারুণ কৌতূহল নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

মোহন শূন্যে একটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'প্রথম যখন রোহিণীতে পোস্টিং হবার কথা শুনেছিলাম তখন খুব আনন্দ হয়েছিল। কেননা জায়গাটা দেওঘর থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েই সব আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। এই রোহিণী বহুদূরে। সরগুজা ডিস্ট্রিক্টের বনে পাহাড়ে ঘেরা এক অরণ্য প্রদেশ। বিলাসপুর কাটনি শাখায় অনুপপুর থেকেও এক-দেড়শো মাইল গেলে তবেই রোহিণী। সে যাই হোক, বিষণ্ণ মন নিয়ে যখন সেখানে পৌঁছোলাম তখন প্রকৃতির দৃশ্য দেখে মন আমার ভরে উঠল দারুণ আনন্দে। রোহিণী ছাড়াও এখানে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি গ্রাম আছে। সেই সব গ্রামে ছত্তিশগড়িয়াদের বাস। তাদের বিচিত্র পোশাক ও রং-বেরঙের হাঁড়ি নিয়ে জল আনতে যাওয়ার দৃশ্য দেখলে মন মাতাল হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত অঞ্চল হল হরিণের বাসভূমি। দলে দলে হরিণ এখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমি ওখানেই বনবিভাগের কর্মীদের একটি পরিত্যক্ত বাংলোয় থাকার অনুমতি পেলাম।'

আমি বললাম, 'বাংলোটা পরিত্যক্ত কেন?'

'সেটাই রহস্যময়। হয়তো জনপদ থেকে বহু দূরে এবং যাতায়াতের অসুবিধার কারণেই কেউ ওখানে যেতে চান না। তা ছাড়া দুজন কর্মীও নাকি ওখানে রহস্যময়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। তা যাক। বাংলোটি নেহাত ছোটখাটো নয়। এর চারদিকে গভীর বনভূমি। একাংশে উপত্যকার ঢাল। সেখানে অজস্র ময়ূর পেখম মেলে নাচে। ওরা মানুষকে ভয় পায় না। আমার বাংলোর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে ওরা। তাই প্রথম দর্শনেই রোহিণীকে ভালবেসে ফেললাম। তখনই মনে পড়ল তোর কথা। এই অনবদ্য পরিবেশে তুইও আমার পাশে থাকলে কী আনন্দই না হবে। তাই প্রথমেই চিঠি লিখে তোকে আমন্ত্রণ জানালাম।'

BanglaBook.org

'তোর সে চিঠি আমি পেয়েছি। উত্তরও দিয়েছি যেতে না পারার কারণ দেখিয়ে। আরও একটা বড় কারণ যেটা, সেটা হল ওখানকার মানচিত্র জ্ঞান আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'খুবই গোলমাল। রায়পুর, বিলাসপুর ও অনুপপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চল। কিন্তু কোনও দিকেই কোনও পথ নেই। যেতে হবে সেই অনুপপুর দিয়েই।'

আমি বললাম, 'তা না হয় হল। কিন্তু ওখানে তোর কাজটা কী? এত জায়গা থাকতে ওখানেই বা তোকে পোস্টিং দিল কেন? আর এ কাজে নিশ্চয়ই তুই একা নয়, সঙ্গে আর কে কে ছিল?'

ভজুদা আর এক প্রস্থ কফি দিয়ে গেল আমাদের।

আমরা কফি খেতে খেতে আবার আলোচনা শুরু করলাম।

মোহন বলল, 'ওখানে আমার একটাই কাজ ওইখানকার বনে পাহাড়ে ঘুরে ভগ্ন অভগ্ন নানা ধরনের মূর্তি উদ্ধার করা। ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে যাবার আগে অথবা পরে মূর্তিচোরেরা ওই রোহিণীর অরণ্যে বহু প্রাচীন মূর্তি সংগ্রহ করে যত্রতত্র লুকিয়ে রাখে। আমি সেগুলোই উদ্ধার করার কাজে আসি। এ পর্যন্ত প্রায় তিনশোরও বেশি মূর্তি সংগ্রহ করেছি। এই কাজের জন্য পবন ও রুহিয়া নামের দু'জন লোককেও আমারই সঙ্গে বহাল করা হয়েছিল। ওরা দু'জনেই ছিল খুব কাজের লোক। তবে ওরা আমার বাংলোয় থাকত না। রোহিণীর ঢালে আলাদা একটা ঝোপড়ি বানিয়ে থাকত ওরা।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'আসলে আমাকে খুব সমীহ করত ওরা। তা ছাড়া একটু নেশাভাঙের ব্যাপারটাও ছিল ওদের। তাই—।'

'বুঝেছি।'

'এইভাবে প্রায় দু'-তিন মাস যাবার পরই বুঝলাম রোহিণীর সব কিছুই সুন্দর নয়। আকাশের চাঁদ সুন্দর। সূর্যও সোনালি রোদ ছড়ায়। মেয়েরা দারুণ সুন্দরী। পুরুষরাও অসুন্দর নয়। তবুও কেমন যেন একটা চাপা আতঙ্ক ঘিরে আছে চারদিকে।'

'কীসের আতঙ্ক?'

'অরণ্যে উপত্যকায় আতঙ্ক। রাতে আতঙ্ক, দিনে আতঙ্ক। রোজ সন্ধের পর কখনও গভীর রাতে উপত্যকার ঢালু জমি থেকে কে বা কারা যেন

BanglaBook.org

আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে। এক রাতে আমি পবন ও রুহিয়াকে নিয়ে ওত পেতে বসেছিলাম কান্নার রহস্যটা কী তা দেখবার জন্য।'

'দেখতে পেলি?'

'হ্যাঁ। দেখলাম নেকড়ের আকারে কী একটা জন্তু অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাংলোর দিকে মুখ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সেইসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বরে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল চারদিক থেকে। তাদের কিন্তু দেখা গেল না। তবে সেই জন্তুটার কান্নার শেষেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে আগুন বেরিয়ে মিলিয়ে গেল বনবাতাসে।'

আমার মুখ দিয়ে একটাই মাত্র শব্দ বেরিয়ে এল এবার, 'স্ট্রেঞ্জ!'

মোহন বলল, 'জন্তুটার কান্না থামানোর জন্য আমার মনের মধ্যে একটা জেদ এসে গেল। পরদিন গভীর রাতে জন্তুটা ওরকম আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলে আমি ওটাকে মারার জন্য বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে জন্তুটাকে তাক করে একটা গুলি ছুড়তেই জন্তুটা বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে পালাল। সেটা বাঁচল কি মরল তা জানি না। এরপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা গেলেও সে রাতে ঘুম আর এল না। পরদিন সকালে গ্রামের লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে আমাকে বলল, 'কাজটা আপনি ভাল করলেন না সাহেব। ওটা অমঙ্গলের প্রতীক। ওটাকে নাশ করলে নানারকম বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। মারবার হলে আমরাই মারতে পারতাম ওটাকে। আমাদের কাছে বন্দুক না থাক তির ধনুক বল্লম তো আছে।' আমি সকলকে বুঝিয়ে বললাম, 'অযথা ভয় পাচ্ছ তোমরা। ওটা যদি অমঙ্গলের প্রতীক হয় তা হলে তো ওটার বিনাশে মঙ্গলই হবে তোমাদের।' গ্রাম্য ছত্তিশগড়িয়ারা কী বুঝল কে জানে? যাবার সময় বলে গেল 'হলেই ভাল।'

আমি বললাম, 'তারপর?'

'তারপরই হল সত্যিকারের বিপর্যয়। এর এক-দু'দিন পরে যখন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মূর্তি সংগ্রহ করছি ঠিক তখনই কীভাবে যেন চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল পবন ও রুহিয়া। আমি অনেক ডেকেও ওদের সাড়া পেলাম না, অনেক খুঁজেও দেখা পেলাম না ওদের। শেষমেষ ভয় পেয়ে নিজেই আমি পালিয়ে এলাম। পরে গ্রামেরই দু'-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ওদের খোঁজে

BanglaBook.org

গেলাম। কিন্তু না, খোঁজাখুঁজিই সার হল। না পেলাম ওদের একজনকেও, না পেলাম ওদের কারও ডেডবডি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? ভয়ে ভয়ে দিন কাটে আমার। ওদের দু'জনের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ ওপর মহলে জানিয়ে বদলির দরখাস্ত করলাম। আবেদন হয়তো মঞ্জুর হবে না। হলেও মনটা খারাপ হয়ে যাবে।'

'মন খারাপ হবে কেন?'

'তার একমাত্র কারণ হেমাঙ্গিনী। রামসহায় রাউতের মা মরা মেয়েটা অনবরত আমার কাজের সময় কাছে এসে ঘুরঘুর করত। ভারী মিষ্টি মেয়ে। আমি ওকে হেমা বলেই ডাকি। ও কখনও সিনেমা দেখেনি, রেলগাড়ি দেখেনি। তা ওই জন্তুটাকে গুলি করার পর থেকেই ও কেমন যেন আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগল।'

'যাক না। তোর তাতে কী-ই বা যায় আসে?'

'হয়তো কিছুই যায় আসে না। তবুও মেয়েটা কাছে এলে আমাকে বিরক্ত করলে আমার খুব ভাল লাগত।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'এবার বল রোহিণীর উপত্যকায় তুই রহস্যের গন্ধ কী করে পেলি? ওখানে তোর জীবনই বা বিপন্ন কেন? আর অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারই বা কী হয় ওখানে?'

মোহন বলল, 'এক এক করে বলি তা হলে শোন, আমি প্রায় রাতে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলোর গোলক ভেসে যেতে দেখি। এক রাতে ওই উপত্যকার ঢালে অদ্ভুত দর্শন এক মানুষেরও দেখা পেয়েছি। তার সর্বাঙ্গ মানুষের কিন্তু মুখটা শূকরের। সে আমার বাংলোর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জানলা দিয়ে তার গায়েও টর্চের আলো ফেলতেই বড় একটি গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল লোকটা। তার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার যেটা, সেটা হল প্রেতাত্মার আবির্ভাব।'

'তোর মাথাটা দেখছি একদমই গেছে। প্রেতাত্মা আবার কী?'

'ওই সেই জন্তুটা। যেটাকে আমি গুলি করেছিলাম তারই প্রেতাত্মা আমাকে এসে দেখা দেয়। পরপর তিনদিন সে আমার বাংলোর সামনে এসে কেঁদেছে। ওর কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে কেঁদে উঠল কারা যেন। কিন্তু আমি যেই বাইরে আসি, টর্চের আলো ফেলি, অমনি সে উধাও হয়ে

BanglaBook.org

যায়। আরও রহস্য এই, যেখানে বাইরের কোনও লোকেরই আসা-যাওয়া নেই সেখানে আমার সংগৃহীত সমস্ত মূর্তিগুলোই এই ক'দিনের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেল কী করে?'

'মূর্তিগুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলি কোথায়?'

'জঙ্গলেই নির্দিষ্ট কয়েকটা জায়গায় ডাঁই করে রেখেছিলাম। অতগুলো মূর্তি কীভাবে উধাও হল আমি বুঝতেই পারছি না। গ্রামের লোকেরাও কেউ কিছু বলতে পারল না আমাকে। হেমার বাবা রামসহায়ও একদিন আমাকে বলল, 'আপনি আর এখানে থাকবে না বাবুজি। তা হলে পবন রুহিয়ার মতো আপনিও নিখোঁজ হয়ে যাবেন।' ওর কথা শুনে মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেল। তবুও একদিন হেমাকে ডেকে বললম, 'কী রে! তুইও কি চাস আমি এখান থেকে চলে যাই? এখন তুই আগের মতো হাসিস না, কথা বলিস না কেন বল?'

উত্তরে ও বলল, 'আমার বাবা বলেছে তুমি ওই জন্তুটাকে গুলি করে ভাল কাজ করোনি। তোমার জন্যই পবন ও রুহিয়াকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রোহিণীর দেবতা গ্রাস করেছে ওদের। এবার তুমিও মরবে। আমরাও মরব এক এক করে। কেননা ওটা আগে গ্রামে ঢুকত না। ওই ঢাল থেকেই কেঁদে কেঁদে চলে যেত। এখন তোমার বাংলোর কাছে আসে।' আমি বললাম, 'এলেই বা। ও এলে ক্ষতি যা কিছু তা আমারই হবে। তা ছাড়া এই বাংলোটা তো গ্রামের বাইরে। জঙ্গলের ধারে।' ও বলল, 'আমি ওসব জানি না। সবাই বলছে এবার তোমার পালা।'

আমি বললাম, সবাইকে বল এর আগেও তো এই বাংলোয় দু'জন কর্মী রহস্যময়ভাবে মারা গেছে। তখন তো আমি আসিনি।' হেমা আমার সে কথায় উত্তর না দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে চলে গেল। অমন সুন্দর হাসিখুশি মেয়েটি, অথচ কী তার পরিবর্তন। তাই বলছি ওই সুন্দরী রোহিণীতে অশুভ কোনও কিছুর প্রভাব একটা আছেই। বন যত মনোহর, উপত্যকায় ময়ূরের নাচ যেমন মনোহারী, রোহিণীর অরণ্য ও উপত্যকা তেমনই রহস্যময়।'

আমি বললাম, 'বদলির অর্ডার পেলে তুই চলে যা। না পেলে ঝোঁকের মাথায় চাকরিটা যেন ছেড়ে দিস না। গ্রামের দেহাতিরা নানারকম সংস্কারের বশ। প্রেতাত্মা বা অলৌকিক ব্যাপার কিছু ওখানে আছে বলে মনে হয় না। মূর্তিগুলো উধাও হওয়াতেই মনে হচ্ছে কোনও দুষ্টচক্রের রীতিমতো প্রভাব

BanglaBook.org

পড়েছে ওখানে। তাদেরই কারণে বাংলোর দু'জন লোকের জীবনদীপ নিভে যায়। ওই একই কারণে নিখোঁজ হয় তোর ওই দু'জন লোক। আবার এমনও হতে পারে ওই দুষ্টচক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উধাও হয়েছে ওরা।'

'এও কি সম্ভব?'

'অসম্ভব কী? তুই তো বলেছিস ওরা বাংলো থেকে দূরে উপত্যকার ঢালে আলাদা ঝোপড়ি বেঁধে থাকত। দুষ্কৃতিরা কোথায় লুকিয়েছে তা অনুসন্ধান করে ওদের ঘাঁটিটা খুঁজে বার করতে হবে।'

'কিন্তু এ কাজ কি আমার একার দ্বারা সম্ভব?'

'মোটেই না। এই ব্যাপারে তোকে সাহায্য করার জন্য আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

ভজুদাও এতক্ষণ আমাদের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। এবার একটু রাগত স্বরেই বলল, 'একেই বলে বাঁশ কেন ঝাড়ে, আয় আমার ঘাড়ে।' তারপর মোহনকে বলল, 'ওই চাকরি কেউ করে? বদলি হোক বা না হোক চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলে আসুন। পেটে যখন বিদ্যে আছে তখন অন্য কোনও কাজের ধান্দা দেখুন।'

ভজুদার কথাটা অমান্য করবার নয়। কিন্তু আমার মনে তখন অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। রোহিণী কত রমণীয় বা আতঙ্ক সেখানে কতটা গভীর তা আমার না জানলেই নয়। তাই সে রাতেই যতটা যা নেবার তা নিয়ে ব্যাগটাকে গুছিয়ে ফেললাম। যদিও বসন্ত, তবুও শীত ওখানে জাঁকিয়ে রয়েছে এখনও। তাই ভাল শীতবস্ত্রও নিলাম। সেইসঙ্গে দেশি পিস্তলটাকেও সঙ্গে নিতে ভুললাম না।

রাতে খাওয়া দাওয়া তেমন জমল না। অনেকগুলো কচুরি খেয়ে পেট ভরতি থাকায় দুটো করে রুটি আলুরদম আর রসগোল্লা খেয়েই শয্যা গ্রহণ করলাম।

পরদিন সকালে জলযোগ পর্বের পর দু'বন্ধু গেলাম হাওড়া স্টেশনে টিকিটের জন্য। রিক্যুইজিশন ফর্ম ফিলাপ করে বম্বে মেলের থ্রি-টায়ারের জন্য দুটো টিকিট চাইতেই কাউন্টারম্যান হাসলেন। বললেন, 'থ্রি-টায়ার, টু-টায়ারে কোনও বার্থই খালি নেই। তবে টু-টায়ারে সিটিং রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে।' যেহেতু আমরা আজই যেতে চাই তাই টু-টায়ারে সিটিং রিজার্ভেশনই নিয়ে নিলাম। রিজার্ভেশন পেয়ে ফিরে আসার সময় যেতে হল

BanglaBook.org

ব্যাঙ্কে। যদিও আমি মোহনের অতিথি তবুও নিজের কাছেও ভালরকম কিছু থাকার দরকার। ভজুদার হাতে দু'-এক হাজার টাকা দিয়ে তো যেতেই হবে।

এরপর সারাটা দিন নানারকম জল্পনা কল্পনা করে কাটিয়ে সন্ধেবেলা হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হলাম। রাত আটটায় ট্রেন। ভায়া নাগপুর বম্বে মেল।

ভজুদা আমাদের রাতে খাওয়ার জন্য লুচি আর আলুরদম তৈরি করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল কড়াপাকের কিছু সন্দেশ। জার্নি শুধু আজকের রাতটুকু। কাল সকালেই আমরা বিলাসপুরে নেমে যাব। তারপর সেখান থেকে অন্য ট্রেনে পেন্ড্রারোড হয়ে অনুপপুর। সেখানে কালকের দিনটা কোথাও থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে তবেই গন্তব্যের দিকে যাওয়া।

ট্রেন ছাড়ার পর যখন আমরা নিজেদের মধ্যে রোহিণীর আতঙ্ক নিয়ে আলোচনা করছি তখন মধ্যবয়সি এক অবাঙালি ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম আমরা। উনিও সিটিং রিজার্ভেশন নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের কথাবার্তা শুনে বললেন, 'আপনারা কি রোহিণীতে যাবেন ভাইসাব?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'লেকিন আপনারা অনুপপুর হয়ে কেন যাবেন?'

মোহন বলল, 'ওটাই তো পথ।'

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'না। ওটা রংরুট।'

আমি বললাম, 'তা হলে?'

'ওই পথে গেলে আপনাদের অনেক ঘুরপথে যেতে হবে। লেকিন আপনারা যদি রাজনন্দগাঁও দিয়ে বেল্লারির জঙ্গল পার হয়ে যান তা হলে অনেকটা শর্টকাট হবে।'

ভদ্রলোকের কথায় আমরা দু'জনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের টিকিট কতদূর অবদি আছে?'

'বিলাসপুর পর্যন্ত।'

'ফির ভি ভুল করছেন। টিকিটটা অনুপপুর পর্যন্ত নিয়ে বিলাসপুরের রিজার্ভেশন নিতে পারতেন। এখন হবে কি আপনাদের বিলাসপুরে নেমে অনুপপুরের টিকিট কাটতে গেলে এক্সপ্রেস গাড়িটা না-ও পেতে পারেন। তা একদিক থেকে ভালই হয়েছে। আপনারা এই গাড়িতেই কন্ডাক্টর গার্ডকে

BanglaBook.org

দিয়ে রাজনন্দগাঁও পর্যন্ত এক্সটেনশন করিয়ে নিন। আমিও ওখানেই থাকি। আমার নাম রাজনারায়ণ মূর্তাজা। আমি আপনাদের বেল্লারির জঙ্গল পার করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। তবে কাল হয়তো পারব না। কাল আপনারা আমার বাড়িতে অতিথি হবেন। পরশু সকালেই আমি লোক দিয়ে দেব আপনাদের সঙ্গে।'

আমরা এককথায় রাজি হলাম ওঁর প্রস্তাবে। সেইমতো টিটি এলে টিকিটটাও রাজনন্দগাঁও পর্যন্ত করিয়ে নিলাম। এরপর আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে জানলাম ওই রাজনারায়ণবাবু একজন ঠিকাদার। ওঁর ওপর নির্দেশ আছে ওই সমস্ত অঞ্চলের বন জঙ্গল সাফ করিয়ে সেখানে চাষের জমি গড়ে তোলানোর। এবং সে কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু করবেন উনি।

প্রস্তাবটা আমাদের কাছেও হৃদয় বিদারক। যদিও বেল্লারির দায়িত্বে এখন তিনি আছেন তবুও পরবর্তীকালে রোহিণীর ওপর থাবা বসাতেই বা কতক্ষণ?

সে রাতে ঘুম এল না চোখে। নানারকম গল্প করেই কাটালাম। তবে রাজনারায়ণবাবু ভাগ্যজোরে একটি বার্থ পেয়ে গেলেন। তাই খড়্গপুরের পর সেখানেই তিনি বেডশিট বিছিয়ে সুখে নিদ্রা গেলেন।

বেলা দশটা নাগাদ সঠিক সময়ে বম্বে মেল এসে থামল রাজনন্দগাঁওতে।

রাজনারায়ণবাবু আমাদের দু'জনকে অনেক আদরে টমটম ভাড়া করে নিয়ে এলেন ওঁর পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর বাসাবাড়িতে। বাড়িটা দোতলা। আমাদের ওপরের একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁর পরিবারের সঙ্গে। ওঁর স্ত্রী অসাধারণ সুন্দরী। ওঁর একমাত্র মেয়ে মীরার সৌন্দর্য অপরিসীম। সত্যি বলতে কী আমি আমার জ্ঞানে মীরার মতো সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখিনি। দারুণ স্মার্ট আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মীরা ওর সহজাত স্বভাবের গুণে অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমাদের দু'জনকে বন্ধুর মতো আপনজন করে নিল।

মূর্তাজা পরিবারের আতিথেয়তা ভোলবার নয়। দুপুরে হরিণের মাংস দিয়ে ভাত ও নানারকম ব্যঞ্জনের স্বাদ নিয়ে খাওয়াদাওয়া পর্ব শেষ করলাম।

মূর্তাজা গৃহিণী বললেন, 'আমরা মাছ মাংস খাই না। তবে কলেজ পড়ুয়া

BanglaBook.org

মেয়ে তো, মানে না ওসব। কালই ও বেল্লারির জঙ্গলে গিয়ে একটা হরিণ শিকার করে এনেছে। কিছু প্রতিবেশীদের দিয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম। সেজন্যই তোমরা কপাল জোরে পেয়ে গেলে। না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হত।'

আমরা দু'জনেই অবাক বিস্ময়ে তাকালাম মীরার দিকে।

আমি বললাম, 'এই বয়সেই তুমি শিকার করতে পারো?'

মীরা হেসে বলল, না পারার কী আছে? একেবারেই ছেলেমানুষ তো নই। এ পর্যন্ত আমি চার-পাঁচটা হরিণ শিকার করেছি। আমার বাবারও শিকারের নেশা ছিল। ডোঙ্গরগড়ের রাজবাড়ি থেকে আনা ভাল বন্দুকও আছে আমাদের।'

'শিকার করতে গেলে বন্দুক তো চাইই।'

'তার কোনও মানে নেই। এর আগে তো আমি তির ধনুকের সাহায্য নিয়েই হরিণ মেরেছি।'

মোহন বলল, 'তুমি তা হলে তিরন্দাজও।'

'সব কিছুতেই আমার অল্পসল্প দক্ষতা আছে।'

আমি বললাম, 'তোমরা যখন নিরামিষাশী তখন তোমার বাবার শিকারের নেশা ছিল কেন?'

'ওটা একটা নেশাই বলতে পারেন। আসলে বাবা আগে সবকিছুই খেতেন। তবে যেহেতু মা একদমই খান না তাই হঠাৎ করেই একদিন বাবাও নিরামিষাশী হয়ে গেলেন। আমিও প্রায় তাই। তবে আমার বান্ধবীদের বাড়িতে গেলে বা কখনও বেল্লারির জঙ্গলে গিয়ে কোনও হরিণ শিকার করলে তখন আর লোভ সামলাতে পারি না।'

মীরার কথা শুনে হেসে উঠলাম আমরা।

BanglaBook.org

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিতে হল। কাল সারারাত ট্রেনে ঘুম হয়নি। মোহনটা তাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমিও ঘুমিয়েছি বেশ কিছুক্ষণ। তারপর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দূরের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একটা বড় গাছকে ঘিরে কী এক বিচিত্রবর্ণের পাখির ঝাঁক অনবরত কলরব করছে। অমন সুন্দর পাখি আমি আগে কখনও দেখিনি। সেই পাখিগুলোকে আরও ভাল করে খুব কাছ

থেকে দেখবার জন্য আমি পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! পাখিগুলো আমাকে দেখে ভয় পেয়ে উড়ে যাওয়া দূরের কথা পোষা পায়রার মতো আমার চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। আমিও দারুণ আনন্দ পেয়ে ওগুলোর একটাকে অন্তত ধরে আদর করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারলাম না।

এমন সময় আমার পেছন দিক থেকে খিলখিল একটি হাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়েই দেখি মীরা। আমার মন প্রাণ মোহিত হয়ে গেল এই আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মিষ্টি মেয়ে মীরাকে দেখে। তাই সবিস্ময়ে বললাম, 'মীরাজি আপনি এখানে?'

মীরা বললেন, 'মীরাজি নয়, শুধু মীরা। মীরা মূর্তাজা।'

'বেশ তাই হবে। কিন্তু আপনি হঠাৎ...?'

'সময় কাটছিল না। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেই দেখি একজন অঘোরে ঘুমোচ্ছে আর আপনি উধাও। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসেই দেখি আপনি বোকার মতো এই পাখিগুলোকে ধরবার চেষ্টা করছেন। তাই খুব হাসি পেল। কেননা ওরা অধরা। ওরা কাছে আসে, ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসেও ধরা দেয় না।'

আমি বললাম, 'তাই বুঝি?'

'ঠিক তাই। জগতে এমন অনেক কিছু আছে যা শুধু দেখতে হয়, পেতে নেই।'

আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মীরা বলল, 'চলুন না, ওদিকে একটা কাঁদর আছে সেখান গিয়ে বসি। আমি প্রায়ই এসে বসি ওখানে। ভাগ্য ভাল থাকলে হরিণের দেখাও পেতে পারেন।'

মীরার এই আহ্বান কি প্রত্যাখ্যান করা যায়? তাই সানন্দে রাজি হয়ে কাঁদরের ধারে এসে একটি রঙিন পাথরের ওপর একটু দূরত্ব বজায় রেখেই বসলাম দু'জনে।

মীরা বলল, 'কী সুন্দর না জায়গাটা? আমার এক বান্ধবী আছে সহেলি, সে আর আমি প্রায় দিনই এসে বসি এখানে।'

আমি বললাম, 'সত্যিই দারুণ সুন্দর জায়গা। চারদিকে খেতি জমি, বড় পাহাড়, দূরের ওই পাহাড়গুলো কী সুন্দর। মনে হয় যেন মেঘ করেছে।'

BanglaBook.org

'দুর্ভেদ্য জঙ্গল ওখানে। কিছুটা সরগুজা ও কিছুটা মেকল রেঞ্জের পাহাড় ওগুলো। বেল্লারির জঙ্গল খুব ভয়াবহ। তবে রোহিণী আমি যাইনি কখনও।' তারপর একটু কী যেন ভেবে বলল, 'রোহিণী নামটা ভারী মিষ্টি, তাই না?'

'বনও সুন্দর। ভারী রমণীয়।'

'এর আগে আপনি গেছেন কখনও?'

'না।'

'তা হলে কী করে জানলেন রমণীয়?'

'আমার ওই বন্ধুর মুখে শুনেছি। আসলে ও ওখানে একটা কাজ নিয়ে আছে কিনা।'

মীরা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল 'ওখানে কিছু সংখ্যক দেহাতি লোকের বাস আছে শুনেছি। আপনার বন্ধুর সেখানে কীসের কাজ?'

'ওইখানকার পাহাড় জঙ্গলে বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমার বন্ধুর কাজ হল সেগুলো উদ্ধার করে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া।'

'সরকার ওগুলো কী করবে?'

'বিভিন্ন মিউজিয়ামে রাখবে।'

'তা না হয় রাখল কিন্তু জনপদ থেকে বহুদূরে ওই ভীষণ অরণ্যে বাস করতে ভয় লাগবে না আপনাদের?'

'তা তো করবে। তবু আমরা যাচ্ছি ভয়ের মোকাবিলা করতে।'

'বুঝলাম না।'

আমি তখন মোহনের বৃত্তান্ত ও আমার আগমনের কারণ বিশদভাবে বুঝিয়ে বললাম মীরাকে।

সব শুনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মীরা। তারপর বলল, 'রীতিমতো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমিও। ওই রোহিণীর অরণ্যেই তা হলে নাগরাজের ঘাঁটি হয়েছে।'

'নাগরাজ কে?'

'বিষধর সাপের চেয়েও মারাত্মক এক দুষ্কৃতী। ডোঙ্গরগড়ের প্রাসাদ থেকে বহুমূল্য একটি স্ফটিক শিবলিঙ্গ আর কয়েক লক্ষ টাকার মূল্যবান হিরে চুরি করে উধাও হয় ও। এখানকার পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও নাগাল পায় না

BanglaBook.org

ওর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওখানেই কোথাও আশ্রয় নিয়ে ওই আতঙ্ক ছড়িয়ে যাচ্ছে ও। যে কারণে বাংলোটা পরিত্যক্ত। আর সেখানেই আপনারা থাকতে যাচ্ছেন। বলিহারি সাহস আপনাদের।'

আমি বললাম, 'ওর ওখানে আত্মগোপন করে থাকার কোনও প্রমাণ তো কেউ পায়নি।'

'আপনার বন্ধুর কথা যদি সত্যি হয় তা হলে বাংলোর দু'জন লোকের রহস্যময় মৃত্যু আর দু'জন লোকের নিখোঁজ হওয়াটা কি সন্দেহজনক নয়? নাগরাজ মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই শয়তানই ওখানে ঘাঁটি করেছে। বহু আগে মূর্তিচোরেরা যে সব মূর্তি ওখানে লুকিয়ে রেখেছিল কালক্রমে সেগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। আপনার বন্ধু সেই মূর্তি আবিষ্কার করলে টনক নড়ে ওর। তাই ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলো লুকিয়ে রাখছে কোথাও।'

'এত সব তো জানতাম না।'

'আরও শুনুন, গোন্ডিয়ায় ভয়াবহ ব্যাঙ্ক ডাকাতি ও বেশ কয়েকটি খুনের মামলায় জড়িয়ে আছে ও।'

আমি বললাম, 'ওই ভীষণ অরণ্যে কারও পক্ষে ঘাঁটি করে থাকা কি সম্ভব?'

'নয় কেন? আপনাদের ওই বাংলোটাও কি খুব একটা নিরাপদ জায়গায়?' তারপর বলল, 'আপনারা যাচ্ছেন যান কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়বেন। বিশেষ করে আপনি। আপনার মতো ভালমানুষ বেঘোরে প্রাণটা হারাক এ আমি চাই না। ওখানকার দেহাতি ছত্তিশগড়িয়ারা নিশ্চয়ই টের পেয়েছে ওর উপস্থিতি। তাই আপনার বন্ধুকে সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে আর এখানে থাকবেন না। নিখোঁজ হয়ে যাবেন।'

আমি বললাম, 'ওখানে থাকলে যে-কোনও মুহূর্তে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে এ ব্যাপারে আমি একমত। তবে একটা কথা, যদি ওই নাগরাজই ওখানে বাসা বেঁধে থাকে তা হলে তাকে যে ভাবেই হোক ফাঁদে ফেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে আসাটা কাজের কাজ হবে বলে আমি মনে করি।'

মীরা এবার বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তা হলে সত্যিই আপনি যাবেন?'

'যাব। হয় মরব, না হয় মারব।'

BanglaBook.org

মীরার চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল এবার। বলল, 'এমন শান্ত সমাহিত মানুষ আপনি অথচ এত সাহস আপনার? এতদিন আপনারই মতো একজনের প্রতীক্ষায় ছিলাম আমি। আজ আপনার দেখা পেয়ে আনন্দের সীমা নেই। মনে হচ্ছে এবার হয়তো আমার আশা পূর্ণ হবে।'

আমি ওর কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'কীসের আশা পূর্ণ হবে আপনার?'

'বদলা নেওয়ার।'

এবার আমার আরও চমকের পালা। বললাম, 'কার ওপর বদলা নেবেন, নাগরাজের?'

মীরা একটু একটু করে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ। ওই নাগরাজ আমার দাদারও হত্যাকারী।'

এমন একটা মর্মান্তিক সংবাদ যে মীরার মুখ থেকে শুনতে পাব তা ভাবতেও পারিনি।

মীরা আবার বলল, 'আমরা আগে গোন্ডিয়াতে থাকতাম। আমার ওই যে বান্ধবীর কথা বললাম সহেলি, ওরাও থাকত। ওর বাবা কিষেণজি ছিলেন ওখানকার একজন প্রসিদ্ধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী। আমাদের স্বপ্ন ছিল আমার দাদার সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে সহেলিকে আমাদের ঘরে আনব। তা এক রাতে নাগরাজ ওর দু'জন শাগরেদকে নিয়ে বাড়ি চড়াও হলে আর্তনাদ শুনে দাদা বাধা দেবার জন্য ছুটে যায়। ততক্ষণে কিষেণজিকে জখম করে প্রচুর সোনা রুপো নিয়ে কাজ হাসিল করেছে নাগরাজ। কিন্তু পালাতে গিয়ে দাদার মুখোমুখি হল। দাদা কিছু বুঝে ওঠার আগেই নাগরাজের বন্দুকের গুলি এফোঁড় ওঁফোড় করে দিল দাদার বুকটাকে। ওর লোকেরা কিষেণজির একটা হাত কেটে দিয়েছিল। আর নাগরাজ...।' বলতে বলতেই কান্নায় লুটিয়ে পড়ল মীরা।

এতক্ষণে আমি সাহস পেয়ে ওর গায়ে হাত দিলাম। স্নেহভরে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'মর্মান্তিক ঘটনা। আপনাদের এখানে না এলে নাগরাজের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। রোহিণীর রহস্য যে কোথায় তা না জেনে বৃথা অনুসন্ধানে দিন কাটাতাম। এখন সবকিছু জেনে কাজের সুবিধেই হল। সাপুড়ের দল যেমন গর্ত থেকে বিষাক্ত সাপকে টেনে বার করে ঠিক সেইভাবে নাগরাজকেও আমি খুঁজে বার করব।

BanglaBook.org

'তবে মারবেন না। যদি ধরতে পারেন ওকে আমার হাতে তুলে দেবেন। আমি নিজের হাতে গুলি করে মারব ওকে।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা।

একসময় আমিই নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম, 'তা হলে রাজনন্দগাঁওতে আপনারা কতদিন এসেছেন?'

'বছর দুই হল। গোন্ডিয়ার বাড়ি বিক্রি করে এখানে এসে বাড়ি করেছি। সহেলিরাও চলে এসেছে এখানে। ওর বাবা আবার নতুন করে ব্যাবসা শুরু করেছে। ওখানকার চেয়ে এখানকার মার্কেট ভাল। তবে কিনা একটা হাত না থাকার দুঃখ উনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। আমরাও কি ভুলতে পেরেছি? তবু জোর করে ভুলে থাকতে হচ্ছে। আমার দাদা খুন হওয়ার পর নাগরাজের পদার্পণ এই অঞ্চলে আর কখনও হয়নি। সবাই ধরে নিয়েছিলাম ও এই এলাকা ছেড়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নাগরাজ এখানেই আছে। রোহিণীর শান্ত সুন্দর পরিবেশকে আতঙ্কিত করছে ও।'

আমাদের কথাবার্তার মাঝেই পাতলা ছিপছিপে চেহারার শ্যামাঙ্গী ও সুন্দর মুখশ্রীর এক মেয়েকে আসতে দেখা গেল। মীরা সেদিকে তাকিয়েই বলল, 'সহেলি।'

সহেলি এসে আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মীরা ইশারায় ওকে বসতে বললে ও ধুপ করে বসে পড়ল মীরার পাশে।

সহেলি বসল। তবে চির অচেনা আমার দিকে তাকিয়ে রইল অবাক দৃষ্টিতে।

এবার পরিচয় পর্ব। মীরা ওর সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলে ও কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর আমার এখানে আসার কারণ ও মোহনের কাজের ব্যাপারে সব জানার পরই সহেলি বলল, 'প্লিজ দাদাভাই, ওই দুঃসাহসিক কাজ আপনি করতে যাবেন না। ওই নাগরাজ মোস্ট ডেঞ্জারাস। ওর মোকাবিলা করতে গিয়ে অকালে জীবনটা নষ্ট করবেন কিন্তু।'

আমি বললাম, 'আমি একা তো নই। আমার বন্ধু মোহনও আছে সঙ্গে। তা ছাড়া আপনারা যার কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছেন ওখানে সেই নাগরাজের বদলে অন্য কোনও দুষ্কৃতীও তো থাকতে পারে।'

BanglaBook.org

সহেলি বলল, উঁহু। নাগরাজই ওখানে ডেরা পেতেছে। ও ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই। কেননা এই সমস্ত অঞ্চলের বন পাহাড় সব কিছুই ওর নখদর্পণে। রোহিণীর আতঙ্ক ওই নাগরাজই।'

আমি হেসে বললাম, 'আতঙ্কবাদী কে তার পরিচয় যখন জানাই গেল তখন একটু চেষ্টা করলেই ওর মোকাবিলা করা যাবে। তা ছাড়া এখন তো আমরা সতর্ক। শুধু নাগরাজের জন্য নয়, পবন ও রুহিয়া নামের আমার বন্ধুর যে দু'জন সহযোগী নিখোঁজ হল তাদের ব্যাপারেও একটু অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য।'

মীরা বলল, 'মানবতার কারণে নিশ্চয়ই সেটা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় ওই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে লোকজন সঙ্গে না নিয়ে আপনাদের কোনও কিছুই করতে যাওয়া উচিত হবে না।'

আমি এবার জেদের সঙ্গেই বললাম, 'কিন্তু আমি যাবই। আমার বন্ধু যদিও নার্ভাস তবুও আমি পাশে থাকলে ওর মনোবল অনেক বেড়ে যাবে।' বলে আমার গুপ্তস্থানে রাখা পিস্তলটা বার করে ওদের দেখিয়ে বললাম, 'আমি কিন্তু একেবারেই নিরস্ত্র নই। আমার বন্ধুরও হাতে বন্দুক আছে। সেটা অবশ্য রোহিণীর বাংলোতেই রাখা আছে এখন। তাই ভয়ের মুহূর্তে এরাই হবে আমাদের পরম বন্ধু। অতএব...।'

মীরা বলল, 'অতএব সন্ধে হয়ে আসছে এখন ঘরে গিয়ে চা পর্বটা সেরে নিই চলুন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই সময় একটু চা পেলে মন্দ হয় না।'

আমরা আর বসলাম না। কাঁদরের ধার থেকে সরে এসে মূর্তাজা ভবনের দিকে এগোতে লাগলাম।

মোহন তখন বারান্দায় বসে বহু দূরের পাহাড় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমরা যেতেই বলল, 'হঠাৎ করে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলি বাবা?'

আমি বললাম, 'প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে।'

মোহন সহেলির দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি?'

'সহেলি। মীরার বান্ধবী।'

মীরা বলল, 'আলাপ পরিচয়ের পর্ব পরে হবে। এখন আপনারা ঘরে গিয়ে বসুন। এখানে ঠান্ডা লাগবে আপনাদের। আমরা চা নিয়ে আসছি।'

BanglaBook.org

ওরা চলে গেলে আমরাও ঘরে এলাম। সত্যিই বেশ শীত শীত করছে এবার। তাই চাদরটাকেও আদর করে সারা গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

আমি মোহনকে বললাম, 'কেস খুব জন্ডিস।'

'তার মানে?'

'মনে মনে আমি যা ধারণা করেছিলাম ঠিক তাই। অর্থাৎ তোর রোহিণীতে অলৌকিক ব্যাপার স্যাপার কিছু নেই। সব কোনও দুষ্কৃতীর তৈরি রহস্যের জাল।'

'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সময় হলেই বুঝতে পারবি। তবে দুর্ধর্ষ কোনও প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাক।'

মোহন একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করল।

আমি বললাম, 'নাগরাজ তদন্তে আমাদের জীবন বিপন্ন করেও এগিয়ে যেতে হবে।'

'নাগরাজ!'

এমন সময় চা এল। সঙ্গে দু'পিস করে কেক। নিয়ে এল মীরা ও সহেলি। ওরা দু'জনেই আমাদের মুখোমুখি বসল।

মোহন এতক্ষণে রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেছে। আমি কেক খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে নাগরাজ প্রসঙ্গে এলাম। মীরা আমাকে যা বলেছিল তা শোনালাম। পরিচয় করিয়ে দিলাম সহেলির সঙ্গেও।

মোহন বলল, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু আমি প্রায় চার-পাঁচ মাস ওখানে আছি মূর্তি সংগ্রহ করছি, কখনও কারও কাছ থেকে কোনও বাধা পাইনি তো। নাগরাজ নামে কোনও দুষ্কৃতী ওখানে থাকলে সে তো অনেক আগেই আমার ওপর চড়াও হত।'

'হয়তো ওই সময়কালের মধ্যে ও অন্য কোথাও ছিল। বনদপ্তরের দুই কর্মীর রহস্যময় মৃত্যু ঘটিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল ওরা। পরে এসে দূর থেকে তোর কাজের গতিবিধির ওপর নজর রাখে। কিন্তু যে রাতে তুই ওই নেকড়ে জাতীয় জন্তুটাকে গুলি করলি সেদিনই ওরা সতর্ক হল। ওরা ধরে নিল তুই গোয়েন্দা দপ্তরেরই কোনও লোক। মূর্তি সংগ্রহের অছিলায় ওদের ঘাঁটিটাকে খুঁজে বার করবার জন্য এসেছিস। আর সেই কারণেই তোর দু'জন

BanglaBook.org

সহকারী পবন ও রুহিয়াকে গুম করল ওরা। শুধু তাই নয় তোর সংগৃহীত ওই মূর্তিগুলোকেও পাচার করে দিল রাতারাতি।'

'কী করে সম্ভব?'

'অসম্ভব কোথায়? সংগ্রহ করতে সময় লাগে। পাচার তো যে-কোনও সময়েই করা যায়।'

'কিন্তু ওই জন্তুটা? ওটাও কি ওর পোষা কোনও জীব?'

'ওটা জন্তুই। কান্নাটা ওর ডাক। রাতের অন্ধকারে সে যখন কাঁদে তখন পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত হয়ে প্রতিধ্বনি হয় যা শুনে তুই মনে করিস অলক্ষ্য থেকে আরও অনেক জন্তু বোধহয় কাঁদছে।'

'বেশ তা নয় হল। কিন্তু ওর প্রেতাত্মা? সে কেন আমার বাংলোর সামনে এসে কাঁদে? আগে তো সে কখনও আমার চৌহদ্দির মধ্যে আসত না।'

মীরা আর সহেলি অবাক হয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

আমি মোহনকে বোঝালাম, 'ওটা কোনও প্রেতাত্মা নয়। জন্তুটা আদৌ মরেনি। তোর গুলিতে জখম হয়েই সেটা তোর কাছে আসে প্রতিবাদ জানাতে।'

'ওটা যদি প্রেত না হবে তা হলে ওর মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোয় কেন?'

এতক্ষণে মীরা বলল, 'আপনাদের আলোচনাটা কোনদিকে যাচ্ছে আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। একটু ক্লিয়ার করে বলবেন?'

আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম ওদের।

মীরা বলল, 'বুঝেছি। তবে জেনে রাখুন, ওখানে কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার নেই। ওটা একরকমের বাঘরোল জাতীয় জন্তু। খুবই বিরল প্রজাতির। ওরা ডাকলেই ওদের মুখ থেকে ফসফরাসের মতো একরকম ধোঁয়া বেরোয় যা আগুনের হলকা বলে মনে হয়। যেমন খুব শীতের দিনে, বিশেষ করে সকাল বেলায় কথা বললে অনেকের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। ওটা ওইরকমই। আমরা ওটাকে বলি উল্কামুখী। ছত্তিশগড়িয়ারা ওই জন্তুটাকে অশুভর প্রতীক বলে মনে করে। তাই ওকে কেউ মারতে সাহস করে না। ওদের ধারণা জন্তুটাকে মারলে গ্রামে অশুভ ব্যাপার ঘটবে। মড়ক দেখা দেবে। ওই জন্তুটাকে গুলি করেই আপনি ছত্তিশগড়িয়াদের বিষ নজরে পড়েছেন।'

মোহন বলল, 'কিন্তু ওই যে আগুনের গোলকটা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরপাক খায়? সেটা তা হলে কী?'

BanglaBook.org

সহেলি বলল, 'ওটা, আপনাদের মনের ভুল। বনেজঙ্গলে জমা জলে পাতা পচে একরকম গ্যাস সৃষ্টি হয়। ওই অগ্নিগোলকটা সেইরকমই কিছু।'

তাও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু ওই শূকরমুখো মানুষটা?'

'ওটাই তো মাথাব্যথার কারণ। হয় ও আদিবাসী কোনও পাহাড়ি বুনো, নয়তো নাগরাজের স্পাই।'

মোহন বলল, 'সবাই কি তা হলে একমত ওখানে কোনও অলৌকিক ব্যাপার নেই, সবই দুষ্কৃতীচক্রের কাজ?'

মীরা বলল, 'হ্যাঁ এবং যার নায়ক ওই নাগরাজ।'

মোহন বলল, 'আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা অন্যদিকে ঘুরে গেল। রোহিণী আমার কাছে শুধুই কর্মস্থল নয়, স্বর্গের উদ্যান। ওখানকার পাহাড়-বন-জঙ্গল ও হেমাঙ্গিনীকে ঘিরে আমার এক স্বপ্নের জগৎ গড়ে উঠেছিল। বাদ সাধল পবন ও রুহিয়াটা। ওরা উধাও না হয়ে গেলে এই সমস্যায় পড়তে হত না।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এখন বুঝতে পারছি ওই জন্তুটাকে গুলি করে মারতে গিয়েই ভুল করলাম।'

আমি বললাম, 'ওটার ব্যাপারে তুই গ্রামের লোকেদের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারতিস। হেমার কাছেও তো জানতে পারতিস জন্তুটা কী?'

মোহন বলল, 'এখন আর ওইসব ভেবে কোনও লাভ নেই। কাল সকালেই রওনা হয়ে ওখানে গিয়ে দেখি পরিস্থিতি এখন কীরকম। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

আমি বললাম, 'সেই ভাল। তবে তোকে আগেও বলেছি দুষ্কৃতীচক্র একটা আছেই ওখানে। এখন সন্দেহভাজন নাগরাজই আমাদের টার্গেট। ওই শয়তানটাকে কোনওভাবে ফাঁদে ফেলতে পারলেই রোহিণী আবার রমণীয় হয়ে উঠবে।'

এরপর অনেক রাত পর্যন্ত আমরা নানা গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে কাটালাম। মীরা মূর্তাজা ও সহেলি শ্রীবাস্তব, সৌন্দর্যের দুই অনন্য প্রতিমা অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠল।

রাতের খাওয়াদাওয়াও আমরা একসঙ্গেই করলাম। সস্ত্রীক রাজনারায়ণবাবু আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। সেই হরিণের মাংস, ডালপুরি, রাবড়ি ও নানারকম ক্ষীরের মিষ্টি আশ মিটিয়ে খেলাম।

ভোজনপর্ব শেষ হলে শ্যামাঙ্গী সহেলি হাসিমুখে বিদায় নিল।

BanglaBook.org

ও চলে যাবার পর রাজনারায়ণবাবু বললেন, 'মীরার মুখে শুনেছেন তো সব? তাই খুব সাবধানে থাকবেন রোহিণীতে। আমারও ধারণা নাগরাজ ওখানেই আছে। বেল্লারির জঙ্গল কাটা হবে শুনেই ওইখানে আশ্রয় নিয়েছে ও।'

আমি বললাম, 'আপনাদের পরিবারের এই আতিথেয়তা আমরা কখনও ভুলব না। আপনার ছেলের হত্যাকারীকে ঠিক একদিন খুঁজে বার করব।'

রাজনারায়ণবাবুর স্ত্রীর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

আমি বললাম, 'মায়ের চোখের জল সহজে মোছে না। আপনি আমাদের ওপর ভরসা রাখুন। যে কাজ পুলিশের করা উচিত ছিল সে কাজ আমরাই করে দেব। শুধু ওর দেখা পাওয়ার অপেক্ষা। আমার পিস্তলের একটি গুলিই ওর পক্ষে যথেষ্ট।'

আমার কথা শেষ হতেই মীরা বলল, 'খবরদার। ওর বুক আমার বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করব আমি। আপনি শুধু বীরপুরুষের মতো ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে আমার পায়ে এনে ফেলবেন।'

আমি বললাম, 'সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে আপনাকে আমি পাব কোথায়?'

মীরা বলল, 'আমি আপনার পাশে পাশেই থাকব।'

ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

রাজনারায়ণবাবু এবং ওঁর স্ত্রীর মধ্যে কিন্তু মীরার এই কথায় কোনও ভাবান্তর দেখলাম না।

মীরা বলল, 'অবাক হচ্ছেন? এই যে আমি শিকারে যাই, তা কিন্তু শিকারের জন্য নয়। আমার আসল উদ্দেশ্য ওই শয়তানটাকে খুঁজে বার করা। এখন আপনাদের দেখা পেয়ে আমার মনোবল অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝেছি আপনি অত্যন্ত জেদি এবং সাহসী। আপনার বন্ধু মোহনবাবু অনেক জেনে বুঝেই আপনাকে নিয়ে এসেছেন এখানে। এখন শুধু ফিল্ডে নেমে সময়ের প্রতীক্ষা।'

রাজনারায়ণবাবু বললেন, 'রাত হয়েছে। এখন আপনারা শুয়ে পড়ুন। কাল সকালেই আমি আপনাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

এবার সত্যি সত্যিই ঘুমে আমার দু'চোখ মুদে আসছিল। তাই ওঁরা বিদায় নিতেই আমরা দু'জনে পৃথক দুটি শয্যায় দেহ এলিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

পরদিন ভোরে মীরার ডাকে ঘুম ভাঙল। আমি সাধারণত ভোরেই উঠি। তবে আজ মীরা না ডাকলে হয়তো একটু বেশিই ঘুমিয়ে পড়তাম। ওর ডাকে শুধু আমি নয় মোহনও উঠে বসল। তারপর দু'হাত শূন্যে উঠিয়ে একটা হাই তুলে বলল, 'যা, দরজাটা খুলে দে।'

মোহনটা বরাবরই এইরকম। সব কিছুতেই আমার ওপর নির্ভর করে। রোহিণীতে আতঙ্ক, ছুটে এসেছে আমার কাছে। যাই হোক, আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখি মুখভরা হাসি নিয়ে দুই দেবীয়াঁ। মীরা মূর্তাজা ও সহেলি শ্রীবাস্তব। ওদের দু'জনেরই হাতে ট্রে-তে রাখা চা ও বিস্কুট।

আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, 'আসুন। কিন্তু এত ভোরে...!'

মীরা বলল, 'অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে অসুবিধা করলাম নিশ্চয়ই?'

'মোটেই না। এটাই আমার শয্যাত্যাগের সময়। মোহনও ভোরেই ওঠে। তবে আজ কিন্তু না ডাকলে বেলার আগে ঘুম ভাঙত না। আমি শুধু অবাক হচ্ছি আপনার বান্ধবী সহেলিকে দেখে।'

ওরা দু'জনেই ঘরে ঢুকে চায়ের প্লেট সাজিয়ে রাখতে রাখতে ডিম লাইটের বদলে পাইপ লাইট জ্বেলে দিল।

মীরা বলল, 'আসলে সহেলি আর আমি অভিন্ন হৃদয়। দু'জনের চেহারার মধ্যে একটুও মিল না থাকলেও আমাদের মনের মিল কিন্তু গঙ্গা-যমুনার মতো। রোজ ভোরে আমরা দু'জনে দূরের ওই বনানীর দিকে চলে যাই। আমি আমার দাদাকে হারিয়েছি। ও হারিয়েছে ওর প্রিয়জনকে। তাই আদর্শের দিক থেকেও আমরা এক। অর্থাৎ আমরা কেউ পরের ঘরে যেতে চাই না। নিজের ঘর আলো করেই জীবন ধন্য করতে চাই।'

মোহন বলল, 'এটা কি একটা কথা হল?'

সহেলি বলল, 'এটাই আমাদের ডিশিসন।'

এরপর আমরা চটজলদি চোখে মুখে জল দিয়ে এসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলাম। ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট সহযোগে গাঢ় দুধের চা। দারুণ জমে উঠল।

চা পর্ব শেষ হলে মীরা বলল, 'আপনারা বাথরুমের কাজ সেরে চটপট তৈরি হয়ে নিন। সকাল সাতটার সময় গাড়ি আসবে। পৌঁছোতেই হয়ে যাবে বেলা বারোটা-একটা। বহুদূরের পথ। তাও রাস্তা ভাল নয়। আমরাও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

BanglaBook.org

মোহন অবাক হয়ে বলল, 'আপনারাও তৈরি হচ্ছেন মানে?'

মীরা বলল, 'মানে একটাই। যাবার জন্যই তৈরি হচ্ছি।'

'ওখানকার বাংলো কিন্তু ঠিক আপনাদের থাকার উপযুক্ত নয়। অনেক অসুবিধা হবে আপনাদের। তাই বলছি এখনও ভেবে দেখুন কী করবেন।'

সহেলি বলল, 'কোনও কাজই আমরা ভেবেচিন্তে করি না। আগে ওখানে গিয়ে তো পৌঁছোই। আমাদের জন্য আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নেব।'

মীরা বলল, 'ওই ভয়ানক শত্রুর মোকাবিলায় আপনাদের দু'জনকে এগিয়ে দিয়ে আমরা ঘরে বসে শেষ দেখব তা হয় না। বরং আমরা গেলে ওখানকার পরিস্থিতিও অন্যরকম হয়ে যাবে। যে অশুভর প্রতীক জন্তুটাকে গুলি করার ব্যাপারে ছত্তিশগড়িয়ারা আপনার ওপরে বিরূপ তাদেরও মন জয় করে বশে আনতে পারব। যাই হোক, আপনারা আর দেরি করবেন না।'

ওরা চলে গেলে আমি মোহনকে বললাম, 'একদিকে ভালই হল। এমন দু'জন স্মার্ট মেয়ে সঙ্গে থাকলে প্রতিটি মুহূর্ত মধুময় হয়ে উঠবে। অরণ্য অভিযানও মন্দ হবে না।'

আমার কথার উত্তরে মোহন বলল, 'তোর মুন্ডু।'

এরপর আমরা যথারীতি বাথরুমের কাজ সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। মূর্তাজা গৃহিণী ওঁদের বাড়ির কাজের মেয়েকে নিয়ে আমাদের জন্য লুচি, ঘুগনি ও ক্ষীরের সন্দেশ নিয়ে এসে খেতে দিলেন। একটু পরেই মীরা এসে চা দিয়ে গেল।

আমাদের জলযোগপর্ব যখন শেষ তখনই বাইরে মোটরের হর্ন শুনতে পেলাম আমরা। সেই সঙ্গে দেখা পেলাম মিস্টার রাজনারায়ণ মূর্তাজার। রাজনারায়ণবাবু বললেন, 'গাড়ি রেডি। আসুন আপনারা। সঙ্গে কোজাটাকে দিচ্ছি। ও আপনাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে।'

আমরা আমাদের সামান্য মালপত্তরের ব্যাগ যা ছিল তা নিয়ে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে জিপে এসে বসলাম। মীরা আমাদের আগে এসে গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল। একটু পরেই সহেলি এল। মীরার পাশেই একটু জায়গা করে বসে পড়ল সে। কোজাটা নামের অল্পবয়সি এক দুর্ধর্ষ যুবক সহেলি ও মীরার বন্দুক দুটো জিম্মায় রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়িটা বেশ খানিকটা পিচ ঢালা সমতল পার হয়ে লাল মাটির উঁচুনিচু

BanglaBook.org

পথ ধরে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল। কখনও হালকা বনভূমি, কখনও শাল মহুয়ায় ঘেরা অনাবাদী জমি, কখনও উপলাকীর্ণ বন্ধুর পথ পার হয়ে চলতে লাগলাম আমরা। অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মন আমাদের ভরে গেল।

এমন সময় হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল সহেলি, 'ওই— ওই দেখুন।'

আমি বললাম, 'কী দেখব?'

'সেই উল্কামুখীর আর একটা।'

জন্তুটা তখন গাড়ির শব্দে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছে। আমি এক ঝলক দেখেই বললাম, 'ঠিক যেন অ্যালসেশিয়ান।'

মীরা বলল, 'ওগুলো না কুকুর, না শেয়াল, না বাঘ। দিনে ওদের দেখা যায় না সচরাচর। রাতের অতিথি ওরা।'

গাড়ি এগিয়ে চলল।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর বেল্লারির অরণ্যে প্রবেশ করলাম আমরা। বিশাল বনভূমি। যত্রতত্র হরিণ ও ময়ূরের বিচরণ। দেখে মন ভরে গেল।

মোহন বলল, 'এই অরণ্য তা হলে নির্মূল হবে এবার।'

মীরা বলল, 'ভাবলেও কষ্ট হয় মনে। তবু এটা অবধারিত।'

আমি বললাম, 'এখানকার বন্যপ্রাণীগুলোর আশ্রয়স্থল তা হলে রোহিণীতেই হবে কী বলুন?'

আমি আর কী বলব? এরপর রোহিণীও যদি নির্মূল হয় তো ওদের আর কোথাও জায়গা হবে না।'

মোহন বলল, 'এসব কথা থাক। যখন যা হবার তা হবে। এখন এই পাহাড় বন জঙ্গল ও অনবদ্য প্রকৃতিকে উপভোগ করুন।'

অনেক পরে বনভূমি হালকা হতে হতে মালভূমির মতো একটি অঞ্চলে এসে বেল্লারি শেষ হল। জিপ থামল।

কোজাটা বলল, 'এ গাড়ি আউর নেহি যায়েগি। ইহাই উতারনা হোগা।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়লাম আমরা। কোজাটা বলল, 'আগে বাঢ়িয়ে।' তারপর বলল, 'উধার দেখো।'

আমরা দেখলাম বহুদূরে একটু উচ্চভূমির ওপর গভীর বনভূমি। দূর থেকে দেখে মনে হল যেন দিগন্তে মেঘ করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ওটা?'

BanglaBook.org

‘ওই হল আপনার রোহিণী। লেকিন নজদিগমে নেহি বহুৎ দূরতক যানে হোগা।’

মীরা বলল, ‘তুম চলোগে হামারা সাথ?’

‘জরুর।’

আমরা পথ চলা শুরু করলাম। যেতে যেতে কোজাটার সঙ্গে কথা হল সে সপ্তাহে একদিন করে গাড়ি নিয়ে আসবে। আমাদের খোঁজখবর নেবে। চলে যাবে।

মীরা বলল, ‘সেই ভাল। আমরাও নিশ্চিন্ত থাকব তা হলে।’

যাই হোক, একসময় সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে উপত্যকার মতো একটি অংশে এসে পৌঁছোলাম আমরা। এই হল রোহিণীর ঢাল। দলে দলে হরিণ চরছে। কত ময়ূর গাছের ডালে বসে আছে। কখনও উড়ে যাচ্ছে। রংবেরঙের প্রজাপতিও উড়ছে কত।

আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, ‘আশ্চর্য সুন্দর।’

মোহন বলল, ‘এটা রোহিণীর পিছনদিক। উপত্যকার এই ঢালেই সেই জন্তুটাকে আমি গুলি করেছিলাম। রাজনন্দগাঁওয়ের এই পথ আগে জানা থাকলে এ পথেই আমি আসতাম। অনুপপুরের পথ অনেক ঘুরে যেতে হয়। সময়ও লাগে অনেক।’

আমরা সেই ঢাল পেরিয়ে ওপরে উঠতেই মোহনের বাংলোটা দেখতে পেলাম।

কোজাটা আমাদের পৌঁছে দিয়েই বলল, ‘ব্যস, মেরা কাম খতম। অব মুঝে যানে কা আজ্ঞা দিজিয়ে।’

মীরা বলল, ‘ঠিক আছে তুমি যাও। সপ্তাহে একদিন অন্তত আসা তুমি।’

কোজাটা আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, ‘ওহি তো মেরা কাম।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘যো কুছ করনা হোসিয়ারিসে করনা। ফির ভি মুলাকাত হোগা।’

কোজাটা বিদায় নিল।

আমরাও আর দেরি না করে বাংলোর দখল নিলাম। মীরা ও সহেলি পাকা হাতে গুছিয়ে নিল সবকিছু। প্রথমেই ওরা নিজেদের থাকার মতো একটা জায়গা বেছে নিল। তারপর মীরা বলল, ‘এবার আপনারা ঠিক করুন দু’বন্ধুতে কোনদিকে থাকবেন।’

BanglaBook.org

মোহন বলল, 'সে ব্যবস্থা পরে করে নেব। অনেক জায়গা আছে এখানে। আরও দশজন শুতে পারে। এখন উদরপূর্তির ব্যবস্থাটা হোক।'

ইতিমধ্যে বাংলোর সামনে অনেক কৌতূহলী মেয়ে পুরুষের ভিড় জমে গেছে। ওদেরই মধ্য থেকে এক মধ্যবয়সি ছত্তিশগড়ি এসে একটা সরকারি চিঠি ধরিয়ে দিল মোহনকে। বলল, 'বাবুসাহেব, আপনি চলে যাবার পরই এই চিঠিটা সরকারের লোক এসে দিয়ে গেছে আপনাকে। আপনি না থাকায় চিঠিটা আমিই রেখে দিয়েছি।'

মোহন খাম খুলে চিঠিতে একবার চোখ বুলিয়েই আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমার বদলির অর্ডার এসে গেছে। সাতদিনের মধ্যে আমাকে বিলাসপুরে পোস্টিং নিতে হবে। হাতে আর মাত্র একটি দিন সময়।'

'তার মানে?'

'কালই আমাকে চলে যেতে হবে এই জায়গা ছেড়ে। লোহারপুরের বাংলোয় গেলে ওরাই আমাকে অনুপপুরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে।'

মীরা বলল, 'ইস রে। একটু আগে জানলে কোজাটার সঙ্গেই আপনি চলে যেতে পারতেন। আজকের দিনটা আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে কাল চলে যেতেন বিলাসপুরে।'

আমি আক্ষেপ করে বললাম, 'যাঃ। সব আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। তোকে ঘিরেই তো সবকিছু। তুই না থাকলে কোনও কাজেই মন বসাতে পারব না আমরা। তা ছাড়া কোন অধিকারে এই বাংলোয় আমরা থাকব বল?'

মীরা ও সহেলির মুখও ম্লান হয়ে গেল।

মোহন এবার উচ্চ হাসিতে চারদিক কাঁপিয়ে বলল, 'এই বাংলো থেকে তোদের হটায় কে? আমার বদলির আবেদন মঞ্জুর হয়নি। আনটিল ফারদার অর্ডার এখানেই আমাকে থেকে যেতে হবে। খুব শিগগির অন্য দু'জন লোককেও পাঠাবে ওরা। আপাতত আমাকে রেস্টে থাকতে অথবা ইচ্ছামতো কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

আমি দারুণ আবেগে জড়িয়ে ধরলাম মোহনকে।

মোহন বলল, 'ছাড় ছাড়। ঘরে কী আছে না আছে দেখি। অনেক বেলা হয়েছে। এবার রান্নার ব্যবস্থাটা করতে হবে তো।'

মীরা ও সহেলি তখন ছত্তিশগড়ি মেয়েদের সঙ্গে আলাপে মেতেছে।

আমিই বা এখন ঘরে থাকি কেন? বাংলো থেকে বেরিয়েই উদার উন্মুক্ত

BanglaBook.org

আকাশের নীচে সবুজ বনানীর আঁখিপল্লবে কাজলরেখার মতো হয়ে গেলাম। গভীর বনানীর সংলগ্ন এই বাংলোটা। পাশ দিয়ে লালমাটির একটা সর্পিল পথরেখা বনের গভীরে চলে গেছে। কাছে দূরে কত পাহাড়। সবই বুনো পাহাড় অবশ্য। মনে হয় ওখানে কোনও মানুষের বসবাস নেই। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে এমনই মুগ্ধ হলাম যে আমার মনে হল এই রমণীয় রোহিণীতে কোথাও কোনও আতঙ্ক নেই। এখানে কোনওরকম ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে না। তবে রহস্য একটা আছেই। বনবিভাগের ওই দু'জন লোকের রহস্যময় মৃত্যুর কারণটা কী? আর পবন ও রুহিয়ার অন্তর্ধান কোন রহস্য বহন করে? নাগরাজ কি সত্যিই এখানে আছে? থাকলে এখানকার ছত্তিশগড়ি গ্রামের লোকেরা টের পায় না কেন? এইরকম নানা চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে আমি বনপথ ধরে একটু একটু করে উদ্দেশ্যহীনভাবে এগোতে লাগলাম। খানিক যাওয়ার পর ছিরছির করে একটি জলধারা পতনের শব্দ শুনতে পেলাম। সেই শব্দ শুনে বেশ খানিকটা এগিয়েছি হঠাৎই আমার সামনে এসে যে দাঁড়াল তাকে দেখে আর চোখের পাতা ফেলতে পারলাম না। সাক্ষাৎ বনদেবী যেন অনন্ত সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে আমার নয়নপথে এসে দাঁড়িয়েছে। কে এই দিব্যকন্যা, সুন্দরী ছত্তিশগড়ি? সে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে হান্ডায় ভরা জল মাথায় নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল। ও চলে যাওয়ার পরও আমি ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম একদৃষ্টে। তারপর আবার সেই প্রপাতের শব্দ শুনে এগিয়ে চললাম।

বেশি দূর যেতে হল না। একটি উচ্চ পর্বতের ওপর থেকে বেশ কয়েকটি ধারা অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভেঙে ঝরে পড়ছে শতধারায়। ছোট বড় অনেক পাথরে ধাক্কা খেয়ে জলকণাগুলো চারদিকে ছিটোচ্ছে। আর জল যেখানে সরাসরি পড়ছে সেখানে একটি দহেরও সৃষ্টি হয়েছে। জায়গাটি শীতলতম। তবুও এই প্রাণঝরনার ধারায় স্নান করে দেহ মন গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়ে তুলব। মোহন আমাকে এরই কথা বলেছিল— শতধারা। এই অরণ্যপ্রদেশে স্নান পান সবকিছুই এই প্রাণঝরনাতে। ঝরনা তো নয় প্রকৃতির এক অনবদ্য অমৃতধারা।

ঝরনার ধারে একটু দূরত্ব বজায় রেখে বড় একটি পাথরের ওপর বসে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম আমি। দূরে বসলাম এই কারণে যে কাছে গেলেই অজস্র জলকণায় সিক্ত হতে হবে। একটু পরে যখন উঠলাম তখন

BanglaBook.org

মনে হল আকণ্ঠ পুরে খানিকটা জল খেলে মন্দ হত না। কিন্তু সমস্যা একটাই, জলের জন্য এগোলেই গায়ের জামা প্যান্ট ভিজে যাবে। আমি যখন কী করব ভাবছি ঠিক তখনই ঠং ঠং করে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা কোথা থেকে আসছে বোঝবার জন্য এদিক ওদিক তাকাতেই খিলখিল হাসির শব্দ। চেয়ে দেখি একটু উচ্চস্থানে বড় একটি পাথরের ওপর এবং একটি ফুলে ভরা পলাশ গাছের নীচে সেই বনসুন্দরী। আমাকে চকিতে দেখা দিয়েই লুকিয়ে পড়ল সে।

আমি পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। গাছের আড়ালে থাকা মেয়েটি কেমন যেন মায়াভরা চোখে তাকাল আমার দিকে। তাকিয়েই চোখ নামাল। আমি এবার খুব ভালভাবে দেখলাম মেয়েটিকে। কিন্তু কে সে? কাদের মেয়ে? এমন প্রতিমাকে গহন অরণ্যে কি ভাবা যায়? মোহন কি তা হলে এরই কথা বলেছিল? এই কি তবে হেমাঙ্গিনী, হেমা? হয়তো।

মেয়েটি অঙ্গুলি সংকেতে আমাকে জলের জায়গা দেখিয়ে দিল। ঝরনার জল অন্য একপাশ দিয়ে গড়িয়ে যেখানে একটি দহে এসে পড়ছে সেই দিকে।

আমি সেদিকে এগোতেই ছুটে এল মেয়েটি। আমাকে এক হাত দেখিয়ে থামতে বলে পেতলের হান্ডায় খানিকটা জল ভরে হাসিমুখে কাছে ডাকল। তারপর জলের জায়গাটা তুলে ধরেই ও আমার হাতে জল ঢেলে দিতে লাগল। সেই জল আকণ্ঠ পুরে পান করলাম আমি।

ব্যস। সম্পর্ক শেষ। ও আর তাকাল না আমার দিকে।

আমি রুমালে হাত মুখ মুছে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি হেমা? হেমাঙ্গিনী?'

মেয়েটি সে কথার উত্তর না দিয়ে হান্ডা মাথায় নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল। বাতাসে যেমন বনে দোলা লাগে ওকে দেখা পেয়ে আমার মনেও তেমনি দোলা লাগল। আমি আর বেশি সময় নির্জন অরণ্যে না থেকে বাংলোয় ফিরে এলাম। এসেই এক প্রস্থ চা পেলাম। মীরা আর সহেলি তখন কয়েকজন গ্রাম্য মেয়েকে নিয়ে একটি গাছতলায় রান্নার আয়োজন করছে।

মোহন বলল, 'হঠাৎ করে তুই কোথায় চলে গিয়েছিলি?'

আমি রহস্য করেই বললাম, 'অরণ্যের হৃদয়টাকে খুঁজে বার করতে।'

'খুঁজে পেলি?'

BanglaBook.org

'পেলাম বই কী। কত আনন্দ নিয়ে নিভৃত কাননে ঝরে পড়ছে কত আনন্দধারা। আর তারই মাঝে আবিষ্কার করলাম হৃদয়ের অন্তরতমকে।'

'হৃদয়ের অন্তরতম! কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না। কে সে?'

'হেমাঙ্গিনী।'

মোহন বলল, 'তুই ভাগ্যবান রে। আমি সেই থেকে কত চেষ্টা করছি ওর দেখা পাবার কিন্তু একবারও আমার সামনে আসছে না।'

'ব্যাকুল হোস না। আর খুব বেশি মনেও করিস না ওকে। ওই মেয়েকে যদিও ভোলা যায় না তবুও মনে রাখিস আমরা কিন্তু ভিনদেশি। বনসুন্দরী বনেই থাক। আপনমনে নিরজনে। আমরা শুধু যে কাজের জন্য এসেছি সেই কাজই করে যাব।'

মোহন বলল, 'অন্য কিছু নয়। ওর ওপর আমার অন্য কোনও মোহও নেই। মেয়েটা ওর মধুর ব্যবহারে আমার মনকে ভরিয়ে দিয়ে ওইভাবে অবজ্ঞা করল এটাই আমার দুঃখের কারণ।'

'কোনও দুঃখই চিরস্থায়ী হয় না। তোকে যখন থাকতেই হবে এখানে তখন দেখবি কিছুদিন পরে আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে।'

মোহন হেসে বলল, 'ভাঙা কাচ জোড়া লাগে না রে। বন্যেরা ভীষণ একরোখা।'

'তাতে তোর কী যায় আসে? তুই তোর কাজ করবি মাথা উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াবি। তবে চেষ্টা করবি ওইরকম ভুল আর কখনও না করতে।'

বেলা অনেক হয়েছে। দুপুর প্রায় দুটো। মোহনকে সঙ্গে নিয়েই আমি শতধারায় স্নানটা করে এলাম।

এরপর খোলা আকাশের নীচেই খেতে বসলাম আমরা। রান্নার আয়োজন খুব একটা বড়সড় না, খিচুড়ি আর ডিমের কারি। এই অরণ্যে অসময়ে এসে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা জুটতে পারে? মীরা ও সহেলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যারা রান্না করেছিল তারাও খেতে বসল আমাদের সঙ্গে। খাওয়া যখন অর্ধপথে ঠিক তখনই মধ্যবয়সি এক ছত্তিশগড়িয়া হাসি হাসি মুখে আমাদের সকলের পাতে আচার পরিবেশন করতে লাগল।

মোহন চাপা গলায় বলল, 'হেমার বাবা রামসহায়।'

রামসহায় মোহনকে বলল, 'আপনি যেভাবে চলে গেলেন সাহেব, তাতেই

BanglaBook.org

বুঝলাম আপনার ভুল আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনি চলে যাবার পরই একদল পুলিশও এসেছিল আপনার ওই লোকেদের খোঁজে।'

মোহন বলল, 'কোনও কিনারা হল?'

'কিছুই তো হল না। ঘুরল, দেখল চলে গেল। তারপরই ওই চিঠি। আপনি কি সত্যিই এখান থেকে চলে যাবেন সাহেব?'

'তোমরা আমার ওপর বিরূপ হলে চলে যাব বই কী। না হলে যাব না।'

'আপনি ভয় পেয়ে না জেনে যা করেছেন তাতে আমাদের অমঙ্গল হতে পারত। আমরা অবশ্য শান্তি স্বস্তয়ন করেই রেহাই পেয়েছি। জন্তুটাও অনেক যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে। ওটা ভূত হয়নি। ওর পায়ে একটা গুলি লেগেছিল। আমরা সেটাকে জঙ্গলে পুঁতে দিয়েছি।'

আমি বললাম, 'তোমার মেয়েকে দেখছি না কেন? সেও তো আমাদের সঙ্গে দু'মুঠো খেয়ে নিতে পারত।'

'সে এখন তির ধনুক নিয়ে মেতেছে। মনে হয় দিদিভাইদের সঙ্গে নিয়ে ওর শিকারের কেরামতি দেখাবে।' তারপরই বলল, 'আপনি বুঝি বড় সাহেব?'

আমি হেসে বললাম, 'না না। আমি ওর বন্ধু। আমরা সবাই আপনাদের অতিথি। ওর ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে এসেছি।'

খাওয়া দাওয়ার পর আমি এসে উপত্যকার ঢালে একটি গাছতলায় পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। ঢালের একেবারে নীচের অংশে কয়েকটা হরিণকে দেখা গেল। আর এক ঝাঁক ময়ূর ময়ূরী নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমার চোখের সামনে দিয়ে। এসব দেখে মনে হল আমি যেন এক কল্পরাজ্যের রাজাধিরাজ।

এমন সময় কে যেন পিছন দিক থেকে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল। তাকিয়ে দেখি মোহন। বলল, 'কী এত ভাবছিলি?'

'ভাবছি তোর কথা। এই স্বর্গ হতে কখনও বিদায় নিতে হলে আর কি শহর সভ্যতায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবি?'

'একদিন একবেলা এসেই তোর যদি এই মনোভাব হয় তো আমার অবস্থাটা বুঝে দেখ। অথচ যেতে আমাকে হবেই।'

আমি বললাম, 'যাওয়াটা নিশ্চিত, থাকাটাই অনিশ্চিত। তবে একটা উপায় অবশ্য হতে পারে।'

'কী উপায়?'

BanglaBook.org

'নিজের থেকে এখানকার সংস্রব ত্যাগ না করা। আয় না, আমরা দু'জনে এখানকার ছত্তিশগড়িয়াদের মন জয় করে এখানেই কোথাও মনের মতো একটা ঘর বাঁধি।'

'তার কি কোনও প্রয়োজন আছে? আমাদের জন্য বনদপ্তরের এই পরিত্যক্ত বাংলোটাই তো যথেষ্ট। এটা একেবারে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত আমাদের দখলেই থাকতে পারে এটা। মাঝে মাঝে একটু জোড়াতালি দিলেই হবে।'

'খুব ভাল হয় তা হলে।' তারপর হঠাৎ কী মনে হওয়ায় বললাম, 'আচ্ছা তোর পবন আর রুহিয়া কোনখানে ঘর বেঁধেছিল যেন?'

মোহন বলল, 'ওই— ওই তো।'

তাকিয়ে দেখলাম বড় বড় দুটি কালো পাথরের আড়ালে বৃহৎ একটি গাছের নীচে ছোট্ট একটা ঝোপড়ি। ভারী সুন্দর।

আমি বললাম, 'চল তো দেখি ওর ভেতরে ওদের কীর্তিকলাপের নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'চল তবে।'

মোহন আমি দু'জনেই পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে চললাম। ঝোপড়ির কাছে গিয়ে আগল সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কেমন যেন একটা কটু গন্ধে গা-টা ঘুলিয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে ছেঁড়া চট কাঁথা ইত্যাদি ছাড়া অজস্র খালি বোতল। আর রেঁধে খাওয়ার জন্য দু'-একটা হাঁড়ি কড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া আধখাওয়া বিড়ি সিগারেটের টুকরোও কিছু আছে। সব দেখে শুনে আমি বললাম, 'ওরা দু'জনেই নেশা করত তাই না?'

মোহন বলল, 'দেখলি তো নমুনা।'

'দেখলাম। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না এত সব ওরা পেত কোথা থেকে!'

মোহন বলল, 'সত্যিই তো! বোতল ভরতি নেশার জিনিস এ গাঁয়ে তো মিলবে না। ক'টাকাই বা পায় ওরা? টাকা পাবে কোথায়? তা ছাড়াও সিগারেট ওরা খেত না।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা রহস্যময় এবং সন্দেহজনক। আজ রাত থেকেই নজর রাখতে হবে এদিকে। মনে হচ্ছে দুষ্টচক্রের ছোটখাটো একটা ঘাঁটি এখন এটাই।'

'তা কী করে হবে? আমরা এখানে আসার পর পবন ও রুহিয়াই তো এটা বানিয়েছে।'

BanglaBook.org

'ঠিক। তারপর ওদের দু'জনকে খুন অথবা গুম করেই ওরা রাতের অন্ধকারে এই ঘরের দখল নিয়েছে। গাঁও দেহাত থেকে উপত্যকার ঢাল অনেকটা দূরে হওয়ায় কারও নজরে পড়ে না। ওদের একটাকেও ধরতে পারলে পবন রুহিয়ার হদিশ আমরা পাবই।'

'আমাদের এই দু'জনের পক্ষে কি সম্ভব নাগরাজের মোকাবিলা করা?'

'আমরা দু'জন কেন? মীরা ও সহেলিকে কি নেহাতই মেয়ে বলে মনে হয় তোর? ওরা শুধুই মেয়ে নয়, আগুনের ফুলকি। তবে নাগরাজকে পেতে হলে গেরিলা আক্রমণের ধাঁচেই এগোতে হবে আমাদের।'

মোহন দূরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল কে জানে?

আমি বললাম, 'আর একটা কথা। ব্যাপারটা গোপন রাখিস। আমাদের পরিকল্পনার কথা মেয়েদের এখনই বলবি না। রাতে আমরা ঝোপড়ির দিকে নজর রাখব আর সকালের দিকে আমাদের কাজ হবে অপহৃত মূর্তিগুলো পুনরুদ্ধারের কাজে লাগা। এই কাজের মধ্যেই সংঘর্ষ বাধবে ওদের সঙ্গে। চলবে গুলির লড়াই। তারপর...।'

'তারপর?'

ঘটনার গতি যেদিকে এগোবে সেদিকেই সাহসে ভর করে এগিয়ে যাব আমরা। তবে আমার মনে হয় ওই যে দূরের পাহাড়গুলো বনাবৃত হয়ে আছে ওখানেই হয়তো পাকা ঘাঁটি নাগরাজের। তুই বেড়ানোর ছলে ওদিকে গেছিলি কখনও?'

'না যাইনি।'

'এবার যেতে হবে। দু'জনকেই।'

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। আমরা বাংলোয় ফিরলাম।

পরিত্যক্ত বাংলোয় আলোর ব্যবস্থা নেই। গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি তখনও। কাজেই লণ্ঠনের আলোয় বাংলোর অন্ধকার দূর করা হল। সন্ধের পর থেকেই নিঝুম হয়ে গেছে চারদিক। মাঝেমধ্যে বন্যজন্তুদের ডাক শোনা যাচ্ছে গভীর অরণ্যের ভেতর থেকে। অবেলায় খাওয়া হয়েছে। তাই রাতের খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা করিনি আমরা। বাংলোয় একধারে মেয়েদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের শয্যার ব্যবস্থা করেছি। এরই মধ্যে মাঝামাঝি একটা জায়গা বেছে নিয়ে গোল হয়ে বসেছি সবাই।

BanglaBook.org

সহেলি বলল, 'আজকের দিনটা তো যেমন-তেমন ভাবেই কাটল। কোনও কিছুই জানা হল না। কাল সকাল থেকেই আমরা তৎপর হব সব কিছু ঘুরে দেখার জন্য। এক-এক দিন এক-এক দিকে অভিযান চালাব।'

মোহন বলল, 'তাতে লাভ?'

মীরা বলল, 'লাভ লোকসানের হিসেবটা পরে করব আমরা। ওইভাবে চারদিক তোলপাড় করতে থাকলে ওদের নজরে আমরা পড়বই। তখনই সময় হবে আমাদের হিসাব মিলিয়ে নেওয়ার।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ওইভাবেই এগোতে হবে। পারলে এখানকার ছত্তিশগড়ি মেয়েদেরও দু'-চারজনকে সঙ্গে নাও।'

সহেলি বলল, 'ওই ব্যবস্থাটা আমি আগেই করে রেখেছি।'

আমি বললাম, 'তবে তো কথাই নেই।'

আমাদের কথাবার্তার মাঝেই ভয়ংকর একটা আর্তনাদ ও সেইসঙ্গে কান্নার শব্দ শুনে চমকে উঠলাম সকলে।

মোহন বলল, 'সেই— সেই জন্তুটা। ওর প্রেতাত্মাটাই ঘুরে এসেছে। ও আমাকে এখানে টিকতে দেবে না।'

জন্তুটার কান্নার শব্দ মিলিয়ে যেতেই চারদিক থেকে অনেক কান্না ভেসে আসতে লাগল। আমি মোহনকে বললাম, 'কেন এত ভয় পাচ্ছিস? সেটা তো মরেইছে। এটা অন্য একটা। এরকম জন্তু হয়তো আরও চার-পাঁচটা আছে। তারাই কাঁদছে। আসলে এই কান্নাটাই ওদের ডাক।' বলেই আমি টর্চ হাতে বাইরে এলাম।

জন্তুটা এবার একটু দূর থেকে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে আগুনের হলকা উঠল একঝলক। অদ্ভুত দৃশ্য। এমন কোনও জন্তু যে আছে তা আমার জানা ছিল না। আমি খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আরও একটু এগোতেই পিছন থেকে কে যেন বলল, 'সাহস ভাল। দুঃসাহস কিন্তু ভাল নয়।'

ফিরে তাকিয়েই দেখি মীরা। বললাম, 'আপনি?'

'হ্যাঁ আমি। আপনার বন্ধু যেখানে ভূতের ভয়ে শঙ্কিত সেখানে আপনি কোন সাহসে এগিয়ে এলেন এত দূরে?'

আমি বললাম, 'ভূতের ভয় আমার নেই। অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারেও আমি বিশ্বাস করি না। তবে কিনা আপনার মুখে শোনা ওই উল্কামুখীটাকে খুব কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

BanglaBook.org

'নাগরাজের মোকাবিলায় আপনিই দেখছি উপযুক্ত। আপনার বন্ধু ভয় পেয়েছে। আসলে ব্যাপার কী জানেন, আমরা আরণ্যক না হয়েও অরণ্যের পরিবেশে থাকি। কাজেই অরণ্যভীতি আমাদের নেই। এক-আধবার এমনও হয়েছে সহেলি আর আমি জঙ্গলে গাছের ডালেও রাত কাটিয়েছি। তাই বলি শুধু হরিণ, ময়ুর ও অজস্র পাখপাখালি নিয়েই অরণ্য নয়, বাঘ ভালুক বুনো হাতিরও বাস এখানে। তবে এখানকার জঙ্গলে চিতাবাঘ ও ভালুকের দেখা মিললেও হাতি একটাও চোখে পড়েনি। সে জন্যই বলি, বনে জঙ্গলে, বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। ভাবাবেগ এখানে কাজে লাগে না।' বলেই আমার হাত ধরে একটা টান দিল। তারপরেই বলল, 'ওই দেখুন কারা যেন আসছে।'

তাকিয়ে দেখলাম দীর্ঘদেহ দু'জন দেহাতি লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে রোহিণীর ঢাল পেরিয়ে সেই ঝোপড়ি ঘরের কাছে এল। তাদের একজন শূকরমুখো। আর একজন ঘোড়ামুখো। দু'জনে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী সব কথাবার্তা বলল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আমাদের বাংলোর দিকে।

মীরা আমার দিকে তাকালে আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে বললাম ওকে। ওরা দু'জনে বাংলোর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতেই তীব্র একটা টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের মুখে। মুখে আলো পড়তেই ভয় পেয়ে গেল দু'জনে। ওদের ঠিক পিছনেই আমরাও ছিলাম।

সহেলির গলা শোনা গেল এবার, 'এই রাতের অন্ধকারে তোমরা এখানে কীসের ধান্দায় এসেছ?'

ওদের একজন কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমরা এখানে চোরিওরি করতে আসিনি দিদিভাই। ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ম্যাচিস চাইতে এসেছিলাম।'

এবার পিছন দিক থেকে আমি বললাম, 'তা না হয় হল কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে ওই ঝোপড়ি ঘরে তোমাদের কোন দরকারটা ছিল? কোথায় থাকো তোমরা? কী নাম তোমাদের?'

আমাদের নাম হিপ্পো আর তম্বু। ও-ই দূরের পাহাড় জঙ্গলে থাকি। আমাদের গ্রামের নাম বদনেরা। আমরা কাটনিতে পাথর কাটার কাজ করতাম। পাঁচ মাস আগে গ্রামে ফিরে দেখি একটা বদলোক এসে আমাদের গ্রাম দখল

BanglaBook.org

করে নিয়েছে। গ্রামের বউ বাচ্চাদের পাচার করে দিয়েছে। মরদরা ভেগেছে। দু'-চারজনকে মেরেও ফেলেছে ওরা।'

ততক্ষণে মোহনও বেরিয়ে এসেছে বাংলো থেকে। ও এসে সেই শূকরমুখো লোকটাকে দেখেই বলল, 'তুমি কিন্তু অনেকদিন ধরে ঘোরাফেরা করছ এই জঙ্গলে। দিনের আলোয় তোমাকে দেখা যায় না। রাতেই তোমার আবির্ভাব। তুমি প্রায়ই আমার বাংলোর দিকে তাকিয়ে থাকো।'

লোকটার নাম হিপ্পো। বলল 'হ্যাঁ বাবু, আমি আমার এই দোস্তকে নিয়ে রোজ শেষরাতে শহরের দিকে চলে যাই। সেখানে কখনও জনমজুর খেটে কখনও ময়ূরের ডিম বিক্রি করে আমাদের দিন গুজরান করি। ওই ঝোপড়িতে যে দু'জন থাকত তারা আমাদের খেতে দিত। আমরা রাত্রিবেলা ফিরে এসে ওদের ঝোপড়িতে থাকতাম। ওদের জন্য আমরা বোতল ভরতি করে নেশার জিনিস নিয়ে আসতাম। ওরা খুব খুশি হত। তবে সবদিন নয়, দু'দিন-তিনদিন বাদ দিয়ে আসতাম। ওরা খুব ভাল লোক ছিল বাবুজি। হঠাৎ করে কোথায় যেন চলে গেল ওরা। মনে হয় ওই শয়তানের দলই খুন করেছে ওদের।'

আমি বললাম, 'ওরা কতজন আছে জানো?'

'তা বাবু দশ-বারোজন লোক তো আছেই।'

'আচ্ছা, আমাদের ওই দু'জন লোককে সত্যিই কি খুন করেছে ওরা?'

'জানি না বাবু। ওদের আগে আর দু'জনকেও মেরেছে ওরা।'

'জানি।'

'আসলে বাবু, ওরা চায় না যে এই জঙ্গলের ধারেকাছে বাইরের কোনও লোকজন এসে থাকুক।' বলে মোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের ভয় ছিল এই বাবুটিকেও ওরা কোনদিন না মেরে ফেলে।'

এতক্ষণ হিপ্পোর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এবার তম্বু বলল, আমাদের বদনেরাতে তিন্তিরি নামে একটা গুম্ফা আছে। সেই গুম্ফাটাকে আমরা পাতাল গুম্ফা বলি। সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে অনেকটা নীচে নেমে গুম্ফাটা বিশাল আকার ধারণ করেছে। ওই গুম্ফাতে অনেক ধনরত্ন আছে। আসলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ডাকাত ছিল। তারাই সব জমিয়ে রেখেছে ওখানে। ইংরেজ সাহেবরা এদেশে এলে আমাদের বাপ ঠাকুরদারা বড় বড় পাথর দিয়ে সেই গুহামুখ বুজিয়ে তার সামনে ঝোপঝাড় গজিয়ে দিয়েছিল। ওই শয়তান কীভাবে যেন টের পেয়ে সেই গুম্ফার দখল নিয়েছে। আমরা এই কহানি আপনাদের ওই লোক

BanglaBook.org

দু'জনকে শুনিয়েছিলাম। এমনও হতে পারে ওরা লালসের বশে ওই তিন্তিরি গুম্ফায় যেতে গিয়েই বিপদে পড়েছে।'

মোহন বলল, 'এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপারটা তো রাতের অন্ধকারে হয়নি। দিন দুপুরে মূর্তি সংগ্রহ করবার সময়েই বিপত্তিটা ঘটেছে।'

হিপ্পো বলল, 'আমরা ওদের বারবার নিষেধ করেছিলাম ভুলেও যেন ওরা বদনেরার দিকে না যায়। তিন্তিরি গুম্ফার ধারেকাছে কেউ গেলে তার আর ফিরে আসার সম্ভবনা থাকে না। মনে হয় যে সব রাতে আমরা আসতাম না সেইসব রাতে ওরা গোপনে ওদের দিকে যাবার চেষ্টা করত কিন্তু অন্ধকারে জন্তু জানোয়ারের ভয়ে যেতে পারত না। তা ছাড়া এখানকার জঙ্গলে কাঁকসার উপদ্রব আছে। রাতে এরা আতঙ্ক ছড়ায়। গেরস্থের ঘরে ঢুকে হাঁস মুরগি ছাগল ভেড়া এমনকী ছোট ছোট শিশুকেও তুলে নিয়ে আসে। ওই জন্তুর ভয়ে ওরা বেশিদূর এগোতে সাহস করেনি। তাই যুক্তি করে দিনের আলোতেই গেছে।'

আমি বললুম, 'কাঁকসা কী জন্তু?'

'ওরা ডাকলে ওদের মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোয়।'

মোহন বলল, 'হ্যাঁ। ওই জন্তুটাকে আমি দেখেছি। ওদের একটাকে গুলি করে মেরেওছি আমি।'

'ওরা বদনেরার দিক থেকে এদিকে এসেছে। আগে ওরা এদিকের জঙ্গলে আসত না। ওই শয়তানের দল বদনেরার দখল নিয়ে কয়েকটা কাঁকসাকে মেরে ফেলতেই প্রাণভয়ে এদিকে সরে এসেছে।'

হিপ্পো ও তম্বুর কথাবার্তা শুনে মনে হল ওরা সত্যই খুব গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষ। আমি ওদের বললাম, 'এই পাঁচ মাসেও তোমরা তোমাদের বউ বাচ্চার হদিশ পাওনি তাই না?'

তম্বু বলল, 'আমরা তো গ্রামে ঢুকতেই পারছি না।'

মীরা বলল, 'তা হলে কী করে বুঝলে ওরা তাদের পাচার করে দিয়েছে?'

'আমাদেরই গ্রামের লছমন রাউতের মুখে শুনলাম। অনেক মেয়েকেও নাকি ওরা তিন্তিরির গুহার পাশে অন্য একটা গুহায় বন্দি করে রেখেছে।'

আমি বললাম, 'যে শয়তান তোমাদের সর্বনাশ ঘটিয়েছে আমরা তারই সন্ধানে এখানে এসেছি। তোমরা যদি আমাদের সাহায্য করো তা হলে ওই

BanglaBook.org

শয়তানকে আমরা সমুচিত শাস্তি দিতে পারি। তোমাদের বউ বাচ্চা মেয়ে সবাইকে ফিরে পাবে তোমরা।'

হিপ্পোর চোখে জল। বলল, 'ওই শয়তানটার নাম নাগ্গারাজা। সে কি এখনও তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে? বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলেছে আর বউ মেয়েদের এতদিনে বেচেই দিয়েছে। পাঁচ মাস তো হয়ে গেল।'

সহেলি বলল, 'তেমন কিছু যদি হয়ে থাকে তা হলে কিছুই আর করার নেই। কিন্তু যে নাগরাজ তোমাদের এমন সর্বনাশটা ঘটাল তোমরা কি চাও না তার সর্বনাশ আমাদের হাত দিয়েই হোক?'

হিপ্পো, তম্বু দু'জনেই বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চাই।' মোহন বলল, 'তোমাদের এমন নৃসিংহ অবতারের মতো চেহারা অথচ তোমরা ওই শয়তানটার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? তোমাদের চেহারা দেখলে যমের বুকও কেঁপে উঠবে, নাগরাজ কোন ছার। তোমরা রুখে দাঁড়ালেই ভয়ে কাঁপবে ও।'

তম্বু বলল, 'আমরা কীভাবে রুখে দাঁড়াব বলুন? তির ধনুক আর টাঙ্গি নিয়ে কি ওদের সঙ্গে লড়া যায়? ওদের হাতে বন্দুক পিস্তল আছে।'

আমি বললাম, 'বন্দুক পিস্তল আমাদেরও আছে। তাই বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসো তোমরা। তোমাদের হয়ে আমরাই মোকাবিলা করব ওর।'

ওরা বলল, 'আমরা রাজি।'

মীরা বলল, 'তোমরা শুধু বদনেরার পথ চিনিয়ে দেবে। তারপর দেখো ওদের কী হাল করি।'

মোহন বলল, 'আর একটা কথা, এই জঙ্গলে ঘুরে প্রায় তিনশোর বেশি মূর্তি আমি সংগ্রহ করে বিভিন্ন জায়গায় রেখেছিলাম। পরে দেখছি তার একটিও নেই।'

হিপ্পো বলল, 'ওই নাগ্গারাজার লোকেরাই ওইসব মূর্তি সরিয়ে ফেলেছে। জব্বলপুরের মূর্তি মহলায় নিয়ে গেলে বিদেশি সাহেবদের কাছ থেকে অনেক টাকা পাবে ওরা।'

মোহন বলল, 'কিন্তু এতগুলো মূর্তি এত তাড়াতাড়ি কীভাবে পাচার করবে ওরা?'

তম্বু বলল, 'এখনই করবে কেন? মূর্তিগুলো ওরা অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। এই জঙ্গলেই কোথাও না কোথাও আছে।'

মীরা বলল, 'আর তা হলে আমাদের এদিক সেদিক ঘোরার কোনও

BanglaBook.org

দরকার নেই। কাল খুব সকালে উঠে হিপ্পো আর তম্বুকে নিয়ে আমরা বদনেরার দিকে যাব।'

আমি ওদের দু'জনকে বললাম, 'যাও, তোমরা আজ রাতের মতো বিশ্রাম করো। কাল সকালে আমাদের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে।'

হিপ্পো বলল, 'বাবু, আপনাদের কাছে খাবার দাবার কিছু আছে?'

মীরা বলল, 'আছে আছে। দুপুরে আমরা খিচুড়ি রান্না করেছিলাম তার অনেকটাই আছে।' বলে ওদের ডেকে নিয়ে গিয়ে যতটা যা ছিল সব দিয়ে দিল।

ওরা দারুণ আনন্দে খাবার নিয়ে চলে গেল সেই পাতার কুটিরে। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে এবং কাল সকালেই বদনেরার দিকে যাব স্থির করে যে যার শয্যায় শুয়ে পড়লাম। অরণ্যের রাত্রি যে কী তা আর একবার টের পেলাম রোহিণীর বাংলোয়। সারারাত ধরে কত যে জন্তু জানোয়ারের ডাক শুনতে পেলাম তার ঠিক নেই। প্রথমটায় ঘুম না এলেও খানিক এপাশ ওপাশ করতে করতেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলাম একসময়।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে আমি পেস্ট-ব্রাশ নিয়ে বাইরে এলাম। রমণীয় রোহিণীর ভোর আমার জীবনে এই প্রথম। আমি প্রকৃতির দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে যখন রোহিণীর বনে প্রবেশ করছি ঠিক তখনই শুনতে পেলাম 'বাবুজি'।

এ তো হেমার গলা।

আমি পিছন ফিরে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে কি আমারই মনের ভুল? হয়তো তাই। আবারও কিছুটা পথ যাওয়ার পর ফের শুনলাম 'বাবুজি'।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে যখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছি তখনই খিলখিল করে কারা যেন হেসে উঠল। দেখলাম টিলা পাহাড়ের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বেশ কয়েকজন ছত্তিশগড়িয়া মেয়ে, সঙ্গে হেমা। ওরই সমবয়সি সব।

বললাম, 'এত ভোরে তোমরা এখানে কী করছ?'

'আমরা খরগোশ ধরতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি এখানে কেন?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ মুখ হাত ধুতে যাচ্ছি। শতধারার ঝরনায় মুখ হাত ধুয়ে পেট ভরে জল খেয়ে আসব।'

BanglaBook.org

হেমা শিউরে উঠল আমার কথায়। বলল, 'ওই জায়গায় এত ভোরে একা কেউ যায়? ছোট বাঘ, ভালুকেরা এ সময় ওই ঝরনার ধারেকাছে ঘোরাফেরা করে। একটু রোদ না উঠলে যাওয়া ঠিক নয়। চলুন আমিও যাই আপনার সঙ্গে।' বলে অন্য মেয়েদের বিদায় দিয়ে বলল, 'আমি আগে যাই আপনি পিছনে আসুন।'

আমি হেসে বললাম, 'কিন্তু বাঘ ভালুকেরা যদি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?'

'বনের মানুষকে ওরা চেনে। আমাদের দেখলে ওরা নিজের থেকেই দূরে সরে যায়। তবুও অদৃষ্ট যদি খারাপ হয় তো মরব। আপনি তো বাঁচবেন।'

আমি বললাম, 'খুব দরদ যে! আমাকে বাঁচিয়ে তুমি মরবে। আমি তোমার কে?'

ও মিষ্টি হেসে আমার দিকে ছোট্ট করে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার বাবুজি।'

রোহিণীর বনে মাঝারি ধরনের একটি বুনো পর্বতের বেশ কিছুটা উচ্চস্থান থেকে শতধারার প্রপাত। ও পথ সংক্ষেপের জন্য পাথরের খাঁজে পা রেখে আমার একটা হাত ধরে আমাকে টেনে জলের কাছে নিয়ে গেল। একটি বন্য মেয়ের আমার প্রতি এত সহানুভূতি ও আন্তরিকতা দেখে মন আমার ভরে উঠল পরিপূর্ণতায়। এইজন্যই বুঝি মোহনের মোহ এত গভীর। হেমার আচরণে ওর মন মোহিত হয়ে আছে। আমিও মজলাম।

ঝরনার জলে বেশটি করে মুখ হাত ধুয়ে আকণ্ঠ পান করলাম সেই সুপেয় জল। তারপর রুমালে মুখ মুছে বললাম, 'চলো।'

ও বলল, 'চা খাবেন বাবুজি?'

আমি বললাম, 'এখানে চা কোথায়?'

'আমাদের গ্রামে চলুন। আমি নিজে হাতে চা তৈরি করে খাওয়াব আপনাকে।'

'তুমি যদি চা তৈরি করে খাওয়াও তা হলে নিশ্চয় খাব।'

আবার ওকে ভর করে পাহাড় থেকে নামলাম। তারপর বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ওদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম। সেখানে একটি গাছতলায় ওর সেইসব সঙ্গিনীরা কাঠকুটো জ্বেলে চায়ের আসর বসিয়েছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই কলবল করে এগিয়ে এল ওরা। একজন বলল, 'বসুন বাবুজি, এত সকালে আমাদের গ্রামে এসেছেন চা খেয়ে যান।'

BanglaBook.org

আমি হেমার দিকে তাকাতেই ও ঘাড় নেড়ে সায় দিল। আমরা দু'জনেই ঘাসের ওপর বসলাম।

মেয়েরা খুব আদর করে আমাদের দু'জনকে চা দিল। নিজেরাও নিল। আদা তেজপাতা ভেলিগুড় দিয়ে গাঢ় দুধের চা। পরিমাণেও অনেকটা করে। দু'-এক চুমুক দিতেই মেজাজ এসে গেল।

চা-পর্ব যখন মাঝপথে ঠিক তখনই সূর্যোদয় হল। আর নবারুণ রাগে রাঙা হয়েই বুঝি মিলিটারি মেজাজে হাজির হল মীরা। ওর পরনে জিন্‌সের প্যান্ট শার্ট। মাথায় হ্যাট। এসে দীপ্ত ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ মজার মানুষ তো আপনি! ভোর না হতেই উধাও হয়ে গেলেন? এদিকে আমরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছি। কাউকে অন্তত বলে আসবেন তো।'

আমি বললাম, 'চা খাবেন?'

মীরা বলল, 'ভাগে যদি কম না পড়ে তো খেতে পারি।'

একমাত্র হেমা ছাড়া সবাই বলল, 'না না। অনেক চা আছে দিদিভাই। বসুন আপনি।'

মীরা আমার পাশটিতে ধপ করে বসে পড়ল। তারপর বলল, 'সহেলিও চায়ের জল চড়িয়েছে আমাদের জন্য। আমরা যাবার সময় হিপ্পোদের ডেকে নিয়ে যাব। তারপর জলযোগ পর্বটা সেরেই রওনা হব বদনেরার দিকে।'

মীরা বসলে মেয়েরা বড় একটা মাটির ভাঁড়ে ওকে চা দিল। হঠাৎই আমার চোখ পড়ল হেমার দিকে। দেখলাম ও যেন কেমন মনমরা হয়ে বসে আছে। বললাম, 'কী হল হেমা! এতক্ষণ তো বেশ হাসিখুশি ছিলে, হঠাৎ কী হল তোমার?'

হেমা সে কথার উত্তর না দিয়ে একটু গম্ভীর মুখেই চলে গেল সেখান থেকে। ওর ভাব দেখে মনে হল মীরার উপস্থিতিটা ওর পছন্দ হয়নি। কিন্তু কেন? মীরা তো আমাদেরই দলের মেয়ে! মেয়েদের মন কে বুঝতে পারে? এই কেনরই বা উত্তর দেবে কে?

চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে মীরা বলল, 'চলুন।'

আমরা মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললাম। এরই মধ্যে এক ফাঁকে দেখে নিলাম অনেক দূর থেকে হেমা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

BanglaBook.org

যাই হোক, আমরা বাংলোর কাছে এসেও বাংলোয় না ঢুকে সোজা চলে গেলাম সেই ঝোপড়ির দিকে। হিপ্পো আর তম্বু তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। আমরা ওদের অনেক ডেকেও সাড়া না পেয়ে দড়ি বাঁধা আগলটা বাইরে থেকে খুলে ভেতরে ঢুকেই শিউরে উঠলাম।

দেখলাম রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে ওরা দু'জন। ওদের দু'জনেরই গলার নলির কাছটা কিছুতে খুবলে নিয়েছে। দারুণ রহস্যময় এবং মর্মান্তিক মৃত্যু। যেহেতু শুধু গলার নলির কাছটাই খুবলে নেওয়া হয়েছে তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটি একটি সুপরিকল্পিত খুন। পুলিশের নজর এড়াবার এবং সকলের চোখকে ফাঁকি দেবার কৌশল মাত্র। আমাদের হাঁকডাকে গ্রামের লোকজন ছুটে এল সবাই। ভগতরাম, রামসহায়, অখিলপ্রসাদ প্রভৃতিরা বলল, 'এর আগে বাংলোয় দু'জন লোকেরও এই একই পরিণতি হয়েছিল।'

মীরা বলল, 'কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড, না?'

আমি ওর কথার উত্তরে অন্য কিছু না বলে বললাম, 'ঘরের ভেতর কোনও কিছুর পদচিহ্ন লক্ষ করেছেন?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সহেলি ঝুঁকে পড়ল সেই পদচিহ্নের ওপর। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে নেউলের পায়ের ছাপ।'

আমি বললাম, 'ঠিক তাই। ট্রেন্ড কোনও নেউলকে দিয়ে এই সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আততায়ী। সম্ভবত তার আগে ওদের দু'জনকে সেন্সলেসও করা হয়েছিল।'

মোহন এতক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল, 'কী করে বুঝলি?'

'ওই দেখ, ঘরের কোণে একটা ক্লোরোফর্মের শিশি আর বেশ খানিকটা ব্যবহৃত তুলো। আততায়ীরা এইভাবেই ভুলবশত তাদের চিহ্ন রেখে যায়।'

মীরা বলল, 'নাগরাজের মতো ক্রিমিন্যালের মাথায় তো এমন বুদ্ধি আসবে না। নেপথ্যে তা হলে কে? আরও কেউ কি আছে?'

আমি বললাম, 'থাকতে পারে।'

মোহন বলল, 'কী ধুরন্ধর তাই না। এমনভাবে খুন করল যাতে মনে হবে হত্যাও না আত্মহত্যাও না। পুলিশের নজর এড়ানোর কী চমৎকার কৌশল।' এরপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এই যদি ওদের পরিকল্পনা হয় তা হলে আমাদের মৃত্যুও তো যে-কোনওদিন এইভাবে হতে পারে।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'অসম্ভব কিছু নয়। প্রয়োজনে এখন থেকেই আমাদের পালা করে রাত জেগে সতর্ক থাকতে হবে।'

মীরা বলল, 'তা হলেই নাগরাজকে ধরছেন আপনি। সারারাত যদি বাংলোতেই থাকবেন তা হলে তদন্ত করবেন কখন? দিনের আলোয় ওদের দেখা দিয়ে?'

আমি বললাম, 'না না। বাংলোর মায়া আমাদের ছাড়তেই হবে। তদন্তের কাজ রাতে হওয়াই ভাল।'

মোহন বলল, 'ভুলেও ওইরকম রিস্ক নিস না। রাতের রোহিণী কিন্তু ভয়ংকর।'

মীরা বলল, 'আমরাও কম ভয়ংকরী নই। আপনারা শুধু আমাদের সঙ্গ দেবেন। তবে অভিযানের শুরুতেই আপনি যেভাবে ভয় পাচ্ছেন তাতে শেষ পর্যন্ত আপনিই না ডোবান।'

মোহন বলল, 'না না ভয় পাচ্ছি না তবে—।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আতঙ্কের।'

সহেলি বলল, 'কোনও তবে টবে নয়, আজ দুপুরেই খাওয়া দাওয়ার পর রওনা হব আমরা।' আতঙ্কের সূচনা যখন আজই তখন আজ থেকেই অভিযান শুরু হোক আমাদের। এখন এই ডেডবডি দুটো নিয়ে কী করা যায় সেই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। থানা পুলিশ করবার সময়ও তো আমাদের নেই।'

হেমার বাবা রামসহায় কাছেই ছিল। আমাদের আলোচনা শুনে বলল, 'না বাবুজি, ওইসব করতে যাবেন না। এর আগেরবার ওই বাংলোর লোক দু'জনের এইরকম মৃত্যু হলে আমরা শহরে গিয়ে থানায় খবর দিই। পুলিশ এল সাতদিন পরে। তখন মৃতদেহগুলো পচে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। তাই বলি বাবু ওই দু'জনকে আমরা এখানেই মাটি চাপা দিই।'

মোহন বলল, 'সেই ভাল। তোমরা এদিকের ব্যবস্থা করো আমরা যাবার ব্যবস্থা করি।'

আমরা আর অযথা সময় নষ্ট না করে বাংলোয় ফিরলাম। গ্রাম্য মেয়েদেরও কয়েকজন এল আমাদের সঙ্গে। হিপ্পো আর তম্বুর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের যে অমন মর্মান্তিক মৃত্যু হবে তা কেউ কল্পনাও করিনি। ওদের ডাকতে গিয়েই আমাদের চা-পর্বে বাধা পড়েছিল। এখন সকলের সহযোগিতায় চায়ের আসর বসল বাংলোর বাইরে গাছতলায়।

BanglaBook.org

চা-পর্ব শেষ হলে সহেলি বলল, 'তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আমি জঙ্গল থেকে একটা যা হোক কিছু শিকার করে আনি। একটা হরিণ পেলে ভালই হয়। অনেকজন আছি আমরা।' বলেই ওর দোনলা বন্দুকটা নিয়ে এসে তাইতে টোটা ভরতি করল।

মীরা বলল, 'আমিও যাব রে তোর সঙ্গে?'

সহেলি বলল, 'কোনও দরকার নেই।' বলে গ্রামেরই অল্পবয়সি দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রোহিণীর অরণ্যে হারিয়ে গেল।

আমি একটি গাছতলায় বড় পাথরের ওপর আধশোয়া হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। নাগরাজ ছাড়া আরও কোনও দুর্বৃত্ত কি আছে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। সবচেয়ে বড় কথা ওই দু'জন নিরীহ মানুষকে খুন করে ওদের লাভটা কী হল?

আমার চিন্তা ভাবনার মধ্যেই মীরা এসে বলল, 'জঙ্গলে যাবেন?'

'হঠাৎ?'

'এমনিই। এভাবে বসে থাকলে তো সময় কাটবে না। যেতে যেতে আমাদের অভিযানের ব্যাপারে একটু আলোচনাও সেরে নেওয়া যাবে।'

'প্রস্তাবটা মন্দ নয়। মোহন ছত্তিসগড়িয়াদের সঙ্গে সমাধির কাজে ব্যস্ত। সহেলি গেছে হরিণ শিকারে। আমরা যাই অরণ্যের গভীরে।'

রোদ ঝলমলে দিনের আলোয় আমরা পথরেখাহীন জঙ্গলের এক প্রান্তে এসে পড়লাম। সেখানেই দেখলাম কাছে দূরে কত হরিণ। ময়ূরও আছে বেশ কিছু। ছোট একটি পাহাড়িয়া নদীরও দেখা মিলল।

এখানেই এক জায়গায় প্রশস্ত একটি পাথরের বুকে এসে বসলাম আমরা।

মীরা বলল, 'আমাদের অভিযানের ব্যাপারে কোনও চিন্তা ভাবনা করলেন?'

'হ্যাঁ। লড়ব এবং মরব, মনোভাবটা থাকবে এইরকম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে লড়বটা কার সঙ্গে? শুধু কি নাগরাজ? নেপথ্যে আর কেউ কি নেই?'

আমার কথা শেষ হতেই পিছন থেকে কে যেন বলল, 'হ্যাঁ, আরও একজন আছে। কেউটের চেয়েও বিষধর ভিক্টর সিং। নাগরাজের দলের হয়ে কাজ করতে করতে এখন সে-ই হচ্ছে দলের মাথা। অসহায় নাগরাজকে অন্ধ করে বন্দি করে রেখেছে মৃত্যু গুহায়।'

BanglaBook.org

কণ্ঠস্বর শুনে আমরা চমকে ফিরে তাকিয়েই দেখি সর্বাঙ্গে ঘা ও মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল নিয়ে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, 'তুমি কে?'

লোকটি বলল, 'তার আগে বলুন এই গভীর জঙ্গলে এমন নির্জন স্থানে কী করছেন আপনারা দু'জনে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ আমরা বসে আছি।'

'অন্য আলোচনাও করছেন। সেইজন্যেই দেখা দিলাম আমি। আপনারা আমাকে চিনবেন না। আমার নাম পবন।'

'পবন!' চমকে উঠলাম আমি।

পবন বলল, 'নামটা কি শোনা শোনা লাগছে?'

'লাগছে বই কী। তোমার আর এক সঙ্গি রুহিয়া। আমার বন্ধু মোহনের মুখে তোমাদের নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনেই এখানে এসেছি আমরা। রুহিয়া কোথায়?'

'সে নেই। ভিক্টর তাকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছে। আমি ভাগ্যজোরে পালিয়ে বেঁচেছি ওর খপ্পর থেকে।'

'কিন্তু তোমার এমন দশা কী করে হল?'

'বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামেই এই অবস্থা হয়েছে আমার। সেদিন আমরা যখন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মূর্তি উদ্ধারের কাজ করছিলাম ঠিক তখনই ভিক্টরের একজন লোক এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ জমায়। সে বলে বদনেরার পাহাড়তলিতে এমন অসংখ্য মূর্তি নাকি অত্যন্ত অবহেলায় পড়ে আছে। শুধু তাই নয় ভিক্টর সিং নামে একজন এইসব মূর্তি প্রচুর টাকার বিনিময়ে কিনে নিচ্ছে। এই মূর্তিগুলো আমরা যদি তার হাতে তুলে দিই তা হলে অনেক টাকা পাব আমরা। এত টাকা যা নাকি আমরা কল্পনাও করতে পারব না। লোকটির কথায় দু'জনেই আমরা রাজি হলাম। তার কারণ ওই বদনেরার দু'জন লোক আমাদের কাছে প্রায়ই আসত। তাদের নাম হিপ্পো ও তম্বু। ওদের মুখেই শুনেছিলাম বদনেরার তিস্তির গুহায় নাকি প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চিত আছে। সেই লোভে আমরা প্রায় রাতেই এই গুহার সন্ধান পাবার জন্য জঙ্গলে অভিযান করতাম। এখন এই প্রস্তাবে আমাদের মনে হল আকাশের চাঁদ বুঝি হাতের মুঠোয়। এই মূর্তি পাচারের কাজে লেগে ওই গুহার সন্ধান যদি পাই তো মন্দ কী? এই ভেবেই লোকটির সঙ্গে আমরা দু'জনে উধাও

BanglaBook.org

হয়ে গেলাম। ও আমাদের নিয়ে গেল ভিক্টরের কাছে। ভিক্টরকে এককথায় গরিলার একটি নবরূপ বলা যেতে পারে। অমন অমানুষিক মানুষ আমি অন্তত কখনও দেখিনি। ভিক্টর আমাদের বলল, ওই মূর্তিগুলো ওর ওখানে পৌঁছে দিলে তিন হাজার টাকা পাব আমরা। অবশ্যই একজনে। অর্থাৎ মোট ছ'হাজার। ইনাম মিলবে আরও দশহাজার। এই লোভ সামলাতে না পেরে এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। জঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে মূর্তিগুলো গাদা করে রাখা ছিল। আমরা রাতের অন্ধকারে ওর লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে সেইসব মূর্তি বদনেরায় পৌঁছে দিতে লাগলাম। কাজ শেষ হলে দু'জনে ঠিক করলাম আমাদের প্রাপ্য টাকাপয়সা নিয়ে আমরা অপহরণের একটা নাটক সাজিয়ে আবার ফিরে আসব রোহিণীতে। মোহনবাবুকে বলব, এই বিপজ্জনক কাজের মধ্যে আর নেই। বলে দেশের বাড়িতে গিয়ে ব্যাবসা শুরু করব। কিন্তু যা ভাবলাম তার উলটোটাই হল। কাজ শেষ হলে যখন আমরা প্রাপ্য আদায়ের জন্য ভিক্টরের কাছে গেলাম ভিক্টর তখন আমাদের পিঠ চাপড়ে বলল, তোমাদের কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমাদের প্রাপ্য তোমরা অবশ্যই পাবে। ভিক্টর সিং কারও সঙ্গে বেইমানি করে না। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ বেইমানি করলে তার জিন্দগি আমি বরবাদ করে দিই। নাগরাজ আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে আমাকেই প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল। এখন তার পরিণাম ফল ভোগ করছে। আমার পোষা দুটো নেউল দিয়ে ওর দু'চোখ আমি খুবলে নিয়েছি। নিশ্চিন্ত হয়ে রাতে ঘুমোচ্ছিল। আমার পোষা নেউলরা আমার নির্দেশমতো কাজ হাসিল করে এল। এখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। ওর এখন প্রাণটুকুই অবশিষ্ট আছে শুধু। ও যখন যন্ত্রণায় কাতরায় তখন আমার খুব আনন্দ হয়।'

পবন এই পর্যন্ত বলে থামতেই আমি বললাম, 'পোষা নেউল?'

'হ্যাঁ। ওই মারাত্মক প্রাণীদুটো সবসময় ওর কাঁধে বসে থাকে।'

আমি মীরার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তা হলে আমার অনুমানই ঠিক।'

মীরা স্তব্ধ হয়ে পবনের কথাগুলো শুনছিল। এবার বলল, 'হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন আপনি। আমার দাদার হত্যাকারী তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে জেনে খুশির অন্ত নেই। কিন্তু ভিক্টরকেও তো ছেড়ে দেওয়া যায় না।'

আমি পবনকে বললাম, 'সেই হিপ্পো আর তম্বুরও একই পরিণতি হয়েছে।'

BanglaBook.org

পবন আঁতকে উঠল। বলল, 'কী হয়েছে ওদের?'

যা হয়েছে তা বললাম। তারপর বললাম, 'এবার বলো তোমার এই পরিণতি কীভাবে হল?'

পবন বলল, 'সে কথাই বলি। ভিক্টর বলল, বেইমানি আমি বরদাস্ত করি না। তবে বিশ্বাসঘাতককে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি দিয়েই থাকি। তোমরা দুজনেই বিশ্বাসঘাতক। টাকার লোভে ওই মোহনবাবুর সংগ্রহ তোমরা আমার হাতে তুলে দিয়েছ। তাই তোমাদের দু'জনেরই পাওনা-গন্ডা আমি এখনই মিটিয়ে দেব। বলেই হাঁক দিল, 'এই কে আছিস? এ দুটোকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে লোহার শিক পুড়িয়ে সারা গায়ে ছ্যাঁকা দে। ওই মারাত্মক জ্বলুনিই হবে ওদের উপযুক্ত প্রাপ্তি।'

ভিক্টরের আদেশ পাওয়ামাত্রই ওর লোকেরা এসে ধরে ফেলল আমাদের। তারপর হো হো করে হাসতে লাগল সবাই।

রুহিয়া তখন রাগে অন্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ভিক্টরের ওপর। কিন্তু ওর লোকেদের শক্তির কাছে পেরে উঠল না।

ভিক্টর বলল, তোর সাহস তো কম নয়! তুই আমার ওপর চড়াও হতে চাস? বলেই রক্তচক্ষুতে বলল, কাল্লু, মাল্লু, রঘুয়া! এই লোকটাকে তোরা এখুনি আমার সামনে মাটিতে গর্ত করে জ্যান্ত পুঁতে ফেল। ওর জীবন্ত সমাধি আমি দেখতে চাই।

ভিক্টরের লোকেরা একটুও দেরি না করে আদেশ পাওয়ামাত্রই সেই কাজ করে ফেলল। রুহিয়া কত কাঁদল, ক্ষমা চাইল কিন্তু কিছুতেই মন ভিজল না ভিক্টরের। আমিও অনেক অনুনয় বিনয় করলাম। ভিক্টর বলল, তোকে প্রাণে মারব না। তবে অসহ্য যন্ত্রণা দেব। সেই মতো ওর লোকেরা আমাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে লোহার রড পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিতে লাগল। গত রাতে ভাগ্যক্রমে আমার বাঁধনটা আলগা হতে আমি সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে আসি। দুর্বল শরীরে বেশি হাঁটতে না পেরে এখানেই এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। এমন সময় আপনারা এলেন। আমাকে আপনারা দয়া করে মোহনবাবুর কাছে নিয়ে চলুন। ওরা হয়তো এখনই আমার খোঁজে এদিকে আসবে। ওরা অত্যন্ত খতরনক। মেয়ে দেখলে ওরা আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। আপনার সঙ্গে যিনি আছেন ওদের নজরে পড়লে তাঁর কিন্তু চরম বিপদ হয়ে যাবে। অতএব এখনই এই জায়গা ছেড়ে চলে যান

BanglaBook.org

আপনারা। আমাকেও নিয়ে চলুন মোহনদাদার কাছে। আমি গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব।'

পবন ও রুহিয়ার অন্তর্ধান রহস্য এখন উন্মোচন হল। এইরকমই একটা কিছু যে হয়েছে বা হতে পারে এমন ধারণা আমি আগেই করেছিলাম। এখন পবনকে বাংলোয় নিয়ে গিয়ে আজই কাউকে দিয়ে শহরে পাঠাবার চেষ্টা করতে হবে। না হলে বাঁচবে না ও।

পবনের এখন ভালভাবে চলারও ক্ষমতা নেই। এই অবস্থায় ও যে শয়তানদের চোখে ধুলো দিয়ে এতদূর আসতে পেরেছে এটাই ওর ভাগ্যজোর বলতে হবে। ওকে যে এখন ধরাধরি করে নিয়ে যাব সে উপায়ও নেই। কেননা ওর সারা গায়ে পোড়া ঘা। ও তখন নিজেই আমাদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল।

এইভাবে একসময় আমরা শতধারা ঝরনার পাশ দিয়ে রোহিণীর বাংলোয় এসে পৌঁছোলাম। আমাদের সঙ্গে বিকৃত দেহ পবনকে দেখে চমকে উঠল মোহন। বলল, 'এ কী অবস্থা তোর?'

পবন কেঁদে বলল, 'শয়তানের চর এসে আমাদের দু'জনকে নিয়ে গিয়েছিল মোহনদাদা। রুহিয়াটা মরেছে। আমিও মরতে চলেছি। সরকারের সঙ্গে, আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তার ফলও পেয়েছি এইভাবে।'

আমরা পবনকে এক জায়গায় বসালাম। তারপর সব কথা খুলে বললাম মোহনকে। সব শুনে মোহন বলল, 'এর যা অবস্থা দেখছি তাতে এই মুহূর্তে একে শহরে না নিয়ে গেলে ও আর বাঁচবে না।' বলে পবনকে জিজ্ঞেস করল, 'সেই সব মূর্তিগুলো কি পাচার করে দিয়েছে শয়তানটা?'

'না। এখনও ওগুলো জড়ো করা আছে একটি গুহার সামনে। কিন্তু ওই মূর্তিগুলো ওখান থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব। ওই জায়গাটা দুর্ভেদ্য।'

মোহন বলল, 'হোক দুর্ভেদ্য। আমার বহুদিনের পরিশ্রমের ফল অন্যে লুটে নেবে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। বুকের রক্ত দিয়েও ও জিনিস আমি ফিরিয়ে আনব।'

আমি বললাম, 'ওই বদনেরা গ্রামে এখন মানুষজনের বসতি কীরকম?'

পবন বলল, 'গ্রামে এখন আর মানুষ কোথায়? একে তো পাহাড়ি গ্রাম। কয়েকঘর দেহাতির বসতি ছিল। ওরা গ্রামের মরদদের মেরে হাটিয়েছে।

BanglaBook.org

মেয়েগুলোকে আটকে রেখেছে একটি গুহায়। ওদেরই ভেতর থেকে কয়েকজনকে দিয়ে কাজকর্ম করাচ্ছে।'

রোহিণীর গ্রাম থেকেও অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে তখন। মোহন বলল, 'বদনেরার আতঙ্ক যে কে, এতদিনে পরিষ্কার হল।'

আমি বললাম, 'তা হলে বুঝলি তো অলৌকিক ব্যাপার স্যাপার এখানে কিছুমাত্র নেই। রোহিণীর আতঙ্কও ওই বদনেরার বদ লোকগুলো। এবং তাদের লিডার ভিক্টর সিং। নাগরাজ এখন অন্ধ বন্দি। আমরা কোনওরকমে ভিক্টরকে কবজা করতে পারলেই শান্তি ফিরে আসবে এখানে।

মীরা বলল, 'অমনি মেয়েগুলোও ওদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাবে।'

পবন তখন মাটিতে বসে হাঁফাচ্ছে। ওই অবস্থাতেই বলল, 'আগে আমাকে একটু জল দাও তোমরা। তারপর কিছু অন্তত খেতে দাও।'

মীরা তখনই কতকগুলো বিস্কুট ও কেক এনে খেতে দিল। জলও দিল কাচের বোতলের এক বোতল।

ক্ষুধার্ত পবন খাওয়া শেষ করে বলল, 'মোহনদাদা, আমাকে আপনি শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। এই জ্বলুনি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এখানকার চাকরি আর সইবে না আমার। একটু সুস্থ হলেই আমি বদনেরায় চলে যাব। সেখান থেকে আমার দেশের বাড়ি বিহারে।'

পবনের কথায় বিস্ময়ের অন্ত রইল না আমাদের। বললাম 'বদনেরায় চলে যাব মানে?'

পবন বলল, 'এ বদনেরা ওই জংলি পাহাড়ির বদনেরা নয়। নাগপুর, অমরাবতী সে আগে। ওখানে আমার দেশোয়ালি ভাইরা থাকে। রেলে খালাসির কাজ করে। ওরা আমাকে আমার মুলুক পৌঁছে দেবে।'

পবনের জলযোগপর্ব শেষ হলে মোহন গ্রামের লোকজনদের বলল, 'তোমাদের ভেতর থেকে দু'-চারজন ডুলি নিয়ে এই লোকটাকে শহরে নিয়ে যাবে? যা টাকা লাগে আমি দেব।'

রামসহায় বলল, 'সেজন্য আপনি ভাববেন না। আমাদের কারও বিমার হলে আমরা যেভাবে রোগী নিয়ে যাই ঠিক সেইভাবেই নিয়ে যাব। লেকিন আপনাকেও তো সাথ যেতে হবে।'

মোহন বলল, 'আমি তো যাবই। সেখানে গিয়ে গাড়ি পাব। সোজা অনুপপুরে চলে যাব।'

BanglaBook.org

মীরা বলল, 'আবার অনুপপুরের মায়া কেন? রাজনন্দগাঁওতেই নিয়ে যান ওকে। তেমন বুঝলে হসপিটালে ভরতি করুন।'

মোহন আমাকে বলল, 'আজকের দিনটা তোরা একটু সাবধানে থাক। ভিক্টরের লোকেরা আজই যখন হোক পবনের খোঁজে এখানে হানা দেবে। আমার পক্ষে তো আজ ফেরা সম্ভব হবে না। কাল আমি ফিরে এলে আমরা রীতিমতো তৈরি হয়েই ভিক্টরের মোকাবিলার জন্য এগোব।'

আমি বললাম, 'আমাদের চিন্তা তুই করিস না। আর দেরি না করে এখনই রওনা দে।'

গ্রামের লোকেরা ডুলি নিয়ে এলে পবনকে নিয়ে রোহিণীর ঢাল পেরিয়ে রাজনন্দগাঁওয়ের দিকে রওনা হল মোহন। ওরা যতক্ষণ না বনান্তরালে হারিয়ে গেল ততক্ষণ একদৃষ্টে আমি তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লাগল। সহেলি সেই যে গেছে ওর আর ফিরে আসার নাম নেই। এই ঘন অরণ্যে কোথায় যে শিকারে গেল মেয়েটা তা কে জানে? ওর জন্য আমাকে চিন্তা করতে দেখে মীরা বলল, 'আপনি সহেলির কথা ভাবছেন? সময় হলেই ও ঠিক ফিরে আসবে। মনের মতো শিকার হয়তো পায়নি তাই দেরি হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তবু ভয় একটু হয় বই কী। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ও ভিক্টরের লোকেদের পাল্লায় পড়ে যায় তা হলে কী যে হবে কে জানে?'

'কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে ভিক্টরেরই দলের লোক দু'-একজন কমে যাবে।' তারপর বলল, 'ওর আসতে দেরি হবে। শিকারে গেলেই কি শিকার পাওয়া যায়? আমরা বরং ততক্ষণে ভাতটা বসিয়ে দিই।'

আমি বললাম, 'সেই ভাল। একটা কাজ অন্তত এগিয়ে থাকুক।'

বাংলোর একপাশে অনেক কাঠকুটো ডাঁই করা ছিল। মীরা সেগুলো নিয়ে এসে গাছতলায় রেখে বলল, 'চা খাবেন?'

আমি হেসে বললাম, 'হলে মন্দ হয় না।'

ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল হেমা। বলল, 'বাবুজিকে আমি চা করে দেব দিদিভাই?'

মীরা হেসে বলল, 'হ্যাঁ দে না। বাবুজি কি আমার একার সম্পত্তি। তোরও তো।'

BanglaBook.org

হেমা চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, 'আমারও?'

'হ্যাঁ।'

'বাবুজি খুব ভাল। কেমন সাহেব সাহেব দেখতে।'

মীরা বলল, 'তুই চায়ের জল বসা। আমি ততক্ষণে ভাতের জন্য বালতি ভরে জল নিয়ে আসি। তারপর দু'জনে মিলে রান্না করব।' মীরা বালতি নিয়ে চলে গেল।

হেমা খুশিতে ভরপুর হয়ে গাছতলায় গর্তের উনুনে কাঠ জ্বেলে চায়ের জল বসাল। রূপের মাধুরী নিয়ে হেমা যখন এদিক সেদিক করতে লাগল তখন ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন আমার ভরে উঠল এক অনাবিল আনন্দে। বনবাসী কোনও মেয়ের এত রূপও হয়? কিন্তু হেমা! রোহিণীর অরণ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী প্রতিমা। রমণীয় রোহিণীতে রমণীয়।

চায়ের জল ফুটে ফুটে মরে গেল কিন্তু মীরার ফিরে আসার নাম নেই।

হেমা বলল, 'আপনি একটু বসুন বাবুজি। আমি গিয়ে দেখি কেন এত দেরি হচ্ছে। আমি এসে চা করে দেব।'

হেমা চলে গেল। একটু পরেই সেই ঝরনাতলার দিক থেকে হেমার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বা—বু—জি—ই।'

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল আমার। নিশ্চয়ই সর্বনাশা ব্যাপার একটা কিছু ঘটে গেছে ওখানে। তাই একটুও দেরি না করে ছুটে চললাম শতধারা ঝরনার দিকে। গিয়ে দেখি ঝরনার জল রক্তে লাল। এক দুর্ধর্ষ শয়তানকে সেখানে ফেলে পাথরের ঘায়ে তার মাথাটা প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে হেমা। শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে ওর পোশাক ছিন্নভিন্ন।

আমি গিয়ে শক্ত করে ধরলাম হেমাকে। বললাম, 'আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। লোকটা মরে গেলে ওর মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারব না। এবার ছাড়ো ওকে।'

আমার কথায় শান্ত হল হেমা। ক্রোধ সংবরণ করে ছেড়ে দিল ওকে। কিন্তু ছাড়লে কী হবে? পাথরের ঘা খেয়ে লোকটি তখন সংজ্ঞাহীন।

হেমা বলল, 'ওর এত সাহস যে আমার গায়ে হাত দেয়? আমি এই ঝরনার মতো মুক্তধারায় বয়ে যাই। কিন্তু আমার গায়ে হাত দিলে আমি বাঘিনি।'

আমি বললাম, 'তা না হয় হল। বদবুদ্ধির লোক তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু মীরা কই? সে কোথায়?'

BanglaBook.org

হেমা বলল, 'জানি না। আমি দিদিভাইয়ের খোঁজে এখানে আসতেই হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে এই শয়তানটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।'

আমি তখন মীরার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলাম। কিন্তু না, কোনও দিক থেকেই ওর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

এরপর এদিক সেদিক দেখতে দেখতে ওর সেই বালতিটা একপাশে পড়ে থাকতে দেখলাম। তখনই বুঝলাম দুর্বৃত্তরা মীরাকে অপহরণ করেছে। এখন নির্জন অরণ্যে সহস্র রোদন করলেও কোনও লাভ হবে না।

আমার অবস্থা দেখে পিছন দিক থেকে দুটি হাত ধরে পিঠে মাথা রেখে হেমা বলল, 'ফিরে চলুন বাবুজি, দিদিভাইকে ওরা নিয়ে গেছে। সে আর ফিরবে না।'

'কোন মুখ নিয়ে আমি ফিরে যাব বলো তো? সহেলি এলে ওকে কী জবাব দেব আমি?'

হেমা বলল, 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না বাবুজি। ওই দিদিভাইকে আমিই খুঁজে বার করব। এখানকার জঙ্গলের সমস্ত পথ ঘাট আমার জানা।'

'তা হলে আর কারও জন্যে অপেক্ষা করা নয়। চলো আমরা এখনই ওর সন্ধানে যাই। ওকে নিয়ে নিশ্চয়ই ওরা খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি।

হেমা বলল, 'আপনি এখানেই একটু দাঁড়ান বাবুজি। আমি আমার তির কাঁড়টা নিয়ে আসি।'

'পারলে গ্রামেরও কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।'

হরিণীর গতিতে চকিতে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল হেমা। আমি বালতিটা একপাশে সরিয়ে রেখে আহত দুষ্কৃতীকে টেনে হিঁচড়ে ঝরনাতলা থেকে সরিয়ে আনলাম। তারপর একটু একটু করে জলের ঝাপটা দিয়ে কোনওরকমে জ্ঞান ফেরালাম। বললাম, 'কুকর্মের ফল কী সাংঘাতিক হতে পারে এবার টের পেলে তো?'

'মুঝে মাফ কর দিজিয়ে বাবুসাব।'

'কী নাম তোমার?'

'রাকেশ, ডোঙ্গারিয়া বাবু।'

'এই কাজের জন্য তোমরা কতজন এসেছিলে?'

'চার আদমি থে বাবু। লেকিন এহি কামকে লিয়ে হামলোগ আয়ে নেহি।'

BanglaBook.org

'তবে কী জন্য এসেছিলে?'

'এক আদমিকো নিধন করনে কে লিয়ে আয়ে থে। লেকিন উয়ো নেহি মিলা।'

'যে আদমিকে তোমরা মারতে এসেছিলে তাকে না পেয়েই চড়াও হলে দু'-দুটি মেয়ের ওপর?'

রাকেশ নামে লোকটি আর কিছু বলতে পারল না। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে।

আমি বললাম, 'ওই মেয়েটিকে তোমার লোকেরা কোথায় নিয়ে গেছে, বদনেরায়?'

রাকেশ অতিকষ্টে বলল, 'ধরমকোট।' তারপরে একেবারেই স্থির হয়ে গেল।

আমারও কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সবকিছু। কোথায় বদনেরা তাও যেমন জানি না কোথায় যে ধরমকোট তাও অজানা। এখন এই পাহাড়িয়া ছত্তিসগড়িয়াদের সাহায্য ছাড়া এক পা-ও এগোনো যাবে না।

আমি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এই সব ভাবছি ঠিক তখনই রীতিমতো সজ্জায় তির কাঁড় নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল হেমা। বলল, 'বাবুজি! ও দুসরা দিদিভাই শিকার নিয়ে ফিরে এসেছে। আপনাকে ডাকছে।'

আমি একটু দেরি না করে বাংলোর কাছে গিয়ে দেখি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে সহেলি। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যা শুনছি তা কি সত্যি?'

আমি বেদনার সুরে বললাম, 'এইসব খবর কখনও মিথ্যে হয়?'

সহেলি কপাল চাপড়ে বলল, 'এমন যে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'এখন আর ভাবনাচিন্তার কোনও অবকাশ নেই। মীরার সন্ধানে এখনই রওনা হতে হবে আমাদের।' তারপর বললাম, 'তোমার কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল। শিকারে গিয়ে লাভ হল কিছু?'

সহেলি বলল, 'না। হরিণের দেখা পাইনি। দু'-একটা বুনো হাঁস মেরে এনেছি।'

'ওগুলো কাউকে দিয়ে দাও। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চলো আমরা রওনা হই।'

সহেলি বলল, 'জাস্ট এ মিনিট'। বলে বাংলোয় গিয়ে এই অভিযানের

BanglaBook.org

জন্য যা যা প্রয়োজন তা নিয়ে এল। তারপর বুনো হাঁস দুটো সঙ্গের সেই মেয়ে দুটিকে দিয়ে বলল, 'চলুন'।

হেমা তো ছিলই। সেই মেয়ে দুটিও যেতে চাইল আমাদের সঙ্গে। আমরা দ্রুত পদক্ষেপে আবার সেই ঝরনাতলায় এলাম। রাকেশ নামে সেই দুষ্কৃতী তখন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। হেমা হঠাৎই পাথরের খাঁজ থেকে একটা দোনলা বন্দুক উদ্ধার করে আমার হাতে দিল। মনে হয় এটি রাকেশেরই। আমি ওর পকেট হাতড়ে কয়েকটি কার্তুজ বার করে হেমাকে দিয়ে বললাম, 'আমাদের এই অভিযানে এখন তুমিই ভরসা। তুমি বদনেরার পথ চেনো?'

হেমা বলল, 'আমরা সবাই চিনি।'

'ধরমকোট চেনো?'

হেমার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। বলল, 'ধরমকোটে কী আছে বাবুজি?'

'তোমার মীরা দিদিভাইকে ওরা ধরমকোটে নিয়ে গেছে।'

অন্য মেয়েদুটি বলল, 'ওখানে তো জংলি জানোয়ার থাকে। আমরা কেউ ভুলেও ওদিকে যাইনি কখনও।'

'এখন আমাদের সেখানেই যেতে হবে।'

সহেলির সঙ্গী মেয়েদুটির নাম ছিল তিষা আর দিশা।

সহেলি বলল, 'তা হলে এক কাজ করা যাক, পথ যেখানে দু'ভাগ হয়েছে আমরাও সেখানে দুভাগ হয়ে যাই।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি হেমাকে ধরমকোটে নিয়ে যান। আমি যাই তিষা আর দিশাকে নিয়ে বদনেরায়। এমনও তো হতে পারে ওই শয়তান লোকটা আপনাদের মিস গাইড করেছে।'

সহেলির কথায় গুরুত্ব দিয়ে আমরা যখন গভীর বনপথ ধরে সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি ঠিক তখনই মূর্তিমান বিভীষিকার মতো ভয়ংকর একটা কালো কুকুর আমাদের পথরোধ করে রাগে গজরাতে লাগল।

হেমা আমাদের দাঁড়াতে বলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেল কুকুরটার কাছে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'সমরু! সমরু...।'

অমনি জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ছিপছিপে কালো চেহারার এক জংলি মেয়ে। হেমাকে দেখেই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। বলল, 'ক্যা সমাচার তেরে কো?'

BanglaBook.org

হেমা তখন আমাদের বিপদের কথা সব খুলে বলল সমরুকে।

সব শুনে দূরের পাহাড় জঙ্গলগুলোর দিকে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে রইল সমরু। তারপর বলল, 'বদনেরা-র ঠিক বিপরীত দিকে অমরকোট আর ধরমকোট নামে দুটো পাহাড় আছে। মাঝে এমন একটা ঝরনা আছে যাকে অতিক্রম করে ওখানে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ওই ধরমকোটের প্রতিটি গুহায় হিংস্র জন্তুদের বাস। এমনকী আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানেও ভালুকের আনাগোনা খুব। আমাদের এই গ্রাম থেকে ধরমকোটে যাওয়ার একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। আসলে এটা একটা গুহা। সুড়ঙ্গের আকার নিয়ে ধরমকোটের গুহায় গিয়ে মিলেছে। ওই জায়গায় একবার গিয়ে পৌঁছোতে পারলে বদনেরার দুষ্কৃতীদের গতিবিধিও লক্ষ করা যাবে। কিন্তু ওই দিদিভাইকে ওরা ধরমকোটে রাখতে যাবে কেন তা তো ভেবে পাচ্ছি না।'

আমি বললাম, 'এমনও হতে পারে বদনেরার গুহাটা আর নিরাপদ নয় ওদের কাছে।' তারপর বললাম, 'কিন্তু এই গহন অরণ্যে একা তুমি কী করছ?'

সমরু হেসে বলল, 'আমি এখানে একা নই। সঙ্গে যে কুকুরটা দেখছ এর নাম ডালকু। বাঘের মতো শক্তিধর এ। আসলে আমিও রোহিণীর মেয়ে। সকলের অমতে একজনের হাত ধরে এখানে এসেছিলাম। এখন সেও নেই। শুধু আমি আছি। আর আছে দু'-তিন ঘর আদিবাসী পাহাড়ি। তা ঠিক আছে। অনেক বেলা হয়েছে। এখন তোমরা খাওদাও বিশ্রাম করো। তারপর সন্ধে পেরিয়ে রাত হলেই ওদের ওদিকে হানা দেব আমরা।' বলে আমাদের সবাইকে ওর ছোট্ট পাতার কুটিরে নিয়ে এল।

হেমা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'সমরু ঠিক বলেছে বাবুজি। ভুখা পেট থাকলে কিছুই করতে পারবেন না। শরীরে তাগদ না এলে লড়বেন কী করে? তবে এও জেনে রাখুন, সমরু আমাদের সঙ্গে থাকলে দিদিভাইকে ফিরে পেতে একটুও দেরি হবে না।'

পাতার কুটিরে বসে দুটো বেসনের লাড্ডু ও জল খেয়ে পেট ভরালাম। তারপর বাইরে আসতেই সমরু বলল, 'আমরা না আসা পর্যন্ত আপনি এখান থেকে এক পা-ও নড়বেন না কিন্তু।'

আমি বললাম, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

'শিকারে। ওইদিকের পাহাড়ের ঢালে একদল হরিণ চরছে দেখে এসেছি। তারই একটাকে পেলে আমাদের সকলের ভালভাবে হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

হেমা এখানেই রইল। আমি অন্য মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছি। ডালকুও থাকবে আপনাদের পাহারায়।'

বেশ বড়সড় একটি তির ধনুক নিয়ে সহেলি, তিষা ও দিশাকে ইশারায় ডেকে গভীর বনের অন্তরালে হারিয়ে গেল সমরু। এইসময় আমার কিন্তু একটুও সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করছিল না। তবে এও ঠিক, ক্ষুধার জ্বালা একবার ধরলে কোনও কিছুতেই মন বসবে না তখন। সমরুর কথা শুনে যা মনে হল তাতে ভয়ংকর একটি গিরিপথও পার হতে হবে আমাদের। অতএব খাদ্যেরও প্রয়োজন।

সমরুর নিষেধ সত্ত্বেও আমি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হেমাও আমার ঘন সান্নিধ্যে থেকে কলকল করে ওর মনের অনেক কথা আমাকে বলে যেতে লাগল। আমি এখান থেকে চলে গেলে আমার জন্য ওর মন খুব খারাপ হয়ে যাবে। এই কথাই বারবার বলল।

মন খারাপ কি আমারও হবে না? অথচ ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়াও যাবে না। কেননা এই পাহাড়ি ফুল আমাদের ওই বিষাক্ত নগরীতে গেলে একদিনেই ঝরে যাবে। তবু বললাম, 'তোমার জন্য আমার মনও কি কম খারাপ হবে ভেবেছ? কিন্তু কী করা যাবে বলো?

হেমা বলল, 'আপনি ওই মীরা দিদিভাইকে...।'

'ওসব কথা থাক। আমার কাছে তুমিও যেমন ও-ও তেমন। তোমরা দু'জনেই আমার মতে দূর আকাশের তারা। তোমাদের সঙ্গে আমার এই মধুর সম্পর্কটাই স্থায়ী হয়ে থাকুক। এটাই আমি চাই।'

হেমা ছলছল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কী সুন্দর কথা বলেন বাবুজি।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমার কথা শুনতেও খুব ভাল লাগে হেমা। তুমি বাবুজি বলে ডাকলে দারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে আমার মন।'

এমন সময় হঠাৎ পাহাড় ও বনভূমি কাঁপিয়ে একটা বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল, 'ডিস্যুম।'

চমকে উঠলাম আমরা। শব্দটা যেদিক থেকে এল সেদিকে পাহাড়ের গভীর খাদ। আমি শঙ্কিত হয়ে হেমাকে বললাম, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

ওকে কিছুই বলতে হল না। ডালকুই হৃদয় কাঁপানো ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে শব্দের উৎসস্থলের দিকে তিরবেগে ছুটে গেল।

BanglaBook.org

হেমাও ওর তির কাঁড় নিয়ে রণং দেহি মূর্তিতে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

আমার কাছে হেমার দেওয়া রাকেশের বন্দুকটা তো ছিলই এ ছাড়াও সঙ্গে ছিল আমার পিস্তলটা। তাই আমিও সাহসে ভর করে বন্দুক উঁচিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলাম। হেমা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাৎ যাইয়ে বাবুজি। আমি যেখানে আছি সেখানে আপনি কেন ঝুঁকি নেবেন? আপনি এখানেই থাকুন। ওই শয়তানদের চোখে পড়লে আপনার বিপদ হবে।' বলেই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

আমি একটু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বটে তবে তা বেশিক্ষণের জন্য নয়। হেমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই অনুসরণ করলাম ওকে। খানিক যাওয়ার পর আর পথের দিশা পেলাম না। বন ক্রমশ আরও গভীর ও দুর্ভেদ্য হয়ে জটিল আকার ধারণ করেছে এখানে। কিন্তু ভেবে পেলাম না এই মহারণ্যে ডালকুটাই বা কোথায় গেল আর হেমাই বা উধাও হল কোনখানে?

পাহাড়টা এখানে ঢালু হয়ে অনেক নীচের গভীর অরণ্যে গিয়ে মিশেছে। আমি আর বেশি নীচে নামার সাহস পেলাম না। তবে বেশ খানিকটা নীচে একটি ঝোপের ডালপালাকে নড়ে উঠতে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। ওই জায়গায় পৌঁছোতে হলে খুব সন্তর্পণে ঝুরো পাথরের অংশ দিয়ে যেতে হবে। এমন বেকায়দার জায়গা যে কোনও দিক দিয়েই কোনওভাবে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। তবুও জেদ আমার, ওখানে আমাকে যেতেই হবে। নিশ্চয়ই গুলিবিদ্ধ কেউ ওখানে ঘাপটি মেরে আছে অথবা কোনও বন্যজন্তু আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। আমি বন্দুকটাকে কাঁধে নিয়ে গাছপালার ডাল ধরেই একসময় গিয়ে পৌঁছোলাম সেখানে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। দেখলাম ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে ভীষণশক্তিশালী একটি বন্দুক নিয়ে বড় একটি পাথরে ঠেস দিয়ে রণক্লান্ত মীরা চুপচাপ বসে আছে সেখানে।

ওকে দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না আমার। বললাম, 'মীরা! তুমি এখানে।'

'আপনার মুখে তুমি শুনে খুব ভাল লাগল। আমাকে এখানে এইভাবে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?'

'তা তো হচ্ছিই।'

BanglaBook.org

'কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?'

'কী করে এলাম? তোমারই সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতেই চলে এলাম।'

মীরা বলল, 'বিপদে আমি ভয় পাই না। কেননা আমি জানি ভয় করলেই ভয় না করলেই জয়। আমার দাদার শোচনীয় মৃত্যুর পর একসময় ভগবানে বিশ্বাস হারালেও আজ এই মুহূর্তে এমন বিপদসংকুল পরিবেশে তোমার উপস্থিতি ভগবানের দয়া ছাড়া কিছু নয়। তুমি পাশে থাকলে আমার সাহস বাড়বে। মনোবল বেশি হবে। তা ছাড়া আমি হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে এমন আঘাত পেয়েছি যে উঠে দাঁড়াতে গেলে আমার হাত পা কাঁপছে।'

'এটা তো সাময়িক। একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে যে এখানে এভাবে আবিষ্কার করব তা ভাবতেও পারিনি। বন্দুকের গুলির শব্দ শুনেই ছুটে এলাম এদিকে। এসেই দেখি তুমি।'

'এই দুর্গম পথে আপনি কি একা এসেছেন?'

'আমরা সবাই। তোমার বান্ধবী সহেলি তো আছেই। আর আছে হেমা। ওদের গ্রামের দুটি মেয়ে তিষা ও দিশাও আছে। তা ছাড়াও আছে সমরু নামের এক বেপরোয়া মেয়ে ও তার প্রিয় কুকুর ডালকু।'

মীরা বলল, 'এই ধরনের অভিযানে একটু দলভারী হওয়াই ভাল।'

'এখন বলো তুমি এখানে কী করে এলে।'

'আমি যে ওদের খপ্পর থেকে এত সহজে রেহাই পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। শতধারায় জল নিতে গিয়েই বিপদ। হঠাৎ বনের ভেতর থেকে তিন-চারজন লোক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি ওদের বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। ততক্ষণে ওদেরই একজন আমার নাকে রুমাল চেপে ধরেছে। আমি বুঝলাম ওতে নির্ঘাত ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু মাখানো আছে। তাই দম বন্ধ করে রইলাম। এমন ভাব করলাম যেন আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছি। ওরা তখন আমাকে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগল। আমিও সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। অনেক পরে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা এক জায়গায় একটি ছোট্ট ঝরনার ধারে আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করত বসল। আমি তখনও অচেতন হওয়ার ভান করে পড়ে রইলাম। তারপর যেই ওরা ঝরনায় গেল জল খেতে আমি তখনই ওদের রেখে যাওয়া বন্দুকটা দিয়ে গুলি করলাম একজনকে। ওর সঙ্গে আরও দু'জন

BanglaBook.org

ছিল। ওদের এক সঙ্গীর শোচনীয় মৃত্যু দেখেই ওরা কোথায় যে লুকোল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি ওই দু'জনের বন্দুক দুটি পাশের খাদে ফেলে দিয়ে দ্রুত সেই জায়গা ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিই।'

মীরার কথা শেষ হতেই বহুদূর থেকে হেমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বা..বু..জি..ই।'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলাম, 'আমরা এ-খা-নে।'

আমার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতেই ঘেউ ঘেউ ডাক ছেড়ে ডালকুকে ছুটে আসতে দেখা গেল। এসেই ঘনঘন লেজ নেড়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল সে। আমরা এবার ডালকুকে অনুসরণ করেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। মীরার পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই সে আমার কাঁধে ভর করেই এগোতে লাগল। আমরা সেই ঝুরো পাথরের পথে না গিয়ে অন্যপথে যেতেই দেখা পেলাম সকলের। সমরু আর সহেলি এসে মীরাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আমিও হেমাকে অবলম্বন করে কোনওরকমে বাকি পথ পার হলাম।

সমরুর সেই ঝোপড়ি ঘরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। তিষা আর দিশা তখন আস্ত একটা হরিণের ছাল ছাড়িয়ে একটা গাছের ডালে রেখেছে।

দিশা এক টুকরো হরিণের মাংস ছুড়ে দিল ডালকুকে। সে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই সেটা চিবোতে লাগল।

সমরু আমাকে বলল, 'আপনাকে অত করে বারণ করলাম আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি কোথাও যাবেন না, তবু গেলেন?'

আমি হেসে বললাম, 'গেলাম বলেই তো মীরাকে পেলাম। তোমার ডালকু আর হেমাও ভুল পথে গিয়েছিল।'

সহলি বলল, 'এর জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। তবে একটা ভুল আপনি করেছেন।'

'কী ভুল করেছি?'

'সাড়া না নিয়ে ওই ঝুরো পাথরের ধস্য পথে যাওয়ার ভুল। আপনার হাত পা ভাঙেনি এই ঢের। তা ছাড়া ওই ঝোপের মধ্যে কোনও বন্য জন্তুও থাকতে পারত।'

আমি সাড়া নিলে ওখানে শত্রুপক্ষের কেউ থাকলে কিন্তু আমার অবস্থিতি জেনে যেত।'

BanglaBook.org

'তাতে তো ভালই হত। ওদের আর একটা খতম হত। আপনার হাতে তো বন্দুক ছিলই।'

'তা অবশ্য হত। এখন আসুন হরিণের সুস্বাদু মাংস খেয়ে আমরা আনন্দে নাচি।'

সমরু বলল, 'সেই ভাল। তবে একটা কথা, এখন এই মুহূর্তে এই হরিণটাকে ঝলসিয়ে না খেলে অন্য উপায় নেই। আমি এখানে একা থাকি। অতবড় হাঁড়ি কড়া আমি পাব কোথায়?'

হেমা বলল, 'বাবুজির ওই মাংস চলবে না। তুই অন্য কারও কাছ থেকে হাঁড়ি কড়া চেয়ে নিয়ে আয় বরং।'

হেমার কথায় সমরু কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় হাঁড়ি ডেকচি নিয়ে এল। তারপর চলল রন্ধন পর্ব। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে সন্ধে পার হয়ে গেল। কাঠের জ্বালে রান্না চড়িয়ে আমরা উদ্দাম নাচ নাচতে লাগলাম মহা আনন্দে।

নাচ শেষ হলে চলল খাওয়া দাওয়ার পালা। গরম ভাত আর হরিণের মাংস খেয়ে সারাদিনের পর খিদে মিটিয়ে তৃপ্ত হলাম। সমরু মীরাকে বলল, 'আজকের রাতটা তোমরা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে রোহিণীতে ফিরে যাও। যার জন্য আসা তাকেই যখন পাওয়া গেছে তখন আর ঝামেলা না বাড়ানোই ভাল।

মীরা বলল, 'আমাদের কাজ তো শেষ হয়নি। যারা আমাকে তুলে এনেছিল তাদের একজনকে আমি খতম করলেও বাকি দু'জন তো আছে।'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া আমার বন্ধু মোহনের সংগৃহীত মূর্তিগুলোর হদিশ পাওয়া চাই। তার চেয়েও বড় কথা ওই ভিক্টর সিং-এর মোকাবিলা না করলে বদনেরার দখল নেওয়া যাবে না। ওদের দাপট ও অত্যাচারে অনেকেই গ্রামছাড়া। বহু মেয়ে এখনও বন্দিনী হয়ে আছে। তাই আজই রাতের অন্ধকারে হানা দিতে হবে ওদের স্বর্গরাজ্যে।

সমরু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের কিছু করণীয় আছে। বেশ কিছুদিন হল ধরমকোটের দিকে রাতে আলো জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় বন্দিনী মেয়েদের ওখানেই আটকে রেখেছে ওরা। তিন্তিরির গুহায় অন্ধ নাগরাজও বন্দি অবস্থায় আছে। রাকেশ নামে ওদেরই দলের একজনের মুখে শুনেছি সংখ্যায় ওরা দশজন। তারমধ্যে হেমা রাকেশকে আগেই খতম করেছে। একটু আগে মীরার গুলিতে খতম হয়েছে

BanglaBook.org

আরও একজন। অর্থাৎ ভিক্টরকে নিয়ে ওরা হয় আটজন অথবা ন'জন। আমরাও রয়েছি ছ'জন। অতএব ওদের বিরুদ্ধে অতর্কিতে যুদ্ধ ঘোষণা করলে জয় আমাদের নিশ্চিতই।'

সমরু বলল, 'তা হলে আর দেরি নয় এখনই রওনা হই চলো। মেয়েরা তৈরি হও।'

সহেলি, মীরা ও আমার হাতে শক্তিশালী বন্দুক। তিষা, দিশা, ও হেমার হাতে তির কাঁড়। সমরুর হাতে কুড়ুল ও গলায় কুড়ুলের মালা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ কেমন সাজ?'

সমরু বলল, 'আপনারা বোধহয় জানেন না বাঘ বন্দুকের চেয়ে কুড়ুলকে বেশি ভয় পায়। আর ভয় পায় আগুনকে। ধরমকোটের জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব খুব। ভালুকও আছে অনেক। তাই এই ব্যবস্থা।' বলে হাতের কুড়ুল কাঁধে নিয়ে একটা মশাল ধরিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিল। আর ঠিক সেই সময়ই ডালকুর চিৎকারে কেঁপে উঠল বনভূমি। ডালকু ভীষণ চিৎকার করে পাহাড়ের ঢালের দিকে ছুটে যেতেই ঘনঘন বন্দুকের শব্দে কেঁপে উঠল পাহাড় ও বনভূমি।

আমরাও বন্দুক উঁচিয়ে দ্রুত ছুটে গেলাম সেদিক। সমরু হরিণীর গতি নিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আমরাও সদলে ওর পিছু নিলাম। খানিক যাওয়ার পর দেখলাম তিন জায়গায় তিনটি মশাল পড়ে আছে। কিন্তু কারও কোনও উপস্থিতি নেই। মশাল আমাদের কাছে ছিল মাত্র একটি। বাকি দুটি কোথা থেকে এল? সমরুই বা গেল কোথায়? আরও খানিকটা এগোনোর পর হঠাৎই এক জায়গায় রক্তাক্ত কলেবরে একজনকে পড়ে থাকতে দেখলাম। সেই সঙ্গে দেখলাম ডালকুকে। লোকটাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তার পাশে বসে রাগে গরগর করছে।

আমি সেখানে গিয়ে সমরুর নাম ধরে অনেক চেঁচালাম। হঠাৎ কী দেখে যেন দ্রুত উধাও হয়ে গেল ডালকু। আমি একটা মশাল হাতে নিয়ে সেদিকে খানিক এগোতে গিয়েই বিপত্তি বাধালাম। আমার চোখের সামনে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো এক অতিকায় ভালুক। সেটা আমাকে দেখে ভীষণ গর্জন করতে করতে আমার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। এই ভয়ংকর বিপদে আমি ভয় না পেয়ে মশাল উঁচিয়ে ভালুকটার সামনে গেলাম। আর তখনই অন্ধকারের বুক চিরে একটা তিরের ফলা এসে বিদ্ধ হল ভালুকের কপালে। সেটা তখন ভীষণ চিৎকার করে স্থান ত্যাগ করলে চারদিক থেকে

BanglaBook.org

প্রায় দশ-বারোটা ভালুক এসে ঘিরে ফেলল আমাকে। সেই মুহূর্তে হেমা এসে জোরে একটা টান দিল আমার হাতে। আমাকে ধরে চকিতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এল এমন এক জায়গায় যেখানে ওদের আক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম। এদিকে আশ্রয় নেবার মতো কোথাও কোনও গুহা নেই। তবে অনেক বড় বড় পাথরের ফাঁক ফোকর আছে। তারই আড়ালে থেকে সময় কাটাতে লাগলাম আমরা।

হেমা বলল, 'একটুর জন্য আপনি প্রাণে বাঁচলেন বাবুজি।'

আমি বললাম, 'মীরা কোথায়?'

হেমা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এই তো আমি।'

'তুমি তো হেমা।'

হেমা আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর ছলছল চোখে বলল, 'আপনি তো আমার বাবুজি।'

আমি হেসে বললাম, 'দুষ্টু মেয়ে।'

'আমাকে কখনও ভুলে যাবেন না তো বাবুজি?'

'তাই কি পারি? রোহিণীকেও যেমন ভুলব না তোমাকেও তেমনি ভুলব না। কিন্তু মীরা, সহেলি, তিষা, দিশা ওরা সব কোথায়?'

'জানি না।'

এমন সময় ডালকুর ঘনঘন ডাক শোনা যেতে লাগল। সেইসঙ্গে দেখা গেল সমরুকেও। চারদিক তোলপাড় করেই বুঝি মশাল হাতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

ওকে দেখেই আত্মপ্রকাশ করলাম আমরা। হাঁক দিয়ে আমাদের অবস্থিতি জানালাম। আমাদের সাড়া পেয়েই সমরু এগিয়ে এল। এসেই হেমাকে বলল, 'তোরা এখানে কী করে এলি?'

হেমার হয়ে আমিই যা বলার তা বললাম। তারপর বললাম, 'আমাদের আর সব মেয়েরা কোথায়?'

সমরু বলল, 'কাউকেই তো দেখছি না। দলছুট হয়ে গেলাম সবাই। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। তিষা আর দিশা বুনো পাহাড়ি মেয়ে। তাও সশস্ত্র। আপনার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও নিরস্ত্র নন। দু'জনের কাছেই বন্দুক আছে। তাই কেউ ওঁদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'নিশ্চিত হলাম। এখন বলো আমরা কীভাবে এগোব?'

BanglaBook.org

সমরু বলল, 'আর একটু কষ্ট করে নীচে নামতে হবে। তারপরই আমরা ধরমকোটে যাবার সুড়ঙ্গ পথ পাব। এ পথ মোটেই সুগম নয়। কিন্তু বদনেরার জন্য এই পথে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে ধরমকোটের বিশাল গুহা। ওই গুহায় যদি বন্দিনী মেয়েরা থাকে আমরা তাদের উদ্ধার করেই বদনেরার তিন্তিড়ি গুহা আক্রমণ করব।'

আমি বললাম, 'তা হলে আর দেরি নয়। চলো এগিয়ে যাই। যেভাবেই হোক আজ রাতের মধ্যেই ভিক্টরের খেল খতম করতে হবে।'

একটি মাত্র মশালের আলোয় আমরা জঙ্গল ভেদ করে এগোতে লাগলাম। সমরুর কুড়ুলের কোপে ঝোপঝাড় সাফ হয়ে পথের বাধা দূর হতে লাগল। এইভাবে অনেকটা নীচে নামার পর সমরু বলল, 'ওই দেখুন ধরমকোট।'

তাকিয়ে দেখলাম উচ্চতায় খুব একটা বড় নয়। তবে ভয়াবহ অরণ্যের গভীরতায় ভীষণ দর্শন। পাহাড়ের পাদদেশেই ছোট্ট একটি গুহামুখ। আর সেখানেই রয়েছে জমাটবাঁধা বিস্ময়। বেশ কিছু শুকনো ডালপালায় কারা যেন আগুন করেছিল। তারই গুমো আগুন ও ধোঁয়া দেখে বুঝলাম আমাদের আগেই অন্য কারও উপস্থিতি হয়েছিল সেখানে।

সমরু বলল, 'মনে হয় আমাদের আক্রমণকারী ভিক্টরের লোকেরাই এই পথে বদনেরায় গেছে। ভালই হয়েছে। আমরাও কিছু কিছু কাঠ জ্বেলে আগুন করি এখানে। তা হলে আর যাই হোক কোনও হিংস্র বন্যজন্তুর হঠাৎ করে এর ভেতরে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

সমরুর কথামতো তাই হল।

এরপর আমরা তিনজনেই ডালকুকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। গুহামুখ সংকীর্ণ হলেও ভেতরের সুড়ঙ্গ প্রশস্ত। আমরা সুড়ঙ্গের পথ ধরে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পরই মশালটা ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেল।

সমরু বলল, 'ভয় পাবেন না বাবুজি। যে-কোনও একদিকের দেওয়াল ধরে ক্রমশ এগোতে থাকুন। আমি হেমাকে নিয়ে এগোতে থাকি। আপনি সাবধানে আসুন।'

ওদের কথামতো এগোতে লাগলাম আমি। খানিক যাওয়ার পরই মনে হল যেন এক গোলকধাঁধায় এসে পড়েছি। চারদিক আবিল অন্ধকারে ঢাকা। এই সুড়ঙ্গপথ যে কোথায় শেষ হবে তাও জানি না। এবার আমি সত্যই ভয়

BanglaBook.org

পেয়ে গেলাম। তাই জোরে চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'সমরু-উ-উ! হেমা—।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের ওপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ল। আর কে যেন পিছনদিক থেকে শক্ত করে মুখ চেপে ধরল আমার। বলল, 'একদম চেঁচাবে না। এইভাবে কেউ শত্রুপক্ষকে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়।'

আমি চমকে উঠলাম, 'এ কী মীরা! তুমি এখানে কীভাবে এলে?'

'যেভাবে তোমরা এসেছ। দুষ্কৃতীদের পিছু নিয়ে খানিক এসেই ভালুকের পাল্লায় পড়ি। তিষা আর দিশা না থাকলে অবস্থা সঙ্গীন হত আমাদের। কিন্তু তুমি একা কেন?'

'কে বলল আমি একা? আমার সঙ্গে সমরু আছে হেমা আছে। ডালকুও রয়েছে সবার আগে।'

'থেকে লাভ কী হল? তুমি তো ভুল পথেই যাচ্ছিলে। সোজা গেলে বড় গুহায় পড়বে ঠিকই কিন্তু এ পথে সামান্য কয়েকটা বাঁক গেলেই ঠিক জায়গায় পৌঁছোবে।'

আমি বললাম, 'মশালটা নিভে যাওয়াতেই এই বিপত্তিটা হয়েছে। কিন্তু তুমিই বা একা কেন?'

'আমিও একা নই। সহেলি তিষা দিশা ওরা ওপরের গুহামুখে বসে আছে। আমরা জানতাম তোমরা আসবে তাই আমি পথ দেখাব বলে এখানে আসছিলাম। একটু দেরি হয়ে গেল তাই আমি আসার আগেই এগিয়ে গেছে ওরা।'

আমি বললাম, 'তা হলে চলো ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসি।'

'কোনও দরকার নেই। দুটি পথই একই জায়গায় বড় গুহায় গিয়ে মিলেছে। এসো তুমি আমার সঙ্গে।' বলে একটু নিচু হয়ে আমাকে বাঁদিকের আর একটি সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে এল।

আমি বললাম, 'এ পথের সন্ধান আমিও পেতাম না। ওপরদিকের দেওয়ালে ভর করেই আমি যাচ্ছিলাম। সুড়ঙ্গপথ খানিক নীচে।'

'আর কথায় কাজ নেই। সাবধানে এসো।'

আমি মীরার হাত ধরেই এগোতে লাগলাম। অত্যন্ত সরু গুহাপথ। তাই কখনও ও আমার গায়ে কখনও আমি ওর গায়ে চেপে যেতে লাগলাম। ওর হাতে টর্চ ছিল তাই রক্ষে।'

আমি বললাম, 'এই জঙ্গলে টর্চ পেলে কোথায় তুমি?'

BanglaBook.org

'গুহামুখেই কুড়িয়ে পেলাম।'

আমি হেসে বললাম, 'লাকি মীরা।'

ও বলল, 'থ্যাঙ্কস গড।'

একসময়ে আমরা গুহামুখে পৌঁছোলাম। সহেলি তিষা দিশা সবাই ছিল সেখানে।

সহেলি বলল, 'ওরা কোথায়?'

মীরা বলল, 'আসছে। পথ ভুল করে ওরা সোজা চলে গেছে।'

তিষা বলল, 'সমরু জেনে বুঝেই গেছে। ভুল পথে যায়নি। আমরাই পথ সংক্ষেপ করেছি। বন্দিনী মেয়েরা যদি এই গুহায় থাকে তো ওইদিকেই আছে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই গুহার ভেতরে একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ শোনা গেল। সহেলি তিষা দিশা তখনই ছুটল সেদিকে। আমরাও যাচ্ছিলাম। ওরা আমাদের ওখানেই থাকতে বলল।

এই গুহা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক জায়গায় কয়েকটি মশালের আলো স্থিরভাবে জ্বলতে দেখা গেল।

মীরা বলল, 'ওই বদনেরা। তিন্তিড়ি গুহার সামনে সতর্ক প্রহরা।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'তিষা আমাকে বলেছে। দিশাও বলেছে।'

এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ভয়াবহ হলেও তার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আছে। যদিও নিকষ রাতের অন্ধকার, তবুও ছায়া ছায়া কালো কালো প্রকৃতির মধ্যে একটা মায়াবী ভাব আছে। তাই অস্ফুট স্বরে আবেগের বশেই বলে ফেললাম, 'কী সুন্দর।'

মীরা বলল, 'কে? আমি না এই মায়াবী রাত?'

'তুমি তো সুন্দরই। চারদিকে কালোর বাহার। তোমার মুখে আলোর মাধুরী।'

মীরা আমার কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'সবই কেমন যেন স্বপ্নময় বলে মনে হচ্ছে, তাই না?' 'শুধু কি স্বপ্নময়, মায়াময়ও।'

'আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট থাকবে তো?'

'তোমাকে কি ভোলা যায়? তোমার মায়া কাটাবে কে?'

আমাদের কথার ফাঁকেই চার-পাঁচজন গ্রাম্য মেয়েকে নিয়ে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সকলে। সমরু হেমা সহেলি তিষা দিশা সবাই।

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'ডালকু কই?'

সমরু বলল, 'ও একজনের প্রাণ সংহার করেই আসছে। কেন চিৎকার শুনতে পাননি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ পেয়েছি। আর্তনাদ শুনেই তো সহেলিরা ছুটে গেল।'

সমরু বলল, 'এখন চলুন বদনেরায় গিয়ে ভিক্টরের মোকাবিলা করি। ওই শয়তানকে মারতে পারলেই তিন্তিড়ির গুহা আমাদের দখলে আসবে। শুনলাম ওরই পাশে আর একটি গুহায় আরও কয়েকজন বন্দিনী হয়ে আছে। এদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্য পাচার হয়ে গেছে অনেক আগেই। বাকিগুলোকে যাতে উদ্ধার করা যায় সেই চেষ্টাই—' সমরু ওর কথা শেষ করার আগেই আর্তনাদ করে বসে পড়ল সেখানে। কোথা থেকে যেন একটা বন্দুকের গুলি সশব্দে এসে লাগল ওর পায়ে। আবার একটা গুলি আমার কাঁধ ঘেঁষে খানিকটা চামড়া উঠিয়ে গুহার দেওয়ালে গিয়ে লাগল। আমি আর মীরাও বড় একটি পাথরের আড়ালে সরে এসে পালটা গুলি চালালাম শব্দের উৎসস্থল লক্ষ্য করে আন্দাজেই।

সহেলি তখন সমরুকে গুহার ভেতরে নিয়ে গিয়ে তিরের ফলা দিয়ে ওর পা থেকে বুলেট বের করার কাজে লেগেছে।

এই মুহূর্তে ডালকু ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে গুহা থেকে বেরিয়েই তাড়া করল আততায়ীকে।

ডালকুর আক্রমণে আততায়ী চিৎকার করে উঠতেই আমরা ছুটে গেলাম সেদিকে।

বেশিদূর যেতে হল না ডালকু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আততায়ীর ঘাড়ে। লোকটা প্রাণান্ত চিৎকার করে উঁচুনিচু কতকগুলো পাথরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেই মীরা ওর বুকে বন্দুকের নল রেখে বলল, 'এবার তোকে বাঁচায় কে শয়তান? বড্ড বাড় বেড়েছিস তোরা। আজ সকাল থেকেই উপদ্রব আরম্ভ করেছিস। রাতেও তার খামতি নেই। জেনে রাখ আজকের রাতই তোদের শেষ রাত। কাল সকালের সূর্যোদয় আর দেখতে হবে না কাউকে।'

লোকটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মুঝে ছোড় দিজিয়ে বহিনজি।'

মীরা হেসে বলল, 'সবারই ওই একই প্রার্থনা। বেকায়দায় পড়লেই মুঝে ছোড় দো আর ছেড়ে দিলেই নিজমূর্তি। এই যে এত খুন জখম করে বেড়াচ্ছিস,

BanglaBook.org

এতগুলো মেয়েকে আটকে রেখেছিস, তাদের একজনকেও জিন্দা ছেড়েছিস তোরা?'

'নেহি দিদিভাই।'

'আমাদের দলের এক মেয়েকে গুলি করেছিস। এই দাদাজিকেও গুলি করে মারতে গিয়েছিলি। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচেছে ও। এর পরও তোকে ছেড়ে দেব?'

আততায়ী তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'তোদের ওই ভিক্টর শয়তানটা এখন কোথায়? নাগরাজ কী অবস্থায় আছে?'

'ভিক্টর সিং বদনেরামে হ্যায়। নাগরাজ কা নিধন হো গিয়া।'

'ক্যায়সে।'

'আঁখমে গ্যাংগ্রিন হো গিয়া থা।'

'কব নিধন হুয়া।'

'আজই সবেরে।'

মীরা বলল, 'হাম দোনোকো বদনেরা লে চলো। আভি, তুরন্ত।'

লোকটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আগে বাঢ়ো। উয়ো দিখাই যাতা।'

'তু আগে বাঢ়। আগে চল তুই।'

লোকটি চলা শুরু করলে মীরা ওর পিছনে বন্দুক ধরে রইল। আমরা ওর সঙ্গ নিয়েই চলতে শুরু করলাম। বেশিদূর যেতে হল না। হঠাৎই বুলেট বৃষ্টিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল লোকটির দেহ। আমরাও আর এগোতে সাহস করলাম না। মাটিতে শুয়ে বুকে হেঁটে একটি বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। ততক্ষণে ডালকু ভীষণ চিৎকারে চারদিক মাত করে নাস্তানুবাদ করছে আততায়ীদের। মুহুর্মুহু গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে। একসময় সেই শব্দ ও ডালকুর তর্জন গর্জনও দূর থেকে দূরে হারিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ। কী হল ডালকুর?

এতক্ষণে নিরাপদ বুঝে মীরাকে ইশারা করে প্রায় বুকে হেঁটেই বদনেরায় পৌঁছোলাম আমরা। এই জঙ্গলমহলে বদনেরায় দু'-চারজন মেয়েকে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। এক জায়গায় হঠাৎই চোখে পড়ল আগুনের লেলিহান শিখা। দূর থেকে দেখেই বুঝলাম একটি আস্ত হরিণকে ছাল ছাড়িয়ে ঝলসানো হচ্ছে। আমি মীরার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললাম, 'কাদের শিকারে কারা ভাগ বসাবে।'

BanglaBook.org

মীরা বলল, 'এখন কি রসিকতার সময়?' বলেই বলল, 'ওই ওই দেখো।'

চেয়ে দেখি বড়মুখের একটি গুহার সামনে এক দানবাকৃতি শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা গায়ে কুড়ুল ও বুলেটের মালা। হাতে একটি স্টেনগান। দৃষ্টি তার ধরমকোটের অরণ্যের দিকে। ওর কাঁধের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে দুটি হিংস্র নেউল। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে জায়গাটা একটু নিচুতে তবুও শয়তান কীভাবে টের পেল আমাদের উপস্থিতি। তাই জোর গলায় হেঁকে বলল, 'আগে মাৎ বাঢ়ো ভাইসাব। নেহি তো বরবাদ হো যাওগে।'

আমিও হেঁকে বললাম, 'আমরা তোমাকেই বরবাদ করতে এসেছি ভিক্টর সিং। তোমার রাজত্বে এখন আমরাই রাজত্ব করব।'

আমার কথা শেষ হওয়ামাত্রই মীরার রাইফেল গর্জে উঠল 'ডিস্যুম।'

বুলেট লাগল ভিক্টরের বুকে। মনে হয় কুড়ুলের মালায় লেগে বুলেট ছিটকে গেল। ভিক্টর এবার আকাশ কাঁপিয়ে হাসতে লাগল হো হো করে। তারপর স্টেনগান উঁচিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল আমাদের লক্ষ্য করে। আমরা তখন ঢালে গড়িয়ে একেবারে প্রায় ওর মুখোমুখি। তাও বড় একটি পাথরের আড়ালে। ফলে ওর স্টেনগানের গুলি আমাদের কোনও ক্ষতিই করতে পারল না। তবুও আমরা দু'জনেই চোখে চোখে ইশারা করে আহত হবার মতো একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠলাম।

এতক্ষণে গুলিবৃষ্টি থামল। আমরা সেই জায়গা থেকে সরে এসে ওর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ভিক্টর সিং স্টেনগান হাতে দ্রুত এগিয়ে এল আমাদের দিকে। আমরা তৈরিই ছিলাম। তাই হঠাৎ ওর পা দুটো লক্ষ্য করে দু'জনে গুলি ছুড়তেই 'ও মাই গড' বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভিক্টর। এবার আমাদের এগিয়ে আসার পালা। ততক্ষণে ওর পোষা নেউল দুটো রক্তচক্ষু নিয়ে তেড়ে এসেছে আমাদের দিকে। এই ক্ষুদ্র এবং হিংস্র প্রাণী দুটির মোকাবিলা করতে যখন আমরা হিমসিম খাচ্ছি ঠিক তখনই আমাদের পরিত্রাতা হয়ে ছুটে এল ডালকু। ডালকুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা ওই ক্ষুদ্র প্রাণী দুটির ছিল না। তাই তারা নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে পালাল।

ততক্ষণে সহেলি তিষা দিশা ও হেমা সমরুকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে এসেছে সেইসব বন্দিনী পাহাড়ি মেয়েরা। সমরুকে ওরা এক জায়গায়

BanglaBook.org

বসিয়ে ওর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়ে বেঁধে দিল। আমার কাঁধও রক্তে ভিজে উঠেছে দেখে হেমা আমার জামা খুলিয়ে সেখানে কী যেন গাছের আঠা দিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে দিল। তারপর ওখানকার মেয়েদের কাছ থেকে কাপড়ের টুকরো চেয়ে নিয়ে বেঁধে দিল শক্ত করে।

মীরা ইতিমধ্যেই ভিক্টরের হাত থেকে স্টেনগানটা কেড়ে নিয়েছে। দু'পায়ে গুলি খেয়েও বুকে হেঁটে পালাবার চেষ্টা করছিল ভিক্টর। তিষা আর দিশা ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল আমার কাছে। মীরার চোখে তখন আগুনের ফুলকি। ও ভিক্টরের কণ্ঠনালিতে বন্দুকের নল রেখে ওকে গুলি করবার চেষ্টা করতেই বাধা দিলাম আমি।

মীরা বলল, 'আমার কথা আমাকে রাখতে দাও। বলেছি না আজই ওদের শেষরাত।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। অদ্যই শেষ রজনী। আজই ওকে মরতে হবে। তবে গুলি খেয়ে নয়, লাথি খেয়ে। তার আগে এসো অন্য মেয়েদের আমরা উদ্ধার করি।'

আমার কথাটা মনঃপুত হল সকলের। ওখানকার মেয়েদের সাহায্য নিয়েই আমরা তিন্তিড়ি গুহার দরজা ভাঙলাম। একের পর এক মশাল জ্বলে উঠলে সব অন্ধকার দূর হল। তিন্তিড়ির গুহায় বুনোদের ধনরত্নের প্রায় সবই উধাও। খুব সামান্য মাত্রই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু কোনও মেয়ে বা আর কেউ নেই। ওর পাশেই আর একটি ছোট্ট গুহা ছিল। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হল ন'জন মেয়েকে। ডাকের সুন্দরী মেয়ে সব। উদ্ধার না হলে দু'দিন বাদে কে কোথায় যে পাচার হয়ে যেত কে জানে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কেউ নেই?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে গুহায় প্রহরারত অন্য মেয়েরা যারা এই গ্রামেরই তারা বলল, 'এরা ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।'

আমরা সকলে উল্লাসধ্বনি করে উঠলাম। মুক্তির আনন্দে মেয়েরা কে কী করবে কিছু ভেবে পেল না।

আমি বললাম, 'তোমরা আবার নতুন করে তোমাদের ঘর বাঁধো। পুরুষদের সন্ধানে কেউ কেউ শহরে যাও, গিয়ে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তবে এ রাতে কোথাও নয়। তোমরা সারারাত ধরে নাচো গাও আর ওই শয়তান ভিক্টরকে শুধু লাথি মেরে মেরেই শেষ করো।'

BanglaBook.org

আমার শুধু বলার অপেক্ষা। তিষা আর দিশা তখনই ভিক্টরের গলা থেকে কুড়ুলের মালা খুলে নিল। তারপর চলল উন্মত্ত বন্য মেয়েদের উদ্দাম নাচ ও লাথির পর লাথি। কেউ কেউ ওর গায়ের ওপর উঠেই নাচতে লাগল। ভিক্টরের আর্তনাদে কেঁপে উঠল পাহাড় ও বনভূমি। একসময় মরণের কোলে ঢলে পড়ল ভিক্টর। তিষা ও দিশা ওর মরদেহ একটু দূরে নিয়ে গিয়ে মাটি চাপা দিল।

সে রাত মধুময় হয়ে উঠল আমাদের কাছে। আমরা সবাই মনের আনন্দে পেট ভরে ঝলসানো হরিণের মাংস খেলাম। তৃপ্ত হলাম সুস্বাদু ঝরনার জল খেয়ে। বদনেরা থেকে বদলোকেদের উপদ্রব দূর হল। ধরমকোট ও রোহিণীতেও কোনও আতঙ্ক রইল না আর। তাই, আজ এই মায়াবী রাতে ঘুম নেই কারও চোখে। সহেলি সমরুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হেমা ও মীরা রইল আমার কাছে। কাল প্রভাতে দিনের আলো ফুটে উঠলে আবার আমরা রোহিণীতে ফিরে যাব। মোহন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে কাল। পরে একদিন ওকে বদনেরায় নিয়ে এসে খুঁজে দেখব ওর সংগৃহীত মূর্তিগুলোকে। আমাদের এই নৈশ অভিযানের সাফল্যে ও নিশ্চয়ই খুশি হবে খুব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জ্যোৎস্না রাতের আলেয়ারা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুন্দরগড় স্টেট থেকে চম্পানগরীর দূরত্ব অনেক। প্রায় তিনশো কিলোমিটারের মতো। যাবার ইচ্ছে ছিল না যদিও তবুও যেতেই হল। কর্মসূত্রে কিছুদিনের জন্য সুন্দরগড়ে ছিলাম। ওখানকার সবকিছুর সঙ্গে মানিয়েও নিয়েছিলাম নিজেকে। কিন্তু হঠাৎ করেই চম্পানগরীর ডাক। সে জায়গা যে কেমন হবে তা কে জানে? তবুও অর্ডার ইজ অর্ডার। যেতে হবেই।

এক জায়গায় খাপ খাইয়ে নেওয়ার পরে অন্য জায়গায় যেতে হলে মনটা খারাপ হয়ে যায় বই কী। তবে লোকমুখে যা শুনেছি তা হল জায়গাটা পুরো হিল এরিয়া। বিলাসপুরের কাছে যে চম্পা সেটি প্রায় সমতলে কিন্তু এই চম্পানগরী বনে পাহাড়ে অতুলনীয়া। চম্পানগরী থেকে সুন্দরগড়ের দিকে লাইন পাতার কাজ হবে। অতএব সেই কাজের জন্য যেতেই হল। সুন্দরগড় থেকে এই দীর্ঘ পথ ট্রাকবাহনেই গেলাম আমরা। তবে সেদিনের সেই যাত্রাপথের আনন্দ কিন্তু আজও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে।

চম্পানগরীর মাটিতে যখন পা দিলাম তখন বিস্ময়ের অন্ত রইল না আমার। পাহাড় নদী বনের কী অতুলনীয় সৌন্দর্য এখানে। বন আছে কিন্তু অরণ্যের বিভীষিকা নেই। পাহাড় আছে, সুউচ্চ ও দুর্গম নয়। নদী আছে। চঞ্চলধারা লীলাবতী। ছন্দময় গতি তার। বড়ই সুন্দর। নদীর মাঝে মাঝে হঠাৎ করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা ছোট বড় পাথরের চাঁই। জলধারা সেখানে বাধা পেয়ে কলকল রব তুলে আপন গতিতে বয়ে চলেছে।

এই লীলাবতী নদীর তীরেই আমাদের তাঁবু পড়ল। তবে ভাগ্যজোরে আমাকে কুলিদের সঙ্গে তাঁবুতে থাকতে হল না। বাবুজি রাওয়ের বেতসকুঞ্জেই থাকার ব্যবস্থা হল আমার।

একেবারে সন্ধের মুখে আমরা গিয়ে নেমেছিলাম সেখানে।

ঝরু নামের একটি অল্পবয়সি ছেলে এসে হাত ধরল আমার। বলল, 'আমার বাবুজি অনেক করে বলে দিয়েছেন আপনার দেখভাল করার জন্য। তাই এখন থেকে আমিই সব কাজ করে দেব আপনার।'

BanglaBook.org

ঝরুর মিষ্টি ব্যবহারে দারুণ প্রীত হলাম আমি। বললাম, 'আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবি রে ঝরু?'

ঝরু বলল, 'হ্যাঁ। এখানে সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।' সে তখনই স্টোভ ধরিয়ে চা করতে বসল।

ঝরু ছেলেটি দারুণ চটপটে। কতই বা বয়স? চোদ্দো কি পনেরো। কাজের ব্যাপারেও দারুণ উৎসাহী। খুবই তৎপরতার সঙ্গে বেশ ভাল করে এক কাপ চা বানিয়ে দিল আমার জন্য।

আমি বললাম, 'তুই খাবি না?'

ও বলল, 'আমি চা খাই না।'

আমার কাছে অনেকটা পরিমাণে কেক আর বিস্কুট ছিল। আমি তাই থেকে খানিকটা কেক ওকে দিলাম।

কেক পেয়ে দারুণ খুশি হল ঝরু। বলল, 'কেক খেতে আমি খুব ভালবাসি। রাজাজি এখানে এলেই আমার জন্য কেক নিয়ে আসেন।'

ঝরু কেক খেতে লাগল, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সহজ সরল ও দারুণ আন্তরিক এই ছেলেটির মুখের আকর্ষণ আমাকে ওর প্রতি দুর্বল করে তুলল।

চা-পর্ব শেষ হলে ও বলল, 'রাতে আপনি কী খাবেন বাবু?'

আমি বললাম, 'আমাকে বাবু বলবি না। দাদা বলবি।'

ছেলেটি উজ্জ্বল দাঁতের সারি নিয়ে হাসল। যেমনই মিষ্টি মুখ তেমনই দাঁতের পঙ্‌ক্তি। খুব ভাল লাগল। বললাম, 'শোন, তোকে দিয়ে বেশি কাজ করাব না আমি। নিজের রান্না নিজেই করে নেব। তুই শুধু আমার দোকান বাজারটা করে দিবি। আর মাঝে মাঝে চা করে খাওয়াবি। তবে যে ক'দিন আমি থাকব তুই আমার এখানেই থাকবি খাবি। কেমন?'

ঝরু বলল, 'আমি তো এখানেই থাকি।'

'তোর মা বাবা নেই?'

'সবাই আছে। ওরা গ্রামের ভেতরে থাকে। জঙ্গলের কাঠ নিয়ে বিক্রি করতে যায়। আমি দুপুরে গিয়ে খেয়ে আসি। আবার রাতে গিয়ে খাবার নিয়ে এসে এখানে খাই।'

'তাই নাকি? রাতে কী খাস তুই?'

'ডাল রুটি।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'তা হলে এক কাজ কর। আজ রাতে তুই বাড়ি গিয়ে আমার জন্যও ডাল রুটি নিয়ে আয়। অমনি বাড়িতে বলে আয় কাল থেকে তুই এখানেই খাবি। খুব দরকার না হলে বাড়ি যাবি না।'

ঝরু দারুণ খুশি হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি তা হলে এখনই বাড়ি যাই। আপনার জন্যও ডাল রুটি করতে বলি।'

আমি ওর হাতে কয়েকটা টাকা দিতে গেলাম, ও দারুণ লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমাদের বাড়ির খাবারের জন্যে টাকা দিতে হবে না। কাল সকালে যখন দোকান বাজার করতে যাব তখন টাকা দেবেন।' বলে এক মুখ হেসে ওর বাড়ির দিকে চলে গেল। সহজ সরল এই ছেলেটি অল্প সময়ের মধ্যে আমার মন এমনভাবে জয় করে নিল যে তা কাউকে বুঝিয়ে বলবার নয়।

ঝরু চলে গেলে আমি টর্চ হাতে বেতসকুঞ্জের বাইরে এসে আমাদের লেবাররা যেখানে তাঁবু ফেলেছিল সেখানে এলাম। ওরা লীলাবতী নদীর ধারে বেশ খানিকটা উঁচু জায়গায় পরপর দুটি তাঁবু খাটিয়েছে। এক একটি তাঁবুতে দশ-বারোজন করে শুতে পারবে এমন তাঁবু। লেবারদের ভেতর থেকে দু'-চারজন রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। আমি বেশ কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কাটিয়ে একটি ছোট্ট টিলার ওপর বসে দূরের বনভূমির দিকে তাকিয়ে রইলাম। যদিও অন্ধকার তবু মনে হল যেন কোনও এক রূপকথার দেশেই আমি চলে এসেছি।

অনেকক্ষণ টিলায় বসে সময় কাটিয়ে একসময় নেমে এলাম লীলাবতীতে। ফাল্গুনের শেষ, তবুও এদেশে শীত আছে বেশ। আমি লীলাবতীর শীতল জলে ভাল করে মুখ হাত ধুয়ে রুমালে জল মুছে নিলাম। মনে মনে স্থির করলাম কাল থেকে এই নদীতেই আমি স্নান করব। বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে জল যেখানে কলকলিয়ে নামছে সেখানে বসেই স্নানের আনন্দ উপভোগ করব। নদী এখানে নদী, সেইসঙ্গে ঝরনাও।

আমি নদী থেকে উঠে এসে এখানকার টিলাময় প্রান্তরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বেতসকুঞ্জে ফিরে এলাম। এখানকার এই অনবদ্য পরিবেশে এমন একটি আশ্রয়স্থান যেন কল্পনাও করা যায় না। সুন্দরগড়ে থেকে গেলে এখানকরা মধুরিমা কিছুই আমি উপভোগ করতে পারতাম না। এবং সেটাই হত আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আক্ষেপ।

আমি কুঞ্জে ফিরে আসার একটু পরেই ঝরু এল। তেমনই খুশি খুশি

BanglaBook.org

মুখ। বলল, 'মা আপনার জন্য ডাল রুটি আর আমাদের গাছের কলা পাঠিয়েছে।'

'তোর জন্য?'

'আমি বাড়িতেই খেয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে। ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখ ওগুলো। খিদে পেলেই খেয়ে নেব। তুই তোর শোওয়ার জায়গা ঠিক করে নে।'

ঝরু বলল, 'আমি মেঝেয় চট পেতে শুই। কাঁথা আছে, গায়ে দিই। বাবুদের বিছানায় তো আমি শুই না। শুতে নেই। আপনি বাবুদের বিছানাতেই শোবেন। পাশের ঘরে বিছানায় চাদর পেতে মশারি টাঙিয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

'খুব ভাল কথা। যখন খিদে পাবে তখন খাব। যখন ঘুম পাবে তখন শোব। এখন তোর সঙ্গে সারারাত ধরে গল্প করি আয়।'

ঝরু বলল, 'সারারাত?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে খাবেন কখন শোবেনই বা কখন?'

'নাই বা খেলাম, নাই বা শুলাম?'

ঝরু হাসতে লাগল। আমি ওর সঙ্গে নানারকম গল্প করতে লাগলাম।

ঝরুকে বললাম, 'এই মুহূর্তে আমার কোনও কাজের চাপ নেই। তোদের এই পাহাড়ি এলাকাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। কাল সকাল থেকেই তুই আমাকে চারদিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিবি। যখন যেদিকে যেতে চাইব তখন সেদিকে নিয়ে যাবি, কেমন?'

ঝরু বলল, 'এখানে পাহাড় আর বন জঙ্গল ছাড়া কী দেখবেন দাদাজি? দেখার মতো কিছুই তো নেই।'

'না থাক। পাহাড় জঙ্গলই দেখব। কী সুন্দর সব ছোট ছোট টিলা। শাল মহুয়ার বন। পলাশের রঙে কেমন রাঙা হয়ে আছে চারদিক। খুব ভাল লাগছে আমার। তার চেয়েও ভাল লাগছে তোকে।'

ঝরু বলল, 'আমারও খুব ভাল লাগছে আপনাকে। আপনি খুব ভাল লোক। আমার বাবুজি কখনও এখানে কাউকে থাকতে দেন না। শুধু আপনাকেই দিয়েছেন। তবে বাবুজির সঙ্গে যদি কেউ আসে সে থাকে।'

এই বেতসকুঞ্জটি রাজাজির অত্যন্ত প্রিয়। অনেক যত্ন নিয়ে উপযুক্ত স্থানে এটিকে গড়ে তুলেছেন তিনি। কাজেই নিজের একান্ত আপনজন ছাড়া

BanglaBook.org

যাকে তাকে উনি এখানে থাকতে দেবেনই বা কেন? রাজাজি এই অঞ্চলের বিত্তবান লোক বেতসকুঞ্জ তাঁর প্রাণ। তবুও তিনি সুন্দরগড়ে মনের মতো একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করে সেখানে থাকেন। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করেই আসেন উনি জমিজমা দেখাশোনা করতে। যেহেতু উনি আমার বস এবং ওঁর পরিবারের লোকেরাও আমাকে খুব ভালবাসেন তাই সকলের ইচ্ছাতেই আমি এখানে এসেছি। একসময় আসতে চাইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই বেতসকুঞ্জে যদি আমাকে সারাটি জীবন থেকে যেতে হয় তা হলে জানব আমার চেয়ে ভাগ্যবান এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

যাই হোক, অনেক রাত পর্যন্ত ঝরুর সঙ্গে গল্প করে কাটালাম। তারপর ওর মায়ের দেওয়া ডাল রুটি তৃপ্তি করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম আমার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়। ঝরুও একটা কোণ বেছে শুয়ে পড়ল চাদর মুড়ি দিয়ে।

এক ঘুমেই রাত কাবার। ঘুম যখন ভাঙল তখন আলো ফুটে গেছে। ঝরু আমার আগেই উঠে কুঞ্জের বাইরে পদচারণা করছে। আমি চোখেমুখে জল দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম। লীলাবতীর জলে অনেকেই তখন দাঁত মেজে মুখ ধুচ্ছে। আমিও মাজন ব্রাশ হাতে নেমে এলাম সেখানে। কতকগুলো পাহাড়িয়া মেয়ে মাটির কলসি ভরে জল নিয়ে চলে গেল। আমি কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে ফিরে এলাম বেতসকুঞ্জে।

ঝরু বলল, 'আপনার চা হয়ে গেছে দাদাজি। চায়ের পাতা ভিজতে দিয়েছি। এবার গরম করে ছেঁকে দিই?'

বললাম, 'দে।'

তারপর কেক বিস্কুট বার করে ওকেও দিলাম আমিও নিলাম। ও চা খেল না। আমি তৃপ্তি করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তাকালাম ওর দিকে। ও মনের আনন্দে মিটিমিটি হেসে কেক খেতে লাগল।

চা-পর্ব শেষ হলে ওকে একশোটা টাকা দিয়ে বললাম, 'চাল ডাল তেল নুন কেরোসিন যা লাগে নিয়ে আয়। তুই এলে তারপরে যা হোক দুটো রেঁধে নেব।'

ঝরু আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারের থলি, কেরোসিন তেল আনার টিন ইত্যাদি নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। প্রাণবন্ত ঝরু সব সময়ই হাসে। কারণে অকারণে হাসে। হাসি দিয়ে ভরা যেন ওর শ্রীমুখখানি।

BanglaBook.org

ও চলে গেলে আমি আমাদের কাজের জায়গায় এলাম।আমাদের তাঁবুর অদূরে আরও দুটি তাঁবু পড়েছে। সেখানে রেলের কাজ নয়। মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। এখানকার মাটিতে নাকি তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে কী পরিমাণ তামা এখানে আছে অথবা থাকতে পারে।

আমার লেবারদের ওখানে বসে আর এক প্রস্ত চা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এদিক সেদিক। চম্পানগরীর একসময় যে শ্রীবৃদ্ধি ছিল তা রাজাজির মুখে শুনেছি। বহুমানুষের বাস এখানে। এখন কীভাবে যেন তা ধ্বংস হয়েছে। ছোট ছোট টিলার ওপরে নীচে আশেপাশে সে আমলের অনেক ভগ্ন ঘরবাড়ি নজরে পড়ল। কবে কোন সময়ে কারা এখানে থাকত তা কে জানে? চম্পানগরী এখন বিলুপ্ত নগরী। শুধু একটি গ্রাম ছাড়া কিছুই নয়।

আমি সব কিছু দেখতে দেখতে ছোট্ট একটি টিলার ওপর উঠে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আমার সামনে প্রায় এক কিমি দূরে একটি বড় পাহাড় চোখে পড়ল। সেই পাহাড়ের পাদদেশে ঘন বন। পাহাড়ের মাথায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত একটি গড়। কবে কোন আমলে কোন রাজারা ওখানে গড় নির্মাণ করিয়েছিলেন তা কে জানে? এখন রাজাও নেই, রাজত্বও নেই। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। ওখানকার পাহাড় জঙ্গলে, ভাঙা গড় আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সেই সবুজ বনানীর অনেকটা অংশ আগুনের পরশ পেয়ে পলাশে শিমুলে লালে লাল হয়ে আছে। আমার মনে হল এই মুহূর্তে ওখানে আমি ছুটে যাই। কিন্তু মনে হলেও গেলাম না। সবে তো এসেছি। দু'-একটা দিন যাক। তারপর একদিন সময় করে চলে যাব ওখানে। ওই বনভূমে পাহাড় চূড়ায় বসে একাত্ম হয়ে যাব নিজের সঙ্গে।

আমি অনেকটা সময় ঘুরে বেড়িয়ে আবার বেতসকুঞ্জে ফিরে এলাম। এই নামটার মধ্যে জাদু আছে। রাজাজি হঠাৎ করে এমন নাম রাখলেন কেন? আগে কি এখানে কোনও বেতসলতার বন ছিল? কে জানে? আমি ফিরে এসেই দেখি ঝরু এসে বসে আছে। আমাকে দেখেই বলল, 'কোথায় গিয়েছিলেন দাদাজি?'

'তোদের এই সুন্দরী চম্পানগরীকে একটু ঘুরে ফিরে দেখতে গিয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

ঝরু হেসে বলল, 'কী আর এমন দেখার আছে এখানে? শুধু পাহাড়, টিলা আর নদী।'

'এতেই তো আমার মন ভরে গেছে রে ঝরু। কী সুন্দর। আমার মনের মতো জায়গা এই চম্পানগরী।'

ঝরু বলল, 'চা খাবেন দাদাজি?'

'এসময় একটু চা পেলে মন্দ হয় না।' তারপর বললাম, 'তোর দোকান বাজার সব হয়ে গেছে?'

'সব হয়ে গেছে।' বলে একটা ডিশে করে মুড়ি পেঁয়াজ আর আলুর চপ আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এসব পেলি কোথায়?'

ঝরু বলল, 'মুড়ি আমাদের ঘরেই ছিল। বাজার থেকে আলুর চপ কিনে আনলাম।'

খুব খুশি হলাম ওর বুদ্ধি দেখে। একরত্তি ছেলে অথচ কী দারুণ সাংসারিক বুদ্ধি।

আমাকে চা দিয়ে ও নিজেও মুড়ি তেলেভাজা খেতে লাগল।

জলযোগপর্ব শেষ হলে আমি রান্নার কাজে হাত লাগালাম। ঝরু আমাকে সাহায্য করতে লাগল। আয়োজন সামান্যই। দু'জনের মতো ভাত, আলুভাজা আর ডিমের কারি। রাতেও তাই খাব। পরে মাছ মাংস জুটলে দেখা যাবে।

আমি স্টোভে ভাত বসিয়ে ঝরুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই দূরের পাহাড়টার দিকে গেছিস কখনও?'

ঝরু বলল, 'রাজগড়ে?'

'ওর নাম বুঝি রাজগড়?'

'হ্যাঁ। এখানকার রাজাদের গড় ছিল ওখানে। আমি অনেকদিন আগে একবার গেছি। একা যেতে খুব ভয় করে ওখানে। তাই আর যাইনি।'

'তুই একদিন ওখানে নিয়ে যাবি আমাকে?'

'হ্যাঁ। কবে যাবেন বলুন?'

'যে-কোনও একদিন।'

'ওখানে কিন্তু জানোয়ারের ভয় আছে।'

'তেমন বুঝলে পালিয়ে আসব।'

BanglaBook.org

'সেবার আমি ওখান থেকে অনেক বুনো আতা নিয়ে এসেছিলাম।'

'কিন্তু এখন তো অসময়। এখন তো আতা পাবি না।'

ঝরু হেসে বলল, 'কিছু না পেলেও যাব।'

কথাবার্তা পাকা করে গালগল্পের মধ্য দিয়েই রান্নার কাজ শেষ করলাম। তারপর লীলাবতীর জলে স্নান সেরে খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নিলাম। দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে আবার ঘুরে বেড়ানো। সারাটা দিন যেন আমার কাছে স্বপ্ন রঙিন হয়ে রইল।

এরপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে ঝরুকে বললাম, 'আজ আর অন্য কোথাও নয়, চল আমরা রাজগড় থেকে ঘুরে আসি।'

ঝরু তো এক কথায় রাজি। বলল, 'চলুন তা হলে ঘুরেই আসি।'

আমি ঝরুকে নিয়ে চম্পানগরীর সীমা লঙ্ঘন করে রাজগড়ের দিকে চললাম অরণ্যের শোভা ও গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখতে।

রাঙামাটির দেশে উঁচু-নিচু পথ বেয়ে পলাশ ও শিমুলের বন পেরিয়ে একসময় আমরা রাজগড়ে পৌঁছোলাম। ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে রাজগড়ের ধ্বংসাবশেষ। যেন একটা আতঙ্কপুরী।

স্থানটি যেমনই বনময় তেমনই মনোরম। দেখে মনে হল এখানে মানুষের যাতায়াত আছে। জায়গাটা আমার এতই ভাল লেগে গেল যে মনে মনে ঠিক করলাম হাতে একটু সময় পেলেই চলে আসব এখানে। কত সুগন্ধি ফুল ফুটে আছে এখানে। বিচিত্র ধরনের সব গাছপালা লতাপাতাও আছে। মন প্রাণ ভরে সব কিছু দেখতে দেখতেই সন্ধে হয়ে এল।

ঝরু বলল, 'আর এখানে থাকাটা ঠিক নয় দাদাজি, চলুন সন্ধে হয়ে আসছে।'

আমি বললাম, 'কেন, বাঘ টাঘ বেরোবে নাকি?'

ঝরু বলল, 'এখনই তো ওদের বেরোবার সময়। তা ছাড়া অনেকটা পথও যেতে হবে।'

ঝরুর কথাই ঠিক। আর এভাবে এখানে থাকাটা ঠিক নয়। আমি অপলকে সেই ভাঙা গড়ের খণ্ডহরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঝরুর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'চল, এবার ফেরা যাক।'

BanglaBook.org

ঝরু বলল, 'চলুন।'

সেই মুহূর্তে হঠাৎ কোথা থেকে একটা রাজহাঁস ডাক ছেড়ে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। আমি দারুণ ভয় পেয়ে রাজহংসের ভার ও দুগ্ধধবল সাদা ডানার ঝাপটায় পড়ে গেলাম সেখানে। হাঁসের নখ লেগে আমার হাতের একটা অংশ চিরেও গেছে।

ঝরু কিছু বুঝে ওঠার আগেই বনহংসীর মতো দুটি মেয়ে ছুটে এল কোথা থেকে। ওরাই এসে আমার হাত ধরে আমাকে টেনে তুলল।

আমি তখন আঘাত ভুলে অবাক দৃষ্টিতে মেয়েদুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। এই আসন্ন সন্ধ্যায় গোধূলিবেলায় এরা কারা? কী আশ্চর্যসুন্দর রূপ ওদের। ফরসা রং, গোলালো চেহারা, চোখমুখের গড়ন দু'জনেরই একরকম। একজনের থেকে আর একজনকে পৃথক করা যায় না। তবে কি যমজ বোন এরা? হবেও বা।

ওদেরই একজন রাজহংসটিকে বুকে নিল।

অপরজন খুব ব্যথিত হৃদয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, 'লাগেনি তো?'

আমি বিহ্বল গলায় বললাম, 'সামান্য লেগেছে।'

যে মেয়েটি রাজহাঁস নিয়েছিল সে হাঁস নামিয়ে আমার কাছে এসে ক্ষতস্থান দেখে কী একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে সেই গাছের আঠা লাগিয়ে দিল সেখানে। প্রথমে জ্বলুনির চোটে চোখে জল এসে গেলেও পরে ঠিক হয়ে গেল।

আমি দু'জনের দিকেই মুগ্ধচোখে তাকিয়ে হাসলাম।

ওরাও মিষ্টি হাসির বিনিময় করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি দু'বোন? কী নাম তোমাদের?'

ওরা আমার ভাষা বুঝে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমরা দু'বোন। দু'সালের ছোট বড়। আমি আলেয়া ও মালেয়া।'

'তোমরা কোথায় থাকো?'

ওরা পাহাড়ের নীচে একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল, 'ওই ওখানে।' বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে প্রসন্নতার হাসি হেসে ঝরুর সঙ্গে বিদায় নিলাম। ওরা দু'বোনও রাজহাঁসটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের পিছু পিছু কিছুটা

BanglaBook.org

পথ এসে একভাবে তাকিয়ে রইল নিশ্চল প্রতিমার মতো। যতক্ষণ না আমরা ওদের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেলাম ততক্ষণ ওরা তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

সে রাতে আমি ভালভাবে ঘুমোতেই পারলাম না। চিত্তে দোলা লাগলে কি ঘুম আসে? আমারও তখন ভরা বয়েস। প্রথম দেখাতেই মন আমার মজে গেছে। ভাবলাম যে ক'দিন এখানে আছি রোজই একবার করে ওখানে যাব। ওই রাজগড় হবে আমার স্বপ্নপুরী। আলেয়া আর মালেয়াও নিশ্চয়ই রোজই ওখানে আসবে। তাই দেখা হবে— আবার দেখা হবে। ওই বনবালারা আমার অন্তরে যুগল প্রতিমা হয়েই বিরাজ করবে চিরকাল। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বের এমনই এক নিদর্শন রেখে যাব যাতে ওরা কোনওদিনই ভুলতে পারবে না আমাকে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম আমি। ঝরু তখনও ঘুমোচ্ছিল। ডেকে তুললাম ওকে। গতরাতে ওর মা আমাদের জন্য রুটি ও মাংস পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই খেয়ে শুয়েছিলাম। ঘুম হয়নি। তবে ঝরু ঘুমিয়েছে খুব।

আমার ডাকে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল ঝরু। তারপর মুখখানি হাসিতে ভরিয়ে বলল, 'চা খাবেন?'

আমিও আদরের সুরে বললাম, 'সেজন্যই ডাকলাম। একটু চা কর তুই। আমি মুখটা ধুয়ে আসি।'

'কিন্তু দাদাজি, এখনও যে অন্ধকার আছে।'

'তা থাক। চারদিক ফাঁকা। ধারেকাছে কোনও জন্তু জানোয়ার নেই। আমি যাব কি আসব।'

ঝরু আলো জ্বেলে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসল।

আমি পেস্ট ব্রাশ নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেলাম লীলাবতীতে। নদীর স্নিগ্ধ শীতল জলে মুখ হাত ধুয়ে বেতসকুঞ্জে ফিরে আয়েশ করে বসলাম।

ঝরু চা আর কেক বিস্কুট নিয়ে এল।

আমি বললাম, 'আমাকে বিস্কুট দিয়ে তুই কেক খা। কেক তো এবার ফুরিয়ে এসেছে। দূরের শহরে কেউ গেলে তাকে দিয়ে আনাতে হবে।'

ঝরু বলল, 'নেগি রোজ শহরে যায়। ওকে পয়সা দিলে ও-ই এনে দেবে।'

BanglaBook.org

'তবে তো ভালই। আমি তোকে টাকা দিচ্ছি তুই যা যা আনবার আনিয়ে নে।'

ঝরু দারুণ খুশি হল।

আমি চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে বললাম, 'তুই দোকান বাজার কর। আমি ততক্ষণ আর একবার ঘুরে আসি রাজগড় থেকে।'

'আবার ওখানে যাবেন! কাল তো গেলেন?'

'জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে রে। শুধু আজ নয় রোজই যাব। আমার ফিরতে দেরি হলে চিন্তা করিস না। এসে রান্না করব।'

এরপর অনেকটা সময় নানারকম ভাবনা চিন্তা করে কাটিয়ে ঝরুর হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে চলে এলাম আমার লেবারদের কাছে। ওরা তখন রুটি আর আলুভাজা তৈরি করে চায়ের জল গরম করতে দিয়েছে।

ওদের সৌজন্যে ভালরকম টিফিন হল ওখানেই। হাজিরা খাতায় প্রত্যেকের উপস্থিতি দেখিয়ে মিঠে কড়া রোদ গায়ে মেখে আমি যেন এক অদৃশ্য কোনও কিছুর টানে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললাম সেই রাজগড়ের দিকে। ঘন জঙ্গলের ভেতরে মাথাউঁচু ওই পাহাড়টা আমায় যেন বশ করেছে। কী দুর্বার আকর্ষণ। আমার মধ্যে আমি যেন আর নেই।

পলাশ ও শিমুলের রক্তিম বন পার হয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা শুরু করলাম। তারপর একসময় পৌঁছোলাম সেই ভগ্ন প্রাসাদের কাছে। এখানটা সমতল। দেখে মনে হল এদিকে লোকজনের ভালই যাওয়া আসা আছে। কিন্তু আমি এলে কী হবে যাদের দেখার জন্য আসা তারা তো কেউ নেই। শুধু তারা কেন, এই অসময়ে কেউ-ই নেই এখানে।

আমি অনেকক্ষণ এখানে ঘাসের ওপর রুমাল পেতে বসে রইলাম। তারপর ভাঙা গড়ের চারদিক ঘুরে আশপাশের গাছপালা থেকে ভেসে আসা পাখিদের কলতান শুনলাম। এই সকালে এত আনন্দ পেলাম এখানে এসে যে তা বলবার নয়। সেই আনন্দ আরও মধুর হত যদি আলেয়া ও মালেয়ার দেখা পেতাম।

আমি অনেকক্ষণ এদিক সেদিক করে পাহাড়ের অপর ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলাম। এদিকে একটা ছোট্ট গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ওরা নিশ্চয়ই ওই গ্রামেরই মেয়ে। ওখানে গিয়ে পড়লেও কি ওদের দেখা পাব না আমি?

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাই বেশিদূর যেতে হল না। অর্ধপথেই দেখা হয়ে গেল

BanglaBook.org

ওদের সঙ্গে। ওরা দু'বোনই দেখতে পেল আমাকে। ওদের চোখে আনন্দের প্রকাশ। সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। প্রত্যেকেরই হাতে তির ধনুক।

আলেয়া বলল, 'আরে তুমি!'

'হ্যাঁ আমি।'

'এদিকে কোথায় যাচ্ছ? চম্পানগরী তো পাহাড়ের পশ্চিমদিকে। পথ ভুল করেছ নিশ্চয়ই?'

বললাম, 'না না, তা কেন? কাল তোমরা দু'বোনে এদিকে এলে তাই ভাবলাম তোমাদের গ্রামে গেলে নিশ্চয়ই দেখা পাব তোমাদের।'

ওরা দু'বোন হাসল। অন্যদের চোখে বিস্ময়।

আলেয়া বলল, 'চলো ওপরে চলো। ওখানে বসে অনেক কথা হবে।'

'তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু তোমরা চলেছ কোথায়? শিকারে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। একটা গো-বাঘা কয়েকদিন হল খুব জ্বালাচ্ছে। দেখতে পেলে সেটাকে মারব। আর যদি হরিণের দেখা মেলে তো...।'

'না হলে?'

'না হলে হাতের সামনে যা পাব তাই শিকার করব।'

আমরা পাহাড়ের ওপরে উঠে সেই ভাঙা গড়ের সোপানে বসলাম।

মালেয়া খুব কম কথা বলে। দিদির সঙ্গে কথা বললে ও ফিকফিক করে হাসে। বলল, 'আপনি বুঝি এখানে নোকরি করতে এসেছেন? রেলবাবুদের কাজ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'এখানে রেলগাড়ি কবে হবে?'

'তা তো জানি না।'

'আমরা কখনও রেলগাড়ি চাপিনি। দেখিওনি।'

আলেয়া ও মালেয়া আমার পাশে বসলেও অন্য মেয়েরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কত কী বিচিত্র রকমের সুর বার করতে লাগল ওরা মুখ দিয়ে।

আমি আলেয়াকে বললাম, 'তোমরা শিকার করবে না?'

'শিকার করব বলেই এসেছি। অতদূর থেকে এলে তুমি। একটু তোমার পাশে বসি।' তারপর বলল, 'আমি জানতাম তুমি আসবে। না এসে পারবে না।'

'কী করে বুঝলে?'

এমন সময় মালেয়াকে কে যেন ডাকতেই উঠে গেল ও।

BanglaBook.org

আলেয়া বলল, 'তোমার চোখ দেখেই বুঝেছিলাম।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকালে ও মিষ্টি করে হাসল। তারপর আমার হাতটা ধরে সেই ক্ষতস্থানে আর একটু গাছের আঠা লাগিয়ে দিল। বলল, 'আর ভয় নেই। শুকিয়ে যাবে এবার।'

বনসুন্দরী আলেয়ার পাশে বসে নিজেকে তখন সম্রাটের মতো মনে হচ্ছিল আমার।

আলেয়া বলল, 'বিকেলে যদি আসো তুমি এখান পর্যন্তই আসবে। আমাদের গ্রামের দিকে যাবে না।'

আমি উদাসভাবে বললাম, 'কেন?'

'আমরা মেয়ে। তুমি পরদেশি ছেলে। তোমার আসা উচিত নয়। সবাই রাগ করবে। তবে এখানে আসতে পারো। তা ছাড়া গ্রামের অন্য মেয়েরা সবাই তোমাকে দেখে ফেলল তো।'

'তাতে কী?'

'ও তুমি বুঝবে না। আমরা বনের মানুষ। আমাদের অনেক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। আমি এখন উঠি। দলের সঙ্গে শিকারে যাই। না হলে এইভাবে তোমার কাছে বসে থাকলে সবাই অন্যরকম ভাববে।'

ও উঠলে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

আমার দিকে দরদ ভরা চোখে তাকিয়ে আলেয়া বলল, 'বিকেলে এসো কিন্তু।'

আমি আসব বলে পাহাড় থেকে নামা শুরু করলাম।

যখন বেশ কিছুটা পথ নেমে এসেছি তখন কোথা থেকে যেন বনজঙ্গল ভেদ করে ছুটে এল মালেয়া। ওর হাতে দুটো কুঁচলে বক। বলল, 'এ দুটো নিয়ে যান। রান্না করে খাবেন।'

আমি আনন্দের সঙ্গে হাত পেতে নিলাম।

মালেয়া বলল, 'আমাদের দু'বোনের উপহার।' বলেই হরিণীর গতিতে উধাও হয়ে গেল।

আমি বক দুটো নিয়ে বেতসকুঞ্জে ফিরে এলাম। ঝরু অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। বলল, 'এ দুটো কোথায় পেলেন দাদাজি?'

আমি হেসে বললাম, 'রাজগড়ে গিয়েছিলাম। কালকের সেই মেয়েদুটোর সঙ্গে দেখা হতে ওরা আমাকে উপহার দিল।'

BanglaBook.org

ঝরু বলল, 'দিন, এ দুটোকে এখনই ছাড়িয়ে ফেলছি।'

ঝরু কুঞ্জের বাইরে বসে ও দুটো ছাড়াতে লাগল। আর আমি তৃপ্তি সুখের উল্লাসে বিছানায় টান করে দেহটা এলিয়ে দিলাম। এক অনাস্বাদিত আনন্দে মন ভরে উঠেছে আমার। এই চম্পানগরীর গ্রাম্য পরিবেশ, বেতসকুঞ্জের মতো আশ্রয়, ঝরুর মতো সহচর ও আলেয়া মালেয়ার মতো সঙ্গিনী আমার যে প্রত্যাশার বাইরে ছিল। অথচ না চাইতেই সবকিছু পেয়ে গেলাম।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর অল্প কিছু সময়ের জন্য শয্যাগ্রহণ করে লীলাবতীতে নেমে এসে বড় একটি পাথরের ওপর বসে বিকেল হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় কে যেন পিছন থেকে আমার চোখ দুটো টিপে ধরে বলল, 'বলো তো আমি কে?'

আমার সারা শরীরে যেন শিহরন খেলে গেল। বললাম, 'তুমি আলেয়া।'

ও হাত সরিয়ে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে বলল, 'কী করে বুঝলে?'

'অনুভবে।'

'সত্যি?'

'সত্যি। তুমি যদি আমার চোখ দেখে বুঝে থাকো আমি আবার আসব তা হলে আমিই বা অনুভবে বুঝব না কেন? তা ছাড়া এখানে তোমরা দু'বোনে ছাড়া আর কেই বা আসতে পারে?'

'আমার বদলে মালেয়াও হতে পারত।'

'পারত না। কেননা ও তোমার মতো এমন সাবলীল নয়। ওর উচ্ছ্বাস খুব কম। একটু চাপা স্বভাবের মেয়ে।'

আলেয়া হেসে বলল, 'একবার দেখেই অনেক কিছু বুঝে গেছ দেখছি তুমি। এবার বলো, তুমি থাকো কোথায়?'

আমি ওকে আমার বেতসকুঞ্জটা দেখিয়ে দিলাম।

ও বলল, 'কী সুন্দর।'

'যাবে তুমি ওখানে?'

আলেয়া ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না।' তারপর বলল, 'আমি তোমাকে নিতে এসেছি। যাও ঘরে গিয়ে চটপট তৈরি হয়ে এসো।'

আমি ওকে বসিয়ে রেখে নিমেষের মধ্যে পোশাক পরিবর্তন করে এলাম।

BanglaBook.org

তারপর ওর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চললাম রাজগড়ের দিকে। তবে যে পথে আমি গিয়েছিলাম সে পথে নয়, অন্য পথে গিয়ে পাহাড়ের বেশ খানিকটা উচ্চস্থানে উঠে ছোট একটি ঝরনার ধারে বসলাম দু'জনে।

ও বলল, 'কেমন লাগছে এখানটা?'

বললাম, 'চমৎকার।'

'কাল থেকে আমাদের দেখাশোনার জায়গাটা এখানেই হবে।'

'কিন্তু এদিকটা যে বড় বেশি নির্জন।'

'তা হোক। ওদিকে অনেকের আসা যাওয়া। এদিকে কেউ আসে না। আর ঠিক এই সময়েই আসবে। বেশি বিকেলের দিকে নয়। আমরা দু'বোনেই আসব। তোমাকে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু আর সকলের তো ভাল নাও লাগতে পারে। তুমি খুব সহজ সরল। আমরা এমন মানুষই পছন্দ করি।'

আমি বললাম, 'তোমরাও। কেন জানি না তোমাদের দু'বোনকে দেখার পর থেকে আমিও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছি। তোমরাও কত সহজে আমাকে আপন করে নিলে।'

আমাদের কথাবার্তার মাঝেই মালেয়া এল। ওরা দু'বোনে কত গল্প করল আমার সঙ্গে। আমি এখানে কতদিন থাকব, তার পরে কোথায় যাব সব জানতে চাইল। জানতে চাইল আমি চলে যাবার পরও আবার এখানে তাদের টানে আসব কিনা এইসব। আমিও ওদের প্রতিটি কথার এক এক করে উত্তর দিতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক গল্প করার পর বেলা থাকতে থাকতেই বিদায় নিলাম আমরা। খানিক আসার পর ওরা ওদের গ্রামের দিকে চলে গেল। আমি ফিরে এলাম বেতসকুঞ্জে।

এইভাবে দু'-একটা দিন যাবার পর একদিন হঠাৎই অন্যরূপে আবিষ্কার করলাম আলেয়াকে। আমি নির্দিষ্ট সময়ে ঝরনার ধারে গিয়ে দেখি আলেয়া এক অন্যরকম সাজে সেজে বসে আছে। অনেকটা যেন সেই কিরাতবেশী মহাদেবের মতো। আর তাতে কী অপরূপ যে লাগছিল ওকে তা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমি যেতেই খিলখিল হেসে যেন ঝরনাধারার মতো গড়িয়ে পড়ল আলেয়া।

BanglaBook.org

আমি মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'একী! এমনভাবে সাজলে যে?'

ও হেসে বলল, 'তোমাকে দেখাব বলে।' তারপর বলল, 'কেমন লাগছে বলো?'

'দারুণ লাগছে তোমাকে।'

'তাই?'

'সত্যি।'

'আজ কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না আমি।'

'কেন?'

'আজ তো পূর্ণিমা। প্রতি পূর্ণিমায় আমাদের গ্রাম উৎসবে মেতে ওঠে। সারারাত ধরে নাচগান হয়। আমিও নাচব।'

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, 'তাই নাকি?' তারপর বললাম, 'আজ রাতে আমি যদি তোমাদের গ্রামে যাই নাচগান দেখতে কেউ কি আপত্তি করবে?'

আলেয়া একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'না তুমি যাবে না।'

'কেন?'

'কোন পরিচয়ে যাবে তুমি?'

আমি একটু আহত হলাম।

ও বলল, 'আমি চাই আমাদের দেখাশোনার ব্যাপারটা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকুক। গ্রামে গিয়ে ওইসব নাই বা দেখলে। ওইসময় আমরা একটু অন্যরকম হয়ে যাই। কখন যে কার ওপর কী ভর করে—।'

'কী ভর করে?'

'সে তুমি বুঝবে না।' বলে আর একটুও না থেকে গ্রামের দিকে চলে গেল।

আমিও রইলাম না। একা এখানে বসে থেকেই বা কী করব? সতর্ক পদক্ষেপে পাহাড় থেকে নেমে আসতে আসতে ওর কথাই ভাবতে লাগলাম। কী ভর করে ওদের কারও ওপরে? কী সেই রহস্য? তবে কিছু না কিছু একটা হয়ই। না হলে অমন হাসিখুশি প্রগল্‌ভ মেয়েটি হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন? দেখা করতে এসে আমাকে এড়িয়েই বা চলে গেল কী কারণে?

বেতসকুঞ্জের দিকে আসতে আসতেই আমি মনস্থির করলাম আলেয়ার নিষেধ অমান্য করেও আজ রাতে গোপনে ওদের গ্রামে আমি যাবই।

BanglaBook.org

নাচগানের সময় ওরা অন্যরকম অর্থাৎ কীরকম হয়? কী ভর করে ওদের ওপর তা আমাকে জানতেই হবে। যেহেতু আমন্ত্রিত নই তাই এমনভাবে যাব যে টেরও পাবে না কেউ।

বেতসকুঞ্জে ফিরে ঝরুকে বললাম, 'আজকের রাতটা তুই এখানে একাই কাটিয়ে দিস। আমি একটু অন্য জায়গায় যাব।'

'কোথায় যাবেন দাদাজি, আপনাদের কাজের ব্যাপারে?'

'না রে। অন্য একটা ব্যাপারে যাব। এখনই বেরোব আমি। তুই আগে আমার জন্য চা কর।' তারপর বললাম, 'তোর মা রাতের খাবার যা পাঠাবে তা ঢাকা দিয়ে রাখিস। যদি রাতে ফিরি তো ভাল না হলে কাল সকালে এসে খাব।'

ঝরু চা করতে করতেই বলল, 'আপনার কথা শুনে আমার ভয় লাগছে। এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে একা আপনি কোথায় যাবেন? তার ওপর রাতে ফিরবেন বলছেন—।'

'রাতে ফিরতে না ও পারি। সকালও হয়ে যেতে পারে।'

'দাদাজি, দিনের বেলা এখানে কিছু টের পাবেন না। রাতে কিন্তু ভয়ংকর। কখন যে বিপদ কোনদিক দিয়ে ঘনিয়ে আসবে তা কেউ বলতে পারে না। আপনি ঠিক করে বলুন কোথায় যাবেন। আমার তো জেনে রাখা দরকার। না হলে আপনার কিছু হলে বাবুজিকে আমি কোন কৈফিয়তটা দেব?'

আমি বললাম, 'বলব বলব, সব বলব তোকে। আগে তুই চা দে।'

ঝরু আমার দিকে চায়ের চাপ এগিয়ে দিলে চায়ে চুমুক দিয়ে সব কথা বললাম ওকে।

শুনেই শিউরে উঠল ও। বলল, 'আলেয়ার কথা শুনুন দাদাজি। পূর্ণিমার রাতে ওরা সত্যিই অন্যরকম হয়ে যায়। ওদের নাকি ডাকিনী শাকিনি প্রেত পিশাচে ভর করে। আমি দেখিনি যদিও তবুও শুনেছি। ওরা তখন জন্তু জানোয়ারের কাঁচা মাংস খায়।'

'ব্যাপারটা কতদূর সত্য সেটা জানবার জন্যই আমি যাব।'

'কিন্তু ওই জঙ্গলের পথে একা আপনি রাত্রিবেলা যাবেনই বা কী করে আসবেনই বা কীভাবে?'

'অত ভয় করলে চলবে না রে। তুই শুধু আমাকে একটা কুড়ুল এনে দে।'

BanglaBook.org

ঝরু বলল, 'দিচ্ছি। তবে আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। আপনার কিছু হয়ে গেলে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'কোনও ভয় নেই। কিচ্ছু হবে না আমার। তবুও ওখানে কীসের রহস্য জমাট বেঁধে আছে তা আমাকে জানতেই হবে।'

ঝরু আমাকে একটা ধারালো কুড়ুল এনে দিলে আমি সেখানিই ভরসা করে লাইটার, টর্চ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম রাজগড়ের দিকে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আমি সেই ভগ্ন গড়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে চারদিক উদ্ভাসিত হলেও এখানটা ছায়ান্ধকার। আমি কিছুক্ষণের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গ্রামের দিকে নামা শুরু করতেই একটি ছায়ামূর্তি অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'একী! আলেয়া!'

'আমি আলেয়া নই, মালেয়া। দিদি অত করে বারণ করল তবু এলেন?'

আমি মাথা নত করলাম।

মালেয়া বলল, 'যেটুকু ভাললাগার রেশ জমেছিল মনের মধ্যে তা কিন্তু এক লহমায় শেষ হয়ে যাবে। চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে পড়লে, বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে আমরা অন্যরকম হয়ে যাই। স্বেচ্ছায় নয়, হয়ে যাই। কীভাবে হই সেটা আমরাও জানি না।'

আমি বললাম, 'তবে কি ফিরে যাব?'

'না। এসেছেন যখন দেখুন। তবেই তো আমাদের ওপর থেকে আপনার মোহ কাটবে।'

ও আমাকে গোপন পথে নিয়ে এসে এক জায়গায় বসিয়ে দিল। বলল, 'আর এগোবার চেষ্টা করবেন না। এখান থেকেই দেখবেন। পুরুষদের কারও নজরে পড়লে আপনাকে কিন্তু আস্ত রাখবে না কেউ।'

একটু পরেই নাচ শুরু হল। আমি বেশ খানিকটা দূরত্বে বসেই ওদের নাচ গান দেখতে লাগলাম। এক জায়গায় একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তাকে ঘিরেই নাচ এবং গান শুরু হল ওদের। ঢোল এবং কাড়ানাকাড়ার বাজনার তালে তালে শুরু হল নাচ। বিকট স্বরে শিঙাও ফুঁকতে লাগল কেউ কেউ। দলে দলে মেয়েরা এসে কোমরে হাত রেখে শুরু করল নাচগান। গান তো নয় যেন ব্যাঙে উলু দিচ্ছে। নাচনিদের দলে আলেয়া ও মালেয়াও আছে। কী

BanglaBook.org

ভয়াবহ সেই নাচ। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর উল্লাসে উন্মত্ত নৃত্য। পুরুষরাও মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে। নাচনি মেয়েরাও পৈশাচিক চিৎকার করছে মাঝে মাঝে।

দেখতে দেখতে কেমন একটা যেন ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। আমি রুদ্ধশ্বাসে ভয় মিশ্রিত চোখে দেখতে লাগলাম ওদের নাচ। নাচ জমে ওঠার খানিক বাদে যা হল তা দেখে কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গায়ে। মেয়েগুলোর গলার স্বর, এমনকী কারও কারও চেহারারও পরিবর্তন হতে লাগল। নাচ চলছে। বাদ্যি বাজছে, ডিম না-ডিম না-ডিম ডিম না। আলেয়া মালেয়া ও আরও দু'-একজনের চেহারার এমন পরিবর্তন হল যে তাই দেখে আতঙ্কিত হলাম। অমন সুন্দর মুখ দানবীর মতো হয়ে উঠল। সারা গায়ে পশুর মতো লোম। কী ভয়ানক। বিকট স্বরে পৈশাচিক চিৎকার শুরু করল ওরা। চেহারার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওদের দিকে হাঁস, বক, মুরগি ইত্যাদি ছুড়ে দিতে লাগল। ওরাও নৃত্যরত অবস্থাতেই হিংস্র পশুর মতো সেগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল সকলের চোখের সামনে।

এমন পৈশাচিক দৃশ্য কতক্ষণই বা দেখা যায়? সেই আলেয়া, মালেয়া, যাদের আকর্ষণে আমি নিত্য ছুটে আসি তাদের এ কী রূপ! তাই বেশিক্ষণ আর সেই দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারলাম না। কোনওরকমে কাঁপা কাঁপা পায়ে জ্ঞান হারাবার আগেই যেমন এসেছিলাম তেমনই ফিরে এলাম। রাজগড়ের জঙ্গলে বাঘ ভালুকের ভয়ও আমার মনে স্থান পেল না। আলেয়া আমার কাছে আলেয়াই হয়ে গেল। আর মালেয়া? ওদের মুখগুলো মনে হতেই শিউরে উঠল বুকের ভেতরটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিলিমোরার রাত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

হঠাৎ সেদিন দুপুরের ডাকে বিরাজের একটা চিঠি পেয়ে বিস্ময়ের অন্ত রইল না আমার। এতদিনেও ও আমাকে মনে রেখেছে? শুধু আমাকে নয় জয়ন্ত ও বসন্তের কথাও লিখেছে সে। অথচ আমরা বলতে গেলে ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। একই সঙ্গে একই স্কুলে ও একই কলেজে পড়েছি আমরা। তারপর মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের বেলায় যা হয়, যে নদী মরুপথে হারাল ধারা। আমাদেরও সেই অবস্থা হল। অথচ বিরাজ ওর শিল্পকলায় মন দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নই হয়ে গেল আমাদের থেকে। কী যে আঁকার নেশায় পেল ওকে। রং তুলিই যেন ওর জীবনসর্বস্ব হয়ে উঠল।

কোটিপতি বাপের সন্তান। চার ভাইয়ের মধ্যে ও-ই সবার ছোট। বিষয় সম্পত্তি, ব্যাবসা কোনও কিছুই ওকে বেঁধে রাখতে পারল না। রং তুলি আর ক্যানভাস নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর বলতে গেলে সময় ও দূরত্বের ব্যবধানে আমাদের মন থেকে অনেক দূরে সরে গেল সে। ইদানীং কথাপ্রসঙ্গেও ওর কথা আসত না আমাদের মধ্যে।

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এই চিঠি। চিঠিতে ও লিখেছে— 'স্বাভাবিক নিয়মেই আমার মনে হয় তোরা নিশ্চয়ই ভুলে গেছিস আমাকে। আমি কিন্তু তোদের কথা ঠিকই মনে রেখেছি। আশা করি এতদিনে নিশ্চয়ই কোনও চাকরি বাকরি জুটিয়ে নিয়েছিস তোরা। আমার তো ওসবের প্রয়োজন নেই। মনও নেই ওদিকে। দাদারা মাসে মাসে পাঁচ হাজার করে টাকা পাঠান। অথচ আমার সারা মাসের খরচ তিনশো টাকার বেশি নয়। তা যাক। আমি এখন যেখানে আছি সেখানে এক অদ্ভুত জগতের সন্ধান পেয়েছি। আমার খুব ইচ্ছে সেই জগতের সঙ্গে তোদেরও একটু পরিচয় করিয়ে দিই। অসুবিধে এই সুযোগে একটু দেখাসাক্ষাৎও হোক তোদের সঙ্গে। আমি এখন রিঙ্গিমোরায় আছি। আশ্চর্য সুন্দর এক দেশ। এখানে এসে অনেকখানি জায়গা নিয়ে আমি একটা বাগানও করেছি। সেই বাগানে অনেকরকম দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ আছে। নানারকমের ফুল ফোটে সেখানে। তার মধ্যে বিস্ময়ের যেটা সেটা হল গোলেবকায়লির

BanglaBook.org

ফুল। মেক্‌ল পর্বতের উচ্চ শিখরে মায়ি কি বাগিয়া একমাত্র এই ফুল ফুটতে দেখা যায়। অন্য কোথাও অন্য আবহাওয়ায় এই ফুল ফোটে না। কিন্তু আমার অনলস পরিশ্রমে সেই ফুল থোকা থোকা ফুটেছে এখানে। আমার এই বাগানটিকে ঘিরে বিস্ময়কর ব্যাপার স্যাপারও হয়ে চলেছে কিছুদিন ধরে। রীতিমতো একটা রহস্যের আবহাওয়াও তৈরি হয়েছে। আর তারই ফলে আমার মনে ক্রমশ একটা ভয়ও দানা বাঁধছে দিনে দিনে।'

বিরাজের চিঠির এই পর্যন্ত পড়ে আমিও যেন কীরকম হয়ে গেলাম। শান্ত সুন্দর প্রিয়দর্শন বিরাজ খুব উঁচু জাতের শিল্পী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কলকাতায় থাকলে ওর অনেক কদর হত। তা সে যদি গুপ্তযোগীর মতো প্রচারের আলোয় না এসে নিভৃতে সাধনা করে তো কার কী এসে যায় তাতে? নিজে বাগান করেছে, ফুল ফোটাচ্ছে, খুবই ভাল কথা। যত ইচ্ছে ফুল ফোটাক না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, রহস্য দানা বাঁধছে, ভয়ের ব্যাপার ঘটছে— এ সবের মানে কী?

বিরাজ আরও লিখেছে, 'তোরা হয়তো ভেবে পাচ্ছিস না বিলিমোরাটা কোথায়? মানচিত্রে কোথাও এর স্থান নেই। কিন্তু আছে। গুজরাট প্রদেশে সৌরাষ্ট্রের তাপ্তি নদীর অববাহিকায় অতি সুন্দর ছোট্ট একটি জনপদ। হাওড়া থেকে এখানে আসতে হলে ভায়া নাগপুর বম্বে মেলে ভীরামগাম কোচে রিজার্ভেশন করাবি। বম্বে মেল ওই বগিটাকে ভূসাওয়ালে কেটে রেখে চলে যাবে। পরে সৌরাষ্ট্র প্যাসেঞ্জার এসে কোচটা তার সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে সৌরাষ্ট্রে। সৌরাষ্ট্র থেকে বম্বের দিকে যে লাইনটা চলে গেছে সেই লাইনেই বিলিমোরা। তোরা বম্বে মেলের টিকিট কেটেই আমাকে তার করে অথবা রেজেস্ট্রি চিঠি দিয়ে জানাবি। আমি ঠিক সময়ে সৌরাষ্ট্রে পৌঁছে আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করে তোদের নিয়ে আসব। আশায় রইলাম তোরা আসবি। তোদের আসা যাওয়ার খরচ আমিই দেব। তোরা এলে আমি কিন্তু মনে জোর পাব খুব।'

বিরাজের চিঠিটা পড়েই আমি জয়ন্ত আর বসন্তর সঙ্গে দেখা করলাম। বাড়িতে ডেকে এনে ওদের চা বিস্কুট খাইয়ে বিরাজের চিঠিটা দেখালাম।

চিঠি পড়ে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল ওরা। তারপর একসময় জয়ন্তই মন্তব্য করল, 'এটা তো একটা পাগলের চিঠি। এই চিঠি পড়ে কেউ যায় অতদূরে?'

BanglaBook.org

বসন্ত বলল, 'আসলে দীর্ঘদিন একা থেকে ওর মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে। সম্পূর্ণরূপে মানসিক ভারসাম্য না হারালে এরকম চিঠি ও লিখত না। কখনও বিস্ময়, কখনও রহস্য, কখনও ভয়। এ চিঠির মাথামুন্ডু আছে কিছু?'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা কিন্তু আমাকেও খুব ভাবিয়ে তুলেছে। তবে যাতায়াতের খরচা যখন ও দেবেই বলেছে তখন একবার গিয়ে দেখতে দোষ কী?'

জয়ন্ত বলল, 'আমি কিন্তু যাচ্ছি না।'

বসন্ত বলল, 'আমিও না।'

ওদের দু'জনেরই স্পষ্ট কথায় দারুণ আশাহত হলাম আমি। তবু বললাম, 'যাওয়া না যাওয়াটা তোদের ব্যাপার। যেহেতু চিঠিটা ও আমাকে লিখেছে এবং সেই সঙ্গে তোদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাই চিঠিটা দেখালাম।'

জয়ন্ত বলল, 'তুই কী করবি? যাবি?'

'অবশ্যই। কালই আমি টিকিট কাটতে যাব। যেদিনের টিকিট পাব সেদিনই যাব।'

জয়ন্ত আর বসন্ত কোনও কথা না বলেই চলে গেল।

আমি ততক্ষণে যাবার জন্য মনস্থির করে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর একটা ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে রাখতে লাগলাম। বাবা মা দু'জনেই মারা যাবার পর আমি যখন সম্পূর্ণ রকমের একা পড়ে গেলাম তখন আমাদের অতি পরিচিত ভজুদাই এসে আমার সব কিছুর ভার নিজের কাঁধে তুলে নিল। সংসারে আপনজন বলতে কেউ কোথাও নেই বেচারির। ওকে পেয়ে আমিও বর্তে গেলাম।

রাত ন'টা নাগাত ডোরবেলটা বেজে উঠলে ভজুদা একবার নীচে গেল। তারপর উঠে এসে বলল, 'একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'ওপরে নিয়ে এসো।'

ভজুদা মেয়েটিকে নিয়ে ওপরে এলে আমার বিস্ময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তার কারণ মেয়েটিকে কখনও দেখেছি বলেও মনে হল না। জিন্‌স পরা সুশ্রী চেহারার মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম নেহা ভাসিন। আপনার বন্ধু বিরাজ

BanglaBook.org

ও আমি একই সঙ্গে আর্ট কলেজে আঁকা শিখেছি। ওর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা পেয়েই দেখা করতে এসেছি আমি। ওই আমাকে আসতে বলেছে।'

'বেশ করেছ। তবে এত রাতে—।'

'সবে তো ন'টা।'

'কোথায় থাকো তুমি?'

'ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনে।'

'সে তো অনেকদূর।'

'আমার গাড়ি আছে। গাড়িতে এসেছি গাড়িতেই ফিরে যাব।'

'খুব ভাল কথা। তা কী খাবে বলো?'

'যা আপনি খাওয়াবেন।'

ভজুদা নিমেষের মধ্যে নীচের দোকান থেকে কতকগুলো সন্দেশ নিয়ে এসে খেতে দিল ওকে। তারপর কফি তৈরি করল।

খেতে খেতেই নেহা বলল, 'আপনি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন, না? আসলে বিরাজ আমাকে এমন একটা চিঠি লিখেছে তা যেমনই লোভনীয় তেমনই বিস্ময়কর।'

'ওইরকম চিঠি আমাকেও লিখেছে।'

'ও আমাকে যেতে লিখেছে ওর ওখানে। চিঠিতে এও লিখেছে ওর ওখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে, আপনার বন্ধুদেরও অনুরোধ জানিয়েছে। যদি আপনারা যান তা হলে আমাকে কি সঙ্গে নেবেন আপনাদের? না হলে আমার যাওয়া হবে না। প্রথমত আমি একা যেতে ভয় পাই। দ্বিতীয়ত বাড়িতেও ছাড়বে না আমাকে।'

আমি বললাম, 'আমার বন্ধুরা কেউ যাচ্ছে না, একটু আগেই তারা এসে জানিয়ে গেছে। কিন্তু আমি যাচ্ছি। কাল সকালেই আমি যাব টিকিটের জন্য।'

'না। আপনি টিকিটের জন্য যাবেন না। টিকিটের ব্যবস্থা আমার বাবা করে দেবেন। আপনি যখন রাজি তখন একটা অনুরোধ আমার রাখবেন?'

'কী অনুরোধ বলো?'

'ন'টা রাত এমন কিছু নয়। আপনি আসুন না আমাদের বাড়িতে। বাবা মা দু'জনেই খুব আনন্দ পাবেন তা হলে। যত রাতই হোক আমার গাড়ি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

BanglaBook.org

নেহার অনুরোধ উপেক্ষা করার মতো মন আমার ছিল না। তাই সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি যাওয়ায় মিস্টার এবং মিসেস ভাসিন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

মিস্টার ভাসিন বললেন, 'আমি সৌরাষ্ট্রেরই লোক। দামনে আমার নেটিভ ল্যান্ড। তবে বিলিমোরায় যাইনি কখনও। বিরাজ খুব ভাল ছেলে। ওকে ঘিরে আমি অন্যরকম একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। মেয়েটা যেতে চাইছে। কিন্তু একা ওকে অতদূর পথে ছেড়ে দিতে ভয় করছে। তুমি যদি যাও তো মনে একটু সাহস পাই।'

'আমি যাব বলেই তৈরি হচ্ছিলাম।'

'আমি টিকিটের ব্যবস্থা করছি।' তারপর বললেন, 'তোমার বাবা মা?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'নেই। আমাকে দেখাশোনার জন্য অন্য একজন আছেন।'

'এনি সার্ভিস?'

'কিছুই করি না। মা বাবা যা রেখে গেছেন তাতেই চালিয়ে নিই।'

'খুব বাহাদুর ছেলে বলতে হবে তোমাকে।'

এরপর রাতের খাওয়াটা ওখানেই সারা হলে ওদের গাড়ি এসে রাত বারোটায় আমাকে পৌঁছে দিল বাড়িতে। আমার এই যাত্রাপথে বন্ধুরা কেউ না থাকলেও মনের মতো একজন সঙ্গিনী পেয়ে আনন্দে ভরে উঠল মন।

সে রাতটা নানারকম পরিকল্পনা করে কাটালাম। পরদিন সন্ধ্যায় নেহা আবার এল। বলল, 'টিকিট হয়ে গেছে। আগামী বুধবার সন্ধ্যায় আপনি হাওড়া স্টেশনে চলে আসুন। রাত আটটায় বম্বে মেল।

নির্দিষ্ট সময়ে আমার ব্যাগ নিয়ে আমি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। ভজুদা রাতে খাওয়ার জন্য দু'জনের মতো অনেক খাবার টিফিন কৌটোয় ভরে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে কড়াপাকের সন্দেশও এক বাক্স। কিন্তু আমাদের খাদ্যকে ছাপিয়েও ভাসিন পরিবার যা দিয়েছিল তা মনে রাখার মতো। সবচেয়ে বড় চমক মিস্টার ভাসিন আমাদের টিকিটটা করে দিয়েছিলেন প্রথম শ্রেণিতে। স্বামী স্ত্রী ওঁরা দু'জনেই এসে আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন।

ট্রেন চলতে শুরু করলে আনন্দের অন্ত রইল না।

নেহা বারবার বলতে লাগল, 'আপনি না এলে আমার যাওয়াই হত না। বলুন না, এত দূরের পথ কি একা একা যাওয়া যায়?'

আমি বললাম, 'গেলেও যাওয়া উচিত হত না।'

BanglaBook.org

এরপর আমরা অনেক রাত পর্যন্ত বিরাজের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

নেহা বলল, 'ওর চিঠিতে বিস্ময় আছে। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না গোলেবকায়লির ফুল বিলিমোরার মাটিতে ও ফোটায় কী করে?'

'এ ছাড়াও অনেক রহস্যময় ব্যাপারের কথা লিখেছে। কী সেই রহস্য?'

'আর ভয়? ওর মনে হঠাৎ করে ভয়ের সঞ্চারই বা হচ্ছে কেন? কেউ কি কোনওভাবে শত্রুতা করছে ওর সঙ্গে?'

'সে সব কথা খোলাখুলি ও কিছুই লেখেনি। শুধু যেতে লিখেছে। তাই অনেক কৌতূহল নিয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াব বলেই যাচ্ছি।'

সে রাতে নেহার আনা আলু মশালা, রাধাবল্লভী আর মোহনভোগ খেয়ে পেট ভরালাম। ভজুদার দেওয়া লুচি মাংস ছুঁয়েও দেখলাম না। কেননা নেহারা মাছ মাংস খায় না। ও যে জিনিস খাবে না সেই জিনিস ওর চোখের সামনে আমিই বা খাই কী করে? তবে কড়াপাকের সন্দেশে ওর আপত্তি নেই। তাই সেগুলো পরদিনের জন্য সংরক্ষিত রেখে ওপর নীচ করে আরামে নিদ্রা গেলাম দু'জনে।

পরদিনটাও একই ভাবে কাটল।

তৃতীয়দিন সকালে আমরা সৌরাষ্ট্রে নেমে যখন কোনদিকে যাব ভাবছি ঠিক তখনই বিরাজ এসে চমকে দিল আমাদের। বলল, 'আমি জানতাম কেউ না আসুক তোরা দু'জনে আসবিই।'

আমরা স্টেশনের কলেই ব্রাশ করে চা পর্ব সেরে নিলাম। এরপর ওর নিয়ে আসা গাড়িতে রওনা হলাম বিলিমোরার দিকে।

বিলিমোরা সৌরাষ্ট্র থেকে অনেক দূরের পথ। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক জার্নির পর একসময় আমরা বিলিমোরায় পৌঁছোলাম। জনপদের বাইরে এক সুন্দর নির্জনে তাপ্তি নদীর ধারে ওর নিজস্ব বাংলোয় গিয়ে পৌঁছোলাম। কী সুন্দরভাবে যে বাংলোটা সাজিয়েছে ও তা বলবার নয়। আসলে বড়লোকের ছেলে, হাতে অপর্যাপ্ত টাকা থাকলে যা হয়।

বাংলোয় দুটি ঘর। একটা ঘরে ওর স্টুডিয়ো। অন্যটায় আমাদের থাকার। একটা ক্যাম্পখাটে ওর নিজস্ব শয্যা। আরও তিন-চারটি ক্যাম্পখাট অতিথিদের জন্য মুড়ে রাখা আছে একপাশে।

আমরা বাংলোয় আসতেই ও দুটো ক্যাম্পখাট পেতে দিল আমাদের জন্য।

BanglaBook.org

তারপর নামকিন ও লাড্ডু দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করল। ওর এখানে কোনও কাজের লোক নেই। রান্নাও ও নিজেই করে। কেননা গুজরাটি রান্না ও খেতে পারে না। তবে এখানে এসে ও কিন্তু নিরামিষাশী।

চা খেতে খেতেই বিরাজ বলল, 'এখানকার প্রকৃতি দেখেছিস কী সুন্দর?'

নেহা বলল, 'অনবদ্য প্রকৃতি। কিন্তু তুমি যে এখানে নদীর ধারে বাসা বাঁধলে বন্যার সময় কী করো?'

'অসুবিধে হয় না। নদীর ওপারটা ঢালু। এদিকটা উঁচু। তাই বাড় এলে ওদিকটাই ভেসে যায়। তবে প্রকৃতি ধ্বংসের চেহারা নিলে শুধু আমি কেন বিলিমোরার সবাই মরবে।'

আমি বললাম, 'বাঁচা মরা সবই ভগবানের হাত। তবে তোর চিঠিতে কিন্তু রীতিমতো রহস্যের গন্ধ পেলাম। কী সেই রহস্য?'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বিরাজ বলল, 'ওসব কথা পরে হবে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর গল্প করতে করতে সব বলব।'

নেহা বলল, 'তোমার এখানে জলের ব্যবস্থা কীরকম?'

'পাশেই একটা কুয়ো আছে। পাম্পে করে সেই জলই টেনে তুলি। খাবার জন্য আছে টাইম কল।'

নেহা বলল, 'যেখানে যা-ই থাক আমি কিন্তু নদীতে স্নান করব।'

আমি বললাম, 'আমিও। তাপিত দেহটা তাপ্তি নদীতে ডুবিয়ে অঙ্গ শীতল করব।'

বিরাজ বলল, 'আমিও রোজ তাপ্তিতেই স্নান করি।'

এইভাবেই কথাবার্তা চলতে লাগল আমাদের। তারই মধ্যে এক ফাঁকে রান্নার কাজও সেরে নিল বিরাজ। সরু চালের ভাত, ডাল, আলুপোস্ত আর ভেন্ডির তরকারি।

এরপর আমরা স্নানের জন্য নদীতে এলাম। বিরাজের বাংলো সংলগ্ন বিঘে দুই জমির ওপর ওর সাজানো বাগানও দেখলাম। অজস্র ফুলে ভরে আছে বাগানখানি। এখানে আসার আগে অন্যমনস্কতার কারণে আমি ক্যামেরা আনতে ভুলে গেলেও নেহা ভোলেনি। ও তাই দূর থেকেই নদীর ছবি বাগানের ছবি বেশ কয়েকটা তুলে নিল। এরপর আমরা উঁচু ডাঙাল পেরিয়ে নদীর গর্ভে নামলাম। নদীতে জল খুব বেশি নয়। তবে স্নানের অসুবিধে

BanglaBook.org

হয় না। জায়গাটা লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে বলেই লোকজন নেই। এই শান্ত নির্জনে আমরা স্নানের আরাম ভোগ করে আবার ফিরে এলাম বাংলোয়। নেহাকে ওর পোশাক পরিবর্তনের সুযোগ দিয়ে বাংলোয় প্রবেশ করলাম আমরা।

যথাসময়ে আহারাদির পর্ব শেষ হল।

এবার একটু বিশ্রাম নিতে হবে। আমরা তিনজনেই যে যার ক্যাম্পখাটে এসে শয্যা নিলাম।

শুয়ে শুয়েই নেহা বলল, 'বিরাজ! তুমি কিন্তু এখনও তোমার রহস্য কাহিনি শোনালে না আমাদের।'

বিরাজ বলল, 'কাহিনি কিছুই নেই। তবে রহস্য আছে। তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে ভয়।'

আমি বললাম, 'কীরকম!'

বিরাজ শয্যা ছেড়ে উঠে বসে বলল, 'আয় তবে, আমার স্টুডিয়োতে আয়। ওখানে গেলেই রহস্য যে কী তা জানতে পারবি। তবে কোনও কিছুই পরিষ্কার হবে না।'

এই বলে বিরাজ ওর স্টুডিয়োর তালা খুলল। ঘরে ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমরা। বিস্ময়ের পর বিস্ময় ধরা দিতে লাগল আমাদের চোখে। দেখলাম দেওয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে কত না সুন্দরীর ছবি। ওরই সাজানো বাগানে কেউ ফুল তুলছে। কেউ পরিচর্যা করছে। কেউ বা ফুলসাজে সজ্জিতা হয়ে মুখভরা হাসির মাধুর্য নিয়ে তাকিয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এরা কারা?'

'আমার মডেল।'

'আশ্চর্য! এই নিবান্ধাপুরীতে এত সুন্দরী তোর কাছে আসে? এই বিলিমোরার মতো ছোট্ট জনপদে...। অসম্ভব। এরা নিশ্চয়ই তোর কল্পনার?'

নেহা বলল, 'তা যদি হয় তা হলে বলব মোনালিসার চিত্রকরের চেয়েও তুমি বড় শিল্পী।'

বিরাজ হাসল। হেসে বলল, 'এরা কেউ-ই কল্পনার নয়। সবাই বাস্তবের। আমি যখন তন্ময় হয়ে ছবি আঁকি তখনই এরা আসে। এক-একজনের ছবি শেষ হতে দশ-পনেরোদিন সময় লাগে। ছবি শেষ হলেই সেও বিদায় নেয়। পরবর্তী ছবির জন্য আসে আর একজন। অন্য রূপে।'

BanglaBook.org

'তোমার আঁকা এই ছবিগুলো দেখলে মনে হয় সবই রাতের অন্ধকারে অথবা জ্যোৎস্না রাতে আঁকা। তুমি কি দিনের আলোয় ছবি আঁকো না?'

'না। দিনে আমি বাগানের পরিচর্যা করি। রাতে ছবি আঁকি।'

'তোমার ওই মডেলরা কি বিলিমোরাতেই থাকে?'

'জানি না কোথায় থাকে ওরা। তবে রোজ রাতে নানারকম রূপ ধরে আসে ওরা আমার কাছে। আমি রং তুলি নিয়ে কিছু একটা আঁকব বলে বাগানে গেলেই কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয় ওরা। তবে একই দিনে সবাই আসে না। একজনের কাজ শেষ হলে তখনই আর একজন আসে। আগের জন আর আসেই না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কোথা থেকে আসে কারও কাছে জানতে চাসনি?'

'না। তার কারণ তখন আর কথা বলার শক্তি থাকে না আমার। তা ছাড়া কেন জানি না আমার যেন মনে হয় ধরা ছোঁওয়ার বাইরে ওরা।'

নেহা বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে এই নির্জন নদীতীরে রাতের আঁধারে প্রেতিনীতে ভর করে তোমাকে। এখন থেকে তুমি রাতে ছবি আঁকা বন্ধ করো।'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু তা বলে মনে হচ্ছে না। প্রেতলোকের কোনও ব্যাপারই এখানে নেই। এ সব দেবলোকের ব্যাপার। নির্জন নদীতীর, দেবতার মন্দির, বেল অথবা অশ্বত্থ গাছ— এই হল সাধনার উপযুক্ত স্থান। বিরাজ শুদ্ধাচারী হয়ে এখানে নদীতীরে উদ্যান সাজিয়ে সেই সাধনার কাজই করে চলেছে দিনের পর দিন। এমন সাধনা কোন সাধক কবে করেছেন তা আমার জানা নেই। তবে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে বিরাজ। দেবলোক থেকে তাই ওর দৃষ্টিকে অমরত্ব দান করতে স্বর্গের দেবীরা চলে আসেন ওর কাছে।'

আমাদের এত সব আলোচনার মধ্যে বিরাজের ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি ছাড়া আর কোনও ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না।

নেহা বলল, 'ওই সময় তোমার গা ছমছম করে না?'

বিরাজ বলল, 'না। কেননা তখন আমি আমার মধ্যে থাকি না। শেষরাতে ওরা যখন বিদায় নেয় তখনই আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। আমি অসমাপ্ত অথবা সমাপ্ত ছবি নিয়ে স্টুডিয়োয় ফিরে যথাস্থানে ক্যানভাস রেখে ঘুমোতে যাই। অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজে মন দিই।'

BanglaBook.org

নেহা বলল, 'তুমি যে চিঠিতে একটা ভয়ের ব্যাপার লিখেছিলেন তা ভয়টা কীসের?'

'ভয়টা গোলেবকায়লির।'

'মানে বুঝলাম না।'

'যে ফুল মেকল পর্বতে মায়ি কি বাগিয়া ছাড়া কোথাও ফোটে না সেই ফুল এখানে বারোমাস ফুটছে। শুধু তাই নয় ইদানীং ওই গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়ে জল দিতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই একটা করে হীরকখণ্ড পাচ্ছি। এমনই তার দ্যুতি ধরে রাখলে আলো জ্বালার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া অত বড় হিরে সচরাচর দেখাও যায় না। এক একটি হিরে কোটি টাকার মতো মূল্যবান। আমার কাছে ভয়ের কারণ হল সেটাই। কে বা কারা ওগুলো রেখে যায় তা জানি না। শেষকালে কোনদিন চুরির দায়ে ধরা না পড়ি।'

আমি বললাম, 'কোথায় সেগুলো?'

'আছে। আছে। আমার কাছেই আছে। তুলোয় মুড়ে সযত্নে রেখে দিয়েছি সেগুলো।' বলে একটা ট্রাঙ্ক খুলে তুলোয় মোড়া হিরেগুলো দেখাল আমাদের।

কী অসম্ভব তার দ্যুতি। ভাল করে তাকানো যায় না। মনে হয় দৃষ্টি লোপ পাবে বুঝি। সূর্যের দিকে যেমন তাকানো যায় না তেমনই তাকানো যায় না ওগুলোর দিকেও।

আমি হিরে চিনি না। কিন্তু হীরকই আমাকে তার স্বরূপ চিনিয়ে দেয়।

আর নেহা? ওর অবস্থা তখন পাগলিনির মতো। ও তো হিরে চেনে। বলল, 'এত হিরে! এ যে নিজামের সম্পত্তিকেও ছাড়িয়ে যায়।'

বিরাজ বলল, 'আমার সৃষ্টির আনন্দের কাছে ওগুলোই তুল ভয়ের কারণ।'

আমার কণ্ঠে আর ভাষা এল না। আমি মুগ্ধ নেত্রে অপলকে চেয়ে রইলাম বিরাজের দিকে। এত যার সম্পত্তি তার এতে কোনও মোহই নেই।

নেহা বলল, 'গুনে দেখলাম মোট পঁচিশটা হিরে আছে। তুমি এর থেকে একটা হিরে আমাকে উপহার দেবে বিরাজ?'

বিরাজ বলল, 'তুমি নেবে? যদি নাও তো সবই নিয়ে যাও। ওতে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে খুব সাবধানে নিয়ে যাবে কিন্তু। না হলে রাস্তায় ধরা পড়লে কৈফিয়ত দিতে পারবে না।'

BanglaBook.org

নেহা বলল, 'না। আমি একটার বেশি নেব না। তোমার দেওয়া এই উপহার আমি সারাজীবন মাথায় করে রাখব।'

আমি বললাম, 'এখন ওগুলো যথাস্থানেই থাক। উপহার পরে নিলেও চলবে।'

নেহা বলল, 'সেই ভাল। এখন গিয়ে ওর বাগানটা একবার দেখে আসি চলুন।'

বিরাজ বলল, 'আরও একটু পরে। বিকেলটা হোক। বাগানের রূপই তখন বদলে যাবে।'

অতএব আবার আমরা স্টুডিয়ো থেকে এসে যে যার শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিলাম।

নেহা তখন মিষ্টি সুরে কী একটা গান ধরেছে।

আমি শুধু বিরাজের কথাই ভাবতে লাগলাম। যে কিনা সত্য সত্যই ঈশ্বরের কৃপালাভ করেছে। আমার চোখে এই মুহূর্তে যে এক পরম বিস্ময়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিরাজ চা তৈরি করতে গেলে নেহা বাধা দিল ওকে। বলল, 'যে ক'দিন আমরা আছি সে ক'দিন তোমার ছুটি। তুমি তোমার জায়গায় গিয়ে বসো। আমি চা করছি।'

অগত্যা সরে এল বিরাজ।

একটু পরে নেহা চা নিয়ে এলে চা খেতে খেতে বিরাজ বলল, 'ওই হিরেগুলোই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এক-এক সময় মনে হয়, আর এ জায়গায় নয় অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু আমার ওই মডেলদের নিয়ে যে আনন্দে আছি তা থেকে বঞ্চিত হবার বেদনাতেই অন্য কোথাও যেতে পারি না আমি। আর যদি ওরা আমার কাছে না আসে? ওদের ওপর আমার কেমন যেন একটা মোহ জন্মে গেছে। প্রতিটি রজনীতে ওদের কেউ না এলে আমার খুব দুঃখ হয়।'

বিরাজের কথা শুনতে শুনতেই আমাদের চা-পর্ব শেষ হল।

আমরা বাংলো থেকে বেরিয়ে ওর উদ্যানে প্রবেশ করলাম। উদ্যানে প্রবেশ করে আমাদের চোখের পাতা পড়ল না। এ কি পুষ্পোদ্যান না মায়াকানন? অমরাবতী কোথায় তা জানি না। নন্দনকাননেরও খোঁজ রাখি না। কোনও জাদুমন্ত্রবলে যেন চিরবসন্ত এসে বিরাজ করছে এখানে। দু'বিঘে জমি বড় কম নয়। চারদিকে ফুলের শোভা। যে ঋতুতে সে ফুল

BanglaBook.org

ফোটা সম্ভব নয় সেই ফুলও এখানে ফুটে আছে থরে থরে। গোলাপ ও গন্ধরাজের দারুণ সহাবস্থান এখানে। এক-একটি গোলাপের পদ্মের আকার। আছে ডালিয়া, চন্দ্রমুখী, চাঁপা ও ম্যাগনোলিয়া। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে আছে সেই দুষ্প্রাপ্য গোলেবকায়লি। এই ফুল আমি আগে কখনও দেখিনি। সম্পূর্ণ বিরল প্রজাতির এই ফুল দেখে আনন্দে আত্মহারা নেহা সেদিকে ছুটে যেতেই ওর হাত টেনে ধরল বিরাজ। বলল, 'করছ কী? বিষাক্ত সাপ আছে ওখানে।'

ভয়ে শিউরে উঠল নেহা। পিছিয়ে আমার কাছে সরে এল।

বিরাজ আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস, না?'

আমি বললাম, 'বিস্ময়ের অন্ত নেই।'

'রহস্য এখানে একটাই। আমি তো গাছ বসিয়ে নিশ্চিন্ত হই। তারপর কী থেকে যে কী হয়ে যায় তা আমিই জানি না। আমার মডেলরা মোহিনী মূর্তিতে রাতের আঁধারে আসে। গাছগুলোর যত্ন করে। একটি ফুলও ছেঁড়ে না তারা। ওই সময় ফুলের গন্ধে আমি মাতোয়ারা হয়ে যাই। তখন আর কোনওদিকেই মন থাকে না আমার। ওরা কতরকম ভঙ্গিমা করে দাঁড়ায়। আমি তুলির টানে ওদের ধরে রাখি।'

সন্ধ্যার একটু আগে আমরা চলে এলাম পুষ্পোদ্যান থেকে।

এরপর রাতের আহারের জন্য বিরাজ ও নেহা ডাল রুটি বানাতে লাগল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইলাম চুপচাপ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে বিরাজ ওর খাওয়া সেরে বলল, 'তোরা দু'জনে গল্প কর। আমি যাই। আমার সময় হয়েছে।'

নেহা যাচ্ছিল। আমি ওকে বাধা দিলাম। বললাম, 'ভুলেও যেয়ো না ওখানে। কী থেকে কী হয়ে যায় কে জানে? ওর ভাবরাজ্যে যাওয়ার অধিকারী আমরা নই। ওকে ওর জগতেই অবাধে বিচরণ করতে দাও।'

নেহা আমার কথা শুনল। আমরা মুখোমুখি বসে কত গল্প কত আলোচনা করতে লাগলাম। সবই এখানকার আপার স্যাপার নিয়ে। হঠাৎই গোলেবকায়লির তীব্র গন্ধে ঘরের ভেতরটা ভরে উঠল।

নেহা বলল, 'আপনি কি কিছু অনুভব করছেন?'

'হ্যাঁ। ফুলের স্বর্গীয় সুবাস।'

'এই ফুল আমিও দেখছি মায়ি কি বাগিয়ায়। কিন্তু এত সৌরভ সেখানে

BanglaBook.org

পাইনি। এমন মিষ্টি গন্ধ তো নয়ই। এই ফুলের নির্যাস থেকে সুর্মা বানানো হয়। সেই সুর্মাও পরেছি চোখে। এই ফুলের সৌরভে আমার মন ভরে গেছে।'

'শুধু কি গোলেবকায়লি? গোলাপের কথা বলো? এক-একটি গোলাপ যেন পদ্মের আকার। জানি না কোন অলৌকিক প্রভাবে এখানে এসব হচ্ছে। ধন্য বিরাজ। ধন্য আমরা। ওরই জন্য এত সব কিছু দেখতে পেলাম।'

আমরা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে যে যার শয্যায় শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে যখন ঘুম ভাঙল আমাদের তখন দেখলাম ওর বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বিরাজ।

নেহা আর আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে উদ্যানের দিকে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য! এই নির্জনে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল আমাদের। দু'জনেই দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে ফিরে এলাম বাংলোয়।

একটু বেশি বেলায় রোদ উঠলে বিরাজও ঘুম থেকে উঠল। তারপর মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হলে নেহা চা বসাল আমাদের জন্য।

চা-পর্ব শেষ হলে বিরাজ বলল, 'আমার এখানে তোদের খাওয়া দাওয়ায় খুব অসুবিধে হচ্ছে, না রে?'

নেহা বলল, 'মোটেই না। বরং যা মুখে দিচ্ছি তাই আমাদের অমৃতের মতো লাগছে।'

বিরাজ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু বেরোব। দু'জনেই তৈরি হয়ে নে। ফেরার সময় কিছু কেনাকাটা করব।'

আমি বললাম, 'দোকান বাজার এখান থেকে কতদূরে?'

'দূর আছে। সেই স্টেশন এলাকায়। লাইনের ওপারে জমজমাট বাজার। এখন চল তোদের সাগরদর্শন করিয়ে আনি।'

নেহা আনন্দে উপচে পড়ল।

'সাগরদর্শন! এখানে সমুদ্র আছে নাকি? কতদূরে?'

'খুব বেশিদূরে নয়। দশ-বারো কিমির পথ। স্টেশন এলাকা থেকেই একটা গাড়ি করে নেব। সেই ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনবে।'

আমরা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিলাম। তারপর ওর বাংলো থেকে বেরিয়ে পিচ ঢালা পথ ধরে মিনিট কুড়ি হাঁটার পরই পৌঁছে গেলাম স্টেশন এলাকায়। সেখানে একটা দোকানে বসে শিঙাড়া আর জিলিপি দিয়ে নাস্তা করলাম।

BanglaBook.org

এরপর প্যাঁড়া সহ অনেক রকমের মিষ্টি কিনল বিরাজ আমাদের জন্য। আমরা সেগুলো ক্যারিব্যাগে নিয়ে পথে নামতেই ট্যাক্সি পেলাম। সেই ট্যাক্সিতে চেপে বিলিমোরার জনপথ ধরে তলিয়ে চললাম সমুদ্রের পথে। যেতে যেতে শুনলাম দামনও এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

যাই হোক, একসময় আমরা পৌঁছে গেলাম সমুদ্রতীরে। ঢেউ খুব একটা বেশি নেই এখানে। জায়গাটাও জনবিরল। পোড়া বালির মতো কালো বেলাভূমি। মোটেই ভাল লাগল না। তাই আধঘণ্টার মতো সেখানে থেকে আবার ফিরে এলাম। স্টেশনের ওপারে জমজমাট বাজার। মনের মতো বেশ কিছু বাজার করে সেই ট্যাক্সিতেই আমরা ফিরে এলাম বাংলোয়।

অনেকটা সময় যে কোথা দিয়ে কীভাবে কেটে গেল তা টেরও পেলাম না।

বাংলোয় ফিরে আর এক রাউন্ড চা ও কেক খেয়ে আমি চলে গেলাম নদীর ধারে। বিরাজ আর নেহা রান্নার কাজে মন দিল।

অনেক বেলায় আমরা সবাই এলাম নদীতে স্নান করতে। তারপর বাংলোয় ফিরে জোর খাওয়াদাওয়া। প্রায় তিন-চার রকমের তরকারি হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল খাট্টা দই। দমভর খেয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে জোর একটা ঘুম লাগালাম।

বিকেলে চা-পর্ব সেরে আবার গেলাম পুষ্পোদ্যানে। আবার আচ্ছন্ন হলাম এক আশ্চর্য মাদকতায়। গোলেবকায়লির গন্ধে যেন পাগল হয়ে গেলাম।

সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে ফিরে এলাম বাংলোয়। তারপর যা হয়, নানারকম গল্পকথায় মেতে উঠলাম তিনজনে। সেইসঙ্গে রুটি আর ফুলকপির তরকারিও হল।

বিরাজ ওর সময়মতো রুটি তরকারি মিষ্টি খেয়ে চলে গেল ওর কাজে। নেহা আর আমি মুখোমুখি বসে রইলাম।

নেহা বারবার বলতে লাগল, 'আমার কিন্তু ওই সুডৌলসুন্দরীদের দেখবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কাছে না যাই দূর থেকেও তো দেখে চোখের তৃষ্ণা মেটাতে পারি।'

আমি বললাম, 'তাতে লাভটা কী? ওইরকম ইচ্ছে যে আমারও নেই তা নয়। কিন্তু এর ফলে যদি কোনও বিপর্যয় ঘটে যায়?'

নেহা বলল, 'কিন্তু মন যে মানে না।'

BanglaBook.org

'মনকে সংযত করো। এসো আমরা অন্য আলোচনা করি।'

দু'জনেই আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম।

আলোচনার মাঝপথেই গোলেবকায়লির গন্ধে ভরে উঠল ঘর। আমরা বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। তাই আর দেরি না করে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়লাম যে যার।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎই ঘুম ভেঙে যেতে চেয়ে দেখি পাশের শয্যায় নেহা নেই। আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই কৌতূহল নিবৃত্তি করতে না পেরে ওই পুষ্পোদ্যানে গেছে নেহা। না হলে এত রাতে যাবেই বা কোথায়? অতএব ওকে ফিরিয়ে আনতে আমিও চললাম পুষ্পোদ্যানের দিকে। যত এগোই ততই যেন একটা ভয় ভীতি আমাকে গ্রাস করে। শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছোলাম তখন দেখলাম সর্বনাশের চরম যা হবার তা হয়ে গেছে। পুষ্পোদ্যানের ফুলগুলি ঝরে পড়ে আছে সব। আর সেই পাপড়ির বুকে সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে নেহা।

আমি ওর নাম ধরে কত ডাকলাম কিন্তু ও সাড়া দিল না। এমত অবস্থায় ওকে ফেলে রাখাও যায় না। বিরাজের ক্যানভাস মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বিরাজেরও পাত্তা নেই। গেল কোথায় ও? ও কি তবে বাংলোয় গেছে আমাকে ডাকতে? তাই বা কেমন করে হয়? তা হলে তো পথেই দেখা হত আমাদের। আমি আর একটুও বিলম্ব না করে নেহার শরীর কাঁধে নিয়ে বাংলোয় ফিরলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরালাম ওর।

ও আমার দুটো হাত শক্ত করে ধরে বলল 'আপনার কথা না শুনে যে ভুল করেছি আমি তাতেই সবকিছু গোলমালিয়ে গেল।'

আমি বললাম, 'তা না হয় গেল। বিরাজ কোথায়? বিরাজকে দেখেছ তুমি?'

'দেখেছি। কিন্তু সে নেই। হয়তো আর কখনও ফিরেও আসবে না।'

'তার মানে?'

'সে ওকে নিয়ে গেছে।'

আমার কপালে এবার ঘাম দেখা দিল। বললাম, 'ব্যাপারটা কী হল একটু স্পষ্ট করে বলো দেখি?'

'মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যেতে আপনাকে না জানিয়েই আমি

BanglaBook.org

বিরাজের ওখানে গেলাম। দেখলাম একমনে বসে বসে ও যেন কার ছবি আঁকছে। কিন্তু যার ছবি আঁকছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ ও নিজের মনেই হাসছে, কথা বলছে, নানারকমভাবে পোজ দিতে বলছে তাকে। এসব দেখে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। তারপর পা টিপে টিপে পিছনদিক থেকে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখতেই যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে উঠে দাঁড়াল ও। আমি বললাম, 'কেউ তো নেই এখানে। কার সঙ্গে কথা বলছ? কার দিকে তাকিয়ে হাসছ?'

বিরাজ অস্ফুটস্বরে বল, 'নেহা তুমি! তুমি এখানে কী করছ?'

'তোমার ছবি আঁকা দেখতে এলাম।'

'ভুল করলে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য সুন্দরীর ছায়াশরীর এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল। তারপর দু'জনেই মিলিয়ে গেল গোলেবকায়লির ফুলবনে। সেই দৃশ্য দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম সেখানেই।'

আমি কপাল চাপড়ে বললাম, 'যে ভয় করেছিলাম তাই হল। কেন যে এমন দুর্মতি হল তোমার।'

'আমি আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। আপনি কালই আমায় কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।'

'তা তো দেবই। শুধু তুমি কেন, আমিও বিদায় নেব কাল। এরপরে কার কাছে কীসের আকর্ষণেই বা থাকব আমরা এখানে?'

সে রাতটা যে কীভাবে কাটল তা আমরাই জানি। কেমন একটা ভয় যেন পেয়ে বসল আমাদের দু'জনকেই। আর ঘুম এল না কারও চোখে। বিরাজও ফিরে এল না। বিলিমোরার ভয়ের রাত অবসান হল একসময়। সকাল হতেই আমরা যাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করলাম।

যাবার আগে একবার পুষ্পোদ্যানে গেলাম। যদি অচেতন অবস্থাতেও বিরাজের দেখা পাই। কিন্তু না। যাওয়াটাই সার হল। বিরাজ নেই। বাগানের সব গাছগুলো ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। সেই দৃশ্য আমি আর দেখতে পারলাম না। বিরাজের ক্যানভাস মাটিতে একইভাবে পড়ে আছে। কোথাও কোনও রং তুলির টান নেই। সব সাদা। শুধু বাগানের মাটিতে পড়ে থাকা ওর চাবির গোছাটা কুড়িয়ে আনলাম। বাংলোয় এসে স্টুডিয়োর তালা খুলে

BanglaBook.org

ভেতরে ঢুকতেই চোখে জল এল। সেইসব ছবির সুন্দরীরা সবাই উধাও। দেওয়ালে ছবির জায়গাগুলো সবই সাদা। সেখানে কখনও কোনও ছবি ছিল বলে মনেই হল না।

আমরা আর বিলম্ব না করে বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

নেহা বলল, 'ওই হিরেগুলোর কী অবস্থা হবে তা হলে?'

আমি হেসে বললাম, 'কী আবার হবে। সবই অলীক। গিয়ে দেখো কোথাও কোনও হিরে নেই।'

নেহা তবুও গেল হিরের লোভে। ফিরে এল ম্লানমুখে। এসে ছলছল চোখে বলল, 'আপনার কথাই সত্যি। চলুন এগোনো যাক।'

আমরা দু'জনে দ্রুতপায়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুগন্ধার চর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা নীচে নামলে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে যে গভীর বনাঞ্চল সেখানেই এক রমণীয় পরিবেশে রুদ্রদের বাংলোটা। রুদ্রর জ্যাঠামশাই ছিলেন আর্মির লোক। ইংরেজরা এদেশ থেকে বিদায় নেবার সময় এই বাংলোটি উপহার হিসেবে রুদ্রর জ্যাঠামশাইকে দিয়ে যান। এখন রুদ্রর জ্যাঠামশাইও নেই। বাংলোতেও যাতায়াত নেই কারও। ফলে বাংলোটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে আছে। বাংলো দেখাশোনার জন্য জয়কিষণ নামে একজন আছে বটে তবে সে শুধুই বাইরে থেকে বাংলো পাহারা দেয়। ভেতরে ঢোকে না বা ঝাড়মোছ করে না। মাইনে যা পায় তাতে এর বেশি কিছু করা ওর পক্ষে সম্ভবও নয়। অতএব ঠিক হল আমরা বন্ধুরাই মাঝে মাঝে গিয়ে বাংলোর দখল নিয়ে বাংলোটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনব।

যখনকার কথা বলছি তখন আমরা সবাই স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে পা রেখেছি। এই সময় রুদ্রর প্রস্তাবে ওই বাংলোয় রাত্রিবাস করতে যাবার লোভ আমরা কেউই সামলাতে পারলাম না।

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে রুদ্ররা ছিল বনেদি বড়লোক। অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ওর বাবা জাহাজে চাকরি করতেন। আর জ্যাঠামশাই তো ছিলেন আর্মির লোক এবং একজন দক্ষ শিকারি। অবসর জীবনের বেশিরভাগ দিন উনি ওই বাংলোতেই পড়ে থাকতেন। মহেশতলার বাড়িতে ওঁর শিকারের অনেক নিদর্শন কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সাজানো ছিল। সে যাক, সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে সুগন্ধার চরে ওঁর মৃত্যুটা হয়েছিল অস্বাভাবিক রকমের। বারো বোরের বন্দুক একটা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও বন্দুকটা পড়ে ছিল মরদেহের এক পাশে আর জ্যাঠামশাইয়ের গলায় ছিল কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন। যা দেখে মনে হয়েছিল এ কোনও জন্তুর নখরাঘাত নয়। কেউ কোনও কৃত্রিম নখের সাহায্যে হত্যা করেছে জ্যাঠামশাইকে। সেই নখের ডগায় বিষও মাখানো ছিল। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে ওই বাংলোয় যাতায়াত ছিল না

BanglaBook.org

কারও। মৃত্যুর ঠিক দু'বছর পরে আমরা চলেছি বাংলোটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। সেইসঙ্গে তদন্ত করে দেখতে ওঁর মতো মানুষের অমন রহস্যজনক মৃত্যুর কারণটা কী?

যে সময়কার কথা বলছি সেই সময় ছোটনাগপুরের এইসব বনাঞ্চল ছিল যেমনই ভয়াবহ তেমনই রমণীয়। বনে বনে ছিল অজস্র হরিণ, সম্বর। হিংস্র জন্তুও কম ছিল না। রুদ্র যখন আমাদের কাছে ওদের ওই বাংলোয় যাবার আমন্ত্রণ জানাল তখন দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আমরা মেতে উঠলাম সকলে। বন্ধুরা অবশ্য সবাই গেলাম না। অমিয়, গৌতম ও আমি। রুদ্রকে নিয়ে চারজন। ঘাটপাহাড়িতে আমরা একরাত কাটিয়ে ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট ধরে এলাম। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে এই পাহাড়ের উচ্চস্থানে অজস্র ম্যাগনোলিয়ার বন। জায়গাটা ঢেউ খেলানো এবং যত্রতত্র বড় বড় পাথর ছড়ানো। এই পাহাড়ের উচ্চভূমিতে এত পাথর কোথা থেকে কীভাবে এল সে প্রশ্ন না করাই ভাল। তবে প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে এমন অনেক কিছুই হয়ে থাকে যা সত্যই বিস্ময়কর।

আমরা যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে একটু উচ্চভূমিতে রুদ্রদের বাংলোয় এলাম তখন আনন্দে মন ভরে গেল। দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে এল জয়কিষণ। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। তবে বেশ হাসিখুশিতে ভরা মুখ। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়ান। আমি এখনই চাবি নিয়ে আসছি।'

বাংলোর পরিবেশ দারুণ সুন্দর। জয়কিষণ আর যাই করুক এর চারদিকে কোনও ঝোপ জঙ্গল গজাতে দেয়নি। একটু পরেই চাবি নিয়ে এসে ঘরের তালা খুলে দিল জয়কিষণ। ওর সঙ্গে একটি দেহাতি মেয়েও এল।

জয়কিষণ বলল, 'এখনই যেন ঘরে ঢুকবেন না আপনারা। অনেকদিন ধোয়ামোছা হয়নি তো। মালপত্তর নিয়ে ওই ওদিকের গাছতলায় গিয়ে একটু বসুন।'

ওর কথামতো তাই করলাম আমরা।

জয়কিষণ আর সেই মেয়েটি খুব তৎপরতার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলোটাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলল।

বেলা তখন দুপুর গড়িয়েছে।

জয়কিষণ বলল, 'আজ এই পর্যন্তই। কাল আরও একবার হাত লাগালে বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

আমরা যে যার ব্যাগ নিয়ে বাংলোয় প্রবেশ করলাম। যত যাই হোক সাহেবদের তৈরি বাংলো। এর কাঠামোই আলাদা। রুদ্রর জ্যাঠামশাইয়েরও অনেক অবদান আছে এই বাংলোকে গুছিয়ে রাখার পিছনে। উনি শিকার ভালবাসতেন, শিকার করতেন এও যেমন ঠিক তেমনি এখানকার বনে জঙ্গলে শাল মহুয়ার দেশে নানা ধরনের গাছগাছালিও রোপণ করতেন।

আমরা বাংলোয় প্রবেশ করার পর যে যার জায়গা পছন্দ করে নিলাম। প্রশস্ত ঘরের মধ্যে ছয়টি বেড। আমরা তো চারজন। কাজেই কোনও অসুবিধে হল না।

রুদ্র জয়কিষণকে ডেকে বলল, 'জেঠু মারা যাওয়ার পর দু'বছর হয়ে গেল কেউ আসিনি। তাই তোমার মাইনেপত্তরও বাকি পড়ে গেছে অনেক। এতদিনে তোমার এই বাংলোর দায়িত্ব ছেড়ে দেবার কথা। কিন্তু তুমি তা না করে আমাদের জন্যে যা করলে তাতে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আমি শুনেছি এই বাংলো দেখাশোনার জন্য তোমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হয়। এখন থেকে তুমি আরও দশ টাকা করে বেশি পাবে।' বলে পকেট থেকে এক গোছা টাকা বার করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার বকেয়া সব টাকা মিটিয়ে দিলাম। খুশি তো?'

জয়কিষণ বলল, 'আপনার জ্যাঠামণি ছিলেন দেবতা। আপনি তাঁরই ভাইপো। উনি মারা যাওয়ার পর থেকে আমি একদিনের জন্যও এই বাংলোর তালা খুলিনি। আজই প্রথম খুললাম। তবে কড়া নজরে রাখতাম কেউ যেন এর কোনও ক্ষতি না করে। বাইরে কোনও আগাছা গজাতে দিতাম না।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন তুমি, আর ওই মেয়েটির কী নাম যেন?'

'ওর নাম দুলারি।'

'তোমরা দু'জনে চটজলদি গরমাগরম কিছু বানিয়ে দাও আমাদের জন্যে। খুব খিদে পেয়েছে আমাদের। আমরা যে ক'দিন থাকব সেই ক'দিন তোমরা আমাদের এই উপকারটুকু কোরো।' বলে আরও কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'যাও যা পারো কিনেকেটে নিয়ে এসো।'

দুলারি ততক্ষণে কোথা থেকে যেন এক কলসি জল ভরে এনে বসিয়ে দিয়েছে আমাদের ঘরে।

রুদ্র বলল, 'আমাদের কাছে চা চিনি দুধ সবই আছে। এগুলো তোমাদের জিম্মায় রাখো। প্রয়োজনে করে দিয়ো।'

BanglaBook.org

দুলারি বলল, 'আপনারা ততক্ষণে নদীতে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আসুন বাবু। আমি আগে আপনাদের জন্যে চা করে দিই। পরে রান্নার ব্যবস্থা করছি।'

দুলারির কথায় যেন প্রাণের সঞ্চার হল। ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট অতিক্রম করার পর ক্লান্ত শরীর যখন অবসন্ন তখন এক কাপ চায়ের অবদান অনেক। আমরা একটুও জোর না করে উঁচু জমির ঢাল বেয়ে সুবর্ণরেখায় নেমে বেশটি করে মুখ হাত ধুয়ে বাংলোয় ফিরে এলাম।

দুলারি তখন অভ্যস্ত হাতে বাংলোর বাইরে ছোট বড় কয়েকটি পাথর সাজিয়ে উনুনের মতো করে নিয়েছে। ঘরে আসবাবপত্র যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সেগুলো নদী থেকে বালতি ভরে জল এনে ধুয়ে মুছে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলল। তারপর কাঠের জ্বালে বসিয়ে দিল চায়ের জল।

দুলারি মেয়েটার বয়স খুব বেশি নয়। চোদ্দো থেকে ষোলোর মধ্যে। আঁটসাঁট চেহারা, মাঝারি গড়ন। সুগোল মুখে হাসিটুকু লেগেই আছে সর্বক্ষণ। কাজের বহর দেখলেই বোঝা যায় দারুণ কর্মঠ।

রুদ্রর হয়ে আমিই ওকে বললাম, 'আমরা যে ক'দিন এখানে থাকব তুই আমাদের সব কাজ করে দিবি তো?'

দুলারি হেসে বলল, 'করতেই হবে। না হলে তোমরা ছেলেরা কি হাত পুড়িয়ে রান্না করতে পারো?'

রুদ্র বলল, 'এর জন্য তোকে অবশ্য টাকা দেব আমরা।'

দুলারি ফিক করে হেসে বলল, 'খেতে দিবে না?'

'তা তো দেবই। তুই রান্না করবি অথচ খাবি না তা কি হয়? তোরা দু'জনেই খাবি।'

আমি বললাম, 'এখানে তোরা থাকিস কোথায়? কোনও ঘরবাড়ির তো চিহ্ন দেখছি না।'

দুলারি বেশ কিছুটা দূরের কতকগুলো ঝোপড়ির ঘর দেখিয়ে বলল, 'ও-ই ওখানে।'

জঙ্গলের প্রভাবে আগে কিছু বোঝা যায়নি। এতক্ষণে নজরে এল। বললাম, 'আমরা যে এদিকে এলাম তোরা টের পেলি কী করে?'

'তোমরা পাহাড় থেকে নামছ দেখেই তো কিষণ বলল ওই দেখ দুলারি, নিশ্চয়ই বাবুদের ছেলেরা আসছে। তাই তো এগিয়ে এলাম আমরা।'

রুদ্র বলল, 'কিষণ তোর কে হয়?'

BanglaBook.org

'মামাবাড়ির দাদা।'

আমি বললাম, 'এটা কি তোর মামার বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তোর বাড়ি কোথায়?'

'চাণ্ডিলে। এখন এখানেই।'

'চাণ্ডিলে ফিরে যাবি না?'

'কে আছে সেখানে? বাবা নেই। মা মরে যেতেই এখানে চলে এলাম।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই জয়কিষণ ফিরে এল অনেক জিনিসপত্তর নিয়ে।

ততক্ষণে চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'জয়কিষণ!'

ও বলল, 'শুধু কিষণ।'

'বেশ, তাই হল। তুমি কী বাজার দোকান করে আনলে তা জানি না। জানবার দরকারও নেই। তোমার এই আদুরে বোনটির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এখন থেকে এখানে যা কিছু রান্নাবান্না হবে সবই কিন্তু ছ'জনের। আমরা যে ক'দিন আছি তোমরা বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখো না। শুধু যেটুকু না করলে নয় সেটুকুই কোরো। মোট কথা কেনাকাটা জোগাড়যন্ত্র সবকিছুর দায়িত্ব তোমাদের।'

জয়কিষণ বিনয়ের হাসি হাসল।

দুলারি ততক্ষণে সকলকে চা পরিবেশন করেছে। সঙ্গে আমাদেরই নিয়ে আসা বিস্কুট। চা খেয়ে দারুণ মেজাজ এসে গেল সকলের।

দুলারি বলল, 'এত ভাল চা কোথায় পেলেন বাবু?'

রুদ্র বলল, 'কলকাতায়। সেখান থেকেই নিয়ে আসা। তা হলে এখানে কোথায় পাবো বল?'

চা খেয়ে জয়কিষণ বলল, 'দুলারি, তুই ঘর থেকে জ্বালানি কাঠের বোঝাটা নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ সুগন্ধার চর থেকে ঘুরে আসি। দেখি কিছু পাই কিনা।' বলেই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

দুলারি চলে গেলে আমরা নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম। এই ঘন অরণ্য ও পর্বতমালার দেশে সুবর্ণরেখা নদীটা বড় বড় পাথরের বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। নদীর বুকে বেশ কিছু গ্র্যানাইট পাথরের স্তরও

BanglaBook.org

চোখে পড়ে। আছে আরও নানা রঙের পাথর। ওপারে বিস্তীর্ণ বালুচর। তারও ওপারে গভীর বন। বনের প্রান্ত ছুঁয়ে ভীষণ দর্শন পর্বতের সমারোহ। সুনিপুণ ব্যাধের মতো জয়কিষণ একটি তির কাঁড় হাতে নিয়ে সুগন্ধার চরে পা রেখে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

রুদ্র বলল, 'কিষণটা দেখছি দারুণ করিতকর্মা। আর কী সাহস!'

আমি বললাম, 'তার চেয়েও আশ্চর্যের এই অল্প সময়ের মধ্যে ও তির ধনুকটা জোগাড় করল কোত্থেকে?'

অমিয় বলল, 'মনে হয় ধারে কাছেই কোথাও রাখা ছিল।'

গৌতম বলল, 'আসলে এই সমগ্র বন জঙ্গলের মালিক তো ওরাই। সর্বত্র গাছের ডালে কিছু না কিছু অস্ত্রশস্ত্র ওদের গোছানো থাকে। যখন যেদিকে প্রয়োজন তখন সেদিক থেকেই ওগুলো সংগ্রহ করে কাজে লাগায়।'

এখানে নদীর বুকে অজস্র পাখির মেলা। নানা রঙের বক ও ছোটখাটো সারসও কমতি নেই। বুনো টিয়ার ঝাঁক আকাশে পাক খেয়ে যত্রতত্র উড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখলাম জয়কিষণ বন থেকে দুটো বুনো হাঁস ও একটা সারসকে ঝুলিয়ে আনছে।

রুদ্র বলল, 'আজকের জন্য এগুলোই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।'

জয়কিষণ এলে আমরা ওর সঙ্গে বাংলোয় ফিরলাম। দুলারি ততক্ষণে কাঠের জ্বালে ভাত বসিয়েছে।

জয়কিষণ বলল, 'মশলা বাট।' বলে একটা ছুরি নিয়ে হাঁস ও সারসটাকে ছাড়াতে বসল।

এরপরে মাংস পিস করে বড় ডেকচিতে রান্নার পর যখন খাবারের আয়োজন করল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। দিনের খাওয়া আজ হয়নি। পেটের জ্বালায় মরে যাচ্ছিলাম তাই। এখন ডাইনিং টেবিলে বসে গরম মাংস ভাত পেট ভরে খেলাম। রান্নার গুণে মাংসটা এমনই সুস্বাদু হয়েছিল যে খেয়ে মন ভরে গেল।

রুদ্র বলল, 'শুনেছি এখানকার বনে হরিণ আছে অনেক। জেঠুর বন্দুক দিয়ে একদিন একটা হরিণ শিকার করব। এই জন্যেই হবে আমার শিকারের হাতেখড়ি।'

গৌতম বলল, 'তুই বন্দুক চালাতে পারিস?'

'নিশ্চয়ই। তবে কিনা অনভ্যস্ত। বাঘ মারতে যতটা পাকা হাত হওয়া দরকার হরিণ মারতে অতটা না হলেও চলো।'

BanglaBook.org

অমিয় বলল, 'শুনেছি হরিণের মাংস নাকি অত্যন্ত সুস্বাদু। পেলে মন্দ হয় না। তবে যে ক'দিন আমরা এখানে থাকব রোজই কিন্তু মাংস ভাতই চলবে আমাদের।'

দুলারি বলল, 'কাল সকালে সুবর্ণরেখার মাছ ধরে আনব। এমন সুন্দর করে রেঁধে দেব যে একবার খেলে আবার চাইবেন।'

যাই হোক, আমাদের আহার পর্ব শেষ হলে জয়কিষণ ও দুলারিও খেয়ে নিল।

আমি বললাম, 'আজ আর কোনও কিছু করার দরকার নেই। কাল সকালে যা হবার হবে।'

জয়কিষণ বলল, 'বাবুরা কতদিন আছেন এখানে?'

রুদ্র বলল, 'আছি কিছুদিন। তা ধরো না কেন দশ-বারোদিন তো হবেই। আবার তেমন বুঝলে আরও বেশিদিন থেকে যেতে পারি।' তারপর বলল, 'শোনো কিষণ, আমরা কিন্তু এখানে ঠিক বাংলোয় থেকে জঙ্গল বেড়ানোর জন্য আসিনি। ওই সুগন্ধার চরে আমার জেঠুমণির মৃত্যুটা ঠিক কীভাবে হয়েছিল তা জানবার জন্যই এসেছি। শুনেছি কোনও জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হননি উনি। পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে কোনও ধারালো নখের মতো কিছু দিয়ে ওঁর গলায় চাপ দেওয়া হয়েছিল। তাতেই বোঝা যায় এটা স্রেফ হত্যাকাণ্ড ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কেন এবং কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড! জেঠুমণি এই জঙ্গলে সুদীর্ঘদিন ছিলেন। কখনও কিছু তো হয়নি। তা হলে হঠাৎ করে এমন কী হল যে ওইভাবে প্রাণ দিতে হল তাঁকে?'

এতক্ষণ আমরা সঙ্গে নিয়ে আসা মোমবাতিতে কাজ চালাচ্ছিলাম। দুলারি এবার ঘর থেকে একটা হ্যারিকেন নিয়ে এসে সেটা জ্বেলে আলো দিল।

জয়কিষণ বলল, 'বাবুর মৃত্যুটা আমার কাছেও খুব রহস্যময়। আমি সারাটা দিন বাবুর কাছে কাছে থাকলেও রাতে কখনও বাংলোয় থাকিনি। সে রাতে কেন যে বাবু সুগন্ধার চরে গেলেন সেটাই আমার কাছে বিস্ময়। এখানকার জঙ্গলে জানোয়ারের অভাব নেই। যেগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই হিংস্র। তাই সাবধানি বাবু সন্ধের পর বাংলো ছেড়ে বেরোতেন না। তবে মাঝে মাঝে চাঁদনি রাতে উনি নদীর মাঝখানে বড় বড় পাথরের একটিতে বসে অরণ্যের রূপ দেখতেন। সে সময় দু'-একবার আমিও থেকেছি ওঁর

BanglaBook.org

সঙ্গে। তবে সে রাতে কোনও জ্যোৎস্না ছিল না। অন্ধকার রাত। কোনও এক নিয়তি যেন বাবুকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে।'

'বাবু যে সুগন্ধার চরে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন সেটা তুমি জানতে পারলে কী করে?'

'ঝুলন সর্দারেরই চোখে পড়ে প্রথমে।'

'সেটা কখন? তুমি তখন কী করছিলে?'

'বাবুর খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস ছিল না। আটটার আগে উনি ঘুম থেকে উঠতেন না। বাবুর সঙ্গে থেকে থেকে আমারও চায়ের নেশা হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি একটু সকাল সকাল এসে আমার নিজের জন্য চা তৈরি করতে যাচ্ছিলাম। তখনই দেখি বাবু নেই। আমাদের এখানে রান্না, ধোওয়া-মোছা সব নদীর জলেই হয়। তাই নদীতে জল আনতে গিয়ে ঝুলন সর্দারের চিৎকারে বালতি রেখে ওপারে যাই। আমি ওপারে যেতেই ঝুলন সর্দার বলে, 'ওই দেখ তোর বাবু কেমন মরে পড়ে আছে। বড় ভালমানুষ ছিল রে। ওঁর কেন এমন হল? ভাগ্যে বুনো শুয়োরের খোঁজে যাচ্ছিলাম তাই তো দেখতে পেলাম।' বলে ওর সঙ্গীদের সাহায্যে বাবুজিকে ও পাশে পড়ে থাকা বন্দুকটা নিয়ে চলে এল এপারে। এরপর সর্দারের একজন লোক গিয়ে ঘাটপাহাড়িতে খবর দিলে সেখান থেকে পুলিশের লোকেরা এসে বাবুকে নিয়ে গেল। পরে জানা গেল কোনও জন্তু জানোয়ারে বাবুকে মারেনি। ওঁকে খুন করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'তোমাদের সেই ঝুলন সর্দার এখন কোথায়?'

'এক বছর আগে সে তো মারা গেছে।'

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা কিষণ, তোমার বাবুর কোনও শত্রু ছিল?'

'বাবু ছিলেন আমাদের গ্রামের দেবতা। সবাই ওঁকে ভালবাসতেন খুব। সুগন্ধার চরে বাবু খুব একটা যেতেনও না। তবে—।'

'তবে কী! বলো?'

'দানবের মতো চেহারার একজন লোককে উনি দু'-একদিন রাতের অন্ধকারে সুগন্ধার চরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন।'

রুদ্র উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তুমি বা তোমাদের গ্রামের আর কেউ দেখেনি?'

'না। কেননা আমরা তো রাতের অন্ধকারে, এমনকী সন্ধের পর এদিকে

BanglaBook.org

কেউ আসি না। তবে একজন কিন্তু দেখেছে। দানবকে নয় বালির ওপরে তার পায়ের ছাপ। সে কথা বলেওছে সে বাবুজিকে।'

আমি বললাম, 'কে সে?'

'রণজির মেয়ে কুর্চি।'

'কাল সকালে ওর সঙ্গে একবার আমাদের দেখা করিয়ে দিতে পারো?'

দুলারি বলল, 'আমি পারি। তবে বাবু, ওই কুর্চিটা খুব খতরনক লেড়কি আছে। ও কিন্তু আমাকে প্রায়ই বলে একবার ওই দানোটাকে চোখে দেখতে পেলে ও তিরের ফলায় ওর জীবন শেষ করে দেবে। সাংঘাতিক মেয়ে ও। এই বয়সেই নেশা করে। খুব খারাপ নেশা। সাপ ধরে তার বিষ নিংড়ে পাতায় ঢেলে সেটা খেয়ে নেয়। গাছ থেকে লঙ্কা তুলে চিবিয়ে খায়। ওর তিরের ফলায়, ছুরির ডগায় বিষ মাখিয়ে রাখে। ও বলে দানবটাকে কখনও বাগে পেলে বিপর্যয় একটা ঘটাবেই। ও একজন সঙ্গী খুঁজছে। এমন এক সঙ্গী যে ওকে বিপদে আপদে সঙ্গ দেবে। আমাকেই কতবার বলেছে চল দুজনে রাতের অন্ধকারে ওই সুগন্ধার চরে গিয়ে ওর পায়ের দাগ লক্ষ করে ডেরায় যাই। বনে পাহাড়ে ঘুরে খুঁজে বার করি দানবটাকে। কিন্তু আমার সাহস হয়নি। ও তবুও হাল ছাড়েনি। বলেছে একদিন না একদিন এমন কেউ এখানে আসবে যার সাহায্য নিয়েই ও শেষ করবে দানবটাকে।

আমি বললাম, 'তা হলে আর দেরি নয়। কাল সকালেই ওকে তুমি নিয়ে আসবে আমাদের কাছে। প্রয়োজনে আমরা ওকে সঙ্গ দেব।'

জয়কিষণ বলল, 'ওই পাগলির কথা শুনে ওইসব করতে যাবেন না বাবুরা। তা ছাড়া ও মেয়ে ভাল নয়। গ্রামের লোকেও ভয় পায় ওকে।'

'কেন?'

'যে মেয়ে সাপের বিষ খায় তাকে ভয় পাবে না?'

এরপর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল দু'জনেই। যাবার সময় জয়কিষণ বলে গেল, 'দোহাই বাবুরা রাতে কেউ ভুলেও বাইরে বেরোবেন না। বাঘ ভালুকের দল হঠাৎ করে পাহাড় থেকে নেমে এলে বিপদের শেষ থাকবে না কিন্তু। কাল সকালে আমরা না আসা পর্যন্ত বাংলোর দরজাও খুলবেন না কেউ।'

ওরা চলে গেলে আমরা বাংলোর দরজার ভেতর থেকে খিল দিলাম।

সে রাতে আমরা অনেক আলোচনা করলাম এখানকার ব্যাপার স্যাপার

BanglaBook.org

নিয়ে। রুদ্র বারবার বলতে লাগল, 'জেঠুমণির মৃত্যুটা যদি কোনও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কবলে পড়ে হত তা হলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু তা যখন নয় তখন হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করে দেখতেই হবে কে সেই অজ্ঞাত আততায়ী। সে সত্যিই দানব না ছদ্মবেশী কেউ তা না জেনে এখান থেকে যাচ্ছি না।'

আমি বললাম, 'আর ওই কুর্চি মেয়েটা। এই অভিযানে ও যদি সঙ্গে থাকে তা হলে আশা করি জয় আমাদের হবেই হবে।'

আমাদের কথাবর্তার ফাঁকেই রুদ্র ও জ্যাঠামশাইয়ের সংগৃহীত অস্ত্রভাণ্ডার পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ছোট বড় দেশি বিদেশি নানা ধরনের রিভলভার পিস্তল জড়ো করা ছিল ঘরের একটি গুপ্ত স্থানে। সবকিছু দেখে শুনে ব্যবহারযোগ্য কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র হাতের কাছে রেখে রুদ্র বলল, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার ঘুমিয়ে নে সবাই।'

সারাদিনের ক্লান্তির পর সকলেরই দু'চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। তাই শোওয়ামাত্রই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলাম সকলে।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎই কতকগুলো কুকুরের ভয়ার্ত চিৎকার ও একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম সকলে। উঠে তো বসলাম। কিন্তু খোলা জানলার দিকে তাকিয়েই আমাদের চক্ষুস্থির। দেখলাম এক অমানুষিক মুখ জানলার বাইরে থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বেপরোয়া রুদ্র লাফিয়ে উঠে বারো বোরের বন্দুকটা হাতের কাছে পেয়ে সেটা নিয়ে জানলার দিকে তাগ করতেই সে মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল। রুদ্র সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বন্দুক উঁচিয়ে ধাওয়া করল তাকে।

আমি অনেক বাধা দিলাম রুদ্রকে। ও শুনল না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'রুদ্র! ফিরে আয়। একা তুই যাস না ওর পিছু নিয়ে।'

বিশাল শরীরের দানবটা তখন চোখের পলকে নদীর ওপারে। রুদ্র বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিল তাকে লক্ষ্য করেই। কিন্তু না। সেটাতে কোনও কাজ হল না। উত্তেজনার মুহূর্তে বন্দুক নিলেও তাতে গুলি ভরতে ভুলে গিয়েছিল রুদ্র।

সেই সুযোগে গভীর বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দানবটা।

রুদ্র হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে লাগল।

আমি বললাম, 'ভুল যা হবার তা তো হয়েই গেছে এখন আর অনুশোচনা করে লাভ কী? বরং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তৈরি থাক।'

BanglaBook.org

রুদ্র কপাল চাপড়ে বলল, 'সে তো থাকতেই হবে। কে জানত যে ওই বিভীষিকাটা আজই আমাদের দেখা দেবে বলে। এখন বুঝতে পারছি ওই দানবটাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই সুগন্ধার চরে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন জেঠু।'

সে রাতে আর ঘুম হল না কারও। দেখতে দেখতে সকালও হল। প্রথমে দুলারি তারপরে জয়কিষণও এল। দুলারি এসেই কাঠের জ্বালে চা বসাল।

আমরা চা খেতে খেতেই গতরাতের সব কথা খুলে বললাম জয়কিষণকে।

জয়কিষণ অবাক হয়ে বলল, 'আপনারা দেখেছেন তাকে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। অন্তত আট ফুটের মতো লম্বা। অমানুষিক মুখ। ঠিক যেন মানুষের চেহারায় একটা গরিলা।'

জয়কিষণ বলল, 'আমি তো শিকারের প্রয়োজনে যখন তখন সুগন্ধার বনে যাই। কখনও কিন্তু বারেকের তরেও দেখিনি ওকে।' তারপর একটু কী যেন চিন্তা করে বলল, 'আশ্চর্য! কোথা থেকে এল ওটা?'

রুদ্র বলল, 'যেখান থেকেই আসুক ওকে আমরা খুঁজে বার করবই।'

আমি বললাম, 'কিষণ, মনে হয় ওই দানবটা রাতের অন্ধকারেই প্রকট হয়। দিনে ও যে-কোনও কারণেই হোক বেরোয় না। সে কারণেই তুমি ওকে কখনও দেখোনি।'

'তবে ওর পায়ের ছাপ দেখেছি সুগন্ধার চরে। ভিজে বালির ওপর বড় বড় পায়ের ছাপ।'

'কখনও মনে হয়নি ওই ছাপ কোথায় গিয়ে মিলিয়েছে তা দেখে আসি?'

'না। বরং আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। খুব প্রয়োজন না হলে সুগন্ধায় যাই না। দিনের আলোয় ভয় করি না তবে সন্ধের পর কখনও নয়।'

দুলারি এবার আমাদের সকলের জন্য হালুয়া করে নিয়ে এল।

হালুয়া খেতে খেতেই রুদ্র বলল, 'কিষণ, তুমি এক কাজ করো। কালকের মতো দু'-তিনটে বুনো হাঁস বা সারস দু'-একটা ধরে নিয়ে এসো। আজও ওইরকম মাংস ভাত খাব আমরা। দোকানের কেনাকাটার যদি আরও কিছু থাকে তো সে ব্যবস্থা করো। আমরা আর সময় নষ্ট করতে চাই না। এখনই আমরা সুগন্ধার চরে গিয়ে দিনের আলোয় ওই পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে অভিযান শুরু করব।'

BanglaBook.org

জয়কিষণ বলল, 'তবে খুব সাবধানে কিন্তু। সুগন্ধার বন বড় ভয়ংকর।'

'ফর্মে এলে আমরাও ভয়ংকর হয়ে উঠব।'

এমন সময় হঠাৎই অমিয় বলল, 'আমরা বলতে কাদের কথা বলছিস? গৌতম আর আমি এখনই চলে যাব এ জায়গা ছেড়ে। বেড়াতে এসে বেঘোরে প্রাণ দিতে আমরা রাজি নই।'

রুদ্র আর আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, 'এসব কী বলছিস? এমন কথা তো ছিল না। যা করবার আমরা একসঙ্গেই করব এই সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি।'

গৌতম বলল, 'তখন পরিবেশ বা পরিস্থিতি কীরকম দাঁড়াবে তা না বুঝেই কথা দিয়েছিলাম। এসেও ছিলাম। কিন্তু কাল রাতে ওই অমানুষিক মুখ দেখার পর আমরা আমাদের মতের পরিবর্তন করেছি।'

অমিয় বলল, 'তাই আর এক মুহূর্ত আমরা এখানে থাকতে চাই না। এখনই যেতে চাই।'

রুদ্র বলল, 'যা তবে। ভিতুদের নিয়ে অভিযান নয়। তোরা সঙ্গে থাকলে আমাদের জীবনও বিপন্ন হবে।'

গৌতম বলল, 'আমরা যাচ্ছি। তবুও বলব যে কাজ আমাদের নয় সে কাজ করতে গিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনিস না।'

আমি বললাম, 'যাবি যা। কোনও উপদেশ দিবি না। আমাদের প্রয়োজন সহযোগিতার। উপদেশের নয়।'

অমিয় আর গৌতম তখনই ওদের ব্যাগ গুছিয়ে নিল।

রুদ্র আমাকে বলল, 'তুই ওদের ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়।'

অমিয় বলল, 'কোনও দরকার নেই। আমরা নিজেরাই যেতে পারব।'

রুদ্র বিদ্রূপ করে বলল, 'দরকার আছে। ওই ম্যাগনোলিয়ার বনে এইসময় দানবটা তোদের দু'জনকে ধরবে বলে লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই ওই জায়গাটা পার করে দিলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ।'

জয়কিষণ বলল, 'আপনারা কি সত্যিই চলে যাচ্ছেন বাবুরা?'

রুদ্র বলল, 'হ্যাঁ, ওই বীরপুঙ্গবরা ভয় পেয়েছে। তাই শাস্ত্রের বিধান মেনেই চলে যাচ্ছে। শাস্ত্রে আছে য পলায়তি স জীবতি।'

অমিয় ও গৌতম ব্যাগ নিয়ে বাংলোর বাইরে এসে মাথা নত করে পাহাড়ের

BanglaBook.org

পথ ধরল। খুব খাড়াই পাহাড়। আমিও ওদের সঙ্গ নিয়ে ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট পর্যন্ত এলাম। এর ওপারে অরণ্যের বিস্তৃতি নেই। শহর জনপদ। ওদের বিদায় দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ম্যাগনোলিয়ার বনে ঘুরে আবার নেমে এলাম বাংলোতে। এই ভয়ংকর অভিযানে এখন আমরা দু'জন।

পাহাড়ে ওঠানামায় অনেকটা সময় পার হয়েছে। মনটাও ভারাক্রান্ত ওদের দু'জনের চলে যাওয়ায়। নেমে এসে দেখি দুলারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে আর একটি মেয়ে। একটা মুরগিকে কেটে তার পালক ছাড়াচ্ছে। ছিপছিপে পাতলা শরীর। দুলারির থেকে এক-দু'বছরের বড় হবে। পাতার মতো মুখ, ছুরির ফলার মতো চোখ আর কাজলের মতো কালো গায়ের রং।

সেদিকে তাকিয়ে দুলারিকে বললাম, 'মেয়েটি কে রে?'

'ও তো কুর্চি। সকালে আসতে পারেনি বাড়ির কাজের জন্য। এই একটু আগে এসেছে।'

কুর্চি এক মুখ হেসে বলল, 'আমি শুনেছি সব। ওই দানোটাকে না সরাতে পারলে ও যখন তখন যাকে তাকে মারবে। আমি একা তাই সন্ধের পর বনে যেতে সাহস করি না। তবে সঙ্গে কেউ থাকলে আমি গন্ধ শুঁকে খুঁজে বার করব ওকে।'

আমি বললাম, 'ভালই হল তোমাকে পেয়ে। আমরা তো জঙ্গলের পথঘাট চিনি না। তুমি সঙ্গে থাকলে মনে জোর পাব। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরই রওনা দেওয়া যাক কী বলো?'

কুর্চি বলল, 'আমাকে এখন যেতে বললে আমি এখনই যেতে রাজি।'

আমি দুলারিকে বললাম, 'রুদ্র কোথায়? জয়কিষণকে দেখছি না কেন?'

দুলারি বলল, 'ওরা সুগন্ধায় গেছে। তুমি চা খাবে বাবুজি?'

'হ্যাঁ। আমি একা কেন তিনজনেই খাব। আমাদের কাছে বিস্কুট আছে। তুই চা কর। চা খেয়ে একবার নদী পার হয়ে সুগন্ধার দিকে যাব। এমন সুন্দর জায়গা। ভাল করে ঘুরে না দেখলে মন ভরবে না।'

কুর্চি বলল, 'আপনি একা যাবেন না। আমিও যাব আপনার সঙ্গে।'

'তা হলে তো ভালই হয়। অচেনা জায়গায় কেউ একজন সঙ্গে থাকলে মন্দ হয় না।' তারপর বললাম, 'তুমি যে আমাদের সঙ্গে রাতে বনে বনে ঘুরবে তোমার বাড়িতে কেউ কিছু বলবে না?'

BanglaBook.org

কুর্চি বলল, 'আমার বাবা রণজি পাথর কাটার কাজ নিয়ে খাদানে গেছে। একমাস পরে আসবে। তা ছাড়া আমাকে কেউ কিছু বলে না। অধিকদিন বাড়িই থাকি না আমি।'

'তোমার মা?'

'মা নেই।'

দুলারি ততক্ষণে চা তৈরি করে বিস্কুট হাতড়াচ্ছে। আমিই বিস্কুটের জায়গা নিয়ে এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। বললাম, 'এখন থেকে এটা তোমার হাতের কাছেই রাখো।'

আমরা বেশ তৃপ্তি করেই চা খেলাম।

কুর্চি ছাড়ানো মুরগিটাকে পিস করে ধুয়ে দুলারিকে বলল, 'ভাল করে রান্না কর। অনেকদিন খাইনি তোর হাতের রান্না।'

দুলারি হাসিমুখ করে পেঁয়াজ কুচোতে বসল।

কুর্চি ওর তির ধনুকটা সঙ্গে নিয়ে বলল, 'চলুন বাবুজি।'

আমাদের বাংলোর গা বেয়েই বলতে গেলে বয়ে যাচ্ছে সুবর্ণরেখা। শুধু উঁচু জমি থেকে একটু নিচুতে নামতে হয় এই যা। সুবর্ণরেখার সৌন্দর্যও এখানে অপরিসীম। সুউচ্চ পর্বত ও ঘন জঙ্গলের বুক চিরে বড় বড় পাথরের বুকে আঘাত হেনে দুরন্ত গতিতে বয়ে যাচ্ছে। আমরা পায়ে পায়ে সেইসব বোল্ডারের ওপর দিয়ে নদীর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে বসে রইলাম। কল্লোলিনী নদী, নির্জন প্রান্তর ও পাখিদের কলতান আমার মনকে ভরিয়ে দিল যেন।

কুর্চি বলল, 'আমি রোজ এখানে এসে বসে থাকি। কী ভাল লাগে আমার এখানে এলে।'

আমি বললাম, 'তুমি খুব ভাল কুর্চি। তোমার মধ্যে প্রকৃতিকে ভালবাসবার মন আছে। তবে একটাই দোষ তোমার। শুনেছি তুমি নাকি সাপের বিষ খাও?'

'হ্যাঁ খাই। ও না খেলে আমি বাঁচব না।'

'তোমার ভয় করে না?'

'না। খুব ছোটবেলায় এক বেদেনি পিসির সঙ্গে আমি ঘুরতাম। সে আমাকে খুব ভালবাসত। যেখানে যেত নিয়ে যেত। তার কাছেই আমি সাপ ধরা শিখেছি। সাপের বিষ বের করতে শিখেছি। বেদেনি পিসিই একটু একটু করে আমাকে ওই বিষ খাওয়া শিখিয়েছে। এখন আমি বিষ না পেলে বাঁচব

BanglaBook.org

না। সাপের বিষ খেয়ে ঝাল লঙ্কা চিবোলে শরীরে যেন অসুরের শক্তি পাই। আমাকে কতবার সাপে কামড়েছে জানেন? আমার কিচ্ছু হয়নি। সাপেরা এখন আমাকে দেখলে গর্তে লুকোয়।'

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর হিলহিলে চেহারাটাও যেন সাপের শরীর বলে মনে হল। গায়ের রং অত কালো তবু মুখের দিকে তাকালে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। দেখে মনে হয় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোনও কিছুই অসুন্দর নয়। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ওকে বললাম, 'এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ কী? চলো যাই সুগন্ধার চরে। ওখানে গেলে রাতের আগন্তুকের পায়ের ছাপ নিশ্চয়ই দেখতে পাব। তা ছাড়া জয়কিষণ ও রুদ্রও আমাদের অনেক আগে চরায় পৌঁছেছে। অথচ এখনও পর্যন্ত ফেরেনি কেউ। অমনি ওদেরও একটু খোঁজখবর নেওয়া যাবে।'

কুর্চি বলল, 'বাবুজি, আপনাকে দেখার পর থেকে আমার মনের মধ্যে কীরকম যেন হচ্ছে। আপনিও খুব ভাল বাবুজি। আমি আপনাকে এই সুবর্ণরেখার তীর ধরে অনেক দূরে নিয়ে যাব। বুনো ভালুকের ডেরা, বাঘের গুহা দেখাব। বনের হরিণ ধরে দেব। সুগন্ধার চর বেয়ে রাতে এখন কত হরিণ চরতে আসে। বাংলো থেকেই দেখতে পাবেন। সুগন্ধার বনে পাহাড়ে কত যে হরিণ আছে গুনে তা শেষ করতে পারবেন না।'

আমি বললাম, 'তুমি যদি সবসময় আমার সঙ্গে থাকো তা হলে কী ভালই না হয়।'

'আমি ছায়ার মতো আপনার সঙ্গে থাকব বাবুজি।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলাম ও-ও মধুর হাসিতে ওর মুখ ভরিয়ে দিল।

এরপর ওর হাত ধরেই কখনও হাঁটু ডোবানো জল কখনও বড়সড় পাথর ডিঙিয়ে একসময় সুগন্ধার চরে গিয়ে পৌঁছোলাম। তারপর অনুসন্ধান করতে করতে ভিজে বালির ওপর বেশ কয়েকটা এমন পায়ের ছাপ চোখে পড়ল যা স্বাভাবিকের থেকে বড়, সেটা কোনও জন্তুজানোয়ারের নয় মানুষেরই পায়ের ছাপ। সেই ছাপের আশপাশে আরও পদচিহ্নও আছে। মনে হয় এগুলো রুদ্র ও জয়কিষণেরই। তবে সে শুধু যাওয়ার। ফিরে আসার নয়। এরপর শুকনো বালি ও মাটি পাথরে পদচিহ্ন লোপ পেয়েছে।

BanglaBook.org

আমি কুর্চিকে বললাম, 'ওরা এই পথ ধরেই বনে গেছে। তুমি এদিকের পথ চেনো?'

কুর্চি বলল, 'এদিকে কোনও পথ নেই। খানিক যাওয়ার পরেই পথরেখা শেষ হয়েছে। আরও ভেতরে যেতে হলে পথ নিজেদেরই করে নিয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু ওরা এখনও ফিরছে না কেন?'

'ফিরবে। কিষণ যখন সঙ্গে আছে তখন পথ হারাবার ভয় নেই।'

'ধরো যদি না ফেরে?'

'তখন ওদের খুঁজে বার করার দায়িত্বটা আমাদেরই হবে।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা বনের মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত গেলাম। তারপর ওদের কোনও হদিশ না পেয়ে যখন ফিরে আসছি তখন কোথা থেকে যেন শতাধিক বনের হরিণ এসে আমাদের পথ আটকে দিল। কত বিচিত্রবর্ণের শিঙেল হরিণ। একটু পরে হঠাৎই তারা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। বনের হরিণ হারিয়ে গেল বনে।

ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যখন আমরা নদী পার হয়ে বাংলোয় ফিরলাম বেলা তখন একটা। রুদ্র ও জয়কিষণ তখনও ফিরে আসেনি।

দুলারি বলল, 'আমি কখন থেকে রান্না শেষ করে বসে আছি। তোমরা এত দেরি করলে কেন? ওরা কোথায়?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

কুর্চি বলল, 'ওরা যেখানেই থাক, ওদের আমি খুঁজে বার করবই। আরও কিছুক্ষণ দেখি।' তারপর আমাকে বলল, 'বাবুজি, মনে হচ্ছে আমাদের আরও একবার বেরোতে হবে। আপনি আর দেরি করবেন না। চট করে গিয়ে স্নানটা সেরে আসুন। বেলা অনেক হয়েছে।'

আমার মন চাইছিল না কোনও কিছু করতে। তবুও স্নানের তো প্রয়োজন আছে। তাই তখনই তৈরি হয়ে স্নানের জন্য তেল গামছা নিয়ে রওনা হলাম। এই সুন্দর সুবর্ণরেখায় যত্রতত্র স্নান করা যায়। কোথাও পাথরের খাঁজে হাঁটুজল। কোথাও বড় বড় বোল্ডারের ওপর দিয়ে ঝরনার আকারে গড়িয়ে আসা নদীর জল। যেখানে খুশি অঙ্গ মার্জনা করা যায়। মনে দুশ্চিন্তা থাকলেও আমি স্নানের আরাম ভালই উপভোগ করলাম।

একটু পরেই দুলারি ও কুর্চিও এল। জল যেখানে একটু বেশি ওরা সেখানেই

BanglaBook.org

স্নান করতে লাগল। কখনও ঝরনার আকারে ঝরে পড়া জলের স্রোতে বসে সারা শরীর ভেজাল। এই পাহাড়িয়া নদীর চেয়েও ওদের দু'জনকে যেন আরও বেশি উচ্ছল বলে মনে হল। সকালে বেরিয়ে দু'-দুজন লোক যে এখনও পর্যন্ত ঘরে ফিরল না সে ব্যাপারে ওদের মনে কোনও দুশ্চিন্তাই নেই।

আমার স্নান শেষ হতেই আমি বাংলোয় ফিরে এলাম। একটু পরেই ওরাও এল।

আমাকে ভয়ানক চিন্তিত দেখে দুলারি বলল, 'ও বাবুজি নতুন লোক কিন্তু কিষণ তো ওর সঙ্গে ছিল। দু'জনের একজনও ফিরল না কেন? আমার কিন্তু এবার খুব ভয় করছে।'

কুর্চি বলল, 'ওরা কি তা হলে সত্যিই দানোটার খপ্পরে পড়ে গেল? তা যদি হয়...।

'কী হবে তা হলে?'

'কী আর হবে? আর একটুও দেরি না করে ওদের খোঁজে যেতে হবে আমাদের। মনে হচ্ছে বিপদ একটা কিছু হয়েইছে।'

'ওদের দু'জনেরই হাতে তো অস্ত্র ছিল। বাবুজির হাতে ছিল বন্দুক। তবুও ওরা ফিরে এল না কেন?'

আমি বললাম, 'এমনও হতে পারে ওরা হয়তো ওই দানবটার আস্তানার সন্ধান পেয়েছে। তাই ওটাকে সংহার না করে ফিরে আসতে পারছে না।'

কুর্চি বলল, 'সে যাই হোক বাবুজি। আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। আপনি চট করে যতটা যা পারেন খেয়ে নিন। আমরাও খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিচ্ছি।

মানসিক উত্তেজনার চেয়ে বড় উত্তেজনা আর কিছুতেই নেই। তাই কয়েক মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করলাম।

কুর্চি বলল, 'বাবুজি, এবার যেতে হবে যে।'

'তোমরা তৈরি হও।'

'আপনি কি সঙ্গে কিছু একটা নেবেন?'

'ওই দানবের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমার নেই। তবুও একটা স্প্রিং দেওয়া ছোরা সঙ্গে রেখেছি।'

'ওতেই হবে। যা হোক একটা কিছু সঙ্গে থাকলেই হল। আমি পাশে থাকলে কোনও কিছুই নিতে লাগবে না। বিষের তির সঙ্গে নিয়ে ঘুরি

BanglaBook.org

আমি। বন্দুকের নলে যা হয় না আমার তিরের ফলায় তার চেয়েও বড় কাজ হয়।'

দুলারি বলল, 'আমিও যাব তোদের সঙ্গে।'

কুর্চি বলল, 'বিপজ্জনক যাত্রা কিন্তু। তোর ভয় করবে না?'

দুলারি বলল, 'মরতে আমি ভয় পাই না।'

'তা হলে একটা বল্লম আর মশাল সঙ্গে নে।'

দুলারি বলল, 'নিচ্ছি। তবে আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে এই বাবুজিটার জন্যে। আমরা পাহাড় জঙ্গলের দেশের মেয়ে। বাবুজি শহরের মানুষ। উনি কি পারবেন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে?'

আমি বললাম, 'তা হয়তো পারব না। তবে তোমরা সঙ্গে থাকলে মনোবল আমার এত বেড়ে যাবে যে অসাধ্য সাধন আমি করবই। এই মুহূর্তে ওই দানবটার চেয়েও আমার বন্ধুর অন্তর্ধানটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে বেশি।'

আমরা আর দেরি না করে বাংলোর ঘরে শিকল তুলে খুব সন্তর্পণে নদী পার হলাম। লক্ষ করে দেখলাম কুর্চি ও দুলারির মুখেও এখন দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বেলা এখন প্রায় তিনটে। দুপুর গড়ানো বিকেলে ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। আমরা আবার সেই পদচিহ্নের কাছে এসে বনে প্রবেশ করলাম। তবে সকালে যেদিকে গেছি সেদিকে না গিয়ে বাঁকা পথে এগিয়ে চললাম পাহাড়ের দিকে।

আমি কুর্চিকে বললাম, 'সোজা পথে গেলে না যে?'

'একই পথের পথিক হয়ে লাভ কী? সকালে তো গিয়েই ছিলাম ওদিকে। এখন বাঁকা পথে যাই। এদিকে কয়েকঘর বুনোদের বাস। ওদের সঙ্গে একটু কথা বলি। যদি ওদেরও কারও সাহায্য পাই তো মন্দ হবে না।'

কথাটা ভালই বলেছে কুর্চি। ও-ই আমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে নিয়ে চলল বুনোদের গ্রামের দিকে।

আমরা যখন গ্রামের কাছাকাছি, তখন একদল মেয়ে পুরুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলাবলি করতে লাগল। ওদেরই মধ্যে থেকে এক অল্পবয়সি ছেলে এসে সেই বারো বোরের বন্দুকটা আমার হাতে দিল। সেটা হাতে নিয়েই চমকে উঠলাম। এটা তো রুদ্রর। এটা এখানে কী করে এল? তবে কি সত্য সত্যই রুদ্রর কোনও বিপদ হয়েছে?

BanglaBook.org

আমি ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম, 'এটা তুমি কোথায় পেলে?'

'ও-ই ওদিককার জঙ্গলে।'

একজন প্রবীণ বলল, 'তোমরা কি এই বন্দুকটার খোঁজে এদিকে এসেছিলে?'

কুর্চি ওদের ভাষায় বলল, 'না। আমাদের দু'জন লোক আজ সকালে জঙ্গলে এসেছিল। এখনও তারা ফিরে যায়নি। আমরা তাদেরই খোঁজে এসেছি। এই বন্দুকটা তাদের।'

গ্রামবাসীরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করল।

আমি বললাম, 'তোমরা তাদের কোনও সন্ধান দিতে পারো?'

ওরা বলল, 'না।'

ছেলেটা বলল, 'মনে হয় ওরা সোনাগিরিতে গেছে। ওখানে গেলে আর ফিরে আসবে না ওরা।'

'কেন, কী আছে ওখানে?'

'ওখানে ভয় আছে। কেউ গেলে পাগল হয়ে যায়। ওই পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের গায়ে সোনা আছে। ওই সোনায় কারও হাত দেবার কোনও অধিকার নেই। কেউ গেলে পাহাড়ের দেবতা তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়।'

আমি বললাম, 'সেই দেবতাকে তোমরা দেখেছ?'

'না।'

এবার সেই ভয়ংকর দানবটার কথা শোনালাম ওদের। কুর্চিও ভাল করে বুঝিয়ে বলল। সব শুনে গ্রামবাসীরাও অবাক।

সেই প্রবীণ বলল, 'তা হলে নদীর কাছাকাছি কোনও জায়গায় ওই দানবটা থাকে। এখান থেকে নদী দু'মাইল দূরে। তাই আমাদের চোখে পড়েনি। তা ছাড়া সন্ধের পর আমরা নাচগান নিয়েই থাকি। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানি না। গ্রাম ছেড়েও যাই না কোথাও।'

ছেলেটা বলল, 'তা হলে নিশ্চয়ই পাহাড়ের ওই দেবতাকে দেখেছ তোমরা।'

আমি বললাম, 'হয়তো। কোনওরকমে ওই সোনাগিরিতে গিয়ে পৌঁছোতে পারলেই আমাদের অভিযান সফল হবে। মনে হয় আমাদের দু'জন লোককে ওখানেই খুঁজে পাব।'

ছেলেটার নাম রোজা। বলল, 'সোনাগিরির পথ আমি জানি। তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারি। তবে তার বেশি কিন্তু যাব না।'

BanglaBook.org

'কেন যাবে না তুমি? আমরা তো যাচ্ছি। আমাদের তো ভয় করছে না।'

রোজা ইতস্তত করতে লাগল।

কুর্চি বলল, 'আমরা তো সোনা নিতে যাচ্ছি না। পাহাড়ের দেবতা আমাদের ওপর রাগ করবেন কেন?'

রোজা একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, 'আমি যাব।'

আমি বললাম, 'দেখছ তো আমার হাতে কী? কেউ আমাদের ওপর চড়াও হলে এই বন্দুকের গুলিতেই তাকে শেষ করে দেব।'

রোজা বলল, 'তোমাদের ওই বাবুর হাতেও তো বন্দুক ছিল। তা হলে সে গুলি করতে পারল না কেন?'

'সেটাই তো আশ্চর্যের। তবে পাহাড়ের ওই দেবতা যে তাকে মেরে ফেলেনি এটা তো ঠিক।' তারপর বললাম, 'তুমি আমাদের ওদিকের সেই জঙ্গলে নিয়ে চলো যেখানে এই বন্দুকটা পাওয়া গেছে।'

'সোনাগিরির পথ তো ওদিকেই।'

'চলো তবে।'

আমাদের সঙ্গ নিয়ে আরও দু'জন তিরন্দাজ মেয়ে মশাল হাতে এগিয়ে চলল। বলল, 'আমরাও যাব ওই সোনাগিরিতে। দেখব কত সোনা জমা আছে সেখানে।'

আমরা বনপথ ধরে এগিয়ে চললাম। আমার মনে ঘোর সংশয়। ওই দানবটা রীতিমতো রহস্যময়। কিন্তু রুদ্রর জ্যাঠামশাইয়ের হত্যার নেপথ্যে নিশ্চয়ই কোনও অন্য ব্যাপার আছে। ওই সোনার লোভে হয়তো কোনও দুষ্টচক্র ঘাঁটি করেছে ওখানে। তারাই হত্যা করেছে জেঠুমণিকে। শুধু তাই নয়, আমাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভীতি প্রদর্শন করিয়েছে আমাদের।

এইভাবে অনেক পথ হেঁটে আবার নদীর কাছাকাছি এলাম। একেবারে খুব যে কাছে তা নয়। সেখানেই জঙ্গলের গভীরে পাহাড়ের একটি খাড়াই অংশের নীচে যেখানে রুদ্রর বন্দুকটা পড়ে ছিল রোজা আমাদের সেই জায়গাটা দেখাল।

কুর্চি বলল, 'বাবুজি, এই খাড়াইটা বেয়ে ওপরে উঠলেই মনে হয় ব্যাপারটা কী তা জানা যাবে।'

আমি বললাম, 'আমারও মনে হয় তাই। চলো দেখি।'

আমরা সবাই তখন দারুণ উৎসাহ নিয়ে দুরন্ত চড়াই ভেঙে সেই

BanglaBook.org

খাড়াই পাহাড়ের উচ্চস্থানে উঠলাম। ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ জায়গাটি অজস্র বনপুষ্পময়। এখানে আসার পরই আমার সারা শরীর কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল।

কুর্চি চিৎকার করে উঠল, 'বাবুজি, শিগগির চলে আসুন এখান থেকে। এ জায়গাটা দারুণ বিপজ্জনক। এখানে কিছুক্ষণ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য।'

আমি তখন ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ছি। তবু বললাম, 'ওই—ও-ই দেখো দূরে কে যেন একজন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সবাই চলো ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসি।'

আমি অবসন্ন দেহে এক পা এগোতেই মাথাটা কেমন টলে গেল। সেই পতনের মুহূর্তে দুলারি আর কুর্চি আমাকে ধরে না ফেললে কী হত তা কে জানে?

অনেক পরে যখন আমি চেতনা ফিরে পেলাম তখনও কেমন যেন গা মাথা ঘুরছে আমার। দুলারি ও কুর্চি সমানে আমার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে সেই ভাবটা কেটে গেলে যখন আমি উঠে বসলাম তখন দেখলাম বোটকা গন্ধে ভরা একটি প্রশস্ত গুহার মধ্যে আমরা আছি। গুহার বাইরে কলকল করে একটা ঝরনা অবিরাম ঝরে পড়ছে। একটা মশালও জ্বলছে এক কোণে।

আমি অতিকষ্টে বললাম, 'আমরা কোথায়? এখানে কী করে এলাম?'

কুর্চি বলল, 'আমরা সুগন্ধায় সোনাগিরির একটা গুহার মধ্যে আছি।'

'আমাদের আর সব ওরা কোথায়?'

'আপনার জয়কিষণকে পাওয়া গেছে। ওরা ওকে গ্রামে নিয়ে গেছে।'

'কী হয়েছে জয়কিষণের?'

'এই বনে মহালু নামে একরকম বুনো ফুল ফোটে। দারুণ মিষ্টি গন্ধ তার। সেই ফুলের গন্ধ শুঁকলে মানুষ বা অন্য যে-কোনও প্রাণী অজ্ঞান হয়ে যায়। ভালুক মাতাল হয়, মানুষ পাগল হয়। ওরা ভুল করে ওই বনে ঢুকে পড়েই বিপত্তি ঘটিয়েছে। সম্ভবত মাথা ঘুরে যাওয়ার ফলেই ওই বাবুজির হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ে।'

'বাবুজি, মানে আমার বন্ধু রুদ্র, সে কোথায়?'

'জানি না।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'রুদ্রর অজানা থাকতে পারে কিন্তু কিষণ কি জানত না সুগন্ধায় এমন বিষাক্ত সুগন্ধি ফুল ফোটে?'

'জানত। তবে এ ফুল যে কোথায় কোনখানে ফোটে তা কে জেনে বসে আছে বলুন? আমি সাপের বিষ খাই। তাই ওই গন্ধের বিষ আমাকে কাবু করতে পারেনি। কোনওরকমে দুলারির সাহায্য নিয়ে আপনাকে সরিয়ে এনেছি ওখান থেকে। রোজাও এই ফুলের মহিমা জানে। তাই সঙ্গের মেয়েদুটিকে নিয়ে কিষণকে উদ্ধার করে গ্রামে নিয়ে গেছে।'

'রুদ্র তা হলে ওই বিষফুলের বনেই কোথাও না কোথাও আছে।'

কুর্চি বলল, 'না সে নেই। আমি ওই জায়গাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি।'

দুলারি বলল, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে বন্দুকটা যেখানে পড়ে ছিল তারই আশপাশে কোথাও পড়ে আছে বাবুজি। মাথা ঘুরেও তো পড়ে গিয়ে থাকতে পারে?'

আমি বললাম, 'তা যদি হয় তা হলে তো ওর বেঁচে থাকারও কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু একবার গিয়ে দেখে এসো যদি পাহাড়ের খাঁজে বা অন্য কোথাও গিয়ে আটকে থাকে।'

দুলারি বলল, 'তোমরা এখানে যেমন আছ তেমনই থাকো। আমিই গিয়ে দেখে আসছি।'

কুর্চি বলল, 'তুই একা যাস না। আমিও যাব তোর সঙ্গে।' বলে আমাকে বলল, 'বাবুজি আপনি একটু সাবধানে থাকুন এখানে। জায়গাটা ভাল নয়। যে-কোনও মুহূর্তে বাঘ ভল্লুকের দেখা মিলতে পারে। আপনি বন্দুক উঁচিয়ে সজাগ থাকুন।'

দুলারি বলল, 'কিন্তু বাবুজিকে এইভাবে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'উপায় তো নেই। আমরা বেশি সময় নেব না।' বলেই কী যেন ভেবে বলল, 'এই মশালটা তো লাগবে আমাদের। তার চেয়ে গুহার মুখে একটু আগুন করে যাই। আগুন দেখলে জন্তু জানোয়ারের দল আসবে না এর ধারে কাছে।'

এই বলে খুব তৎপরতার সঙ্গে ওরা যখন জঙ্গলের গাছ থেকে শুকনো ডালপালা ভেঙে এনে জড়ো করতে লাগল ঠিক তখনই দুলারির আর্তনাদে কেঁপে উঠল চারদিক।

BanglaBook.org

ওর আর্তনাদ শুনেই আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। দুলারি নেই। কিন্তু কুর্চি? কুর্চি কোথায়? কুর্চিও তো নেই। একা আমি এই আতঙ্কময় পরিবেশে দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। এই মুহূর্তে কী যে করব আমি তা ভেবে পেলাম না।

আমি জোর গলায় চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'কু-র্-চি-ই।' আমার কণ্ঠস্বর পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যের গভীরে ধ্বনিত হল। কিন্তু না। কারও কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। এখন আমি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাব, না এগিয়ে যাব, নাকি গুহার জঠরে আশ্রয় নিয়ে কাটিয়ে দেব সারাটি রাত? হাতে একটা বন্দুক আছে ঠিকই কিন্তু রাইফেল শুটিং-এ তো অভ্যস্ত নই। আমি যখন কী করব না করব ভাবছি ঠিক তখনই একটা রোমশ বাহু এসে মুখ চেপে ধরল আমার। তারপর অবলীলায় আমাকে উঠিয়ে নিয়ে বনপথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলল জোর কদমে।

ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেলেও মড়ার মতো ভান করে পড়ে রইলাম আমি। আমার হাতের বন্দুক খসে পড়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি সেই দানবটাই আমাকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

যেতে যেতেই অনুভব করলাম জঙ্গল পার হয়ে সোনাগিরির একেবারে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছি। ওই— ওই তো দেখা যাচ্ছে স্বর্ণময় পাথরের সারি। ফিকে চাঁদের আলো লেগে কেমন যেন চিকচিক করছে। তবুও কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই নরদানবটা বিকট একটা চিৎকার করে কাঁধ থেকে ফেলে দিল আমাকে। একটা পাথর মাথায় ঠুকে কপালের একটি পাশ কেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল।

দানবটা তখন দারুণ ছটফট করছে। বারবার সেই পাথরে মাথা ঠুকে আর্তনাদ করছে। একসময় তার সব যন্ত্রণার অবসান হল বুঝি। সে ধীরে ধীরে নতজানু হয়ে বসে পড়ল সেখানে। তার সেই বিশাল শরীর বার কয়েক কেঁপে উঠল থরথর করে। তারপরে সব স্থির।

আমি যখন আঘাত ভুলে উঠে বসে রুমালে আমার কপালের রক্ত মুছছি ঠিক তখনই পিছন থেকে কে যেন এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বাবুজি!'

চমকে উঠলাম আমি, সবিস্ময়ে বললাম, 'একী! কুর্চি! তুমি এখানে?'

ও সস্নেহে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'খুব লেগেছে, না বাবুজি?'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দেখছ তো আমার কপাল ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে।'

'ভয় নেই, ফাটেনি। সামান্য কেটেছে মাত্র। আপনার ওই বন্দুকের নলের চেয়ে আমার এই বিষের তির কী মারাত্মক তা বুঝলেন তো?'

'আশ্চর্য! তুমি কী করে বুঝলে ওই দানবটা আমাকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছে?'

কুর্চি হেসে বলল, 'বাবুজি, আমি বিষকন্যা। আমার বিষ হজম করবার শক্তি ওই দানবটার নেই।'

'দুলারি কোথায়?'

'তাকে নিরাপদ জায়গাতেই রেখে এসেছি। কিচ্ছু হয়নি তার।'

'কিন্তু আমি যে ওর আর্তনাদ শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন। আমরা যখন জঙ্গলে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করছিলাম ঠিক তখনই ওটার আবির্ভাব হয়। দুলারি আচমকা ওর ওই অমানুষিক চেহারা দেখে ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। বুঝতে পেরেই আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে পাহাড়ের কতকগুলো বড় বড় খাঁজের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। দু'জনে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকি। দানবটা তোলপাড় করতে থাকে চারদিক। এমন সময় আপনার গলা শুনতে পাই। কিন্তু আমাদের তখন সাড়া দেবার মতো কোনও উপায় ছিল না। আপনি গুহা থেকে না বেরোলেই বোধহয় ভাল করতেন। তবে এও আর একদিকে ভাল হল। দানবটা যে মুহূর্তে আপনাকে উঠিয়ে নিল আমি তখনই দুলারিকে চাপা গলায় গুহায় ফিরে যেতে বলে ওর পিছু নিলাম। ভয় হচ্ছিল ওটা আপনাকে আক্রোশ মেটাতে মেরে না ফেলে। কিন্তু না, তা সে করল না। অবশ্য মারতে ও পারত না। তার কারণ ওর ঠিক পিছনেই যম হয়ে আমি ছিলাম। তবে যে মুহূর্তে সোনাগিরির চূড়ায় উঠে এলাম তখনই স্থির করলাম আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। পরপর দুটো বিষের তির নিক্ষেপ করতেই কাবু হয়ে পড়ল ও। তীব্র বিষক্রিয়ায় আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। সুগন্ধার ত্রাস দূর হল।'

আমি বললাম, 'তোমার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না কুর্চি। তুমি আমার জীবন দান করলে।'

কুর্চি বলল, 'সব ঋণ শোধ করা যায় না বাবুজি। শুধু এই কালো কুৎসিত কুর্চিকে যদি মনে রাখেন তবেই আমি ধন্য হব।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ওর মুখখানি ধরে অনেক আদর করে বললাম,

BanglaBook.org

'কুর্চি, তুমি কালো? তুমি কি জানো তোমার এই কালো রূপে কত আলো আছে? তোমার এই সুন্দর মুখ এই টানাটানা চোখ এর উপমা কোথায়?'

কুর্চি ওর রূপের প্রশংসা শুনে দুরন্ত আবেগে আমার বুকে মাথা রাখল।

কুর্চি এরই মধ্যে পাশের ঝোপ জঙ্গল থেকে কিছু লতা পাতা ছিঁড়ে এনে একটি পাথরে ছেঁচে আমার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল।

এরপর আমরা সেই স্বর্ণময় পাথরগুলোর মধ্যে সোনার পরিমাণ কতটা তা পরীক্ষা করতে করতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। সেখানে সংকীর্ণ মুখের একটি ছোট্ট গুহা আছে। গুহাটা অন্ধকারে ভরা। আমাদের কাছে মশাল না থাকলেও আমার কাঁধের ঝোলা ব্যাগে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলো গুহার ভেতরে ফেলতেই আবিষ্কার করলাম রুদ্রকে। দেখলাম সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় রুদ্র পড়ে আছে সেখানে। বেশ কয়েকটা বড় বড় পাথর দিয়ে ওকে এমনভাবে চাপা দেওয়া আছে যে জ্ঞান ফিরলেও ওর পক্ষে পালানো অসম্ভব।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে পাষাণভার মুক্ত করে বাইরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এসে শুইয়ে দিলাম রুদ্রকে। তারপর আবার গুহার ভেতরে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলাম এই গুহামানব বা দানবের ব্যাপারে কোথাও কোনও সূত্র পাই কিনা। অবশেষে তদন্তে সাফল্য এল। এক জায়গায় বেশ বড় বড় কয়েকটি আকরিক স্বর্ণখণ্ড ছাড়াও একটি ব্যাগের ভেতর থেকে মিলল মারাত্মক কিছু অস্ত্রশস্ত্র। গোটা দুই পিস্তল আর পরিচয়পত্রে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের একটি ঠিকানা। রুদ্রর মতো এমনই কাউকে হয়তো দানবটা এখানে নিয়ে এসে শেষ করেছে।

যাই হোক, অনেক পরে কুর্চির সেবা যত্নে রুদ্রর জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরে পেয়েই ভয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল ও।

আমি ওর কপালে হাত বুলিয়ে বললাম, 'ভয় নেই রুদ্র। তুই বেঁচে আছিস। আমরাও আছি তোর পাশে।'

রুদ্র ভয়ার্তস্বরে বলল, 'কিন্তু সেই দানবটা?'

'তার খেলা শেষ। কুর্চি তাকে মরণ ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। সে আর কোনওদিনও জাগবে না।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই দেখা গেল বেশ কয়েকটা মশাল নিয়ে কারা যেন এদিকে আসছে। ওরা কাছে আসতেই দেখলাম রোজা, সেই দুই মেয়ে,

BanglaBook.org

দুলারি এবং সবার পিছনে জয়কিষণ। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের দেখব বলে কেউই আশা করিনি।

রুদ্রর খোঁজ পাওয়ায় জয়কিষণেরও আনন্দের শেষ নেই। ওরই মুখে শুনলাম সুগন্ধার বনে দু'জনে ঘুরতে ঘুরতে ওই বিষফুলের জঙ্গলে এসে পড়াতেই যত বিপত্তি। জয়কিষণ বুঝতে পেয়েই সাবধান করে দেয় রুদ্রকে। রুদ্র ওর নিষেধ মানে না। ফুলের গন্ধে মেতে উল্লাসে নৃত্য শুরু করলে ওর হাতের বন্দুক বেসামাল হয়ে ছিটকে পড়ে যায়। রুদ্র তখনও সেই ফুলবনে এগিয়ে যায় ক্রমশ। ওকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে সেও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রুদ্ররও নিশ্চয়ই ওই অবস্থা হয়। তারপর কখন যে ও দানবটার পাল্লায় পড়ে তা কে জানে? সে সময় ও নিজেই তো অচেতন।

রুদ্র এতক্ষণে উঠে বসে বলল, 'ওই মৃত দানবটাকে আমি একবার দেখতে চাই। কই কোথায় সেটা?'

আমরা সকলে মিলে দারুণ উৎসাহ নিয়ে সেই দানবটার কাছে এলাম। কিন্তু আশ্চর্য! কোথায় দানব? তার জায়গায় সেখানে পড়ে আছে এক বলিষ্ঠ চেহারার মহারাষ্ট্রীয় যুবক। ওকে দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না আমাদের। সেই বিশাল দানবের শরীর কখন যে বিবর্তন ঘটিয়ে সাধারণ নরদেহে রূপান্তরিত হয়েছে তা কে জানে?

কুর্চি তখনই ওর দেহকে তিরমুক্ত করল।

রুদ্র বলল, 'স্ট্রেঞ্জ! এ কী করে হয়?'

আমি বললাম, 'কী করে হয় বা হল তা তো সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে অনুমান একটা করা যেতে পারে। এই মহারাষ্ট্রীয় যুবক নিশ্চয়ই কোনও সময়ে সোনার লোভে অথবা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় এখানে এসে পড়ে। পরে যেভাবেই হোক, এখানকার প্রকৃতির নিয়মে অথবা খেয়ালে ওর শরীরের পরিবর্তন হতে থাকে। এমনও হতে পারে দিনের বেলা ও স্বাভাবিক থাকলেও সন্ধের পর রাতের অন্ধকারে ওর হর্মোনই চেঞ্জ হয়ে ওকে দানবে রূপান্তরিত করে। তখনই হিংস্র হয়ে ওঠে ও। পাছে ওর স্বর্ণভাণ্ডারে কেউ এসে ভাগ বসায় তাই ও খুন করে রুদ্রর জেঠুমণিকে। পরে আমাদের উপস্থিতিও টের পেয়ে ভয় দেখায় আমাদের।'

রোজা আর কিষণ বলল, 'সে যাই করুক আর কোনও উপদ্রব হবে না ওর দ্বারা। আমরা যাকে পাহাড়ের দেবতা ভাবতাম সে যে একটা দানব বা

BanglaBook.org

সামান্যজন তা কে জানত?' বলে সেই মরদেহটা একটু দূরে নিয়ে গিয়ে পাশের খাদে ফেলে দিল।

এরপর আমরা সেই গুহায় ফিরে এলাম।

রোজা কোথা থেকে একটা হরিণ শিকার করে এনে সেটাকে ঝলসাতে বসল। দুলারি তদারক করতে লাগল ওদের কাজের।

আর কুর্চি? সে সমানে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল একটা পাথরের ওপর। জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল এই পাহাড়িয়া কুর্চিটা শুধুই মেয়ে নয় যেন আগুনের একটা ফুলকি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পৈহারগিরি ভয়ংকর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কোতনি সুনার পৈহারে ব্লক। একটা মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। লাইন মেরামতির কাজ শেষ হলেও নতুন তৈরি ওভারব্রিজটা ড্যামেজ হয়েছে। অতএব দায়িত্ব বাড়ল আমাদের। টেনগনমডার আরণ্যক পরিবেশ ছেড়ে এতদূরে আসতে কেউই রাজি হচ্ছিল না। আমিও রাজি ছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ করেই এ এস এম-এর প্রমোশন দিয়ে ওই দূর দেশে আমাকে যেতে বাধ্য করা হল। আমিও অফারটা বলতে গেলে লুফেই নিলাম।

অনেক পাহাড় পর্বত বন জঙ্গলের দেশে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও কোতনি সুনারে যেতে আপত্তি অনেকেরই। তার একটাই মাত্র কারণ কোতনি সুনার আতঙ্কময়। ইতিমধ্যে ওখানে কাজ করতে গিয়ে এক বছরের মধ্যে দু'-দুজন খালাসির রহস্যময় মৃত্যু হয়েছে। সারাদিনের কাজকর্মের পর রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁবুতে শুয়েছে, সকালে কাজের সময় পার হয়ে গেলেও আর ওঠেনি। অনেক ডেকেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন বোঝাই গেল এ ঘুম আর ভাঙবে না। যেমন তেমন মৃত্যু তো নয় ঘুমন্ত মানুষটির শরীর থেকে শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত কোনও কিছুতে যেন শুষে নিয়েছে।

প্রথমে একজন। তারপরে আরও একজন। প্রথমজনের মৃত্যুর পর পালা করে রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সবার নজর এড়িয়ে দ্বিতীয়জনের মৃত্যুর ফলে এটা যে কোনও প্রেত বা পিশাচের কাজ এই ধারণা বদ্ধমূল হল সবার মনেই।

প্রমোশনের চিঠি পাওয়ার পর বি আর আই সুব্বা রাও আমাকে বললেন, 'এত অল্প বয়সে সম্মানজনক একটা পোস্ট যে আপনি পেলেন এটা আপনার ভাগ্যজোর বলতে হবে। তবে ওই জায়গায় বেশিদিন আপনাকে থাকতে হবে না। পরে অন্যত্র বদলির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সামনের মাসে ওখানকার স্টেশন মাস্টার রিটায়ার হয়ে যাচ্ছেন। ততদিন আপনি এইসব লেবারদের নিয়ে ওখানে কাজের তদারক করুন। পোস্টিং নেবার জন্য আর নতুন করে যেতে হবে না আপনাকে।'

BanglaBook.org

সুব্বা রাওয়ের কথামতো আমি আমার গ্যাং নিয়ে পৌঁছোলাম কোতনি সুনারে। তখন সন্ধে হতে খুব বেশি দেরি নেই। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে ছোট্ট স্টেশন। আশপাশে কোনও ঘর বা গ্রামের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তবুও কাদের জন্য যে স্টেশনটি করা হয়েছে তা কে জানে? একটিই মাত্র ঘর রয়েছে স্টেশনে। সেটিই অফিস, সেটিই টিকিট কাউন্টার, সেটিই সব। স্টেশনমাস্টারও সেখানেই থাকেন। উনি বিদায় হলে আমাকেও থাকতে হবে। সবকিছু দেখে চোখে যেন জল এল। আমার সঙ্গে যেসব গ্যাংম্যানরা এসেছিল তারাও বিষণ্ণ মনে আশ্রয়ের জন্য তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লোকালয় বর্জিত এই জায়গায় কী করে যে কাটাবে কয়েকটা দিন সেই চিন্তাই পেয়ে বসল সকলকে।

এখানকার স্টেশনমাস্টার ঘনশ্যাম চৌবেজি অত্যন্ত ভাল মানুষ। উনি আমার অসহায় অবস্থা দেখে বললেন, 'খুব বাজে জায়গা তাই না? তবে একটা কথা, আপনি কিন্তু ওইসব লেবারদের সঙ্গে তাঁবুতে থাকবেন না। আপনি আমার ঘরেই শোবেন। আমি চলে গেলে ওখানেই তো থাকতে হবে আপনাকে।'

আমি বললাম, 'তা হবে। তবে এখনও তো একমাস চাকরি আছে আপনার।'

'কে বললে? আঙুল গুনে কয়েকটা দিন। আমি চলে গেলে এখানে স্টেশন মাস্টারের বদলে এ এস এম থাকবে। অর্থাৎ আপনি। ফাঁকা জায়গা বলে এখানে শীত একটু বেশি। আমি একটা ক্যাম্পখাট আনিয়েছি। তাতে তো দু'জনকে ধরবে না। আপনাকে মেঝেয় চটের বস্তা ফেলে শোবার ব্যবস্থা করে দেব। তবে কিনা এখানে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট খুব। পকেট ভরতি টাকা থাকলেও ভালমন্দ কিছুই খেতে পাবেন না।'

আমি বললাম, 'ভাল না হোক মন্দ কিছুও তো পাব না। জনবসতিই তো নেই এখানে।'

মি. চৌবে বললেন, 'ওই যে দূরের পাহাড়টা দেখছেন—।'

তাকিয়ে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে খেতি জমির লাগোয়া একটা ডলফিনাকৃতি বড় পাহাড় অনেকটা জায়গা নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে। পাহাড়টি ন্যাড়া। সেখানে কোনও গাছ-গাছালির চিহ্নমাত্র নেই। স্টেশন থেকে কম করেও দু'-আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে তার অবস্থিতি।

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'দেখলাম, ন্যাড়া পাহাড় একটা।'

'ওখানেই গ্রাম। প্রয়োজনীয় সবকিছুই অল্পস্বল্প ওখানে পাবেন। সপ্তাহে দু'দিন হাটও বসে। হরিরামকে বললে সে-ই সবকিছু নিয়ে আসবে।'

'হরিরাম কে?'

'এখানকার স্টাফ। খালাসির পোস্টে আছে। আমার দোকান বাজার সবকিছু সে-ই করে দেয়।'

একটু পরেই হরিরাম এল। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্তর কেনার জন্য দূরের গ্রামে গিয়েছিল সে।

চৌবেজি বললেন, 'এই দাদাবাবু আমার জায়গায় এসেছেন। এখন থেকে ইনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ওঁর শোবার জন্য চটের বস্তা ইত্যাদি যা আছে তাই দিয়ে একটা গদি বানিয়ে দে। আর রাতের খাওয়ার জন্য ডাল রুটি বানা।'

হরিরাম আমাকে সেলাম ঠুকে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'চায় পিয়োগে বাবুজি?'

আমিও হাসির বিনিময় করে বললাম, 'হলে মন্দ হয় না।'

চৌবেজি হরিরামকে বললেন, 'বাবুজি কী রে! স্যার বলবি ওনাকে। উনি নতুন স্টেশনমাস্টার।'

আমি বললাম, 'না না। স্যার নয়, বাবুজিই বলুক। দাদাজিও বলতে পারে।'

হরিরাম তখনই চা বানাতে চলে গেল। একটিই মাত্র ঘর। সেখানেই খাওয়া দাওয়া, শোয়া বসা, টিকিট কাউন্টার, সব।

হরিরাম চা করলে চা খেয়ে আমি লেবারদের কাছে এলাম। এখনও আমি ওদের ইনচার্জ। অতএব ওদের দেখভাল করতেই হবে। ওরা ততক্ষণে অভ্যস্ত হাতে তাঁবু খাটানোর কাজ শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। দু'-একজন রান্নার আয়োজন করছে। সরঞ্জাম সবকিছু নিয়েই এসেছি আমরা। চাল ডাল আলু পেঁয়াজ আটা সবই আনা হয়েছে। আমি ওদের বললাম, 'আজ আমি স্টেশনমাস্টারের অতিথি। তোমরা যেন আমার জন্য কিছু কোরো না।'

লেবাররা বলল, 'শুধু আজ কেন, যে ক'দিন থাকব আমরা আপনি ওঁর ওখানেই ব্যবস্থা করে নিন।'

'দেখি কী করা যায়।'

BanglaBook.org

এখন চৈত্রের শুরু। তবুও বেশ শীত শীত ভাব আছে। রাতে নাকি আরও বেশি ঠান্ডা পড়বে। তা পড়ুক, গরমের চেয়ে শীত ভাল।

আমি ছোট্ট স্টেশনের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়ালাম। হেলে যাওয়া সরু ওভারব্রিজটার অবস্থা দেখলাম। খুব একটা বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। এ কাজের জন্য অতদূর থেকে আমাদের টেনে নিয়ে আসার দরকার ছিল না। তবে স্ক্র্যাপিং এবং পেন্টিং-এর প্রয়োজন আছে। চারদিক ঘুরে দেখতে দেখতে প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্ট হওয়া সেই ডলফিন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এমন সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন চৌবেজি। বললেন, 'খুব বোর লাগছে তাই না?'

'তা তো লাগবেই। যেখানে জনবসতি নেই সেখানে কি মন টেকে? এ যেন এক মহাশ্মশান। এখানে রক্তচোষা ডাইনরা থাকবে না তো থাকবে কারা?'

চৌবেজি হাসলেন। বললেন, 'প্রথম প্রথম আমারও খুব খারাপ লাগত। পরে সব সয়ে গেছে।'

'আপনি কতদিন আছেন এখানে?'

'এই স্টেশন তৈরি হওয়ার পর থেকেই আছি।'

'আচ্ছা যে দু'জন কর্মচারী মারা গেল এখানে তাদের মৃত্যুটা ঠিক কীভাবে হল বোঝা গেল কিছু?'

'না। ওই রহস্যের কিনারা আজও হয়নি। রাতে ঘুমিয়েছে সকালে আর ওঠেনি। শরীরের সবটুকু রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে। সকলেরই ধারণা কোনও অপদেবতা বা ডাইনের প্রকোপে পড়েছে ওরা।'

'আপনার কী ধারণা?'

'আমার কোনও ধারণা নেই। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। আবার চোখের সামনে ওই মর্মান্তিক মৃত্যুকেও অবিশ্বাস করতে পারি না।'

'ওইসব দেখে শুনে আপনার ভয় করে না?'

'করে বই কী। কিন্তু কী আর করব বলুন? চাকরি ছেড়ে তো পালাতে পারি না। তবে হরিরাম আর আমি ঘরের মধ্যে থাকি বলেই বোধহয় নিরাপদে আছি। কোনও ভূত প্রেত বা ডাইনি ভেতরে ঢোকার সাহস পায় না। যা কিছু হয় সবই খোলা জায়গায় তাঁবুর ভেতরে। সেজন্যই আপনাকে আমি

BanglaBook.org

তাঁবুতে থাকতে বারণ করছি। দু'দিন পরে এটাই তো আপনার ঘর হবে। তাই এখানেই থাকুন পাকাপাকিভাবে। নিরাপদে থাকবেন।'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু এসব শুনে খুব ভয় করছে।'

চৌবেজি হেসে বললেন, 'ভয় করলেই ভয়। আমি আছি কী করে? হরিরামও বহাল তবিয়তে আছে।'

সে রাতে গরম ডাল রুটি খেয়ে অনেক গল্পগুজবের পর আরামে ঘুমোলাম। না, কোনও রক্তচোষা আমার রক্ত শুষে নিতে আসেনি। এমনকী টেনগনমডার মতো মশার উপদ্রবও এখানে একেবারেই নেই।

পরদিন সকাল থেকেই স্টেশন চত্বরটা জমজম করে উঠল। কোন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে কত যে দেহাতি লোক এল তা কে জানে? নাগপুরগামী একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসতেই সব ফাঁকা হয়ে গেল।

ট্রেন থেকে নামলও কয়েকজন। নেমেই তারা ডলফিন পাহাড়ের দিকে হাঁটা শুরু করল। রয়ে গেল শুধু দু'জন। চঞ্চলা নদীর মতো উচ্ছল দুটি মেয়ে। চোদ্দো থেকে পনেরোর মধ্যে বয়স। মাজা কালো গায়ের রং। একটু তামাটে ভাবও আছে। আজানুলম্বিত বেণি। হরিণীর মতো টানা টানা চোখ। আর রমণীয় সৌন্দর্যে ভরা মুখ। কালো রূপে যে এত আলো থাকতে পারে তা এদের না দেখলে বোঝা যাবে না। ওরা দু'জনে স্টেশনের কলে আকণ্ঠ পুরে জল খেল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে স্টেশনরুমের কাছে আসতেই চৌবেজি বললেন, 'আজও তোরা টিকিট কাটিসনি তো?'

মেয়ে দুটি হেসে গড়িয়ে পড়ল।

চৌবেজি বললেন, 'এই দেখ, নতুন ছোকরাবাবু এসেছেন। টিকিট না কাটলে জেলে পাঠিয়ে দেবে।'

ওরা তাতে মোটেই ভয় পেল না। ওদেরই মধ্যে থেকে একটু বড় মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ বাবুজি, তুমি আমাদের জেলে পাঠাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'শুধু শুধু জেলে পাঠাব কেন? টিকিট না কাটলে ফাইন করব। সেই টাকা দিতে না পারলে তবেই জেলে পাঠাব।'

মেয়েটি এবার আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমাদের জেলে পাঠাতে তোমার মন কেমন করবে না?'

BanglaBook.org

ওর কথায় হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'করবে। তবু—।'

মেয়েটি তার মোহিনী মায়ায় আমাকে আচ্ছন্ন করে বলল, 'তুমি খুব সুন্দর দেখতে বাবুজি। তোমার মনও সুন্দর। আমরা তো বুনো পাহাড়ি মেয়ে। তবু জানি তুমি আমাদের কখনও টিকিট দেখতে চাইবে না।'

কী সহজ সরল চিন্তাধারা ওদের। আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিত হয়ে গেলাম।

চৌবেজি বললেন, 'তোরা মিষ্টি মিষ্টি কথায় বেশ মন ভোলাতে পারিস তো? তা এত সকালে এলি, গিয়েছিলি কোথায়?'

'জয়রাম নগরে গিয়েছিলাম।' বলে সঙ্গী মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, 'এই তুরার দাদিমার তবিয়ত খুব খারাপ, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'তোমরা থাকো কোথায়?'

'পৈহারে। ও-ই যে দূরের পাহাড়টা দেখছ ওইখানেই থাকি আমরা। তুমি যাবে বাবুজি আমাদের গ্রামে?'

'যাব। তবে এখন তো নয়। সময় হলেই যাব।'

ওরা চলে গেল। যাবার সময় মেয়েটি দূর থেকে হেঁকে বলল, 'আমার নাম মধু আছে বাবুজি, মধু।'

আমি মনে মনে বললাম তোমার নাম কেন, হাসিতেও মধু, কথাও মধুময়। আর চেহারাও অনন্ত মাধুর্যে ভরা।

ওরা চলে যাবার পর একটা মেল পাস করল। তারপর আপ ডাউনে কখনও মালগাড়ি, কখনও মেল এক্সপ্রেস। প্যাসেঞ্জার ট্রেন নেই বললেই চলে। মেল এক্সপ্রেসও থামে না।

হরিরাম চা বিস্কুট দিয়ে গেল আমাকে।

আমি তাই খেয়ে লেবারদের কাছে এলাম। সেখানেও আর একপ্রস্থ চা হল। তারপর সবাই মিলে কাজের জায়গায় এসে দেখতে লাগলাম ওভার ব্রিজের অবস্থাটা। একটা অংশ একটু বেশিরকম হেলে পড়েছে। ওটাকে সোজা করতে আরও লোকজন এবং বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির দরকার। সেইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে আজ দুপুরের মধ্যেই নাগপুর থেকে একটা টিম এসে পড়বে। ঠিকমতো কাজ হলে দু'দিনেই শেষ। তারপর সামান্য স্ক্র্যাপিং করে পেন্টিং করতে হবে।

আজ আমার আর বিশেষ কোনও কাজ নেই। যা কিছু কাজ তা লেবাররাই

BanglaBook.org

বুঝে নেবে। এখন আমাকে চৌবেজির সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটাতে হবে। আমি যখন অকারণে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছি তখনই লাল সিং নামে একজন লেবার এসে বলল, 'এখন তো আমাদের কোনও কাজের চাপ নেই। তা চলুন না ওই পাহাড়ের দিক থেকে ঘুরে আসি। অমনি হাট বাজার কোথায় কী আছে না আছে তাও দেখে আসা যাবে। তা ছাড়া আমাদের কাছে রসদও যা আছে তাতে খুবজোর কালকের দিনটা চলে যাবে। পরের দিনগুলোর জন্যও তো কিছু কেনাকাটার দরকার।'

আমি বললাম, 'তা অবশ্য মন্দ বলোনি। এখানে চুপচাপ বসে থেকেই বা কী করব? চলো ঘুরে আসা যাক।'

আমি লাল সিংকে দুটো ব্যাগ, টাকাপয়সা যা নেবার সব নিয়ে আসতে বলে চৌবেজির কাছে এলাম। উনি তখন একমনে কী সব পেপার ওয়ার্ক করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'এসেছেন ভালই হয়েছে। কতকগুলো পেপার ওয়ার্কসের কাজ আপনাকে দেখিয়ে দেব। খুব সামান্য কাজ। তা বলছিলাম কী আপনি যখন পোস্টিং নিতে এসেই গেছেন তখন আগেভাগেই আপনাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই।'

আমি বিনীতভাবেই বললাম, 'বলুন না কীসের দায়িত্ব নিতে হবে?'

'আপনি যদি দু'-একটা দিন একটু ম্যানেজ করে নিতে পারেন তা হলে আজ সন্ধের ট্রেনে আমি একবার আকোলায় যেতাম। দু'দিন। তিনদিনের দিন আমি ফিরে আসব। এখানকার ট্রেন আসা-যাওয়ার সময় হরিরাম সব জানে। রাত্রি-দিন দুটোই ও সামলে নিতে পারবে।'

'বেশ তো আপনি যান। আমার দিক থেকে কোনও অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কয়েকদিন বাদে এই কাজই তো আমায় করতে হবে। তাই হাতেখড়িটা আগেই হয়ে যাক।'

বলে ওনাকে বললাম পাহাড়ে যাবার কথা।

শুনে বেজায় খুশি হয়ে বললেন, 'যান না ঘুরে আসুন। দু'-একজন লেবারকেও সঙ্গে নিয়ে যান। ওদেরও কিছু কেনাকাটার দরকার।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই আরও যাওয়া।'

এরপর লাল সিং এলে ওকে নিয়ে রওনা হলাম সেই ডলফিন পাহাড়ের দিকে। দারুণ সুন্দর পাহাড়। পাথরও বেশ রংচঙে। তবে একদম ন্যাড়া। কোথাও কোনও গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। আমরা ফসল ওঠা আবাদি

BanglaBook.org

অনাবাদি জমির মাঝখান দিয়ে মোরাম বিছানো পথ ধরে সেই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর সেই রুক্ষ পর্বতটা আমাদের আরও কাছে এল। চটান পাথরের জন্য পাহাড়ে কোনও গাছপালা না থাকলেও পাহাড়ের পাদদেশে যে গ্রাম সেটি বেশ লতায় পাতায় ছাওয়া। অজস্র পলাশ ফুলে ভরে আছে চারদিক।

সেই পলাশ বনতলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ি গাঁও দেহাতে খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় পাহাড়ের কোলে বৃহৎ একটি বটগাছের নীচে বজরঙ্গবলী হনুমানজির মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। সেখানে লোকজনও রয়েছে কিছু। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে এখানে। দু'-একটি দোকানপত্তরও আছে।

আমরা রেলবাবু জেনে সবাই বেশ সমীহ করতে লাগল আমাদের।

লাল সিং ওর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই পাহাড়ের আশপাশে নাকি অনেক গ্রাম ও মানুষের বসতি আছে। আগে সবাই সওদা করতে জয়রামনগরে যেত। এখন কোতনি সুনারে স্টেশন হওয়ায় গ্রামের লোকেদের কষ্ট দূর হয়েছে। এখানেই সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে বলে অতদূরে কাউকে আর যেতে হয় না।

চাল ডাল আটা তেল নুন মশলা সবকিছু বেশি পরিমাণে নেওয়া হলে ওখানকারই একজন লোক মালগুলো ঝাঁকায় চাপিয়ে দু'টাকার বিনিময়ে সেগুলো পৌঁছে দিতে রাজি হল।

লাল সিং ঝাঁকাওয়ালার সঙ্গে বিদায় নিলে আমি পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে গ্রামের আরও ভেতর দিকে এগিয়ে চললাম। গ্রাম দেখার চেয়েও আমার চোখদুটো কিন্তু সেই দু'জনকে খুঁজতে লাগল। সেই দুই চঞ্চল কিশোরী। তুরা আর মধু। প্রথম দেখাতেই ওদের সরলতা দিয়ে আমার মনকে এমনভাবে জয় করে নিয়েছে ওরা যে ক্ষণ অদর্শনও আমার কাছে এখন অসহ্য মনে হচ্ছে। বিশেষ করে মধুর মাধুরিমা অনন্ত। তুরা কম কথা বলে। তবে মিষ্টি হাসির জাদুতে যা কিছু বলার তা প্রকাশ করে দেয়।

গ্রামের মানুষজন কেউ কেউ নবাগত আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। কেউ শুধুই হাসির বিনিময় করল। এইভাবে যেতে যেতে একসময় বড় একটি তালাওয়ের ধারে এসে উপস্থিত হলাম আমি। সেখানে কত কত মেয়ে পুরুষ স্নান করছে। শিশুরা খেলা করছে মায়ের আঁচল ধরে। কিন্তু ওদের দু'জনের একজনও নেই। একবার ভাবলাম কাউকে জিজ্ঞেস করি ওদের কথা। আবার

BanglaBook.org

ভাবলাম সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। লোকে আমার ভাবাবেগ তো বুঝবে না অন্যরকম ভাববে। তাই আর বেশি না এগিয়ে সেই রঙিন পাথরের পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আমাকে ওইভাবে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অল্পবয়সি এক যুবক এগিয়ে এসে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'ক্যা দিখতা হ্যায় দাদাজি।'

বললাম, 'তোমাদের এই পাহাড়টাকে দেখছি। কী সুন্দর! এর ওপরে ওঠা যায় না?'

'হাঁ হাঁ। কিঁউ নেই? কোই যাতে নেহি উপর।'

'এই পাহাড়ের ওপারে গ্রাম আছে?'

'হ্যায়। লেকিন জায়দা নেহি, পুরা জঙ্গল। তা দাদাজি আপ কৌন কামকে লিয়ে আয়া ইধার?'

আমি পরিচয় দিয়ে বললাম, 'কিছু কেনাকাটা করতে এসেছিলাম। অমনি তোমাদের গ্রামটাও দেখে গেলাম। ভারী সুন্দর। ভাবছি সময় পেলেই একবার করে আসব এদিকে।'

'তব তো বড়ি খুশি কি বাত। আপ রোজ আইয়ে না ইধার। গাঁওবালেকো আচ্ছা লাগে গা।'

আমি 'আসব' কথা দিয়ে ফিরে এলাম।

অনেকটা সময় সেখানে কাটিয়ে স্টেশনে যখন ফিরলাম তখন চৌবেজি হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'ইউ আর ভেরি লাকি।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'আপনার পোস্টিং অন্য জায়গায় হয়ে গেছে।'

'কোথায়?'

'মনোহরপুরে। এই নিন আপনার চিঠি। তবে এখন কদিন আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।'

মনোহরপুর, সরাইকেলা, জরাইকেলা সবই আমার অতি পরিচিত জায়গা। আমার গ্যাং নিয়ে অনেকবার ওইসব জায়গায় গিয়ে কাজ করে এসেছি। তাই আনন্দের আর অবধি রইল না আমার। কে যে নেপথ্যে থেকে এমন উপকারটি করলেন তা কে জানে? এখানে আসছেন মি. সাহানি নামে একজন। এবং স্টেশনমাস্টার হয়েই। এই ভয়ংকর নির্জনে এবং আতঙ্কময় পরিবেশে আমাকে থাকতে হবে মাত্র পনেরো দিন।

BanglaBook.org

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছি, নাগপুর থেকে অনেক লোকজন বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি সহ এসে হাজির হল। ওদের দেখে আমাদের লেবাররাও এগিয়ে গেল সহযোগিতা করতে। কাল সকাল থেকেই শুরু হবে কাজ। পরপর আরও দুটো বড় বড় তাঁবু পড়ল লেবারদের।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এল। আমি চৌবেজিকে বললাম, 'আপনি যাওয়ার ব্যাপারে কী ঠিক করলেন?'

চৌবেজি ম্লানমুখে বললেন, 'ভাবছি কী করব। এই অবস্থায় আমার কি যাওয়াটা ঠিক হবে? অথচ খুবই একটা জরুরি কাজ ছিল বাড়িতে।'

'মন করেছেন যখন চলে যান। আমাকে কী করতে হবে একটু বুঝিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারব।'

'কোনও পেপার ওয়ার্কস করতে হবে না আপনাকে। বাকি কাজ যা তা হরিরামই সামলে নিতে পারবে। কোনও কিছু অসুবিধা হলে ও জানাবে আপনাকে। আপনি সেইমতো কাজ করে দেবেন।'

সন্ধের ট্রেনে চৌবেজি বিদায় নিলেন। ঠিক হল কালকের দিনটা উনি থাকবেন। পরশুই ফিরে আসবেন আবার। যাবার আগে কয়েকটা বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে ডাল রুটি খেয়ে চৌবেজির ক্যাম্পখাটেই শয্যাগ্রহণ করলাম। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম হরিরামের সঙ্গে। আমার পোস্টিং বদল হওয়ার চিঠিটা চৌবেজির হাতে কে দিয়ে গেল তা কে জানে? এ ব্যাপারে আমার কোনও জানার আগ্রহ নেই। তবে এই দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মতো প্রান্তরে যে দিনের পর দিন থাকতে হবে না এটাই আমার কাছে স্বস্তির ব্যাপার।

খুব ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন শয্যাত্যাগ করে সারা গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরোলাম। হরিরাম আমার আগেই ঘুম থেকে উঠে ট্রেন পাস করানোর জন্য পাখা হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মে। দেখে অত্যন্ত ভাল লাগল। সারাটা দিনে রাতে ওকে ঘুমোতে দেখলাম কই? শুধু কাজ আর কাজ। অথচ ভারতীয় রেলের কাছে এদের প্রাপ্য কতটুকুই বা? তাই রেল নয়, আমার মতে হরিরামের মতো কর্মচারীরাই আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

একটা মালগাড়ি ঝমঝম শব্দে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেলে হরিরাম বলল, 'বৈঠিয়ে বাবুজি। হাম চায় লেকে আতে।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'এইসময় চা একটু পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু কাল সন্ধে থেকে আমি তো সমানে তোমাদের খেয়ে যাচ্ছি।'

হরিরাম বলল, 'অ্যায়সা মাৎ বোল না বাবুজি।' তারপর বলল, 'আপনি এখানে থাকবেন শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। এখন শুনছি আপনার পোস্টিং মনোহরপুরে হয়েছে। সবই শিউজি কি কিরপা।'

হরিরাম চলে গেল। সেই অবসরে আমি স্টেশনের কলে ব্রাশ করে মুখ চোখ ধুয়ে নিলাম।

একটু পরে চা এল। সঙ্গে বিস্কুটও। আমি চা খেতে খেতে কত কথাই না ভাবতে লাগলাম। এমন সুন্দর ভোর অথচ কোথাও একটা পাখির ডাক নেই। পাখিই বা আসবে কোথা থেকে? গাছপালাই তো নেই।

চা খেয়ে যখন হেলে পড়া ওভারব্রিজটার দিকে তাকিয়ে আনমনে রয়েছি ঠিক তখনই আমার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হল। একগাদা বেলফুল কে যেন ছড়িয়ে দিল আমার মাথায়। পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি মধু আর তুরা। ওদের হাতে অনেক বেল ও রজনীগন্ধা। এত ফুল ওরা কী করবে তা কে জানে? কাঁধের ঝোলাতেও ফুল।

ফুল নিয়ে যাই করুক ওরা ওদের দেখা পেয়ে আমার আনন্দের আর শেষ রইল না। দু'জনের হাসির ঝরনাধারায় মন আমার সিক্ত হয়ে গেল। বললাম, 'এত সকালে তোমরা? কোথাও যেন যাবে বলে মনে হচ্ছে?'

মধু বলল, 'হ্যাঁ বাবুজি। পাশের স্টেশনে যাব। এগুলো দিয়ে আসতে।'

'তোমরা বুঝি ফুল বিক্রি করো?'

'হ্যাঁ বাবুজি, আমার দাদা কুন্দন ফুলের চাষ করে। তুরাদেরও বাগান আছে। সব ফুল ঝরে যায়। তাই পরের স্টেশনে গিয়ে বিক্রি করে দিই।'

'এইসব ফুল বেচে কত টাকা পাবে তোমরা?'

'দশ টাকা।'

'তা হলে আজ আর তোমাদের কষ্ট করে কোথাও যেতে হবে না। সব ফুল কিনে নেব আমি। এগুলো দিয়ে স্টেশনটাকে একটা পারো সাজিয়ে দাও।'

মধু বলল, 'বাবুজি!'

তুরা ওর মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'যা বলছি তাই করো।'

মধু বলল, 'সব ফুল তুমি নিয়ে নাও বাবুজি। তোমাকে টাকা দিতে হবে না।'

BanglaBook.org

আমি আদরের সুরে বললাম, 'তাই কি হয়? তবে একদিনই। রোজ তো নয়।'

'আমরা তো রোজ আসি না বাবুজি।'

'কেন আসো না?'

'এত ফুল তো রোজ হয় না।'

'না হোক। আজ আমি সব ফুল কিনে নেব। কাল তোমাদের গ্রামে গিয়ে দু'জনের একজনকেও দেখতে না পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাদের সঙ্গে নিয়েই গ্রামে যাব। আমাকে ওই পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাবে তোমরা?'

এই প্রথম কথা বলল তুরা। বলল, 'আপনার বহুত তখলিফ হয়ে যাবে বাবুজি। খুব কষ্ট হবে।'

'হোক। তোমরা দু'জনে পাশে থাকলে সব কষ্টকেই আমি জয় করে নেব।'

ওরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল? ডাউন ট্রেন এল। ওরা উঠল না। ফুলগুলো নিয়ে ইচ্ছামতো সাজাতে লাগল চারদিকে।

সাজানো শেষ হলে আমি জোর করে মধুর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিলাম।

ও বলল, 'আমাদের গ্রামে চলো না বাবুজি! তোমাকে অনেক কিছু খাওয়াব। পাহাড়ে ওঠাব। ওর পিছনে যে বড় পাহাড় সেখানে নিয়ে যাব। জঙ্গলে হরিণ দেখাব।'

'আমি ওই বড় পাহাড়েও উঠব।'

বড় পাহাড়ের নামে আঁতকে উঠল দু'জনেই।

মধু বলল, 'ওখানে ডাকু আছে বাবুজি। ডাইন আছে। রক্তচোষা আছে। মানুষ দেখলে ওরা শেষ করে দেয়। আমরা কেউ ওই বড় পাহাড়ে যাই না।'

'তা যদি না যাও তা হলে কী করে বুঝলে ওখানে ডাকু আছে ডাইন আছে রক্তচোষা আছে?'

'আমরা সব জানি বাবুজি। তুরার বাবা ওই বড় পাহাড়ে গিয়ে আর ফেরেনি। তিনদিন পরে তার দেহটা পাওয়া গিয়েছিল। শরীরের সব রক্ত তখন শুষে নিয়েছে ওরা। সেই থেকে কত দুঃখে দিন কাটে ওদের।'

আমি বললাম, 'তোমাদের গ্রামে কারও কাছে বন্দুক আছে?'

BanglaBook.org

'না বাবুজি। বন্দুক আমরা রাখি না।'

'কেন রাখো না? ডাকাত ডাইনের উপদ্রব যেখানে সেখানে তো ওইসব রাখতেই হবে। না হলে যখন তখনই ওরা এসে হামলা করবে গ্রামবাসীদের ওপর।'

তুরা বলল, 'না বাবুজি। ওরা আমাদের চেয়েও বুনো। তবে গ্রামে কোনও উপদ্রব করে না। কিন্তু ভুল করেও কেউ ওদের এলাকায় ঢুকে পড়লে তার আর নিস্তার নেই।'

আমি বললাম, 'তা যদি হয় তা হলে তোমার বাবা জেনে শুনে কেন ওখানে গিয়েছিল?'

'তা তো জানি না। মনে হয় জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল ওদের এলাকায়।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। ওদের এলাকায় ঢুকে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। এক্ষেত্রে একজন মানুষ খুন হতে পারে। কিন্তু তার শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নেয় কারা? আমাদের দু'জন শ্রমিক যারা ভুলেও ওই বড় পাহাড়ে যায়নি তারাই বা রক্তচোষার খপ্পরে পড়ে কী করে? সবচেয়ে বড় কথা এই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁবুর ভেতরে।'

মধু বলল, 'ওরা অশরীরী।'

আমি বললাম, 'এই রহস্যের জট আমি খুলবই। সেই অশরীরী কীভাবে এসে মানুষের রক্তপান করে তা আমাকে জানতেই হবে।'

যাই হোক, এখন কাজের সময়। লেবারদের কাজের জায়গায় পাঠিয়ে আমি হরিরামকে জানিয়ে মধু ও তুরার সঙ্গে পৈহারের গ্রামে এলাম। সেই পলাশবনের ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ যাওয়ার পর তালাওটা ডানদিকে রেখে বাঁদিকের পথ ধরলাম। কাল এ পথে আমি আসিনি। ওদিকে মহুয়াবন খুব ঘন। আর সেই বনেরই এক প্রান্তে কয়েকঘর মানুষের বসতি। মধু ও তুরারা সেখানেই বাস করে পাতার কুটিরে। মধুর বাবা মা কেউ নেই। দাদা আছে। তুরার বাবা নেই মা আছে। দু'জনেরই ঘরের সংলগ্ন বাগানে ফুলের চাষ।

মধুর দাদা কুন্দনকে আমি গতকাল দেখেছি। তাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম পাহাড়ে ওঠার কথা। এখন আমাকে দেখেই হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'বাবুজি পাহাড়ে উঠবেন বুঝি?'

BanglaBook.org

আমি হেসে বললাম, 'তেমনই ইচ্ছে আছে।'

কুন্দন এবার মধু ও তুরার দিকে তাকালে মধু বলল, 'বাবুজি আমাদের সব ফুল কিনে নিয়েছে।'

'সব? লেকিন কিঁউ?'

আমি বললাম, 'ওরা ওই ক'টা টাকার জন্যে ফুল নিয়ে চলে গেলে সন্ধের আগে ফিরত না। অথচ আমার খুব ইচ্ছে এখানকার এই সুন্দর পাহাড়ের ওপর ওঠার।'

কুন্দন হেসে বলল, 'যা বাবুজিকে পাহাড়ে নিয়ে যা।' বলে নিজের কাজে চলে গেল।

আমি মধুদের দাওয়ায় এসে বসলে তুরা ও মধু দু'জনে মিলে ঘন বেলের শরবত করে খাওয়াল আমাকে। এখানে পলাশ ও মহুয়ার সঙ্গে বেলবনও আছে অনেক। আর কী বড় বড় বেল। সচরাচর যা বাজারে দেখা যায় না।

বেলের শরবতটা খেতে শরীরে যেন অসুরের শক্তি এল।

এরপর মধু বলল, 'এবার চলো বাবুজি পাহাড়ে যাই।'

আমি তো যাবার জন্যই এসেছি। তাই বলামাত্রই উঠে দাঁড়ালাম। তুরা মধু দু'জনেই চলল আমার সঙ্গে। পলাশবনের ভেতর দিয়েই পাহাড়ে ওঠার পথ। সেই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে খানিকটা ওপরে ওঠার পরই বুঝলাম বৃথা চেষ্টা। আর কোনও পথই নেই। এবার পথ নিজেদেরই আবিষ্কার করে যেতে হবে। এক একটি বড় বড় পাথরের চাঁই বেয়ে উঠতে হবে ওপরে। পা হড়কে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে এখানে। তবু এই পর্বতারোহণ থেকে আমি পিছু হটলাম না। এ ব্যাপারে মধু আর তুরা আমাকে খুব সাহায্য করতে লাগল। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর গায়ের ঘাম ঝরিয়ে একসময় পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। ওপরে ওঠার পর মনে হল আমি যেন এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছি। ওপরটা সমতলের মতো। সেখান থেকে বহুদূরের দৃশ্য খুব ভালভাবে দেখা যায়। একদিকে কোতনি সুনার মধ্যে এই ডলফিন পাহাড়। অদূরে পৈহারগিরি।

মধু আর তুরা। ওরা দু'জনে আমার দুটি হাত ধরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় অনেকটা দূরে নিয়ে গেল। তারপর বেশ বড়সড় একটি মসৃণ পাথরের ওপর বসলাম আমরা।

মধু বলল, 'ওই যে দূরের বড় পাহাড়টা, ওই হল পৈহারগিরি। ওই পাহাড়ে

BanglaBook.org

অপদেবতারা থাকে। কেউ ওখানে গেলে তার শরীরের সবটুক রক্ত শুষে নিয়ে মেরে ফেলে তাকে।'

আমি বললাম, 'তা যদি হয় তা হলে তুমি আমাকে ওখানকার জঙ্গলে হরিণ দেখাতে নিয়ে যাবে বললে কেন?'

'জঙ্গলে তো আমরাও যাই। বিপদ পাহাড়ে উঠলে।'

'আমি জঙ্গলেও যাব। পাহাড়েও উঠব। ওই রক্তচোষাদের রক্তপিপাসা আমি বন্ধ করবই।'

মধু শিউরে উঠল, 'বাবুজি!'

আমি বললাম, 'ভয় কী! ভয় করলে এক এক করে সবাইকেই একদিন শেষ হয়ে যেতে হবে। ওই বড় পাহাড়ে যারা থাকে তারা নীচে নামে না?'

'হ্যাঁ, হাটবাজার করতে আসে।'

'তা হলে? ওরা যদি গ্রামে ঢোকে তা হলে আমরাই বা পাহাড়ে উঠব না কেন?'

'কিন্তু বাবুজি—!'

'কোনও কিন্তু নয়। শুধু একটা বন্দুক বা পিস্তল হাতে পাওয়ার অপেক্ষা। আমি তো যাবই। তোমরাও যাবে আমার সঙ্গে। অবশ্য তার আগে একদিন গিয়ে জঙ্গলের পথঘাট চিনে আসতে হবে।'

মধু বলল, 'আমার কসম বাবুজি, ওই কাজ তুমি করতে যাবে না। ওই পৈহারগিরি ভয়ংকর।'

আমি বললাম, 'আমারও কসম তুমি আমাকে বাধা দেবে না। শুধু তাই নয় আমার যাওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করবে।'

মধু আমার চোখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল।

তুরা মুখ নামিয়ে নিল।

আমি বললাম, 'তুরা, তুমি কি চাও না যে রক্তচোষারা তোমার বাবাকে নির্মমভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিল সেই রক্তচোষারা নিপাত যাক? আমি চাই। কেননা আমাদের দু'জন লেবারকেও রক্ত চুষে হত্যা করেছে ওরা। এ কাজ করতে গিয়ে যদি আমার জীবন বিপন্ন হয় তাতেও আমি পিছু হঠব না।'

তুরা বলল, 'রোদের তাপ বাড়ছে। এবার নীচে চলুন বাবুজি। আমাদের ঘরে আন্ডাকারি দিয়ে দু'মুঠো ভাত খেয়ে নেবেন।'

BanglaBook.org

আবার সেই বিপজ্জনক পথ বেয়ে নীচে নামা।

তুরা আমার একটা হাতে টান দিয়ে বলল, 'আসুন বাবুজি আমাদের ঘরে।'

মধুর এতে কোনও আপত্তি নেই দেখলাম। আমাকে হাসিমুখে ওর সঙ্গে যেতে বলল। ও-ও এল সঙ্গে। ওদের হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম আমি এই গ্রামে পদার্পণ মাত্রই আমার অজান্তে চমৎকার অতিথিসেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

এই পাহাড়তলির বুনো গাঁওদেহাতে কী চমৎকার আতিথেয়তা। তুরাদের বাড়িতে যাওয়ামাত্রই ওর মা চাটাই পেতে বসতে দিল। স্নানের জন্য সাবান গামছা এমনকী একটা শাড়িও দিল।

আমি শাড়িটা অবশ্য নিলাম না। দুটো গামছা নিয়েই সেই তালাওতে গিয়ে স্নানটা সেরে এলাম। তারপর মোটা চালের ভাত, পেঁয়াজ মুসুরির ডাল, আলু পেঁয়াজ ভাজা, ডিমের ওমলেট ও কারি খেলাম তৃপ্তি করে। শেষ পাতে ঘরে পাতা খাট্টা দই।

খাওয়াদাওয়ার পর অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে রওনা হলাম স্টেশনের দিকে। বেচারি হরিরাম রান্নাবান্না করে নিশ্চয়ই এতক্ষণে হানটান করছে আমার জন্যে। অথচ আমি নিরুপায়। দেহাতি মানুষগুলোর আমার প্রতি ভালবাসার এই অর্ঘ্য আমি গ্রহণ না করে কি পারি?

আমি যখন স্টেশনে ফিরলাম দুপুর তখন দুটো। হরিরাম সত্যিই হানটান করছিল আমার জন্য। আমি যেতে আশ্বস্ত হল। ওদিকে কাজও তখন পুরোদমে চলছে। হেলে যাওয়া ওভারব্রিজকে সোজা করা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেটা অনেকটা কবজায় এসেছে। বিকেল চারটে পর্যন্ত একটানা কাজ চলল। তারপর ইস্তফা দিয়ে জলখাবার করতে গেল সবাই।

আমি হরিরামকে বললাম, 'আমার যা খাবার তা রেখে দাও। রাতে খেয়ে নেব। আমি গ্রামেই অনেককিছু খেয়ে এসেছি।'

হরিরাম বলল, 'ঠিক আছে বাবুজি। তবে একটা কথা, ওইসব দেহাতি মেয়েদের পাল্লায় একদম পড়বেন না। ছোকরা বয়স আপনার। কে কখন কী একটা বদনাম রটিয়ে দেয় তা কে জানে? ওরা এমনিতে ভাল রাগলে কিন্তু জ্ঞান থাকে না ওদের।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। খুব সরল প্রকৃতির ওরা। তা ছাড়া আছিই বা আমি ক'দিন?'

হরিরাম হেসে বলল, 'যা আপনি ভাল বুঝবেন।'

হরিরামের আশঙ্কাটা অমূলক নয়। বন্যেরা এমনই প্রকৃতির। তবে আমার সঙ্গে শত্রুতা করার মতো আচরণ আমি করবই না।

হরিরামের কাছ থেকে সরে এসে আমি এবার লেবারদের তাঁবুতে এলাম। লাল সিং তখন সবে খেয়ে উঠে পায়চারি করছে। আমি ওকে বললাম, 'তোমরা এই যে তাঁবুর মুখ খোলা রেখে শুচ্ছ, জানো তো রাতে এ জায়গা নিরাপদ নয়। এর আগে দু'-দু'জন লেবারের জীবনান্ত হয়েছে।'

লাল সিং বলল, 'তাঁবুর মুখ খোলা না রাখা ছাড়া উপায় নেই বাবুজি। এটা তো ঘর নয় যে খিল কপাট দিয়ে শোব। তবে যে ক'দিন এখানে আছি রাতে আমি সজাগ থাকব।'

'তাই থেকো।'

এরপর লাল সিংকে বললাম, 'তোমার ওই দেশি যন্তরটা কি সঙ্গে এনেছ?'

লাল সিং হেসে বলল, 'তা এনেছি বই কী। পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে ঘুরি সঙ্গে ওইরকম একটা রাখতেই হয়। আপনারটা কী হল?'

'সেটা আর কাজ করছে না।'

'তা হঠাৎ ওই জিনিসটার প্রয়োজন হল কেন?'

'ওই রক্তচোষাদের ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি। ভাবছি একবার ওখানে হানা দেব।'

লাল সিং কপাল কুঁচকে বলল, 'বাবুজি, আপনার কমতি উমর। ভাল ঘরের লেড়কা আপনি। দু'দিনের জন্য এখানে এসে কেন নিজেকে বিপদে ফেলবেন?'

'অনেক ভেবেচিন্তেই আমি এ কাজ করতে চলেছি। সেই দু'জন লেবারের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা মনে করো। যেভাবে তাদের সারা শরীরের রক্ত শুষে নেওয়া হয়েছে তা মনে করলেও গায়ে কাঁটা দেয় না কি?'

'ও তো অনেক পুরানা ঘটনা।'

'কিছুদিন আগে ওই দূরের পৈহার গ্রামেরও একজনের একই পরিণতি হয়েছে। এখন তুমি যদি ওটা আমাকে দাও তা হলে সাহস করে এগোতে পারি।'

BanglaBook.org

লাল সিং বলল, 'কবে যাবেন বলুন? আমিও আপনার সঙ্গে যাব। একা ছাড়ব না আপনাকে।'

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, 'সত্যি! তুমি আমার সঙ্গে যাবে লাল? যদি যাও তো খুব ভাল হয়। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি যমকেও ডরাব না।'

লাল সিং বলল, 'এখন কাজের চাপটা একটু বেশি আছে। দু'-একদিনের মধ্যেই হালকা হয়ে যাবে। তখনই যাব। পারলে আরও দু'-একজনকে সঙ্গে নেব। দেখি কোন রক্তচোষায় এসে আমাদের রক্ত চোষে।' এই বলে ওর দেশি পিস্তলটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা আপনার কাছে রাখুন। পরে আমাকে ফেরত দেবেন। এরকম আরও দু'-একটা আমার স্টকে আছে।'

আমি বললাম, 'এত সব পাও তোমরা কোত্থেকে?'

লাল সিং হেসে বলল, 'চোরাই মাল। চোরের ওপর বাটপাড়ি করে জোগাড় করেছি এগুলো।' বলে কতকগুলো কার্তুজও আমাকে উপহার দিল।

এরপর সারাটা বিকেল সন্ধে সবার সঙ্গে গল্প করে কাটালাম। রাতে ডাল রুটি খেয়ে আরামে নিদ্রা গেলাম। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল হরিরামের ডাকে। বলল, 'বাবুজি, আপনাদের আরও একজন লোক চলে গেল।'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললাম, 'তার মানে?'

'আপনাদের ওই লাল সিং না কী যেন নাম, কাল রাতে রক্তচোষা এসে ওর সবটুকু রক্ত পান করে চলে গেছে।'

আতঙ্কে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আমার। সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে তাঁবুতে এলাম। এসে দেখি লাল সিং-এর মরদেহ ঘিরে লেবাররা জটলা করছে। এই রহস্যময় ব্যাপারে তারাও এমনই ভয় পেয়েছে যে কেউ আর এখানে থাকতে রাজি নয়। তবুও আমি ওদের অভয় দিয়ে বললাম, 'আর দুটো দিন তোমরা একটু কষ্ট করো। মাঠের ওপর তাঁবু না বিছিয়ে খোলা জায়গায় প্ল্যাটফর্মে এসো। দিনে পালা করে কাজ করো, ঘুমোও। রাতে সবাই জেগে থাকো।'

একজন মধ্যবয়সি লেবার গফুরদা বললেন, 'এটা কি একটা কথার মতো কথা হল কাশীভাই?'

আমি গফুরদাকে বললাম, 'না। এটা কোনও যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। তবে আমাদের উচিত হবে যে করেই হোক ওই হিংস্র শয়তানকে ধরা। ওর আবির্ভাব হয় রাতে। তাই রাতেই আমাদের সজাগ থাকতে হবে।'

BanglaBook.org

অন্য লেবারটা বলল, 'তাতেই বা লাভ কী? রক্তচোষা তো রোজ আসে না। তিন মাস কি ছ'মাস পরে আবার হয়তো আসবে।'

আমি বললাম, 'এমনই ঘটনা। তবে রোজ এসেই বা করবেটা কী? তাঁবুতে লোকজন থাকলে তবেই ওর আগমন। সারা বছরই তো জায়গাটা সুনসান থাকে। এখন লোকজন আসতেই ওর আবির্ভাব।'

লাল সিং-এর মরদেহ নিয়ে কী করব এই যখন ভাবছি ঠিক তখনই ঘনশ্যাম চৌবেজির আগমন হল সেখানে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার। আপনি ফিরে এলেন যে! আপনার তো কাল আসার কথা।'

উনি বললেন, 'ভাগ্যি এসে পড়লাম। না হলে কী করতেন বলুন তো? আপনিও বিপাকে পড়তেন, আমারও চাকরি নিয়ে টানাটানি হত। ভাগ্যক্রমে যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম সেটা কালই হয়ে গেছে। তাই চলে এলাম। কেননা আমার মন পড়ে রয়েছে এইদিকে।'

আমি এবার লেবারদের কয়েকজনকে কাজে যেতে বলে দু'-চারজনকে সজাগ থাকতে বললাম। যদিও এখন কাজের পরিবেশ নয় তবুও কাজে যেতে বললাম এই কারণে যে যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে ততই মঙ্গল। কাজ শেষ হলেই বিদায়। একটা দিনও আর বেশি থাকার দরকার হবে না এখানে।

লেবারদের কাজে পাঠিয়ে আমি লাল সিং-এর দেহটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। যদি রক্তচোষাই হয় তা হলে কোনখান দিয়ে ওর রক্ত শুষে নিয়েছে তা দেখতে হবে। ওর সারা দেহ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছে একটা ক্ষত চোখে পড়ল। বুঝলাম ওই ক্ষতস্থান দিয়েই ওর সব রক্ত শুষে নেওয়া হয়েছে। এবার আগন্তুকের পদচিহ্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু না। কোথাও কোনও চিহ্নই নেই।

এমন সময় বাসুদেব নামে একজন কর্মচারী ত্রস্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'বাবুজি, একবার আসুন তো এদিকে।'

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কোথায়?'

'আসুন না।' বলে আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল মাঠের মাঝখানে বিশাল তালাওটার দিকে।

গিয়ে দেখলাম আর এক রহস্যময় ব্যাপার। তালাওয়ের ধারে বড় একটি

BanglaBook.org

পাথর ও ঘাসের বনে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। দেখেই শিউরে উঠলাম। নির্ঘাত এখানে কেউ খুন হয়েছে। না হলে এত রক্ত এখানে আসে কী করে?

আমি বললাম, 'তুমি তো দারুণ একটা জিনিস আমাকে দেখালে বাসুদেব। কিন্তু এত সকালে তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?'

বাসুদেব বলল, 'আমার খুব সকালে স্নান করা অভ্যেস। তাই স্নান করতে এসে এই রক্ত দেখেই চমকে উঠি। তখনই মনে হল যে রক্তচোষা লাল সিং-এর রক্ত পান করেছে সে জল পিপাসায় এখানে এসেই ওই রক্তবমি করেছে। মনে হওয়ামাত্রই কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনাকেই শুধু ডেকে এনে দেখালাম।'

আমি বললাম, 'ভালই করেছ। ব্যাপারটা এমনি হবে। কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। আর দু'-একদিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেলে পালাই চলো এখান থেকে। বেশি জানাজানি হলে লেবাররা আরও ভয় পেয়ে যাবে। তখন আর কাজ করতে চাইবে না কেউ।'

'কিন্তু বেলায় যখন স্নান করতে এসে ওরা এই রক্ত দেখবে তখন কী হবে?'

'ততক্ষণে রোদের তাপে অনেক রক্ত শুকিয়ে যাবে। তবু যদি কারও চোখে পড়ে তা হলে যে যা ভাবে তাই ভাববে। আমরা আর এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাব না।'

তালাওয়ের ধারে আর বেশিক্ষণ না থেকে চলে এলাম। লাল সিং-এর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। ওর দেওয়া পিস্তলটা এখনও আমার কাছে। ওই ভয়ংকর পরিবেশে অভিযান করার সময় লাল সিং-এর মতো একজন সাহসী ও ডাকাবুকো লোক সঙ্গে থাকলে আমার মনোবল অনেক বেড়ে যেত। মধু ও তুরা আমাকে সঙ্গ দিলেও আসল কাজে এগোবার সময় ওরা আমাকে পদে পদে বাধা দেবে। তার কারণ ওরা কখনও চাইবে না আমার কোনও ক্ষতি হোক।

স্টেশনে ফিরে আসতেই হরিরাম বলল, 'চায় পিজিয়ে বাবুসাব।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সকাল থেকে যা গেল তাতে এখনও পর্যন্ত এক কাপ চা-ও পেটে পড়েনি।'

স্টেশনমাস্টার চৌবেজি বললেন, 'হঠাৎ তালাওয়ের দিকে গেলেন কেন?'

BanglaBook.org

দেখে যখন ফেলেছেন তখন এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই। আমি যা দেখেছি তা বললাম। আর এও বললাম ব্যাপারটা গোপন রাখতে। এরপর চা-পান সেরে হরিরামকে বললাম, 'আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। তোমরা খেয়ে নিয়ো। খুব বেশি দেরি হলে আমার ভাত ডাল আমি রাতেই খেয়ে নেব।'

হরিরাম বলল, 'আপনি কি আবার ওই গ্রামের দিকে যাচ্ছেন?'

আমি আস্তে করে বললাম, 'হ্যাঁ।' বলেই রওনা দিলাম পৈহারের দিকে।

গ্রামের দিকে চলেছি। ডলফিনের মতো পাহাড়টা এখন যেন কেমন বিভীষিকার মতো মনে হচ্ছে। কত কী চিন্তা করতে করতে চলেছি আমি। রক্তচোষার সন্ধান কি আমি সত্যিই পাব? ওই বড় পাহাড়ে উঠতে গেলে বন্যরা আমার ওপর চড়াও হবে না তো? সেইসঙ্গে আরও একটা দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মধু তুরা কাল আমাকে অত আদর আপ্যায়ন করল অথচ আজ সকাল থেকে ওদের কারও পাত্তা নেই কেন? আমি তো ভেবেছিলাম সকাল হলেই ওরা হাসি হাসি মুখ করে 'বাবুজি' বলে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। আরও একবার ওদের গ্রামে যাবার জন্য আবদার করবে। তার জায়গায় কেউই তো এল না এতটা বেলা পর্যন্ত। কারণটা কী?

আমি চলার গতি একটু দ্রুত করে একসময় এসে পৌঁছোলাম সেই ডলফিন পাহাড়টার কাছে। তারপর শাল মহুয়ায় বন পার হয়ে ওদের গ্রামে যেতেই তুরার সঙ্গে দেখা। তুরা কেমন যেন বিষণ্ণ বদনে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবুজি আপনি?'

আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। তবে কি হরিরামের কথাটাই ঠিক? ও তো বারণ করেছিল বন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে। ওদের স্বজাতিরা ব্যাপারটা অন্যভাবে নিতে পারে। তবু বললাম, 'তোমরা তো গেলে না তাই আমিই এলাম তোমাদের খোঁজ নিতে। মধু কোথায়?'

তুরা বলল, 'ওর খুব মন খারাপ বাবুজি। ওর দাদা কুন্দন, কাল সেই আপনার সঙ্গে দেখা হল। মধুকে বলল, 'যা বাবুজিকে পাহাড়ে নিয়ে যা।'

'হ্যাঁ, বলল তো।'

'বলে চলে গেল। সেই যে গেল আর ফেরেনি।'

'সে কী!'

'আমার মনে হয় ও আর ফিরবে না। আমার বাবার মতোই অবস্থা হবে

BanglaBook.org

ওরও। তিন-চারদিন বাদে প্রাণহীন রক্তশূন্য দেহটা কোথাও না কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যাবে।'

আমি বললাম, 'কাল রাতে আমাদের একজন লেবারকে রক্তচোষায় শেষ করেছে। আর সেইজন্যেই আমি তোমাদের গ্রামে এসেছি ওই বড় পাহাড়ের পথের সন্ধান জেনে নেব বলে।'

তুরা বলল, 'না বাবুজি, অমন কাজটি করবেন না। আমাদের যা হবার হোক। আপনি কেন প্রাণে মরবেন? বাবুজি, মধু আমি দু'জনেই আপনার ভাল চাই। তাই বলছি—।'

'আমাকে মধুর কাছে নিয়ে চলো।'

তুরা আমি দু'জনেই মধুর ঘরে এলাম। পাশাপাশি ঘর দু'জনের। একই পরিবারের মতো।

আমাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠল মধু। বলল, 'তুমি কেন এলে বাবুজি? চলে যাও এখান থেকে।'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'চলে যাব বলে তো আসিনি। এই ঘোর বিপদে তোমাদের পাশে দাঁড়াব বলে এসেছি।'

মধু অশ্রুসজল চোখে বলল, 'কিন্তু বাবুজি, সিজার জানিয়ে দিয়েছে বাবুজি যেন এই গ্রামে দোবারা না আসেন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সিজার কে?'

'আমাদের গ্রামের মুখিয়া। ওর কথা সবাই শোনে।'

'আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

তুরা ও মধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললাম, 'কী হল? আমাকে নিয়ে চলো তার কাছে। আমি গিয়ে তোমাদের মুখিয়াকে বলব ওই রক্তচোষাদের মোকাবিলা আমি করতে চাই। এ ছাড়া আমার অন্য কোনও মতলব নেই।'

ওরা তখনও কেমন যেন ভয় পেতে লাগল।

আমি মধুকে বললাম, 'তুমি কি চাও না তোমার দাদা কুন্দন ফিরে আসুক?'

'হ্যাঁ চাই!'

'তা হলে? এইভাবে ঘরের কোণে বসে থাকলে হবে? সে মানুষটা কোথায় গেল তার কোনও বিপদ হল কি না এসব দেখবে তো?'

'কিন্তু সিজারের কথা তো অমান্য করার সাধ্য কারও নেই।'

BanglaBook.org

'সেটা তোমাদের ক্ষেত্রে। আমি বাইরের লোক। আমি ওকে মানব কেন? ভয়ই বা পাব কেন?'

মধু তখন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুরা, তুই ঘর সামলা। আমি বাবুজিকে নিয়ে সিজারের কাছে যাই। আমাদের আসতে দেরি হলে চিন্তা করিস না।'

তুরা বলল, 'তাই যা।'

মধু আমাকে ওই গ্রামের শেষ প্রান্তে সিজারের আস্তানায় নিয়ে এল। মাথা ভরতি পাকা চুলে ভরা বৃদ্ধ সিজার আমাকে যথেষ্ট খাতির করে একটি শিমুল গাছের নীচে বেদিতে বসালেন। সিজারকে দেখে মনে হল এককালে উনি অত্যন্ত বলবান পুরুষ ছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'ভেলিগুড়ের চা চলবে নাকি বাবুজি?'

আমিও হেসে বললাম, 'নিশ্চয়ই। এখানে চিনি দেওয়া চা কোথায় পাব বলুন?'

সিজার হাঁক দিলেন, 'সংজ্ঞা!'

অমনি গোলমুখের তামাটে রঙের একটি মেয়ে ঝোপড়ির চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

সিজার বললেন, 'চা নিয়ে আয়।'

সংজ্ঞা চলে গেলে সিজার মধুকে বললেন, 'বাবুজির সঙ্গে আমার কথা আছে। তুই ঘরে যা।'

সিজারের আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা কারও নেই। তাই মাথা নত করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল মধু।

একটু পরেই চা এল। চা খেতে খেতেই কথা হল। সিজার বললেন, 'আপনিই এখানকার রেলবাবু?'

'হ্যাঁ। তবে বেশিদিনের জন্য নয়। আমাদের সামান্য কয়েকদিনের কাজ শেষ হলেই আমি চলে যাব। আমার পোস্টিং হয়েছিল এখানেই। পরে সে অর্ডার ক্যানসেল হয়েছে।'

'ভালই হয়েছে বাবুজি। এ আপনার মতো লোকের থাকবার জায়গা নয়। দু'দিন থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'এখনই ভাল লাগছে না।' তারপর বললাম, 'মধু আর তুরার মুখে শুনলাম আপনি নাকি আমাকে এই গ্রামে আসতে বারণ করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ বাবুজি। কাল যখন আপনি ওই পাহাড়ের মাথায় উঠছিলেন তখনই

BanglaBook.org

আমি আপনাকে দেখেছি। পরে যখন শুনলাম আপনি ওই পৈহারগিরিতে যেতে চাইছেন তখনই ভয় পেলাম। এত কমতি উমর আপনার। অথচ ওখানে গেলে আপনি বিপদে পড়বেন। ওই পৈহারগিরিতে যেসব বুনোরা থাকে ওরা মানুষ নয় বাবুজি। বাপ ঠাকুরদার মুখে শুনেছি অনেক আগে ওরা নাকি মানুষ মেরে খেত। এখন শিয়াল কুকুর মেরে খায়।'

'মানুষের রক্তও খায় নিশ্চয়ই?'

'না না বাবুজি। তা হলে এ গ্রামে কোনও মানুষ থাকত না। আমরাও ছেড়ে কথা বলতাম না। মেরে তাড়াতাম ওদের।'

'তা হলে রক্তচোষা কারা?'

সিজার আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'ওই বুনোরা রক্তচোষা নয়। ওরা খুব নিরীহ। তবে কিনা নির্বোধ। ওদের সংস্কারে ঘা লাগলে ওরা আর ঠিক থাকে না। ওই পৈহারগিরির অনেক ওপরে একটি গুহার মধ্যে ওদের এক দেবী আছে। সেই দেবী হলেন শূকরকালী। অনবদ্য এক কালীমূর্তি। অসুরের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা শূকরের মতো।'

'আপনি দেখেছেন সেই কালীকে?'

'না। ওখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। তবে বুনোদের মুখেই শুনেছি। ওই পৈহারগিরি দেবীর কারণে অত্যন্ত পবিত্র ভূমি। তাই বহিরাগত কারও ওই পাহাড়ে পা দেবার অধিকার নেই। এখানে যে গভীর জঙ্গল আপনি সেখানে ঘুরে বেড়ালে শিকার করলে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। কিন্তু ওই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করলেই বিপদ। যে কেউ উঠলে নারীপুরুষ নির্বিশেষে তাকে বলি দিত ওরা। পরে সেই বলির প্রসাদ সবাই পেত।'

'এখনও কি ওইভাবে নরবলি দেয় ওরা?'

'না। তার কারণ ওই পাহাড়ে কেউ যায় না।'

'তা হলে আমাদের তিনজন লেবার, তুরার বাসার অমন মর্মান্তিক মৃত্যু হল কী করে? ওদের শরীরের সবটুকু রক্ত শুষে নিল কে?'

এমন সময় সংজ্ঞা আবার এল। শালপাতার ঠোঙায় অনেকটা হালুয়া নিয়ে আমার সামনে রেখে কেমন যেন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। গায়ের রং তামাটে হলেও ওর সুন্দর সুগোল মুখে হাসিল ঝিলিক। আঠারো-কুড়ি বছরের মেয়ে। অরণ্যের দীপ্তিময় চেহারা।

BanglaBook.org

আমি হালুয়া খেতে শুরু করলে সিজার হেঁকে বললেন, 'এক লোটা পানি দে রে সংজ্ঞা।'

সংজ্ঞা আবার এল। এক ঘটি জল আমার সামনে রেখে সিজারের নজর এড়িয়ে আমার নাকে একটু জল ছিটিয়ে মুচকি হেসে পালাল।

সিজার বলল, 'বছর দুই হল ওই বুনোদেরই স্বজাতি এক তান্ত্রিক কোথা থেকে যেন এখানে এসে হাজির হয়েছে। এইসব পৈশাচিক কাণ্ড সে-ই করে বেড়াচ্ছে। সে এসেই হুকুমজারি করেছিল এখানে কোনও রেলওয়ে স্টেশন হবে না। যা হবে তা জয়রাম নগরে।'

'সেখানে তো স্টেশন আছেই।'

'ওটাই থাকবে। নতুন আর কোনও নয়। তবুও স্টেশন হল। ওরও রাগ চরমে উঠল তাই। ফলে প্রাণ গেল দু'জন লেবারের।'

'কাল আরও একজনের গেছে।'

'সে খবরও পেয়েছি।'

'কিন্তু ওখানে স্টেশন হলে তান্ত্রিকের অসুবিধেটা কোথায়?'

'শুধু তান্ত্রিক নয়, আসলে বুনোরাও চায় না এখানে স্টেশন হোক। তার কারণ ওই শূকরকালীর গুহায় ওদের রাজাদের আমলের প্রচুর সঞ্চিত ধন আছে। এখানে স্টেশন হলে জনপদ গড়ে উঠবে। তার ওপর এই জঙ্গল কেটে এখানে রেলবগি তৈরির কারখানা হবে। আর সেসব হলে পাহাড়ে লোক আটকানো সম্ভব হবে না।'

'এটাই তা হলে আসল কারণ?'

'ঠিক তাই।'

'এবার বলুন তো কোন উপায়ে মানুষের শরীর থেকে রক্ত শুষে নেয় ও?'

'তা তো বলতে পারব না।'

'আমার উদ্দেশ্য সেটাই জানার। মন্ত্রের জাদুতে হয়তো কাউকে সাময়িকভাবে সম্মোহিত করা যায় কিন্তু শরীরের রক্ত শুষে নেওয়া যায় না।'

'যায় বাবুজি। ওই তান্ত্রিকের অসাধ্য কিছু নেই।'

'আমি কিন্তু আজই সকালে আমাদের এক মৃত কর্মীর পায়ে একটু ক্ষত দেখেছি। তাতেই আমার ধারণা হয়েছে কেউ কোনও সুচলো বস্তুর দ্বারা ওই জায়গা থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে।'

BanglaBook.org

সিজার কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে বললেন, 'ঠিক দেখেছেন?'

'কোনও ভুল নেই। এবার বলুন রেলের লোকেদের ভয় দেখানোর জন্য না হয় ওই বুনো তান্ত্রিক রক্তশোষক হয়েছে কিন্তু তুরার বাবা কোন দোষটা করল? মধুর দাদা কুন্দন বেপাত্তা হল কেন?'

'তা হলে বলি শুনুন বাবুজি। ওই বুনোদের মধ্যে সবাই যে খুব ঠান্ডা মাথার তা তো নয়। কয়েকজন উগ্র লোকও আছে। খরগোশ ধরা নিয়ে তুরার বাবার সঙ্গে ওদের বচসা হয়। তারই পরিণতিতে ওই মৃত্যু।'

'আশ্চর্য! ওদের সঙ্গে ঝগড়া হলেই ওরা প্রাণে মারবে আর নিজেরা নির্ভয়ে চলাফেরা করবে সর্বত্র?'

'তাই তো হচ্ছে।'

'মধুর দাদা কুন্দনকে তা হলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

'ওকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'

'কী কারণে?'

'ওর বোন মধু আপনাকে গ্রামে নিয়ে এসেছে, পাহাড়ে উঠিয়েছে, তাই। আপনাকে ভয় দেখিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বললে কুন্দন রাজি হয় না। ওদের লোকই একথা আমাকে জানালে আমি কথা দিয়েছি ওদের হয়ে আমিই আপনাকে গ্রামে আসতে বারণ করে দেব। আপনি আর এখানে না এলে ওরা ছেড়ে দেবে কুন্দনকে। সেইজন্যেই আমি আপনাকে গ্রামে আসতে বারণ করেছি বাবুজি। তার চেয়েও বড় কথা আপনি এখন ওদের টার্গেট হয়ে পড়েছেন। তাই সবসময় সাবধানে থাকবেন।' তারপর আদর করে ডাক দিলেন, 'সংজ্ঞা, সংজ্ঞা রে!'

হরিণনয়না লাস্যময়ী সংজ্ঞা ছুটে এল ডাক শুনে।

সিজার বললেন, 'যা বাবুজিকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।'

সংজ্ঞা বলল, 'আসুন বাবুজি।'

আমি সিজারকে বললাম, 'ওই বুনো তান্ত্রিককে আপনারা খুব ভয় পান। তাই না মুখিয়াজি?'

সিজার আস্তে করে ঘাড় নাড়লেন।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। ওই বুনো তান্ত্রিক আর তার চ্যালাদের উচিত শিক্ষা না দিয়ে আমি যাব না এখান থেকে।'

BanglaBook.org

সিজার ভয় পেয়ে বললেন, 'ওদের পিছনে লাগতে যাবেন না বাবুজি। ফল ভাল হবে না।'

আমি হেসে বললাম, 'লড়াই না করে পরাজয় বরণ আমি করি না। ওই শত্রুদের মোকাবিলা করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আপনি বুনোদের জানিয়ে দিন কুন্দনকে যেন ওরা এখনই ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আর আজ থেকে পৈহারের এই গ্রামও ওদের জন্য নিষিদ্ধ। এই গ্রামের মাটিতে বুনোদের কেউ পা দিলেই মরতে হবে তাকে।'

সিজার শিউরে উঠলেন, 'বাবুজি!'

'ভয় পাবেন না। ভয় পেলেই পেয়ে বসবে ওরা। পৈহারগিরিতে আপনারা যাবেন। আর এই গ্রামের একজনেরও যদি রক্ত শোষণ করে ওরা তবে দলবদ্ধ হয়ে ওই তান্ত্রিককে মেরে তাড়াবেন আপনারা।' বলে একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনারা না পারেন আমাকে বলবেন। ওই তান্ত্রিকের দফা আমিই শেষ করে দেব।'

সংজ্ঞা এবার ফোঁস করে উঠল। বলল, 'বাবুজি ঠিক কথাই বলেছেন দাদুভাই। আমরা যদি পৈহারে না যাই তো ওরাই বা আসবে কেন? আর ওই তান্ত্রিক যখন মন্ত্রবলে যার তার জীবন নিচ্ছে তখন ওঁকেও তো এখানে থাকতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

সিজার কী ভাবলেন কে জানে? একসময় একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, রকমই হওয়া উচিত।'

সংজ্ঞা এবার আমার হাতে মৃদু একটু টান দিয়ে বলল, 'আসুন বাবুজি।'

আমি ওর সঙ্গ নিয়েই বনপথ ধরে বেশ খানিকটা এলাম। সংজ্ঞা হঠাৎই একসময় একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবুজি, আপনি আমার মনের কথাটাই বলেছেন দাদুভাইকে। আমরা যদি ওদের ওখানে যেতে না পারি তা হলে ওরা কেন আসবে?'

আমি সংজ্ঞার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি তা হলে আমাকে সমর্থন করছ?'

সংজ্ঞা বলল, 'করছি। তবে আপনি তো চলে যাবেন বাবুজি।' বলে আমার দুটো হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'আপনি চলে গেলে আমরা তো মনে কোনও জোর পাব না।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'কে বলল আমি চলে যাচ্ছি?' ওই রক্তচোষার

BanglaBook.org

রহস্যভেদ না করে আমি যাচ্ছি না। তোমরা রুখে দাঁড়াও। আমি তোমাদের পাশে আছি। তা ছাড়া কুন্দন ফিরে না আসা পর্যন্ত ওদের ভয়ে এ গ্রাম ছেড়ে আমি যাব না।'

'কিন্তু বাবুজি, কুন্দনকে যদি ওরা মেরে ফেলে?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার রিভলভারটা বার করে বললাম, 'তা হলে এক এক করে ওদের সবাই মরবে। ওই তান্ত্রিকের মন্ত্রের চেয়েও আমার বুলেটের শক্তি অনেক বেশি।'

সংজ্ঞা যেন সংজ্ঞা হারাল আমার কথায়। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎই আমার কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'আর কেউ না থাকুক আমি আপনার পাশে আছি বাবুজি।'

আমি বললাম, 'তা হলেই হবে।' তারপর বললাম, 'আমি তো বাইরের লোক, এখানকার পথঘাট কিছুই চিনি না। তবুও আমি পৈহারগিরিতে গিয়ে ওই তান্ত্রিকের মুখোমুখি হতে চাই। তুমি কি পারবে ওই পাহাড়ে যাওয়ার পথটা আমাকে চিনিয়ে দিতে?'

'পারব। যদিও ওই পাহাড়ে আমি উঠিনি কখনও তবু আপনি গেলে আমি আপনাকে একা ছাড়ব না। আমিও সঙ্গে যাব।'

এবার আমিও ওর দুটো হাত শক্ত করে ধরে বললাম, 'তা হলে জয় আমাদের অনিবার্য।'

এমন সময় আমাদের মাঝখানে হঠাৎই ঝাঁকড়া চুলের এক বুনো লোক এসে দাঁড়াল। তার দু'চোখে যেন আগুন জ্বলছে। সে আমার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, 'এ বাবুজি! তুমকো মানা কর দিয়া না, হিঁয়া আনেকে লিয়ে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মানা তো আমি শুনছি না। এখন থেকে এই গ্রামেই আমি থাকব। শুধু তাই নয় তোমাদের প্রত্যেককে আমার কথা শুনে চলতে হবে। আমরা যদি পৈহারগিরিতে যেতে না পারি তোমরাও এ গ্রামে পা রাখবে না।'

বুনোটা বলল, 'তু বাহার কা আদমি। পরদেশি। নিকাল যা হিঁয়াসে।'

আমি বললাম, 'তোদের ওই তান্ত্রিক কোন দেশি? আগে ওকে তাড়া। পরে আমি যাব।'

বুনোটা হঠাৎ ওর গুপ্তস্থান থেকে একটা ধারালো ছোরা বার করে আমার পেটে ঠেকাল। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, 'আভি নিকাল যা।'

BanglaBook.org

সেই মুহূর্তে সংজ্ঞা বাঘিনি হয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। সংজ্ঞা এক ধাক্কায় ওকে দু'হাত দূরে ফেলে দিতেই আমিও পিস্তলটা বার করবার সুযোগ পেলাম। সেটা ওর দিকে তাগ করে বললাম, 'এই জিনিসটা কী সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে?'

পিস্তল দেখে দারুণ ভয় পেল বুনোটা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই আমি ওর চুলের মুঠি ধরে বললাম, 'যা। এখুনি কুন্দনকে নিয়ে আয়। ও ফিরে এসেছে দেখে তবে আমি এই গ্রাম ছেড়ে যাব।'

বুনোটা বিনা প্রতিবাদে যাবার উপক্রম করতেই বললাম, 'আর এও জেনে যা ওর যদি কোনও ক্ষতি হয় তা হলে পৈহারগিরিতে গিয়ে তোদের সব ক'টাকে গুলি করে মারব আমি।'

সংজ্ঞা বলল, 'আর একটু হলেই শয়তানটা আপনাকে শেষ করে দিত। ভাগ্যে বুদ্ধি করে ওটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম।'

'সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এতেই বোঝা গেল পৈহারগিরিতে যেতে হলে তোমার মতো চটপটে ও সাহসী মেয়েকেই আমার দরকার।'

'এখন তো অনেক বেলা হয়ে গেছে বাবুজি। আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'মধু আর তুরার সঙ্গে দেখা করে আমি একবার স্টেশনে যাব। তবে সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসব এখানে। এর মধ্যে যদি ওরা কুন্দনকে ফিরিয়ে না দেয় তা হলে আজই ওদের মোকাবিলা করব। ওই তান্ত্রিককে বধ করলেই পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসবে।'

'পাহাড় তো অশান্ত নয়।'

'কে বললে? কোনও বহিরাগত, এমনকী তোমরাও ওখানে গিয়ে পড়লে যেখানে ওদের বলি হতে হয় সেখানে কীসের শান্তি? ওটা তো হত্যাপুরী। তাই এখন থেকে ওই পৈহারগিরিতে অবাধ গতি হবে সকলের। বাধা দিলে সমতলেও বাধা পাবে ওরা।'

'কুন্দন যদি ফিরে আসে তা হলে কী করবেন?'

'তা হলেও অভিযান হবে। আজ রাতের অন্ধকারেই ওদের ওই গুহামন্দিরে হানা দেব আমরা। তুমি আমি তো যাবই, তুরা আর মধু কী বলে দেখি। যদি আরও কেউ যেতে চায় তাকেও সঙ্গে নিয়ো। তবে একটা কথা, ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়। তা হলেই ওরা সতর্ক হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

সংজ্ঞা বলল, 'কেউ না যাক, আমি যাব।'

'তুমি তো যাবেই। তুমি না গেলে এই অরণ্যে দিশাহারা হয়ে যাব আমি। আমার আসল উদ্দেশ্য কী জানো? তান্ত্রিক বধ নয়, ও কী উপায়ে মানুষের শরীর থেকে রক্ত শুষে নেয় সেটাই জানার। মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপারটা স্রেফ বুজরুকি।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা মধুর ঘরে এলাম। তুরা ও মধু দু'জনেই তখন হতাশ দৃষ্টিতে দূরের পৈহারগিরির দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

আমরা যেতেই ওরা ছুটে এল আমাদের কাছে।

মধু বলল, 'তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছ বাবুজি? আর আসবে না?'

সংজ্ঞা বলল, 'কেন চলে যাবেন বাবুজি? কী কারণে? বাবুজি আজ থেকে আমাদের এখানেই থাকবেন।'

তুরা আর মধু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। তাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

সংজ্ঞা বলল, 'ভেতরে চল। কথা আছে। বাবুজিকে শরবত দে। ভুক লাগছে বাবুজির।'

মধু বলল, 'আমি এখুনি ভাত ডিম তৈরি করে দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'ওসবের দরকার নেই। আমাকে শরবতই দাও।'

তুরা সঙ্গে সঙ্গে বেলের শরবত তৈরি করে ফেলল। সেই শরবত সংজ্ঞাকে আমাকে দিয়ে নিজেরাও খেল।

খেতে খেতেই আমাদের পরিকল্পনার কথা বললাম ওদের। শুনে ওরা এমনই চমকিত হল যে প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারল না। পরে উল্লাসে ফেটে পড়ল দু'জনে।

আমি বললাম, 'অনেক বেলা হয়েছে। এবার আমি যাই।'

মধু বলল, 'দুমুঠো খেয়ে গেলে হত না বাবুজি?'

'সময় হবে না। তা ছাড়া এখনই গিয়ে আমার কাজের লোকেদের সঙ্গে দেখা না করলে ওরা অন্যরকম ভাববে। মনে করবে আমিও হয়তো রক্তচোষাদের পাল্লায় পড়ে গেছি। আমি ওখানে গিয়ে সকলকে জানিয়ে সন্ধের আগেই ফিরে আসব। আজ রাতেই অভিযান। তোমরা সবাই তৈরি থেকো।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার কোতনি সুনারে ফিরে এলাম আমি।

BanglaBook.org

লাল সিং-এর মৃত্যুতে সবাই খুব ভেঙে পড়েছে দেখলাম। ফলে তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে ফেলার তৎপরতাও বেড়েছে। কেননা সবাই এখন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

আমি এখানকার তালাওতে গিয়ে স্নান সেরে পাড়ে উঠে সেই জমে থাকা রক্তের দাগগুলো পরীক্ষা করলাম। রোদের তাপে সেগুলোর অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। দাগগুলো লক্ষ করতে করতে হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম একটি ঝোপের ধারে প্রায় এক হাত লম্বা বেলুনের মতো মোটা একটি প্রাণী ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। দেখে মনে হল নিশাচর কোনও প্রাণীতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে সেটাকে। প্রাণীটার চোখ মুখের কোনও অস্তিত্ব নেই। যেন অতিকায় একটি কেঁচো অথবা মেটেলি সাপ। সেটাকে দেখে আমার চিন্তাভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। সন্দেহটা সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পেল আমার কাছে। তবে কি...।

তবে কি এটাও কোনও সূত্র? আমি আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এলাম স্টেশনে। দুপুরের খাওয়াটা চটপট সেরে নিলাম। ভাত ডাল আর পেঁয়াজের ঝাল খেয়ে দেহটা একটু চাঙ্গা হতেই স্টেশনমাস্টার চৌবেজিকে বললাম, 'স্যার আজ আমি ওই পৈহার গ্রামের দিকে যাচ্ছি। রাতে ফিরব না। বুঝলে দু'-একটা দিন ওখানে থেকেই যাব আমি। আমার জন্য কেউ যেন চিন্তা করবেন না।'

চৌবেজি বললেন, 'তা না হয় না ফিরলেন কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'আমাদের তিনজন স্টাফের হত্যাকারী ওই পৈহারগিরিতে ঘাঁটি করে আছে। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে আমি ফিরব না।'

'কে সেই হত্যাকারী? কারা একাজ করছে?'

'আমি ঘুরে এলেই সব জানতে পারবেন।'

চৌবেজি বললেন, 'যা করবেন খুব সতর্ক হয়েই কিন্তু।'

এরপর আমি লেবারদের সঙ্গে দেখা করে তাদেরও ইঙ্গিত দিয়ে লাল সিং-এর ঝোলা হাতড়ে আরও কিছু কার্তুজ বার করে রওনা দিলাম পৈহার গ্রামের দিকে।

তখন সন্ধে হয় হয়। গ্রামে পৌঁছেই একটি দুঃসংবাদ পেলাম। কুন্দনকে মৃত অবস্থায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেছে। মধু তুরা সবাই গেছে

BanglaBook.org

সেখানে। শুধু একজনই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল মধুদের চালাঘরে। তার মুখেই ওই অশুভ সংবাদটা পেলাম। সে হল সংজ্ঞা।

আমি সংজ্ঞাকে বললাম, 'চলো জঙ্গলে যাই।'

সংজ্ঞা বলল, 'না না এখন নয়, রাতের অন্ধকারেই যাব।'

'অনেক দেরি হয়ে যাবে। কুন্দনের ডেডবডি যেখানে পড়ে আছে সেই জায়গাটা আমার একটু দেখা দরকার।'

সংজ্ঞা বলল, 'দাঁড়ান তা হলে টাঙ্গিটা নিয়ে আসি। একেবারে শুধু হাতে জঙ্গলে যাওয়া ঠিক নয়।' বলেই মধুর ঘর থেকে একটা টাঙ্গি নিয়ে দরজায় শিকল দিয়ে বলল, 'চলুন বাবুজি।'

আমি নিঃশব্দে ওর সঙ্গ নিয়ে চললাম। জঙ্গল খুব গভীর। আমার সঙ্গে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় পথ দেখে সংজ্ঞার সঙ্গে চললাম। জঙ্গল গভীর হলেও পথরেখা আছে। সেই পথরেখা ধরেই এগিয়ে চললাম। পথ চলার মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের বাধা টপকাতে টপকাতে যখন পৈহারগিরির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি তখনই কতকগুলো আলোর রেখা দেখতে পেলাম। সেই আলো লক্ষ্য করে পৌঁছোতেই দেখলাম একটি বড় পাথরের খাঁজে কুন্দনের মৃতদেহ পড়ে আছে। সারা শরীর রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। চোখ দুটো ইঁদুরে বা অন্য কিছুতে খুবলে নিয়েছে। দেখে মনে হল গতরাতেই হত্যা করা হয়েছে ওকে। ইতিমধ্যে দেহটা ফুলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। শরীরে কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। তবুও নাকে রুমাল চাপা দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে হঠাৎই ঘাড়ের কাছে চুলের গোছার নীচে ক্ষতচিহ্ন একটু পেলাম। দেখে শিউরে উঠল সারা শরীর। একই কায়দায় খুন করা হয়েছে কুন্দনকেও।

গ্রামের লোকেরা ওর দেহটা মাটি চাপা দেবার জন্য গর্ত খুঁড়ছে। তুরা আর মধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এক জায়গায় বসে। আমি টর্চের আলো ফেলে চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলাম কোথাও কোনও সূত্র পাওয়া যায় কিনা তা দেখবার জন্য। কিন্তু না। সন্দেহজনক তেমন কোনও কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

যাই হোক, গ্রাম থেকে অনেক দূরে এই গভীর জঙ্গলে দাহ করার অসুবিধার কারণেই গ্রামের লোকেরা মাটি চাপা দিল কুন্দনকে। সব কাজ শেষ হলে শোকার্ত মধুকে নিয়ে ফিরে এলাম ওদের কুটিরে।

BanglaBook.org

এই আকস্মিক ঘটনায় কেমন যেন হয়ে গেছে মধু। অমন হাসিখুশি মেয়েটা ঝরঝর করে কেঁদেই চলেছে শুধু। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। ওই হত্যাকারীদের অথবা হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হবে। এই রহস্যের উন্মোচন আজই হওয়া চাই। নিজের জীবনের বিনিময়েও এর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব।'

সংজ্ঞা বলল, 'হ্যাঁ, আজই' এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। আপনি একটু অপেক্ষা করুন বাবুজি। আমি দাদুভাইকে বলে আসছি আজ আমি মধুর ঘরে থাকব। অভিযানের কথা বলব না। পারি তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসব।'

এতক্ষণে কথা বলল মধু, 'না। কাউকে সঙ্গে আনবি না। আমরা চারজনেই যাব।' তারপর তুরাকে বলল, 'তুই বাবুজিকে তোদের ঘরে নিয়ে গিয়ে যা হোক দুটো খাইয়ে দে। নইলে পেটে খিদে থাকলে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমার জন্য একটু দুধ নিয়ে আয়।'

মধুর কথা মতো তুরাদের ঘরে গিয়ে একটু ডাল রুটি আর অনেক আগে তৈরি হালুয়া খেলাম। গরম দুধ খেলাম এক গেলাস। তারপর আবার মধুর ঘরে এলাম। তুরা ওর জন্য দুধ এনেছিল। তাই খেয়ে যাবার প্রস্তুতি করতে লাগল ও।

একটু পরেই সংজ্ঞা এল। ওর সঙ্গে বেঁটেখাটো চেহারার এক যুবক। নাম ডিকি। দেখেই মনে হল দারুণ শক্তিধর ও। আর খুবই বেপরোয়া প্রকৃতির।

মধু বলল, 'ডিকি, তুই কি যাবি আমাদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, সংজ্ঞা তো তাই বলল।'

সংজ্ঞা বলল, 'ডিকিটা দারুণ ডাকাবুকো। তাই দলে নিলাম। আমরা তো সোজা পথে পৈহারগিরিতে যাব না। যাব জঙ্গলের বাঁকা পথে। সে পথে জন্তু জানোয়ারের ভয় বেশি। ডিকির একটা বড় গুণ ও গন্ধে টের পায় কোথায় কোন জানোয়ার আছে।'

অতএব আর একটুও দেরি না করে আমরা রীতিমতো তৈরি হয়ে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করলাম। আমার হাতে টর্চ। ডিকির হাতে মশাল। এখনও পর্যন্ত এই জঙ্গলে কতকগুলো হরিণ ও শেয়াল ছাড়া আর কোনও জন্তুই চোখে পড়েনি। একটা বুনো শুয়োরের অবশ্য দেখা পেয়েছিলাম। তাও অনেকটা দূর থেকে।

BanglaBook.org

পৈহারগিরি যাবার দুটো রাস্তা। একটি হল বুনোদের গ্রাম দিয়ে, অন্যটি আরও ঘন জঙ্গলের মধ্যে দুরন্ত চড়াইয়ের পথে। এই পর্যন্ত রাস্তা তুরা, মধু বা গ্রামের মানুষদের সকলেরই চেনা। এরপরই বুনোদের এলাকা। বুনোরা দু'-চারজন ছাড়া এমনিতে সবাই খুব ভাল। কিন্তু ওদের সংস্কারে ঘা লাগলেই ওরা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

ডিকি এখানেই থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী করবেন বাবুজি? এই পথেই যাবেন? না অন্য পথ ধরবেন?'

সংজ্ঞা বলল, 'অন্য পথে তো ভীষণ চড়াই। তাও পথ আছে বলে মনে হয় না। আমরা পাহাড়িরা পারলেও বাবুজি যদি না পারেন?'

আমি বললাম, 'অন্য পথের অভিজ্ঞতা কি তোমাদের কারও আছে?'

ডিকি বলল, 'আমরা কেউই পৈহারগিরিতে কখনও উঠিনি। শুধু পাহাড়ের আকৃতি দেখেই চড়াইটা অনুমান করছি।'

মধু বলল, 'আমার মনে হয় সোজা পথে যাওয়াই ভাল। এখন এত রাতে গ্রাম ঘুমিয়ে আছে। কেউ টেরও পাবে না।'

তুরা বলল, 'তবু সাবধানের মার নেই। সবটা না হোক, এই গ্রামটা অন্তত এড়িয়ে চলো।'

আমরা ওর কথামতো অন্য পথই অবলম্বন করলাম। কিন্তু না। খানিক যাওয়ার পরই বুঝলাম এ পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমাদের চোখের সামনেই পথ রোধ করে আছে পাহাড়ের খাড়াই। অতএব তারই পাশ দিয়ে আবার সেই গ্রামের পথই ধরতে হল।

গ্রামে ঢুকেই দেখি বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের ছোট বড় পাথরের ওপর একটি করে মৃত মানুষের মাথার খুলি সাজানো। সেগুলো বহুদিনের পুরনো।

ডিকি বলল, 'এসব দেখে যেন ভয় পাবেন না বাবুজি।'

আমি বললাম, 'ভয় পাবার লোক হলে আমি কি এই হত্যাপুরীতে সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে আসতাম?'

মধু বলল, 'বাবুজি, এগুলো সেইসব মানুষের মাথা। যাদের ওরা বহু আগে সংস্কারবশে বলি দিয়েছে।'

আমরা যখন গ্রাম্য পথ ধরে পৈহার পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি ঠিক তখনই ঘটে গেল বিপর্যয়। আমাদের কথাবার্তা শুনে অথবা মশালের আলো দেখে প্রায় দশ-বারোটা পাহাড়ি কুকুর চারদিক থেকে

BanglaBook.org

ঘিরে ফেলল আমাদের। তারপর গগনফাটা চিৎকারে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামের মানুষদের সজাগ করে দিল। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সশস্ত্র বুনোরা এবার তির কাঁড় ও বল্লম নিয়ে তেড়ে এল আমাদের দিকে। চারদিক থেকে এমনভাবে আমাদের ঘিরে ফেলল ওরা যে আর আমাদের পালাবার কোনও উপায় রইল না।

আমার ধমক খাওয়া সকালের সেই বুনোটা ওদের প্রতিনিধি হয়ে এসে আমার বুকে বল্লম ঠেকিয়ে ওদের ভাষায় বলল, 'নেত্রা হাদিশ সান্নাটা। উধার দেখ।'

তাকিয়ে দেখলাম এক জায়গায় প্রায় শতাধিক মড়ার মাথার খুলির স্তূপ।

আর এক বুনো আমার কপালে ছুরি ঠেকিয়ে বলল, 'তেরা অ্যায়সা হিম্মত ক্যায়সে হুয়া? তু বাহারকা আদমি পাহাড় পর আয়া কিঁউ?'

অন্যান্য বুনোরা বলল, 'আর তুই ফিরে যেতে পারবি না রে দিকু। তোদের সবাইকে মরতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমরা তো মরব বলেই এসেছি। তবে তোরাও কেউ বাঁচবি না। এখন তোদেরও নীচের গ্রামে নামা নিষেধ। হাট বাজার সব বন্ধ। যে যাবি তাকেই মেরে ফেলব আমরা। এই নিয়মই চালু করেছি এখন থেকে। জানিস তো আমি সরকারের লোক? এরপর অনেক লোকজন নিয়ে এসে পুলিশ এনে মেরে ধরে একশা করব তোদের। এই খুলির পাশে তোদের মাথার খুলিও জড়ো করব আমরা। তোদের গ্রামে তোদেরই সর্বনাশ ঘটাব।'

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম বুনোটা উপহাস করে বলল, 'তু কুছ নেহি করপাওগে। তোদের রক্ত দিয়েই আজ আমাদের শুকরকালীর পুজো হবে। সবাইকে বলি দেব আমরা। তার আগে তোর রক্ত শুষে নেবে দেবীর অনুচররা।' বলেই মুখ দিয়ে বিকট একটা শব্দ বের করল।

অমনি দেখা গেল একটা শিকারি বাজ পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে আকাশপথে উড়ে এসে আমাদের মাথার উপর ঘুরপাক খেতে লাগল। সেই বুনো দু'জনের একজন হঠাৎই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে। আর তখনই কী যেন একটা থপ করে পড়ল আমার গায়ে। বরফের মতো ঠান্ডা একটা কিছু যেন লেপটে গেল আমার ঘাড়ে।

এতক্ষণ আমি পিস্তল বার করবার এতটুকু সুযোগও পাইনি। এবার

BanglaBook.org

সেটাকে বার করেই সেই মরণদূতের পক্ষীটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। এক গুলিতেই শূন্য থেকে মাটিতে পড়ল সেটা।

গুলির শব্দে অন্যান্য বুনোরা খুব ভয় পেয়ে গেল।

সংজ্ঞা তখন ভয়ার্ত চিৎকার করছে 'জোকা! জোকা!' মধু আর তুরা ছুটে এসে আমার ঘাড় থেকে সেই বস্তুটাকে গায়ের জোরে উঠিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। কিন্তু দিলে কী হবে সেটা প্রায় তিন হাত লাফিয়ে মধুর গায়ে পড়ল। তুরা আর সংজ্ঞা দু'জনে মিলে এবার ওর গা থেকে সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিতেই সেটা আবার ছিটকে এসে পড়ল আমার পায়ে। আমাদের অবস্থা দেখে বুনোরা তখন দারুণ মজা পেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচছে, হাসছে। প্রায় ছ'ইঞ্চি লম্বা সেই পোকার মতো বস্তুটাকে পা থেকে ছাড়াতে হিমশিম খেয়ে গেলাম। অবশেষে ডিকিই সেটাকে ছাড়িয়ে তার গায়ে মশালের আগুন দিতে নিস্তেজ হল সেটা।

আমি ডিকিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী?'

ডিকি বলল, 'জোকা।'

এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা। এটা আসলে মারাত্মক রকমের একটা পাহাড়ি জোঁক। আর ওই বাজপাখিটা হল মরণের দূত। তান্ত্রিক এতদিন এই কৌশলেই বাজিমাত করছিল। ওই বাজপাখিটা তারই ট্রেনিং মতো মারাত্মক এইসব জোঁক কোনও মানুষের গায়ে অথবা সামনে ফেলে দেয়। তারই প্রভাবে জোঁকটা যাকে সামনে পায় তার শরীরে লেপটে গিয়ে সমস্ত রক্ত শুষে নেয়। এইভাবেই মৃত্যু হয়েছে আমাদের তিন-তিনজন লেবারের। তুরার বাবা ও কুন্দনও মরেছে এই রক্তচোষা জোঁকের কবলে পড়ে। মনে হয় জোঁকগুলো এমনই বিষাক্ত যে ওরা যাকে ধরে সে কিছু টেরও পায় না। আর জোঁকটা বেলুনের মতো ফুলে যখন খসে পড়ে দেহ থেকে, মাঠের মাটি অথবা জলের দিকে যায় তখন ওই বাজপাখিটাই সেটাকে তুলে নিয়ে মনোমতো কোনও স্থানে বসে তার রক্তপান করে। তালাওয়ের ধারে এমনই একটি জোঁককে আমি দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য! একটি মানুষের সারা শরীরের রক্ত ওই একটা জোঁকের পক্ষে শুষে নেওয়া কি সম্ভব? ব্যাপারটা তা হলে এমনও হতে পারে হয় একাধিক জোঁক ফেলে দেওয়া হয় এই নিধন কার্যের সঙ্গে অথবা দারুণ বিষাক্ত এই জোঁক রক্তপান শুরু করলে শরীরের সমস্ত রক্ত তীব্র বিষক্রিয়ায় আপনা থেকেই জল হয়ে যায়।

BanglaBook.org

আমি যখন এইসব চিন্তাভাবনা করছি ঠিক তখনই একটা বল্লম এসে আমার পায়ের তলায় মাটিতে গিঁথল। কে কোথা থেকে আমার প্রাণ নাশের জন্য ছুড়ল এটা বুঝতে পারলাম না। শুধু একটা পৈশাচিক হাসির সঙ্গে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'দেবীজিকা দূতিকে যো মার ডালা উয়ো আদমিকো মরনা হি পড়েগা।'

চমকের ঘোর কাটিয়ে উঠতেই দেখি ভীষণ দর্শন এক নরদানব আমার সামনে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে। তার পরনে কালো পোশাক কপালে লাল টিপ্পা। এই তা হলে সেই তান্ত্রিক। যার কুবুদ্ধিতে বুনোরা উঠছে বসছে। এবং এতগুলো প্রাণ রক্তচোষার কবলে পড়ে বিনষ্ট হয়েছে। আমি ক্ষণবিলম্ব না করে তান্ত্রিককে লক্ষ্য করে আমার পিস্তলের গুলি চালালাম।

আবার অট্টহাসিতে ভরে গেল চারদিক। কোথায় তান্ত্রিক? চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল শয়তানটা। নেপথ্য থেকে ওর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যার অর্থ ওদের বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দাও।

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই বুনোরা দারুণ হিংস্র হয়ে ছুটে এল আমাদের দিকে। আমি দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়লাম সেখানেই। আর সেই মুহূর্তে মনে হল কেউ আমাকে টেনে হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখে অন্ধকার দেখলাম।

অনেক পরে যখন চোখে মুখে জলের ঝাপটা পেয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হলাম তখন বুঝলাম কোনও স্যাঁতসেঁতে গুহার মধ্যে আমি পড়ে আছি। আমি কি এখানে বন্দি? মনে হয় না। তা হলে তো হাত পা বাঁধা থাকত। আমি একটু উঠে বসবার চেষ্টা করতেই কে যেন আমাকে ধরে শুইয়ে দিল। তার নরম হাতের পরশে বুঝলাম সে মেয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?'

'আমি সংজ্ঞা।'

'তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ?'

'না। ডিকি ওদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে আমাদের দু'জনকে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'মধু আর তুরা কোথায়?'

'বুনোরা ওদের ধরে নিয়ে গেছে।'

আমি শিউরে উঠলাম সে কথা শুনে। বললাম, 'সেকী! ওই দুর্বৃত্তরা তা হলে তো প্রাণে মারবে ওদের।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, দু'জনকেই বলি দেবে ওরা।'

'ডিকি, ডিকি কোথায়?'

'সে গেছে ওদের সন্ধানে।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'তুমিও কি আঘাত পেয়েছ?'

'জোর আঘাত পেয়েছি। ওরা যখন আবার আপনাকে মারতে যায় আমি তখন রুখে দাঁড়াই। তখনই ওদের লাঠির আঘাত আমার ওপর পড়ে। ঠিক সেইসময় ওদের সামনে একটা বল্লম পড়ে থাকতে দেখে আমি সেটা নিয়ে গিঁথে দিই সেই আক্রমণকারীর পেটে। ততক্ষণে ডিকি লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছে। ওর হাতের মশালের আগুন বুনোদের দু'-একজনের ঘরে শুকনো ঝোপেঝাড়ে লাগিয়ে দিতেই সবাই যে যার ঘর বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগেই ও আমাদের নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখে এখানে।'

'কিন্তু মাথায় আঘাত পাওয়ার পরই আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে টেনে হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। সে কে?'

'আমিই তো? শয়তান বুনোটা আবার আঘাত করতে এলে আমি বাধা দিতে গিয়ে জখম হই। তখনই বল্লমের খোঁচায় প্রাণান্ত করি ওর।'

আমি বললাম, 'যেখানে বুনোদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ হল সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?'

'বেশিদূর নয়। আমরা ওই জায়গাটারই একটু নীচের দিকে খাদের গায়ে একটা গুহার ভেতরে আছি।'

'এখানে কোনও ঝরনা আছে কি জানো?'

'জানি না। গুহার ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে পড়া জল আপনার চোখে মুখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাই।'

আমি আর শুয়ে না থেকে ওকে ভর করে উঠে বসলাম। অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওর উষ্ণ নিশ্বাস আমার গায়ে অনুভব করছি। বললাম, 'তোমার আঘাতটা কোথায়?'

'ঘাড়ে। আপনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন বলেই জ্ঞান হারিয়েছেন।'

'আমি এখন অনেকটা সুস্থ। তোমার আঘাত কীরকম? তুমি কি যেতে পারবে আমার সঙ্গে?'

'পারব বাবুজি। আমি পাহাড়িয়া মেয়ে। কিন্তু আপনি এই অবস্থায় কী করে যাবেন?'

BanglaBook.org

'আমি সামলে নিয়েছি নিজেকে।'

'তা হলে একটু অপেক্ষা করুন। ডিকিকে আসতে দিন। ওকে সঙ্গে না নিয়ে দু'জনের যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'ধরো ডিকিও যদি ওদের হাতে বন্দি হয়ে থাকে?'

এই সম্ভাবনার কথাটা বোধহয় চিন্তা করেনি সংজ্ঞা। বলল, 'তাই তো।'

আমি ওকে অবলম্বন করে গুহার বাইরে এলাম। সারাটা আকাশ নক্ষত্রমালায় ছেয়ে আছে। তারই এক ফাঁকে কাস্তের মতো একটি বাঁকা চাঁদ। গুহা থেকে বেরিয়ে দু'জনে বড় বড় পাথরের চাঙড় বেয়ে ওপরে উঠলাম। ততক্ষণে অগ্নিকাণ্ডে এখানকার অনেক শুকনো ঝোপঝাড় ভস্মীভূত হয়েছে। গ্রামের ঘরবাড়িও দু'-একটা জ্বলছে তখনও দাউদাউ করে। আমি সেদিকে মনোনিবেশ না করে আমার টর্চটাকে খুঁজতে লাগলাম। বেশি খুঁজতে হল না। সেই বুনোটা যেখানে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সেখানেই মৃত বাজপাখিটার কাছে পড়ে ছিল টর্চটা। আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সংজ্ঞার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন বলো কী করবে? ডিকির জন্য অপেক্ষা করবে, না মধু তুরাকে ওদের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনবে?'

সংজ্ঞা বলল, 'আমার মাথায় কিছু আসছে না। যা আপনি ভাল বুঝবেন তাই করুন। ওরা হয়তো এতক্ষণে মেরেই ফেলেছে ওদের।'

আমি বললাম, 'তা হলে এগিয়ে চলো। ডিকিও যে ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে তা বেশ বুঝতে পারছি।'

আমরা আর কোনও বাঁকাচোরা পথে নয় সহজ পথেই এগিয়ে চললাম। বেশিদূর যেতে হল না গুহামন্দিরের আলো আমাদের চোখে পড়ল। সেইসঙ্গে শোনা যেতে লাগল বুনোদের পৈশাচিক উল্লাস।

সংজ্ঞা হঠাৎই আমার একটা হাত শক্ত করে ধরল। বলল, 'বাবুজি, এভাবে আর না এগোনোই ভাল।'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কীভাবে এগোব?'

এতক্ষণ ভাল করে তাকিয়ে দেখিইনি ওর দিকে। এবার সেই অন্ধকারে গুহামন্দিরের মশালের আলোর আভায় ওর রাঙা মুখখানি দেখে কেমন যেন হয়ে গেলাম।

সংজ্ঞা বলল, 'কী দেখছেন বাবুজি?'

'তোমাকে। কত সুন্দর তুমি।?'

BanglaBook.org

'মধু, তুরা ওরাও তো।'

'তুমি অনবদ্য।'

সংজ্ঞার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। বলল, 'আপনি তো কাজ শেষ হলেই এখান থেকে চলে যাবেন বাবুজি। আমরা তো কেউ আপনাকে ধরে রাখতে পারব না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমার মনটা তো পড়ে থাকবে এখানে। আজকের এই রাত তো ভোলবার নয়।'

'বাবুজি!'

'তোমাদের আমি কখনও ভুলব না। আবার আসব।'

'তা হলে আমার গা ছুঁয়ে বলুন।'

আমি দু'হাতে ওকে আমার খুব কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'আসব, আসব, আসব।'

এমন সময় হঠাৎই তান্ত্রিকদের মন্ত্রধ্বনি ও ডঙ্কা বেজে ওঠার শব্দ কানে আসতেই সংবিৎ ফিরে পেলাম আমরা।

সংজ্ঞা বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন। মনে হচ্ছে ওদের খুব বিপদ।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। পা চালিয়ে জোরে চলো।'

এবার আমরা পরস্পরের হাত ছেড়ে অন্ধকারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওপরে উঠতে লাগলাম। একসময় আমরা গুহামন্দিরের কাছে এসেই দেখি একটি গাছের সঙ্গে ডিকিকে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে ওরা। ডিকি কেমন ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বসে আছে। আর শূকরকালীর সেই ভয়ংকরী দেবীমূর্তির সামনে একটি হাড়িকাঠে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মধুর মাথাটা গলিয়ে দিয়ে কাতান হাতে সেই শয়তান বুনোটা তান্ত্রিকের নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

তান্ত্রিক চিৎকার করে মন্ত্র পড়ছে। ওর গলায় করোটির মালা। কী সাংঘাতিক।

তুরাও হাত পা বাঁধা অবস্থায় গড়াগড়ি দিচ্ছে মধুর পাশে। মধুকে বলিদানের পর তুরাকে বলি দেবে ওরা। তারপর ডিকিকেও।

আমি একবার সেই ভয়ংকর শূকরকালীকে দর্শন করলাম। তারপর উল্লাস দেখলাম বুনোদের। তান্ত্রিক যত মন্ত্র পড়ছে বুনোরা ততই উল্লসিত হয়ে ডঙ্কা পিটছে।

BanglaBook.org

সংজ্ঞা আমার গায়ের কাছে ঘন হয়ে বলল, 'ওদের বাঁচান বাবুজি!'

আমি আর কালবিলম্ব না করে কাতানধারী সেই বুনোটাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিলাম।

পাহাড় ও বনভূমে মরণের ডঙ্কা ছাপিয়েও একটা শব্দ উঠল 'ডিস্যুম।'

বুনোটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সেখানেই। বাকি যারা ছিল তারা দারুণ ভয় পেয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

সংজ্ঞা গেল ডিকির বন্ধন মোচন করতে।

আমি ধেয়ে গেলাম তান্ত্রিকের দিকে। তান্ত্রিক তখন প্রাণভয়ে ঢুকে পড়েছে শূকরকালীর গুহায়। কিন্তু গেলে কী হবে? আমার হাত থেকে ওকে রক্ষা করার মতো কেউই সেখানে নেই। আমি পিস্তল উদ্যত করতেই ও দেবীবেদিকায় আছাড় খেয়ে পড়ল। মশালের আলোয় দেবীমূর্তির যে ভয়ংকরী রূপ দেখলাম তাতে কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা। দেবীবেদিকার নীচে অসংখ্য নরমুণ্ডের করোটি। তান্ত্রিক হঠাৎই সেখান থেকে একটা ধারালো ছোরা বার করে বিদ্যুৎগতিতে ছুড়ে দিল আমার দিকে।

আমি চকিতে বেঁকে না দাঁড়ালে মৃত্যু আমার অনিবার্য ছিল। আমি আর বিলম্ব করা ঠিক নয় ভেবে তান্ত্রিককে টার্গেট করলাম।

তান্ত্রিক ভয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'মাৎ মারো। মুঝে মাৎ মারো বাবুজি।'

আমি বললাম, 'মরতে তোমাকে হবেই শয়তান। তবে গুলিতে নয়। তোমার অস্ত্রেই তোমাকে ঘায়েল করব আমি।'

আমার কথা তান্ত্রিক কী বুঝল কে জানে? সে আরও ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

মশালের আলোয় আলোকিত সেই গুহামন্দিরে আমি তখন অন্য জিনিস খুঁজছি। হঠাৎ সেটা চোখে পড়ল আমার। তান্ত্রিকের দিকে রিভলভার তাগ করেই সেদিকে এগোলাম আমি।

তান্ত্রিক ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'নেহি বাবুজি, অ্যায়সা মাৎ করো।'

আমি বললাম, 'যে মৃত্যুবাণ তুমি পুষে রেখেছ এতদিন ধরে তাতেই তোমার মরণ হোক এটাই আমি চাই।'

আমার সামনে একটা কাচের জারে রাখা ছিল অজস্র মারণজোকা। সেই জারটা নিয়ে এসে ওর দিকে ছুড়ে দিয়েই বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

BanglaBook.org

রক্তমাংসর ওই নধর শরীরের তান্ত্রিককে নাগালে পেয়ে জোকাগুলো ল্যাটা মাছের মতো ছটফটিয়ে রক্ত পিপাসায় তান্ত্রিকের গায়েই লেপটে গেল। হাতে পায়ে কপালে গলায় শুধু জোকা আর জোকা।

আমার কাজ শেষ। সংজ্ঞা ততক্ষণে মুক্ত করেছে ডিকিকে। ডিকি আর সংজ্ঞা মুক্ত করেছে মধু ও তুরাকে।

পৈহারগিরির সেই ভয়ংকর রাতে মুক্তির আনন্দে আমরাই এবার ডঙ্কা বাজিয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলাম। হাড়িকাঠ দুটোর ওপর অনেকগুলো শুকনো কাঠ সাজিয়ে তাইতে আগুন করল ডিকি। সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ায় গুহার ভেতরটাও ভরে গেল নিমেষে।

ডিকি বলল, 'নাচ, তোরা নাচ। আজ সারারাত ধরে এই আগুনকে ঘিরে নাচ দেখা বাবুজিকে। কাল সকাল না হলে নীচে নামছি না কেউ। আমি ততক্ষণে একটা শিকার পাই কিনা দেখে আসি।'

ডিকি চলে গেলে সংজ্ঞা, মধু ও তুরা সেই আগুনকে ঘিরে কী নাচই না নাচল। ওদের সেই নৃত্যে অপটু আমিও যোগ দিলাম।

একটু পরেই একটা হরিণশিশুকে বুকে নিয়ে লাফাতে লাফাতে এল ডিকি। বলল, 'পেয়েছি পেয়েছি। আজ রাতে এটাই দেবীর প্রসাদ হবে আমাদের।'

নাচ থামিয়ে আমি বললাম, 'তার মানে?'

'হরিণের মাংস খুব সুস্বাদু বাবুজি।'

'আমি জানি। কোন হরিণমায়ের বুক থেকে এই ছোট্ট শিশুটিকে তুমি তুলে নিয়ে এলে ডিকি?'

'বাবুজি। এটা আমাদের শিকার।'

'ওকে ছেড়ে দাও। ওই বুনোটার, ওই তান্ত্রিকের প্রাণ সংহার করেছি বলে এই হরিণশিশুটিকে আমি কিছুতেই বধ্য হতে দেব না।' বলে ডিকির বুক থেকে আমিই হরিণশিশুটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্তি দিলাম।

ডিকির পিছু পিছু হরিণী মা-ও এসেছিল বুঝি। তাই সন্তানকে ফিরে পেতেই তীব্র গতিতে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

রাত্রি শেষ হতে আগুনও নিভল। মৃত বুনোটাকে ডিকি হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল খাদের দিকে। আমি পায়ে পায়ে গুহামন্দিরের সামনে গিয়ে ভেতরে না ঢুকে বাইরে থেকেই তান্ত্রিকের শোচনীয় অবস্থাটা দেখলাম। রক্তচোষা জোকারা ওর সারা শরীরের সবটুকু রক্ত শুষে নিয়ে বেলুনের

BanglaBook.org

মতো ফুলে উঠেছে। অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তিটুকু দিতে পেরে আনন্দিত আমরা সবাই। শুধু কুন্দনের জন্যই যা দুঃখ একটু রয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আমরা অবতরণ শুরু করলাম। প্রথমে ডিকি, তার পিছনে তুরা। সংজ্ঞা আর আমি মধুর হাত ধরে নামতে লাগলাম। বেচারি মধু, ওর আর নিজের বলতে কেউ রইল না। তবে পৈহারগিরির আতঙ্ক বরাবরের জন্য দূর হল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রহস্যের বারমোশিয়ায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সারাটা গ্রীষ্মকাল গেল প্রচণ্ড গরমে। একবারের জন্য কালবৈশাখী এল না। তবে নিম্নচাপের হাত ধরে এল বর্ষা। রোজই বৃষ্টি রোজই বৃষ্টি। ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির জন্যে ঘর থেকে বেরোনোই দায় হয়ে উঠল। বর্ষা বিদায় নিলে এল শরৎ। দু'-একদিন মিষ্টি রোদের পরশ পেয়ে আঙিনায় শিউলি ঝরল। তারপর হঠাৎই এক বিপর্যয়।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়েই দেখি ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে সারাটা আকাশ। সে কী ভয়ংকর মেঘের মূর্তি। তারপর কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দশ সেকেন্ডের সুনামি। খোলা জানলা দিয়ে দস্যুর মতো ঝড় এসে এক লহমায় সব ওলোটপালোট করে দিল। টেবিলের ওপর রাখা বেলজিয়াম কাচের বড় ফুলদানি হাওয়ার বেগে উড়ে এসে পড়ল আমার বিছানায়। ফুল জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল যে মেঝেয় পড়েনি। পাশের বাড়ির বাগানের একটি আমগাছের ডাল ভেঙে পড়ল রাস্তার ওপর। সে কী কাণ্ড। এই ভয়ংকর ঝড়ে কার যে কতটা ক্ষতি হল তার হিসেব কে রাখে?

এরপর চলল সারাদিন ধরে বৃষ্টি। ঝড় ওই একবারই হল বটে তবে বৃষ্টির কিন্তু খামতি নেই। সারাটা দিন ধরে ঝরেই চলেছে, ঝরেই চলেছে। ঘরে চাল ডাল ডিম যা ছিল তাই দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে খেলাম। এই অবস্থায় ভজুদাকে তো বাজারে পাঠানো যায় না। যদিও ও একবার যেতে চেয়েছিল তবুও আমার ধমক খেয়ে রয়ে গেল।

ঠিক সন্ধের মুখে বৃষ্টির বেগ যখন অনেকটা কমল তখনই হঠাৎ ঘরে যার আবির্ভাব হল তাকে দেখে সত্যিই চমকে উঠলাম। সে হল দিবাকর। অত্যন্ত হ্যান্ডসাম চেহারার স্মার্ট যুবক। আর দারুণ ডাকাবুকো প্রকৃতির। এখন রাঁচি আর হাজারিবাগের মাঝখানে কী যেন একটা জায়গায় থাকে। কোথায় যে থাকে তা স্পষ্ট করে বলে না। তা সেই দিবাকর এসেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বলল, 'ব্যাগে জামাকাপড় আর টুকিটাকি জিনিসপত্তর যা কিছু আছে তা গুছিয়ে নে।'

BanglaBook.org

'তার মানে?'

'সবকিছুর মানে খুঁজিস না তো। যা বলছি তাই কর। দারুণ একটা জায়গায় নিয়ে যাব তোকে।'

আমি বললাম, 'সে তো বুঝলাম। কিন্তু যাবটা কোথায়?'

'তোকে যা বলছি তাই কর। ব্যাগটা আগে গুছিয়ে নে।'

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনও। বললাম, 'ব্যাগ আমার গুছোনোই থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? কোথায় নিয়ে যাবি?'

দিবাকর সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলল, 'এমন একটা জায়গা যে জায়গার কথা তুই স্বপ্নেও কখনও ভাবিসনি।'

'বলিস কী রে।'

'হ্যাঁ। অমন একটা জায়গা যে আছে বা থাকতে পারে আমিও তা কল্পনা করিনি।'

'তা হলে এত রহস্য না করে খুলেই বল না বাবা জায়গাটা কোথায়?'

'বললেই কি তুই বুঝবি? নামই শুনিসনি কখনও।'

'তোর মুখেই শুনি।'

দিবাকর রহস্যের হাসি হেসে বলল, 'বারমোশিয়ায়।'

'বারমোশিয়া!'

'হ্যাঁ। বারমোশিয়া। দারুণ জায়গা। সে কথা পরে হবে। আগে বল রাতের মেনুটা কী?'

ভজুদা তখন কফি করতে ব্যস্ত ছিল। একটু পরেই কফি আর কেক নিয়ে এসে বলল, 'রাতে আবার মেনু কী? মাংস ভাত অথবা রুটি।'

দিবাকর বলল, 'তাই হোক। তবে সেইসঙ্গে অমৃত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের...।'

ভজুদা বলল, 'স্পেশাল রাজভোগ। এই তো? হবে।'

দিবাকর হেসে বলল, 'এই না হলে ভজুদা।' তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'বনদপ্তরের চাকরি নিয়ে এখন আমি যে জায়গায় আছি তাকে প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য বললেও খুব কম বলা হবে। কিন্তু ওই স্বর্গরাজ্যকে ঘিরে যে দারুণ রহস্য জমাট বেঁধে আছে তা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই রহস্যময়।'

আমি একটু বেশি রকমের সিরিয়াস হয়ে বললাম, 'রহস্যময় কেন?'

'ওই কেনর উত্তর তো আমারও জানা নেই ভাই।'

ভজুদা বলল, 'আরও খানিকটা কফি বেঁচেছে। দেব নাকি একটু করে ঢেলে?'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'দাও।'

দিবাকর বলল, 'বারমোশিয়া ঘন অরণ্যে ভরা বুনো পাহাড়ের দেশ। ওখানকার পাহাড়মালায় হিংস্র বন্যজন্তুও যেমন আছে তেমনি আছে নানা জাতের হরিণ। সম্প্রতি আমি বনদপ্তরের চাকরি পেয়ে এখানে এসেছি। এই নির্জন অরণ্যে আমি আর চৌকিদার হেলা ছাড়া অন্য কেউ নেই।'

'সে কী! আশপাশে কোনও গ্রাম নেই?'

'আছে। গুলসন্ডি নামে একটা গ্রাম আছে। তবে তা অনেক দূরে।'

'তা হলে প্রকৃতির ওই স্বর্গরাজ্যে তুই একাই অধীশ্বর?'

'বলতে পারিস।'

ভজুদা আরও একটু কফি দিলে তা খেতে খেতেই দিবাকর বলল, 'ওখানকার বনের ওই হরিণগুলোর সঙ্গেও আমার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কী ভাব আমার ওদের সঙ্গে। শুধু জঙ্গলের গভীরতার কারণে বেশি ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় না। হেলা-টা দারুণ ভিতু। ইউ পি-র লোক। আজমগড় না কোথায় যেন ওর বাড়ি। ওর ধারণা ও বিশ্বাস ওই জঙ্গলে ভূত প্রেতের উপদ্রব আছে। তাই ভয়ে ও নিজে যায় না, আমাকেও যেতে দেয় না।'

'ওর এমন ধারণা হওয়ার কারণ?'

'কুসংস্কার বলতে পারিস। শুধু ওর নয় গুলসন্ডি, বনপাহাড়ি, কাপাসদা, হেঁতালডি, টংকুপ্পার গ্রামের মানুষদেরও অমনই ধারণা।'

'স্ট্রেঞ্জ।'

'তারাও আমাকে জঙ্গলে যেতে মানা করে। ওদের ধারণা ওই বনের হরিণরা নাকি মায়াহরিণ।'

'মায়াহরিণ! তার মানে?'

'রাতের অন্ধকারে ওরা নাকি আর হরিণ থাকে না। মোহিনীমূর্তি ধারণ করে গান গায়, নাচে। আবার দিনের আলোয় হরিণ হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'এই উনিশশো একষট্টি সালেও মানুষের মনে এমন সংস্কার! তুই কী বলিস?'

'আমি আর কী বলব বল? তবে আমারও যেন কখনও সখনও ওদের ধারণাটাই সত্যি বলে মনে হয়।'

দিবাকরের কথা শুনে না হেসে পারলাম না। বললাম, 'আদিবাসীদের,

BanglaBook.org

বনের মানুষদের অনেকরকম সংস্কার থাকে। তাই বলে বনের হরিণ রাতে মোহিনীমূর্তি ধারণ করে গান গায় নাচে এমন সংস্কারের কথা তো শুনিনি কখনও। তা ওদের গান শুনেছে কে? তুই শুনেছিস?'

'শুনেছি। কাছের দূরের গ্রামের মানুষরাও শুনেছে। সেই গানের সুরমাধুর্য এমনই যে মনে হয় গানের ভেতর দিয়ে কে যেন ডাকছে।'

আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম ওর কথা।

দিবাকর বলতে লাগল, 'কতবার ভেবেছি সাহস করে এগিয়ে যাই। কিন্তু শেষপর্যন্ত সংকল্প ত্যাগ করেছি। বলা যায় না সত্যিই যদি অলৌকিক ব্যাপার স্যাপার কিছু হয়। তা ছাড়া হেলাও আমাকে বাধা দিয়েছে বারে বারে। মন ভেঙে দিয়েছে। ও তো বড়বিল অঞ্চলের মানুষ। ও অনেক কিছুই জানে। ও জানে ওই গান শুনে জঙ্গলে কেউ গেলে সে আর ফিরে আসে না।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা তা হলে খুবই রহস্যময়।'

'রহস্যময় বই কী। ওখানে গেলেই বুঝবি কী হয় আর না হয় ওখানে। সন্ধের পর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। চিন্তা ভাবনার বাইরে যা কিছু তাই হয় ওখানে।'

'তার মানে সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য এক ভুবন ওখানে বিরাজ করছে।'

'আদিম ভুবন বলতে পারিস। কত রহস্য যে জমাট বেঁধে আছে ওখানে তার ঠিক নেই। শুধু রহস্য নয়, আছে আতঙ্কও। এখন তুই যদি অন্তত কয়েকটা দিন আমার সঙ্গে থাকিস তা হলে ওই মায়াহরিণের রহস্য আমি উন্মোচন করবই।'

আমি বললাম, 'তোর কথা শুনে ভেতরে ভেতরে আমিও কিন্তু দারুণ অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে উঠছি। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তোর সঙ্গে যেতে আমি রাজি। বিপদের যতরকম ঝুঁকিই থাকুক না কেন ওখানে ওই অরণ্যে রাতেই আমরা যাব। দেখব ওই মায়াকাননে কোন বনহরিণী কোন মায়ায় আমাদের বশ করে।'

দিবাকর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলল, 'আমি জানতাম তুই যাবি। তাই অতদূর থেকে তোর কাছে ছুটে এলাম। এখন যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নে। কেননা বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে ওখানে।'

'আমি রেডি। কবে যাবি বল?'

BanglaBook.org

'দেরি করে লাভ কী? কালই যাব। সকালে গিয়ে রাতের গাড়িতে দুটো রিজার্ভেশন করিয়ে আসব রাঁচি এক্সপ্রেসে। পরদিন রাঁচিতে নেমে লোহারদাগা হয়ে বারমোশিয়ায়।'

আর কথা নয়। আমার সব কিছু গুছোনোই থাকে। তবুও প্রয়োজনীয় সামান্য যা কিছু তা-ও নিয়ে নিলাম। এরপর আর এক প্রস্ত কফি খেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম দু'জনে।

ভজুদা মাংস আর রুটির ব্যবস্থা করেছিল। সেইসঙ্গে দুটো করে রাজভোগ। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হল সব।

রাজভোগ খেয়ে খুব খুশি দিবাকর। বলল, 'কতদিন যে বাংলার মিষ্টি খাইনি তার ঠিক নেই। আমাদের ওখানে গ্রামের মানুষরা ঘরযোগে প্যাঁড়া তৈরি করে। তারও স্বাদ মন্দ নয়। তবে এর কাছে কিছুই নয়।'

আমি বললাম, 'তোর মতো আমিও মিষ্টিখোর। তবে কিনা ওই বনেজঙ্গলে মিষ্টি তো পাব না। মাছ মাংসই বেশি করে খাব। পারলে মাঝে মাঝে হরিণের মাংস খাইয়ে দিস।'

দিবাকর জিভ কেটে বলল, 'ওই নামটি মুখে আনিস না। ওখানকার বন্যেরা হরিণকে খুব ভালবাসে। আদর করে। হরিণের মাংস খাওয়া দূরের কথা হরিণকে মারাও ওরা পছন্দ করে না। তবে নানারকম পাখি আর হাঁস-মুরগি অনেক পাবি।'

'ওতেই হবে।'

'তবে একটা কথা কী জানিস, অপর্যাপ্ত দুধ ঘি ওখানে। ওইসব খেলে মাছ মাংসও খেতে ইচ্ছে করবে না।'

ভজুদা বলল, 'তোমাদের সেই থেকে শুধু খাওয়ার গল্প শুনছি। রাত কত হয়েছে সেদিকে খেয়াল আছে? এবার শুয়ে পড়ো।'

সত্যিই তো। রাত অনেক হয়েছে। প্রায় পৌনে একটার কাছাকাছি। অতএব আর দেরি নয়। শ্রীভগবানকে স্মরণ করে আলাদা দুটো বিছানায় শুয়ে তেড়ে ঘুম দিলাম দু'জনে।

BanglaBook.org

খুব সকালে ঘুম ভাঙলে আমরা বাথরুম সেরে সোফায় এসে বসলে ভজুদা আমাদের ডিম টোস্ট আর চা দিয়ে গেল।

খবরের কাগজও এল একটু পরে। কাগজের প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়েই

চমকে উঠলাম। কাল ওই সামান্য সময়ের বিধ্বংসী ঝড়ে কত ঘরবাড়ি গাছ যে উলটেছে তার ঠিক নেই। প্রকৃতির রুদ্ররোষ কখন কীভাবে যে বর্ষিত হয় তা কে জানে?

আজ কিন্তু আকাশের দিকে তাকালে মনেই হবে না যে অত কাণ্ড হয়ে গেছে কাল। নিম্নচাপের সমস্ত প্রভাব মুক্ত হয়ে সুন্দর সোনালি আলোয় ঝলমল করছে সকালটা।

চা-পর্ব শেষ হলে দিবাকর বলল, 'এখন তো আটটা বেজে গেছে। ঘরে বসে থেকে কী করবি? চল টিকিটটা কেটে আসি।'

'গেলেই কি রিজার্ভেশন পাবি?'

'নিশ্চয়ই পাব। এটা তো বম্বে মেল নয়। রাঁচি এক্সপ্রেস। ও গাড়ির রিজার্ভেশন অল টাইম অ্যাভেলুয়েবল। তবু যদি না পাই এমনি টিকিট কেটেই গাড়িতে উঠব।'

আমরা যখন পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরোতে যাচ্ছি ভজুদা তখন বলল, 'বাইরে বেরোবার গন্ধ পেলে কি খাওয়া দাওয়ার কথাটাও মনে থাকে না বাবুদের? এই যে বেরোচ্ছ কখন ফিরবে ঠিক আছে? একটু বসে যাও, হালুয়া আর পরোটা বানিয়ে দিচ্ছি।'

যুক্তিটা মন্দ নয়। অগত্যা বসে যেতেই হল। এখন সলিড খাদ্য কিছু পেটে না পড়লে রাস্তায় খিদে পেত। স্টেশন এলাকার অখাদ্য খাবার বেশি দাম দিয়ে কিনে খেতে হত তখন।

ভজুদা করিতকর্মা লোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাল ঘিয়ের পরোটা ও হালুয়া বানিয়ে দিল আমাদের। আমরা তাই খেয়ে আরও একবার চা-পান করে হাওড়া স্টেশনের দিকে চললাম।

দিবাকরের কথাই ঠিক। কোনও অসুবিধাই হল না টিকিট পেতে। সাইড লোয়ার আপারে দুটো বার্থ পেলাম থ্রি-টায়ারে। মনেমতো বার্থ পেলে কার না আনন্দ হয়? আমাদেরও তাই আনন্দে ভরে উঠল মন।

এরপর আমরা বাসায় ফিরে বারমোশিয়ার ব্যাপারে নানারকম আলোচনা করতে লাগলাম। দিবাকরের মুখে ওখানকার নৈসর্গিক বিবরণ যা শুনলাম তাতে একটাই সিদ্ধান্তে এলাম জনবিরল ওই অরণ্যভূমে রহস্যের বাতাবরণ ছাড়াও অনেক আনন্দ নিয়ে দিনকতক ভালভাবেই কাটানো যাবে। ভোরের পাখির গান শুনে, চঞ্চলা গিরিনদীর নৃত্যের ভঙ্গিমা দেখে ভালই কাটবে ক'টা দিন।

BanglaBook.org

যাই হোক, যাত্রার আনন্দে সারাটা দিন যে কীভাবে কাটল তা আমিই জানি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এলে উঠে বসলাম দু'জনে। মুখোমুখি বসে গল্প করতে করতেই সময় কেটে গেল। ট্রেনও ছাড়ল যথাসময়ে। ভজুদা গাড়িতে যাওয়ার জন্য লুচি আর আলুরদম করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল খান দশেক তালশাঁস সন্দেশ। কোলাঘাটে রূপনারায়ণ পার হতেই আমরা রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিলাম। আমি ট্রেন জার্নিতে আপার বার্থ পছন্দ করি। তাই দিবাকরকে লোয়ার বার্থ দিয়ে নিজে উঠে গেলাম আপার বার্থে।

এরপর ট্রেনের দোলায় দুলতে দুলতে শুধু ঘুম আর ঘুম।

পরদিন সকালে রাঁচিতে নেমে অন্য একটা ট্রেনে চলে গেলাম লোহারদাগায়। স্টেশনের কাছেই একটা ছোট্ট দোকানে চা-পর্ব সেরে একটা ভাড়া গাড়িতে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে বারমোশিয়ায় এলাম। যেখানে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম সেখান থেকে অনেকটা পথ হেঁটে যখন বাংলোয় পৌঁছোলাম তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। তা হোক, প্রথম দর্শনেই আমার মন কেড়ে নিল বারমোশিয়া। কেননা এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বারমোশিয়ার যে রূপ আমি দেখলাম তাতেই বুঝলাম জায়গাটা সত্যিই অনবদ্য। এবং প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোট্ট বাংলোটিও আমার মনোহরণ করল। এমন সুন্দর ও ছিমছাম বাংলো এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। দুপুরের রোদে চারদিক তখন ঝলমল করছে। দূর থেকে সেখানকার বনে পাহাড়ে ভালভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমাদের বাংলোটি ছোট্ট একটি টিলার ওপর। চারপাশ নিরাপত্তার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এখান থেকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। টিলার নিম্নভূমিতে কয়েক ফার্লং গেলেই সেই বিশাল বনভূমি। দিনমানেও দূর থেকে যেদিকে তাকালে গা ছমছম করে।

আমরা বাংলোয় পৌঁছোতেই চৌকিদার হেলা আমাদের বসবার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিল। তারপর গেলাস ভরতি জল নিয়ে খেতে দিল দু'জনকে।

কী মিষ্টি জল। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

আমি হেলাকে বললাম, 'এ জল তুমি কোথায় পেলে? আশপাশে তো কোনও জলের ব্যবস্থা দেখলাম না।'

BanglaBook.org

হেলা বলল, 'এ মিঠাপানির জল। এই জলই আমরা খাই।'

দিবাকর বলল, 'এই টিলার পিছনদিকে একটা ঝরনা আছে। তার নাম মিঠাপানি। দূরের গ্রাম থেকেও অনেকে হান্ডায় ভরে এই জল নিতে আসে। খুব সুস্বাদু জল বলেই এর নাম মিঠাপানি।' বলে হেলাকে বলল, 'বেশ ভাল করে কফি কর।'

আমরা এখানে আসবার সময় চা, কফি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি অনেকটা পরিমাণেই নিয়ে এসেছিলাম। কেননা এখানে তো ওসব জিনিস পাওয়া যায় না। কোনও কিছুই পাওয়া যায় না এখানে। যাবতীয় কেনাকাটার জন্য রাঁচি লোহারদাগার দিকেই যেতে হয়।

দিবাকরের আদেশমতো হেলা স্টোভ জ্বেলে কফির আয়োজন করতে লাগল।

দিবাকর ব্যস্ত হল ওর ঘরের কাজে। এই বাংলোই তো ওর ঘর সংসার।

আমি বাংলোর বাইরে এসে এদিক সেদিক ঘুরে পাহাড় ও বনভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

জায়গাটা আমার খুব মনে ধরেছে বলে দিবাকরেরও আনন্দের শেষ নেই। একটু পরেই ও পোশাক বদলে আমার পাশে এসে বলল, 'চল তোকে ওই মিঠাপানির দিকে নিয়ে যাই। ওখানে গেলেই দেখবি কত—কত হরিণ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

আমার উৎসাহের অন্ত নেই। তাই বললাম, 'আমাদের দেখে ভয়ে পালাবে না তো?'

'ভয় পাবে কেন? কেউ ওদের মারে না। তাই ওরা পোষা হরিণের মতো।'

আমি দিবাকরের সঙ্গে বাংলোর পিছনে আসতেই দেখলাম টিলার নীচের দিকে একটি ক্ষীণস্রোতা ঝরনার আশপাশে অজস্র হরিণ নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে। দিবাকর আমাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে সেইসব হরিণগুলোর কাছে গিয়ে ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে তারাও গলা বাড়িয়ে ওর আদর খেতে লাগল।

আশ্চর্য! বনের হরিণ, এমন ভাব যেন পোষা হরিণ।

দিবাকরের দেখাদেখি আমিও পায়ে পায়ে এগিয়ে দু'-একবার গায়ে হাত বুলিয়ে ছোট্ট একটি হরিণশিশুকে বুকে নিয়ে অনেক আদর করলাম। হরিণের

BanglaBook.org

দল আমাকেও ভয় পেল না। যেন আমি ওদের কতই পরিচিত। বারমোশিয়ার বনে পাহাড়ে আমার মন তাই ভরে উঠল এক অপার্থিব আনন্দে।

একটু পরেই আমরা বাংলোয় ফিরে এলে হেলা আমাদের কফি ও বিস্কুট দিল। বলল, 'এগুলো খেয়েই চট করে স্নানটা সেরে আসুন। ভাত আর ডিমের কারি দু'মিনিটে হয়ে যাবে। দেরি করবেন না।'

এই অনবদ্য পরিবেশে এমন অবেলাতেও তারিয়ে তারিয়ে কফি খাওয়ার যে কী আনন্দ তা এখানে না এলে কখনওই অনুভব করতে পারতাম না।

যাই হোক, কফি খেয়ে আবার ওই ঝরনাতেই গিয়ে স্নানটা সেরে এলাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদেটাও চনচনে হয়েছে। তাই পেট ভরে ভাত ও ডিমের কারি খেয়ে সামান্য একটু বিশ্রাম নিতে না নিতেই সন্ধে হয়ে এল।

দিনান্তের শেষ আলোর রংটুকু তখনও মুছে যায়নি আকাশের পট থেকে। দিবাকর আমি দু'জনেই বাংলোর বাইরে এলাম। আসন্ন সন্ধ্যায় কী অপরূপ সাজেই না সেজে উঠেছে প্রকৃতি। নাম না জানা কত গাছে কত রঙিন ফুল ফুটে আছে দেখলাম। কী সুন্দর!

আমরা যখন দূরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেছি ঠিক তখনই দেখা গেল গোলালো চেহারার তামাটে রঙের দুটি মেয়েকে বাংলোর দিকে আসতে। ওদের দু'জনেরই হাতে দুটো মুরগি।

মেয়ে দুটির বয়স ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। চেহারায় বন্য পাহাড়ি ছাপ। ওরা এসেই আবদার করল, 'এই মুরগি দুটো নে না বাবুজি, বারো আনা করে দাম।'

ওদের দেখতে পেয়েই হেলা বেরিয়ে এসে বলল, 'গলাকাটা দাম চাইছিস যে? আট আনার বেশি পাবি না। যে-কোনও একটা রেখে যা। খাব তো তিনজনে। দুটো মুরগি নিয়ে আমরা কী করব?'

দিবাকর বলল, 'দুটো মুরগি আমাদের লাগবে না রে।'

দু'জনের মধ্যে যে একটু বড় সেই মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নে না বাবুজি, তোদের আসতে দেখেই আমরা এলাম।'

ওর বলার ধরন দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'ঠিক আছে রেখে যাও।' বলে দেড়টা টাকা ওদের হাতে দিলাম।

দিবাকর হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, 'এই, তুই রাখ। তুই কেন টাকা দিবি? তুই আমার গেস্ট।'

BanglaBook.org

আমি হেসে বললাম, 'তাতে কী? তুই আমি কি আলাদা? আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কেউ একজন দিলেই তো হল।' এরপর মেয়েদুটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা থাকো কোথায়?'

বড় মেয়েটি দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে।'

চেয়ে দেখলাম অনেক দূরে একটি মাঝারি ধরনের বুনো পাহাড়ের কোলে আঙুলে গোনা কয়েকটি ঝোপড়ির ঘর। কী সুন্দর। যেন পটে আঁকা ছবি। বললাম, 'কী নাম তোমাদের গ্রামের?'

'বনপাহাড়ি।'

'বাঃ। বেশ নাম তো। তোমার নাম কী?'

'ময়ূরী।'

এবার সঙ্গীনি মেয়েটির দিকে তাকাতেই সে বলল, 'আমার নাম সরলা।'

আমি বললাম, 'তোমাদের দু'জনেরই নাম খুব মিষ্টি। তা এমন সন্ধেবেলায় তোমরা যে এলে, এতটা পথ ফিরে যেতে তোমাদের ভয় করবে না?'

ওরা দু'জনেই হেসে বলল, 'না।'

এবার আমি সেই আতঙ্কের বনভূমির দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'ওই জঙ্গলে তোমরা গেছ কোনওদিন?'

ময়ূরী ঘাড় নেড়ে বলল, 'না। ওখানে কেউ যাই না আমরা।'

'কেন যাও না?'

সরলা বলল, 'ওখানে গেলে কেউ ফেরে না। ওই বনকে সবাই মায়াবন বলে। ওখানে গেলে মায়া ধরে নেবে।'

'যদি আমি যাই?'

'না বাবুজি, অমন কাজ কোরো না।'

'কেন, আমাকেও কি মায়া ধরে নেবে?'

'হ্যাঁ বাবুজি, যে কেউ ওখানে গেলেই তাকে মায়া ধরে নেবে।'

সরলা বলল, 'ওই মায়াবনে গেলে কেউ ফিরে আসে না বাবুজি। ফিরে এলেও সে পাগল হয়ে যায়।'

'তা হলে তো আমাকে যেতেই হবে। দেখব মায়া আমাকে কেমন করে ধরে।'

ময়ূরী বলল, 'না না বাবুজি, ওইরকম করবি না তুই। ওই বনে গেলে আর ফিরে আসবি না। একেবারে দিওয়ানা হয়ে যাবি।'

BanglaBook.org

এবার আমি একটু চুপ থেকে বললাম, 'বেশ তা না হয় না গেলাম। তবে তোমাদের ওই বনপাহাড়িতে গেলে তো মায়া আমাকে ধরবে না?'

'ওখানে তো মায়া নেই বাবুজি। ওখানে আমরা আছি।'

'তা হলে মায়াবনে নয় তোমাদের গ্রামেই আমি যাব।'

আমার কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারল না ওরা। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দারুণ উল্লসিত হয়ে বলল, 'সত্যি যাবি বাবুজি আমাদের গ্রামে?'

'হ্যাঁ, যাব।'

'আমরা দু'জন এসেই নিয়ে যাব তোকে।'

ময়ূরী ও সরলা আমার মনের উদ্যানে বসন্তের রং ছড়িয়ে বিদায় নিল।

ওরা চলে গেলেও আলোছায়ায় একেবারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ওদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হেলা এরই মধ্যে অভ্যস্ত হাতে দুটো মুরগিকেই ছাড়িয়ে ফেলেছে। আজ রাতে স্রেফ মাংস আর ভাত। এতটা মাংস তো আজই খাওয়া যাবে না, কিছুটা রান্না মাংস তাই রেখে দেওয়া হবে কালকের জন্য।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি ঘনিয়ে এল। এখন জ্যোৎস্নাপক্ষ। তাই চারদিক আলোয় আলো। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। ক্রমে দূর বনানীর ভেতর থেকে শোনা যেতে লাগল বিভিন্ন জীবজন্তু ও নিশাচর পশুপক্ষীর ডাক।

দিবাকর হেলার সঙ্গে রান্নার কাজে হাত লাগালে আমি বাংলোর বাইরে এসে প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

হঠাৎই একদল চিত্রল হরিণ ছুটে গেল বাংলোর পাশ দিয়ে। একটু পরেই আবার কী ভেবে যেন ফিরে এসে বিচরণ করতে লাগল আশপাশে। কেউ কেউ আমার মুখের দিকে তাকাল। তবে ভয় পেল না। কত—কত হরিণ। দেখে মন ভরে গেল। ওদের চোখগুলো যেন টর্চের আলোর মতো জ্বলছে। এ দৃশ্য এর আগেও আমি বহুবার দেখেছি। বনে যারা ঘোরে তারা সবাই দেখেছে। তবুও এই সুন্দর পরিবেশে চাঁদের আলোয় মেশা ওদের চোখের আলো বড়ই সুন্দর মনে হল।

সে রাতে পেট ভরে মাংস ভাত খেলাম আমরা। চমৎকার রান্না করেছে হেলা। খেয়ে তৃপ্তিতে ভরে উঠলাম।

BanglaBook.org

খাওয়াদাওয়ার পর পাশাপাশি দুটো ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লাম দু'জনে। হেলা এখানেই মেঝের চট বিছিয়ে শুল। শোয়ামাত্রই সারাদিনের জার্নির ক্লান্তিতে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল আমাদের। হেলার কোনও ক্লান্তি ছিল না, তবুও কী ঘুম তার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, হঠাৎই দিবাকরের ডাকে ঘুম ভাঙল।

ও কেরোসিনের কুপিটা উসকে দিয়ে বলল, 'ওই শোন।'

আমি কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম বহু দূর থেকে একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কোনও মেয়ে যেন করুণ সুরে গাইছে এই গান। কিন্তু দূরত্বের কারণে সে গানের ভাষা কিছুই বোঝা গেল না।

গান শোনামাত্রই উঠে বসলাম আমি। জোরালো টর্চটা মাথার কাছ থেকে নিয়ে বাংলোর বাইরে এলাম।

দিবাকরও এল। বলল, 'জ্যোৎস্নার এত আলোয় টর্চ লাগবে না।'

সত্যিই এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অরণ্যে পর্বতে চাঁদের আলো যেভাবে লুটিয়ে পড়েছে তাতে অন্য আলোর প্রয়োজন হয় না। তবে বনভূমি অন্ধকার। সেই আঁধারেও আলো আছে। সে আলো অবশ্য শত শত হরিণ চোখের। তারই মধ্য থেকে ভেসে আসছে একাধিক গানের সুর। তবে কি সত্যি সত্যিই ওই বনের হরিণরা রাতের অন্ধকারে অন্যরকম হয়ে যায়.? ওই কাননকে ঘিরে যে রূপক তা কি সত্যিই অলীক নয়? সে গান শুনে মনে হল এই মায়ারাতে ওরা যেন গানের সুরেই ডাক দিচ্ছে আমাদের। অথচ ওই সুরের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ও বনে গেলেই নাকি হিমশীতল মৃত্যু এসে গ্রাস করে সকলকে।

আমি উত্তেজিত হয়ে দিবাকরের দিকে তাকাতেই ও বলল, 'হুট করেই কিছু যেন করতে যাস না।'

আমার তখন শিরায় উপশিরায় চঞ্চলতা খেলা করছে। বললাম, 'তোর ঘরের দেওয়ালে কার্তুজ ভরা একটা বন্দুক আমি দেখেছি।'

'ওটা ওখানেই থাকে। ওর ব্যবহার আমি জানি না।'

'আমি জানি।'

'নিজেকে সংযত কর।'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'হেলাকে ডেকে তোল। চল, সবাই আমরা ওখানে যাই।'

BanglaBook.org

‘বললাম তো সহসা কোনও বিপদের ঝুঁকি নিতে যাস না।’ বলেই আমার হাত ধরে টান দিল।

আমি বললাম, ‘ওই মায়াবনে আমাকে যেতেই হবে দিবাকর। আমি যাব।’

‘আমিও যাব। সেইজন্যই তো ডেকে এনেছি তোকে। তবে রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোয়।’

‘কিন্তু মোহিনীমায়ার প্রকাশ তো রাতের অন্ধকারেই।’

‘তখন মৃত্যুর হাতছানি। তাই রাতে কোনও অভিযান নয়।’

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ওর সঙ্গে ঘরে এসে শয্যাগ্রহণ করলাম। মনে মনে সংকল্প করলাম ওই মায়াবনের রহস্য আমাকে উন্মোচন করতেই হবে। কেউ না যাক আমি একাই যাব। মৃত্যু? সে যদি নিয়তির হাত ধরেও আসে আমি নিজেই তাকে বরণ করে নেব।

পরদিন সকালে দিনের আলোয় চারদিক যখন ভরে উঠল তখন দারুণ আনন্দে বিভোর হলাম আমি। বনে পাহাড়ে সোনার রোদ ছড়িয়ে পড়ায় প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য অপরিসীম হয়ে উঠল। দূরের প্রকৃতি ও ঘন বনানী দেখে মনেই হল না এখানে কোনও আতঙ্ক থাকতে পারে বলে।

দিবাকর ও আমি বাংলোর বাইরে এসে এক জায়গায় একটি বড় পাথরের চটানে বসলাম। দিবাকর হঠাৎ কী দেখে যেন বলল, ‘কাল রাতে এখানে ভালুক এসেছিল।’

‘কী করে বুঝলি?’

‘ওই দেখ ওদের পায়ের ছাপ, নখের দাগ।’

ভালুকের পায়ের ছাপ আমি চিনি। তবে অতটা লক্ষ করিনি। দিবাকরের কড়া নজরেই ধরা পড়ল সেটা।

আমি সেই অস্পষ্ট দাগগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একসময় প্রশ্ন করলাম, ‘হ্যাঁরে, এখানে এই বনবাংলোয় তোর কাজটা কী?’

দিবাকর বলল, ‘কিছুই না। চোরাকাটরার দল এসে জঙ্গলের ভাল ভাল গাছ যাতে কেটে নিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখা। আর শিকারের নেশায় ওইসব বনের হরিণ ও পশুপক্ষীগুলোকে কেউ যেন না মারে সেদিকেও সজাগ থাকা। তবে এখনও পর্যন্ত সেরকম কেউ আসেনি। তার কারণ গাছ

BanglaBook.org

কেটে বয়ে নিয়ে যাবার রাস্তাই তো এখানে নেই।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুই কখনও হরিণের মাংস খেয়েছিস?'

'একাধিকবার।'

'আমিও খেয়েছি। তবে কিনা এখানে এসে একটা হরিণও মারিনি আমি। কেননা ওদের ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে আমার।'

'ভালই করেছিস। ওদের আদর যত্ন কর, মনে আনন্দ পাবি।

'আমার আদর তুই তো দেখলি। ওরাও আমাকে কত ভালবেসে কাছে আসে বল?' তারপরই বলল, 'ওই—ওই দেখ, ওরা আসছে।'

তাকিয়ে দেখলাম সোনাঝরা রোদ্দুর গায়ে মেখে অজস্র হরিণ জঙ্গলের দিক থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছে। এত হরিণ যে তা ভাবা যায় না। এই বনে এত মৃগসন্নিধানে যে কেউ থাকলে তার প্রকৃতি অন্যরকম হয়ে যাবেই। দিবাকর ভাগ্যবান যে এমন এক সুন্দর পরিবেশে থাকার সুযোগ পেয়েছে। হরিণগুলো কাছে এলে আমরা দু'জনেই ওদের গায়ে গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলাম।

একটু পরেই চা নিয়ে এল হেলা। চা আর কেক। সেই কেক থেকে একটু ভেঙে একটা হরিণের মুখে দিতেই বিপত্তি। চারদিক থেকে সমস্ত হরিণ এসে ঘিরে ধরল আমাকে। বাকিটুকু যাকে যা পারলাম তাই দিলাম। একটা হরিণ তো কেকের লোভে তার সামনের পা-দুটো আমার বুকে রেখে মুখে মুখ ঘষতে লাগল। হাতের চা চলকে পড়ল হাত থেকে।

হেলা সেই দৃশ্য দেখে আবার নতুন করে চা বানাল আমার জন্য। আমি বাংলোয় এসে চা-পর্ব শেষ করলাম।

দিবাকর হরিণগুলোর কাছেই রইল।

চা খেয়ে আবার যখন বাইরে এলাম আমি, হরিণের দল তখন ঘাস পাতা খেতে খেতে মিঠাপানির দিকে নেমে গেছে।

আমি যখন তন্ময় হয়ে হরিণদের অবাধ বিচরণ দেখছি ঠিক তখনই শুনতে পেলাম, 'বাবুজি!'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ময়ূরী ও সরলা।

ময়ূরী বলল, 'আমাদের গ্রামে যাবি তো বাবুজি?'

ওদের দেখে খুবই আনন্দ হল আমার। বললাম, 'যাব। কিন্তু এত সকালে?'

BanglaBook.org

সরলা বলল, 'এখনই তো যাবার সময়।'

হেলা বেরিয়ে এসে বলল, 'এই সাতসকালে কোথায় নিয়ে যাবি তোর বাবুজিকে?'

ময়ূরী বলল, 'আমাদের গ্রামে নিয়ে যাব।'

'দুপুরে আসবি খাওয়া দাওয়ার পর। এখন যা।'

ওরা দু'জনে দুদিক থেকে আমার হাত ধরে টান দিল এবার। বলল, 'না। বাবুজি এখনই যাবে।'

আমি হেলাকে বললাম, 'ওদের যখন এত আশা তখন যাই একবার ঘুরেই আসি ওদের গ্রাম থেকে।' বলে হাঁক দিয়ে ডাকলাম দিবাকরকে, 'কী রে, যাবি নাকি?'

দিবাকর তখন হরিণ নিয়ে ব্যস্ত। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি এখন এদের ছেড়ে যেতে পারব না, তুই যা।'

অগত্যা যেতেই হল। অনেকটা পথ। দু'-তিনটি পাহাড়ি নালা পার হয়ে একসময় ওদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম। মাঝারি ধরনের একটি বুনো পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকটি ঝোপড়ির ঘর। মিঠাপানির সেই ঝরনার জল ছোট্ট একটি নদীর আকারে অজস্র উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এখানে। তাতে অবশ্য অনেক শ্যাওলা ময়লা ইত্যাদি জমে আছে। আর সেই নদীর ওপারেই গভীর জঙ্গলের বিস্তৃতি।

আমি ওদের গ্রামে যেতে সে কী আনন্দ সকলের।

ময়ূরীদের উঠোনে মোড়া পেতে আমাকে বসতে দেওয়া হল। ওদের মা বাবা গ্রামের অন্যান্য মেয়েপুরুষ সবাই এল। দূরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখতে লাগল আমাকে।

একটু পরেই গরম লুচি ও গুড়ের হালুয়া এল আমার জন্য। সেইসঙ্গে বড় বড় ছাতুর লাড্ডু। কী তার স্বাদ। এইসব খেয়ে এক গেলাস জল খেতেই মন প্রাণ ভরে উঠল।

কী দারুণ আতিথেয়তা। ওদেরই মধ্য থেকে এক প্রবীণ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে কীজন্য এসেছিস বাবু?'

এ কথার কী উত্তর দেব তা ভেবে পেলাম না। বললাম, 'আমি তো নিজের ইচ্ছেয় আসিনি। তোমাদের মেয়েরাই আমাকে ডেকে এনেছে।'

'না না। সে কথা বলছি না। ওই বাংলোর সাহেব খুব ভাল লোক। তুই

BanglaBook.org

তার দোস্ত বটে। কোনও শিকারের মতলবে এখানে এসেছিস? হরিণের শিং, চামড়া নিবি?'

আমি বললাম, 'ওসবের কোনও মতলবই আমার নেই। হরিণের শিং, চামড়া আমার কোন কাজে লাগবে?'

'ভাল কথা। আমরা হরিণ মারি না। ওই বনের হরিণরা হরিণ নয় বাবু, অন্য কিছু।'

'অন্য কী?'

'সে তুমি বুঝবে না বাবু।'

'তোমরা তা হলে জঙ্গলে যাও না?'

'খুব দরকার না হলে যাই না। গাঁয়ের গোরু ছাগল হঠাৎ করে জঙ্গলে ঢুকে পড়লে তাকে আনতে যাই। তবে সূর্যি ডোবার পরে কেউ যাই না।'

'কেন যাও না?'

'ওই বনে অপদেবতাদের বাস।'

'দেবতাদের বাসও তো হতে পারে?'

'হতে পারে। বাংলোর ওই সাহেব আসার আগে ওখানে আর একজন ছিল। সে আমাদের নিষেধ অমান্য করে দেবতাদের এখানে রাগালে। তারপর একদিন বন্দুক নিয়ে সেই যে বনে ঢুকল আর ফিরল না।'

'সে কী! তোমরা তার খোঁজ নিলে না।'

'নিয়েছিলাম বাবু, কিন্তু ওই বন্দুক ছাড়া কোনওকিছুই পাওয়া গেল না।'

'এমনও তো হতে পারে তাকে বাঘে খেয়েছে?'

'না বাবু, ওই জঙ্গলে বুনো বাঘ দু'-একটা আছে বটে তবে ভালুকই বেশি। তা ছাড়া বাঘে একবার মানুষ খেলে সে রক্তমাংসের লোভে বারবার গ্রামে এসে হানা দিত। তাই বলি বাবু, কী দিনে কী রাতে ওই জঙ্গলে যাবি না। রাতে ওরা গান গেয়ে ডাক দেয়। সেই গান শুনে ওখানে গেলেই ওই বাবুর মতো অবস্থা হবে।'

কথা বলতে বলতেই ময়ূরীর দিকে চোখ পড়ল। দেখলাম সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে এসব শোনার পরেও আমার প্রতিক্রিয়াটা কী?

যাই হোক, এবার ময়ূরী ও সরলাকে নিয়ে বনপাহাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়ালাম। ওদের মিষ্টি মধুর ব্যবহারে এমনই মুগ্ধ হলাম যে মনে হল

BanglaBook.org

সবসময়ই ওরা যেন আমার পাশে পাশেই থাকে। পরিচয়ে জানলাম দু'বোন ওরা। এক দেড় বছরের ছোট বড়। দু'বোনের মধ্যে ময়ূরী যেমনই বাকপটু, সরলা তেমনই মুখচোরা। এই নির্জনে অখ্যাত অজ্ঞাত এক পাহাড়ি গ্রামে ওদের দু'বোনের আন্তরিকতায় ভরে উঠলাম আমি।

অনেকক্ষণ ধরে গ্রাম নদী মাঠ দেবস্থান ঘুরে বাংলোয় যখন ফিরে এলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে।

বাংলোয় ফিরে দিবাকরকে বললাম, 'বনপাহাড়িতে আতিথেয়তা ভালই পেয়েছি। একবার অন্তত যেতে পারতিস?'

'তোর আগে আমি যে ওখানে যাইনি কে বলল?'

'তা নয়। একসঙ্গে গেলে ভালই লাগত আমার।'

দিবাকর মৃদু হেসে বলল, 'কেন যাব? ওরা তোকে যেভাবে ডাক দিয়েছে আমাকে সেভাবে ডেকেছে কি?'

'তা হয়তো ডাকেনি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গান গেয়ে যারা ডাকে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তো যাবি? নাকি তাতেও আপত্তি?'

দিবাকর বলল, 'কী হবে অযথা বিপদ বাড়িয়ে? এই তো বেশ আছি। তা ছাড়া সবাই নিষেধ করছে ওখানে যেতে।'

আমি বললাম, 'বাঃ। হঠাৎ করে এমন পালটি খেয়ে গেলি কেন? রাতের অন্ধকারে ওই মোহিনীমায়ার মায়া কত প্রবল তা জানবার জন্যই তো আমাকে উৎসাহ দিয়ে ডেকে আনলি তুই। আর এখন কিনা ভয়ে পিছোচ্ছিস?'

'তা হলে সত্যি কথাটাই বলি তোকে। ওই মায়াবনের রহস্য ভেদ করার আকাঙ্ক্ষা আমার অতি প্রবল। আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন তিনি একা একদিন ওই জঙ্গলে রহস্য সন্ধানে গিয়ে আর ফেরেননি। গ্রামবাসীরা ওঁর বন্দুকটা উদ্ধার করতে পেরেছে শুধু। ওই সেই বন্দুক যেটা দেওয়ালে ঝোলানো আছে। তাই আমি অনেকবার মন করেও একা একা জঙ্গলের ভেতরে গিয়েও এক অজানা আতঙ্কে ফিরে এসেছি। তারপর একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'ভেবেছিলাম তোকে নিয়েই রহস্য উদ্ধারে যাব। কোন আতঙ্কে সবাই কাঁপে, কোন সে মায়া সবাইকে ধরে রাখে, কারা ওখানে গান গায়, হরিণগুলো সত্যসত্যই রাতের অন্ধকারে মানবীরূপ ধারণ করে কিনা তা দেখব। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে এই হঠকারিতায় কাজ নেই।'

'হঠাৎ এমন মনে হওয়ার কারণ?'

BanglaBook.org

'যদি তোর কিছু হয়ে যায়?'

আমি হেসে বললাম, 'দূর পাগল। ভয় করলেই ভয়। ভয় না পেলেই জয়। তা ছাড়া এভাবে সবাই ভয় পেয়ে গুটিয়ে থাকলে রহস্যের উদ্‌ঘাটন কোনওদিনও হবে না। মনে সাহস সঞ্চার করে একে একে সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। এমনও তো হতে পারে কোনও দুষ্টচক্রের ঘাঁটি আছে ওখানে।'

দিবাকর নীরব।

আমি বললাম, 'জেনে রাখিস ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার ছেলে কিন্তু আমি নই। এতদূর এসে পিছু হঠব না আমি। হেলাকে বল দু'জনের জন্য দু'কাপ চা আর মুড়ি দিতে। সেইসঙ্গে চানাচুর। তা খেয়েই রওনা দিই আমরা। বন্দুকটাও এক ফাঁকে দেখে নিয়েছি আমি। ওটা এখনও ব্যবহারযোগ্য। আমার কাছেই রাখব ওটা। বি রেডি।'

হেলা কাছেই ছিল। আমাদের কথাবার্তা শুনে বলল, 'বিপর্যয় একটা না বাধিয়ে আপনারা ছাড়বেন না দেখছি। আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি ওখানে আপনারা যাবেন না।'

দিবাকর হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে সাহস করে বলল, 'হ্যাঁ যাব। যা আছে কপালে, গিয়েই দেখা যাক না কীসের ভয় ওখানে। খুব বেশি দূরে যাব না। যতটা যাওয়া সম্ভব ততটাই যাব। তবে এখনই নয়। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর। সন্ধের আগেই ফিরে আসব। পথঘাট চিনে আর একদিন যাব রাতের অন্ধকারে। বারে বারে যাব। দেখব কোন মায়াবিনী গানের সুরে মোহিনীমায়ায় ভরিয়ে দেয়।'

ওর এই প্রস্তাব যুক্তিসংগত। তাই সমর্থন করলাম ওকে। ঠিক কথাই বলেছে ও। সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলাই ভাল। তাই ওর কথায় দুপুরে যেতেই রাজি হলাম আমি।

আমরা আরও একবার চা-পর্ব সেরে নিলাম। চা আর মুড়ি। তারই মধ্যে বন্দুকটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করলাম। দেশি বন্দুক। চোরাই মালও হতে পারে। তবে বন্দুকের বদলে একটা পিস্তল অথবা রিভলভার থাকলে ভাল হত। কিন্তু পাব কোথায়?

বেলা বাড়লে সেই মিঠা ঝরনার জলেই স্নান সেরে গত রাতের রান্না করা মুরগির মাংস গরম করে তাই দিয়েই ভাত খেলাম। তারপর সামান্য একটু

BanglaBook.org

বিশ্রাম নিয়ে রওনা হলাম দু'জনে। দিবাকরের মুখ দেখে মনে হল ভয় ভাবটা ওর মধ্যে একেবারেই নেই। বরং একটু বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

মিঠাপানির গড়িয়ে আসা জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আমরা সেই আতঙ্কের বনভূমিতে প্রবেশ করলাম। মানুষের পদচিহ্ন যেখানে পড়ে না সেখানে জঙ্গলে প্রবেশের কোনও পথরেখাও তৈরি হয়নি। তাই দুরূহ হয়ে উঠল আমাদের অভিযান। এই ভর দুপুরেও বনভূমি ঘন গাছপালার জন্য অন্ধকার। বড় বড় গাছকে ঘিরে আগাছা পরগাছার আশ্রয়। চারদিকে অসংখ্য ঝোপঝাড়। খাড়াই পাথরের বাধা। একটি বিশাল পর্বতকে ঘিরেই এই জঙ্গল। তাই অনেক বাধা অতিক্রম করে আমাদের এগোতে হল।

বেশ কিছুটা যাওয়ার পর আমরা অনেক ছোট বড় পাথরে ভর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। যতই ওপরে উঠি পাহাড় ততই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

বেশ কিছুটা উচ্চস্থানে ওঠার পর দিবাকর বলল, 'এভাবে আর এগোনো ঠিক হবে না। আমাদের উচিত ছিল একটা কুড়ুল সঙ্গে নিয়ে আসা। ওটা সঙ্গে থাকলে আমরা গাছের নিচু ডাল বা বুনো ঝোপঝাড়ের বাধা সরিয়ে অনায়াসে যেতে পারতাম। তাতে লাভও হত। অচেনা জঙ্গলে পথ হারাবার ভয় থাকত না। নিজেদের তৈরি পথ ধরেই আমরা ফিরে আসতে পারতাম।'

আমি বললাম, 'এই মতলবটা আগে করলেই হত। এখন তো পিছু হঠার কোনও মানেই হয় না।'

দিবাকর বলল, 'হয়। এখনও সময় আছে। আমি যাব কি আসব। একটা কুড়ুল, টর্চ আর মশাল নিয়ে এলেই কেল্লা ফতে। দুপুর গড়িয়ে এসেছে। তাই এই বনের গভীরে কোথাও লুকিয়ে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই ওই মোহিনীমায়ার রহস্য বোঝা যাবে। একটু দূরের দিকে তাকিয়ে দেখ, কতকগুলো গুহা নজরে পড়ছে কিনা?'

'হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে। পরপর চার-পাঁচটি গুহা। মনে হয় এই মায়াবনের সব রহস্য ওখানেই জমাট বেঁধে আছে।'

'এবার একটু শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা আর সাহসে ভর করে সন্তর্পণে গুহাগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া।'

'বেস্ট অব লাক। তুই যা তবে। চটজলদি যা করবার কর। আমি ঠিক এখানেই তোর জন্য অপেক্ষা করব।'

BanglaBook.org

দিবাকর একটুও দেরি না করে আবার সেই ঝোপঝাড় ও উপলখণ্ডে ভরা পথ অতিক্রম করে অবতরণ করতে লাগল। আর আমি সেই গুহায় যাবার পথ কোনদিক দিয়ে একটু সুগম হতে পারে তারই সন্ধান করতে লাগলাম। বনের হরিণরা কতবার এসে আমার গা শুঁকে গেল। কত পাখি কলরব করতে লাগল চারদিক থেকে। সময়ও বয়ে যেতে লাগল। বেড়ে চলল উত্তেজনাও। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। বনভূমির রূপ বদলাতে লাগল। কিন্তু দিবাকর সেই যে গেল আর ফিরে এল না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন দিবাকর ফিরে এল না তখন আমি মনে মনে রীতিমতো ভয় পেলাম। এই চরম মুহূর্তে যখন আমি কী করব ভাবছি ঠিক তখনই কতকগুলো পাহাড়ি কুকুর ভীষণ চিৎকার করে তেড়ে এল আমার দিকে। আমি প্রাণভয়ে ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বন্দুক উঁচিয়ে ট্রিগারে চাপ দিলাম। বনভূমি কাঁপিয়ে একটা শব্দ হল 'গুড়ুম'।

আর সেই বন্দুকের গুলির শব্দেই ঘুম ভাঙল অরণ্যের। মনে হল কে বা কারা যেন ধেয়ে আসছে আমার দিকে। তাই ওদের হাতে ধরা পড়ার ভয়েই পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেলাম পাশের এক অগভীর খাদের গর্তে। পড়ে যাওয়ার ফলে মাথায় যেমন চোট লাগল তেমনই প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়ে গিয়ে জ্বালা করতে লাগল হু হু করে। কত ডালপালা লতাকে আকর্ষণ করে পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় আঘাত লাগার ফলে দু'চোখে জাল পড়ে এল। তারপর সব অন্ধকার।

কতক্ষণ ওইভাবে পড়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎই কার যেন কোমল করস্পর্শ পেয়ে সংবিৎ ফিরল আমার। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে টেনে তুলে কে যেন বলল, 'বাবুজি!'

এ তো ময়ূরীর গলা। ময়ূরী এখানে কী করে এল? এই অন্ধকার বনে ঘন অন্ধকারে ভরা খাদের ভেতর থেকে আমাকে খুঁজে বার করা তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। ময়ূরী কি জাদু জানে? আমি বিস্ময়মিশ্রিত সুরে বললাম, 'ময়ূরী!'

'হ্যাঁ বাবুজি।'

'তুমি এখানে কী করে এলে?'

'অনেক কষ্ট করে এসেছি বাবুজি। আমি জানতাম তুই এখানে আসবি। কারও কথা শুনবি না। যা ভেবেছি তাই।'

BanglaBook.org

'তুমি কী করে জানলে আমি এখানে আসবই?'

'তোর চোখ দেখে আমি বুঝেছিলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানকার পাহাড় বনভূমিতে মায়ার খেলা শুরু হয়ে যাবে। শিগগির পালিয়ে চল এখান থেকে।'

'কিন্তু আমার বন্ধু দিবাকর...।'

'ওই বাবুটা আর আসবে না।'

'কেন? কী হয়েছে ওর?'

'এখন অত কথা বলার সময় নেই। শিগগির চলে আয়।'

আমিও আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক নয় ভেবে ময়ূরীকে অনুসরণ করলাম। যেতে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'দিবাকর কেন আসবে না? কী হয়েছে ওর?'

'ওই বাবুজি ভালুকের খপ্পরে পড়ে জখম হয়েছে খুব।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছে। তুই এই জঙ্গলে একা রয়েছিস জেনে তোর খোঁজে এলাম।'

'সরলা কোথায়?'

'ও ঘরে আছে। আমি তোর কাছে আসব ও জানে। আর কেউ জানে না। জানলে আসতে দিত না।'

দ্রুত পথ চলতে চলতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি যে এখানে গর্তে পড়ে গেছি তুমি জানলে কী করে?'

'তোর ওই বন্দুকের শব্দই তো আমাকে পথ চিনিয়ে দিল। এখানে আসতেই দেখি কতকগুলো কুকুর এই গর্তের আশেপাশে বসে রাগে গরগর করছে। তোর বন্দুকটাও পড়ে আছে ওখানে। আমার হাতে কুড়ুল দেখে কুকুরগুলো সরে যেতেই খাদের গর্তে নজর দিলাম। বনের অন্ধকারেও গাছপাতার ফাঁক দিয়ে একটু জ্যোৎস্নার আলো পড়েছিল ওখানে। তাতেই দেখতে পেলাম তোকে।'

ময়ূরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই জঙ্গল পার হয়ে আমাদের টিলার কাছে এলাম। দিবাকরের জন্য মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এখন ও কেমন আছে কী করছে কে জানে? যন্ত্রণায় ছটফট করছে হয়তো।

দূর থেকেই দেখতে পেলাম বাংলোয় আলো জ্বলছে। আলো মানে

BanglaBook.org

টিমটিমে কেরোসিনের কুপি। বাংলোর দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সরলা।

আমরা যেতেই বলল, 'তোমার কিছু হয়নি তো বাবুজি?'

বললাম, 'না। আমার কিছু হয়নি। দিবাকর কেমন আছে?'

সরলা বলল, 'এতজনের নিষেধ অমান্য করে ওখানে যাওয়ার কি সত্যিই কোনও দরকার ছিল বাবুজি?'

আমি বললাম, 'দিবাকর কেমন আছে?' বলেই ঘরের ভেতরে ঢুকে শূন্য শয্যা দেখে বললাম, 'দিবাকর কোথায়?'

'সে তো নেই। কাপাসদার লোকজনকে ডেকে হেলা ওই বাবুজিকে নিয়ে রাঁচির দিকে গেছে। আমাকে বলে গেছে ঘর পাহারা দিতে।'

আমি ক্লান্ত বিষণ্ণ হয়ে ধপাস করে বসে পড়লাম আমার বিছানায়। এই মুহূর্তে আমার নিজেকেই বড় অপরাধী বলে মনে হল। আমি জেদ না ধরলে তো ও যেত না। না গেলে এমন বিপদও হত না ওর। এখন না পারব এই বাংলো ছেড়ে চলে যেতে না পারব কিছু করতে। দিবাকর সুস্থ হয়ে যতদিন না ফিরে আসে ততদিন এই নির্জনে একা একাই দিন গুজরান করতে হবে আমাকে।

আমি যখন এইসব ভাবছি তখন এক গেলাস জল নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল ময়ূরী। বলল, 'এটা খেয়ে নে বাবুজি?'

আমার জল তেষ্টা পেয়েছিল খুব। তাই এক চুমুকে ঢক ঢক করে সবটুকু জল খেয়ে নিলাম।

ময়ূরী বলল, 'চা খাবি বাবুজি?'

'পারলে একটু করে দে।'

ময়ূরী সরলাকে বলল, 'বাবুজির জন্যে একটু দুধ নিয়ে আয় না রে সরি।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, তার কোনও দরকার নেই। এই রাতে একা মেয়ে গ্রামে যেতে হবে না। এতটা পথ যাবে আসবে যদি কোনও বিপদ হয়?'

ময়ূরী বলল, 'আমরা পাহাড়িয়া। এসবে আমরা অভ্যস্ত। তা ছাড়া রাতে তো আমাদের দু'জনকেই চলে যেতে হবে। আমরা তো এখানে থাকব বলে আসিনি। থাকলে লোকেই বা কী বলবে?'

'কী বলবে?'

BanglaBook.org

'মন্দ কথা বলবে। আমরা কি আর ছোটটি আছি? বড় হয়েছি না?'

আমি হেসে বললাম, 'দুষ্টু মেয়ে কোথাকার।'

ও বলল, 'রাতের খাবার কী আছে তোর?'

'তা তো জানি না। হেলাই তো সব করে।'

ময়ূরী বলল, 'ঠিক আছে। আমি দেখছি কোথায় কী আছে না আছে।' বলে জোর আলোর জন্য হারিকেনটা বার করে পলতে উসকে জ্বেলে ফেলল। তারপর স্টোভ জ্বেলে বসে গেল আমার জন্যে পরোটা বানাতে।

আমি টর্চের আলোয় আমার ব্যাগ থেকে বোরোলিনটা বার করে আমার ছড়ে যাওয়া ক্ষতস্থানগুলোয় লাগাতে লাগলাম।

কিছু সময়ের মধ্যে ময়ূরী আমার জন্য খান কয়েক পরোটা ও আলুভাজা তৈরি করে দিল।

আমি তাই থেকে দু'-তিনটে নিয়ে ওকেই দিয়ে দিলাম। বললাম, 'তোমরা দু'বোনে খাবে।'

খুব খুশি হল ময়ূরী।

একটু পরেই সরলা এল দুধ নিয়ে। আমার খাওয়া শেষ হলে ময়ূরী আমাকে দুধ গরম করে দিল। আমার কাছে শরীরের ব্যথা মরার ওষুধ ছিল কিছু। তাই থেকে একটা খেয়ে হাসিমুখে বিদায় দিলাম ওদের।

ওরা চলে গেলে অনেকক্ষণ ওদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে আমার একক শয্যায় শুয়ে পড়লাম আমি। দিবাকরটা নেই, মন তাই খুবই খারাপ। সে রাতে মায়াবনের গান শোনার অনেক আগেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলাম। এমন ঘুম যে সেই ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল সাতটায় ময়ূরীর ডাকে।

বাংলোর দরজা খুলে বাইরে এসেই দেখি কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ময়ূরী দাঁড়িয়ে আছে। পেখম মেলা বন ময়ূরীর মতো বনবালা ময়ূরী। ওর হাতে গত সন্ধ্যায় মায়াবনে ফেলে আসা আমার সেই বন্দুকটা।

আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে বেড়ার গেট খুলে বললাম, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো।'

ও ভেতরে এলে ওর হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বললাম, 'এটা তো ফেলে এসেছিলাম। তুমি কী করে পেলে?'

ময়ূরী সরলতার হাসি হেসে বলল, 'বনে গিয়ে নিয়ে এলাম।'

BanglaBook.org

'ভয় করল না তোমার?'

ও মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।' তারপর বলল, 'তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও বাবুজি, আমি তোমাকে চা করে খাওয়াই।'

ওর কথা শুনে চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে গেলাম আমি। এই বনবালা হঠাৎ তুই থেকে তুমিতে চলে এল কী করে তা ভেবে পেলাম না। ওর মুখে তুমি শুনে দারুণ আনন্দ হল আমার। তার চেয়েও আনন্দ হল দিবাকর বা হেলা না থাকায় আমাকে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না বলে।

আমি দাঁত মেজে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলে ও আমাকে চা বানিয়ে দিল। দু'জনেরই চা। আমি কেকের জায়গা থেকে কেক বার করে ওকে দিয়ে নিজে নিলাম।

ও হাসিমুখে কেক খেয়ে চায়ে চুমুক দিল।

দারুণ চা বানিয়েছে ময়ূরী। আমিও তৃপ্ত হয়ে ওকে বললাম, 'কাল অত রাতে বাড়ি গেলে কেউ কিছু বলেনি?'

তেমনি মিষ্টি হেসে ময়ূরী বলল, 'সবাই তো জানে ওই বাবুজির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি তোমার সব কাজ করে দেব।'

আমি বললাম, 'তা না হয় দেবে কিন্তু আমাকে এমনভাবে পর করে দিলে কেন তুমি?'

ময়ূরী অবাক হয়ে বলল, 'কই, না তো!'

'তুই থেকে হঠাৎ তুমি হয়ে গেলাম যে।'

'আমি তো আপন করে নিলাম। তুমি কত ভাল। কত বড়লোক তুমি। তোমার জন্য আমার মন কাঁদে। তাই তো অমন করে জঙ্গলে ছুটে গেলাম কাল।'

আমি বললাম, 'তাই তো আজকের এই সকালটা আমি দেখতে পাচ্ছি। না হলে কী যে হয়ে যেত আমার। হয়তো মরেই যেতাম।'

ময়ূরী যেন শিউরে উঠল। বলল, 'বাবুজি!'

'তুমি না থাকলে এখনই বা আমি কী করতাম? দিবাকর যে সুস্থ হয়ে কবে ফিরবে তা কে জানে? ও বা হেলা না ফিরলে আমি তো যেতেও পারব না।'

'কেন তুমি চলে যাবে? এখানে থেকেই যাও না। এখানে নদী আছে, ঝরনা আছে, পাহাড়-বন আছে। তোমার ভাল লাগছে না?'

BanglaBook.org

'খুব ভাল লাগছে আমার।' তারপর বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে শহরে যাবে ময়ূরী?'

'কোন শহর? কোথায় কত দূরে?

'অনেক দূরে।'

ময়ূরী কেমন যেন উদাসী হয়ে গেল। তারপর বলল, 'না বাবুজি। আমার বাড়ির লোক, গ্রামের লোক যেতে দেবে না।' তারপর বলল, 'জল ছাড়া কি মাছ বাঁচে? আমিও বাঁচব না।'

'যদি আমি এখানে থেকে যাই?'

'তা হলে বাঁচব।'

আমাদের কথার মাঝেই সরলা এল এক ডিশ গুড়ের হালুয়া ও ডিমসিদ্ধ নিয়ে।

ময়ূরী বলল, 'তোকে যে মাছ ধরতে বললাম।'

'ধরেছি। একবার ঘরে আয় তুই। মা ডাকছে।'

ময়ূরী আমাকে বলল, 'ঘরের কাজ কিছু করে আসি। পরে এসে আমি যা করবার করব।' তারপর বলল, 'বাবুজি, তুমি এখানে আশেপাশেই থেকো। একা যেন জেদ করে জঙ্গলে ঢুকতে যেয়ো না।'

আমি বললাম, 'না। আর যাব না। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।'

'আমরা তা হলে আসি?'

'এসো।'

ওরা চলে গেলে আমি বাংলোর বাইরে এসে দেখলাম সেই মিঠাপানির ঝরনার কাছে হরিণের একটা দল এসে মনের আনন্দে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখেই আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। হরিণরা আমার দিকে মুখ তুলে দেখল। দু'-একটাকে ধরে আদর করলাম। ওরা বাধা দিল না। আনন্দে মন ভরে গেল আমার।

হঠাৎ কোথা থেকে একদল হনুমান এসে হাজির হতেই ভয়ে পালাল ওরা।

আমিও পিছু হটলাম। বাংলোয় এসে এই ক'দিনে আমার কর্মসূচি কী হবে মনে মনে ভাবতে লাগলাম তাই। দিবাকরের অবস্থা এখন কেমন সেটাও ছিল আর একটা ভাবনার বিষয়। এখানে এই বাংলো আঁকড়ে পড়ে না থেকে ওকে তো একবার দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় যাব, কীভাবে যাব, কিছুই

BanglaBook.org

তো জানি না। হেলা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভাল মন্দ কোনও খবরই পাব না ওর। আমি যখন ওর ব্যাপারে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক সেদিক করছি ঠিক তখনই লক্ষ করলাম জিন্‌স পরা বছর কুড়ি-বাইশের এক তরুণী পায়ে পায়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। তরুণীর চালচলন দেখে মনে হল সে নেহাত গ্রাম্য মেয়ে নয়। লেখাপড়া জানা অত্যন্ত স্মার্ট ইয়ং লেডি।

তরুণী বাংলোর কাছে এসে বলল, 'এখানে কাশীনাথ চ্যাটার্জি কে আছেন?'

আমি বললাম, 'আমারই নাম। আপনি?'

'আমি সানিয়া মুখার্জি। বাঙালি। টাটানগরে সাকচিতে থাকি। রাঁচিতে আমাদের বাড়ি আছে। লোহারদাগায় এক বান্ধবীর বাড়িতে এসে বারমোশিয়ার কথা শুনলাম।'

'কী শুনলেন?'

'যা শুনলাম তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখানকার জঙ্গলে নাকি অনেকরকম হরিণের বাস। তারা নাকি রাতের অন্ধকারে মানবী রূপ ধরে গান গায়।'

'ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু কার মুখে শুনেছেন?'

'বললাম তো বান্ধবীর মুখে।'

' তা না হয় হল কিন্তু আপনার বান্ধবী আমার নাম জানলেন কী করে?'

'সেই বা কী করে জানবে? আপনাকে তো চেনেই না সে। আপনার বন্ধু দিবাকরবাবু এখন লোহারদাগায় চিকিৎসাধীন। তারই মুখে আপনার খবর শুনে আসছি।'

'দিবাকর এখন কেমন আছে?'

'ভালই আছে। দু'-একদিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যাবে। বিশেষ করে ওঁর সঙ্গে এই গ্রামের দু'-একজন লোক বা হেলা নামের একজন যে আছে তাদের তুলনা নেই। এখানে আপনি একা আছেন শুনে ওরাই আমাকে আসতে বলল।'

'আপনি আসায় আমার খুব ভাল লাগছে। কেননা আমাকে একা থাকতে হবে না। কিন্তু এই বনবাংলোয় থাকতে আপনার কি ভাল লাগবে?'

'ভাল লাগবে বলেই তো এসেছি। তবে আমার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ভাল লাগা বা মন্দ লাগা নয়। আমি এসেছি অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়।'

'কীসের অ্যাডভেঞ্চার?'

BanglaBook.org

তরুণী হেসে বলল, 'রাতের বেলায় অন্ধকারে ওই মায়াবনে হরিণগুলো কীভাবে মানবী হয়ে গান গায়, মোহিনীমায়ার বিস্তার করে তা জানার জন্য অ্যাডভেঞ্চার।'

আমি বললাম, 'কাজটা কত কঠিন তা জানেন?'

'জানি। ওই কাজ করতে গিয়েই তো আপনার বন্ধু দিবাকর ভালুকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এখন নার্সিংহোমে ভরতি আছেন।'

'তবু আপনি যাবেন?'

'নিশ্চয়ই। শুধু আমি নয় আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওইসব বুজরুকি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'আগে করতাম না। এখন করি।'

'ছিঃ ছিঃ। আপনি না একজন লেখাপড়া জানা লোক? এটুকু বুদ্ধি আপনার নেই যে কোনও হরিণ রাতের অন্ধকারে কখনও মানবী রূপ ধরে গান গাইতে পারে না।'

'ব্যাপারটা তো সত্যই অবিশ্বাস্য। তবুও ওদের গান আমি শুনেছি।'

'এই শোনাটা আপনার ভুল নয়। ওই বনের ভেতর গভীর গোপনে নিশ্চয়ই কোনও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। তাদেরই মেয়েরা গায় ওই গান। আর সেই গান শুনে আপনারা ধরে নেন বনের হরিণরা মানবী মূর্তি ধরে গান গায়। বলিহারি আপনাদের চিন্তাধারার।' বলে একটু থেমে আবার বলল, 'গ্রাম্য লোকরা ওইসব নিয়ে ধারণা একটা করতে পারে। তাই বলে আপনি কেন বিশ্বাস করবেন?'

'বিশ্বাস করি না বলেই তো ওই অরণ্যে সবার আপত্তি অমান্য করেও অভিযান করতে গিয়েছিলাম।'

'সাকসেসফুল হননি, এই তো? আজ রাতে আবার নতুন করে অভিযান হবে। আপনি আমি দু'জনেই যাব। অবশ্যই জীবন বিপন্ন করে। রাজি?'

'রাজি।'

'প্রমিস।'

'বললাম তো রাজি। কিন্তু আপনি দেখছি একেবারেই খালি হাতে এসেছেন। আপনার জিনিসপত্তর কই?'

'সব আছে। ওই ওদিকে বড় একটি পাথরের আড়ালে আমার ব্যাগটা রেখে এখানে এসেছি।'

BanglaBook.org

'কী আশ্চর্য! ওখানে রেখে এলেন কেন, সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন তো?'

'বাঃ রে। এতটা বয়ে আনব, তারপর যদি আপনি থাকতে না দেন?'

আমি হেসে বললাম, 'তাই কি পারি?' তারপর বললাম, 'বিশেষ করে বাংলোর দায়িত্ব যাদের সেই দিবাকর, হেলা আপনাকে পাঠিয়েছে। অতএব আপনি আমাদের মাননীয় গেস্ট।'

'থাক, আর পাকামি করতে হবে না।' বলে ওর ব্যাগ আনতে চলে গেল।

আমি দিবাকরের বিছানাটা ঠিকঠাক করতে লেগে গেলাম। সানিয়ার কথা শুনে আবার আমার মধ্যে অভিযানের নেশাটা চাগাড় দিয়ে উঠল। ওর স্মার্টনেস ও সাহস দেখে অবাকও হলাম। কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই গভীর জঙ্গলে একা চলে এল অভিযাত্রী হয়ে! আমি এখানে আছি ও জানে। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ অপরিচিত এই আমি তো ওর সঙ্গে হাত মেলাতে না-ও পারি।

একটু পরেই সানিয়া ঘরে ঢুকল। বলল, 'আপনি যে কী ধাতু দিয়ে গড়া আমি তো তা বুঝতেই পারছি না।'

'কেন, আমি আবার কী করলাম?'

'একটা মেয়ে অতদূর থেকে এল, তার ব্যাগটা অন্তত সৌজন্যের খাতিরে বয়ে তো আনতে পারতেন।'

'পারতাম। কিন্তু তাতে যদি আপনার প্রেস্টিজে লাগত?'

সানিয়া ব্যাগটা এক কোণে রেখে বলল, 'প্রেস্টিজে লাগবে কেন?'

'বাঃ রে। তখন হয়তো বলবেন, আমি কি এতই দুর্বল যে আমার ব্যাগ বইতে এসেছেন?'

সানিয়া হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, 'ফাঁকিবাজ নম্বর ওয়ান। কথা ঘুরিয়ে দায়িত্ব অস্বীকার।' তারপর বলল, 'আমার বেড কোনখানে?'

আমি দিবাকরের জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। বললাম, 'তবে একটা কাজ অন্তত করেছি আপনার জন্য। বিছানাটা পরিষ্কার করে রেখেছি। যা অবস্থা হয়েছিল এর।'

সানিয়া ধপ করে বিছানায় বসে বলল, 'এই সময় একটু চা অথবা কফি পেলে মন্দ হত না। বড্ড বেশি টায়ার্ড। গাড়ি থেকে নেমে প্রায় দেড় কিমির মতো হেঁটে আসতে হয়েছে।'

BanglaBook.org

'এতেই টায়ার্ড? তা হলে অভিযান করবেন কী করে?'

'সেটা দেখতেই পাবেন। এখনকার ব্যাপারটা একরকম, তখন অন্যরকম। উত্তেজনার ভেতর দিয়েই সব হয়ে যাবে।'

আমি টুকিটাকি কিছু কাজ করতে করতে বললাম, 'নাঃ। রাতের ওই অভিযানে আপনি আমার পাশে থাকলে অভিযান সাকসেসফুল হবেই। মনেও জোর পাব। আপনার সঙ্গও ভাল লাগবে আমার।'

সানিয়া বলল, 'আপনার পাশে আমি থাকতে যাব কেন, আমার পাশে আপনি থাকবেন। আপনি ভয় পেয়েছেন। আমি না এলে অভিযান মাথায় উঠত আপনার। চুপচাপ শুয়ে বসে থাকতেন আর পাখপাখালির মাংস খেয়ে পেট ভরাতেন। পড়ে পড়ে ঘুমোতেন।'

'আর কিছু?'

'আপাতত এইসব কথাগুলো হজম করুন। আর একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন।' তারপর বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে এসব করায় অভ্যস্ত নন। জায়গাটা দেখিয়ে দিন আমি করে নিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'পারি সব। তবে না করে করে অনভ্যস্ত। বনে জঙ্গলে ঘোরা, অভিযানের গন্ধ পেলেই ছুটে যাওয়া এসব আমার নেশার মধ্যে পড়ে।' বলে চায়ের সরঞ্জামের দিকে এগিয়ে যেতেই সানিয়া বলল, 'থাক, আর অত কষ্ট করতে হবে না মহাশয়কে। আমিই হাত লাগাচ্ছি।'

সানিয়া উঠে দাঁড়াতেই দরজার কাছে ময়ূরীর আবির্ভাব, 'বাবুজি!'

আমি বললাম, 'এসো।'

ময়ূরী ভেতরে ঢুকেই সানিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'এই দিদিভাইটা কে বাবুজি?'

'আমারই মতো একজন। ওই দাদাবাবুর খবর নিয়ে আমাকে দিতে এসেছে। ভালই হয়েছে তুমি এসেছ। আমাদের একটু চা-কফি যা হোক করে খাওয়াও।'

সানিয়া এগিয়ে এসে ময়ূরীর গালদুটো আদরে করে টিপে ধরে বলল, 'কী মিষ্টি মুখখানি। কী নাম রে তোর?'

'আমার নাম ময়ূরী।'

'খুব ভাল নাম। কোথায় থাকিস তুই?'

'ওই ওদিকের গ্রামে।'

BanglaBook.org

আদর পেয়ে ময়ূরী দারুণ খুশি। তাড়াতাড়ি গিয়ে চা করতে বসে পড়ল। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ায় ছুটে গেল দরজার কাছে। বাইরে দরজার কাছে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখা একটা ঝোলা নিয়ে এসে বলল, 'মা হালুয়া তৈরি করে পাঠিয়েছে। আর হাঁসের ডিম কয়েকটা আছে বাবুজির জন্য।'

সানিয়া বলল, 'বাবুজির জন্য আনলেও আমিও ভাগ বসাব যে।'

ময়ূরী বলল, 'একটা-দুটো নয় দশ-বারোটা ডিম। ভাগ নিলেও কম পড়বে না। আমিও তো খাব।'

আমি বললাম, 'হালুয়াটা না হয় মা করে পাঠিয়েছে। কিন্তু দশটা ডিমের দাম কত?'

'এ তো আমাদের ঘরের ডিম বাবুজি, দাম দিতে লাগবে কেন?'

'সেদিন তা হলে ঘরের মুরগি নিয়ে এসে দাম চাইলি কেন?'

ময়ূরী বলল, 'তখন কি তোমাকে চিনতাম? তুমি তো নতুন।'

'তা হোক, ডিমের দাম তোমাকে নিতেই হবে।'

সানিয়া বলল, 'শোন ময়ূরী, এই বাংলোয় দাদাবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। রোজ রোজ অত ডিম তুই বিনা পয়সায় দিবি কেন?'

ময়ূরী বলল, 'তা হলে একটা টাকা আমাকে দাও।'

আমি টাকা বার করার আগেই সানিয়া ওর ব্যাগ থেকে দুটো টাকা বার করে ওকে দিল। বলল, 'এগুলো ফুরোলে আবার নিয়ে আসবি।'

কথা বলার মধ্যেই কফি তৈরি হয়ে গেল। সানিয়াই বানাল কফিটা।

আমি কেক ভাগ করতে বসলে সানিয়া ময়ূরীকে বলল, 'তুই ততক্ষণে দুটো ডিম রেখে বাকিগুলো সেদ্ধ করতে দে।'

কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা কেক ডিমসেদ্ধ আর কফি খেয়ে চাঙ্গা হলাম।

সানিয়া ময়ূরীকে বলল, 'দুপুরে খাওয়ার জন্য রান্নার কী ব্যবস্থা হবে বল?'

ময়ূরী বলল, 'ভাত ডাল তো হবেই। আলুভাজা আর মাছের ঝাল।'

'মাছ! মাছ এখানে কোথায়?'

'আমার বোন সরলা নদী থেকে মাছ ধরে এখুনি নিয়ে আসবে।'

সানিয়া কপালে হাত দিয়ে বলল, 'হায় রাম। ওইসব চুনোপুঁটি দিয়ে ভাত

BanglaBook.org

খাওয়া যায় নাকি? তার চেয়ে চল একটা হরিণ শিকার করে নিয়ে আসি। এখানে অনেক হরিণ চরছে দেখলাম।'

ময়ূরী বলল, 'আমরা এখানে হরিণ মারি না। বনের হরিণকে অবাধে ঘুরে বেড়াতে দিই।'

সানিয়া চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, 'কেন, এখানকার হরিণগুলো রাতে মানুষ হয়ে গান গায় বলে? বেশ, তা হলে একটা তির ধনুক নিয়ে আয়। তোতে আমাকে ওই জঙ্গলে গিয়ে কয়েকটা পাখি মেরে নিয়ে আসি।'

ময়ূরী বলল, 'তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি এখুনি আসছি বাড়ি থেকে, তির ধনুক নিয়ে।'

ময়ূরী চলে যেতেই সানিয়া বলল, 'দেওয়ালে একটা বন্দুক ঝুলছে দেখছি। ওটার ব্যবহার জানা আছে?'

'তা আছে বই কী।'

'আমার কাছেও ভাল জিনিস আছে। বিপদে পড়লেই বার করব।'

আমি বললাম, 'লোহারদাগায় আপনার আসা যাওয়া থাকলেও বারমোশিয়ায় কখনও আসেননি নিশ্চয়?'

'উঁহু, এই প্রথম। আপনার বন্ধুর ওইরকম অবস্থার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর এখানকার কথা আমার বান্ধবীর মুখে শুনলাম। তারপর বন্ধু, হেলা আমাকে এখানে আসবার কথা বলতেই ছুটে এলাম এখানে।'

'বেশ করেছেন। এখন চলুন এই বদ্ধ ঘরে না বসে একটু খোলা জায়গা থেকে ঘুরে বেড়িয়ে আসি। মিঠাপানির ঝরনা দেখাই। কত-কত হরিণ এখানে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়ে দিই।'

সানিয়া খুব খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই চলুন।'

আমরা দু'জনে বাংলোর বাইরে এসে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে মিঠাপানির কাছে এলাম। সানিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই জল পান করল। জলপানে অভিভূত সানিয়া বলল, 'কী মিষ্টি জল! সত্যই মিঠাপানি। এমন আমি কখনও খাইনি।' তারপর বলল, 'কোথায় গেল তোমার সেই হরিণের দল?'

আমি বললাম, 'ছিল তো একটু আগেই। একদল হনুমান এসে উত্যক্ত করায় পালিয়েছে ওরা।'

এমন সময় বহু দূর থেকে ডাক শুনতে পেলাম, 'বা-বু-জি-ই।'

BanglaBook.org

আমরাও সাড়া দিলাম। তারপর একটু পা চালিয়ে বাংলোয় গিয়ে দেখলাম ময়ূরী ও সরলা দু'জনেই এসেছে।

আমি বললাম, 'মাছ কই?'

ময়ূরী বলল, 'দিদিভাই তো চুনোমাছ খাবেন না। আমরা তাই মাছ বাড়িতে রেখে তির ধনুক নিয়ে চলে এসেছি। সরলাকে বনে পাঠাচ্ছি, ও গিয়ে পাখি শিকার করে আনবে। খামোকা আমাদের সবার যাবার দরকার নেই।'

সানিয়া বলল, 'আর কারও যাবার দরকার না থাকলেও আমার আছে। আমি এখানে চুপচাপ ঘরে বসে থাকার জন্য আসিনি। তুই এদিককার কাজ কর। আমি সরলাকে নিয়ে ঘুরে আসি। কাশীনাথ, স্যরি, মিস্টার কাশীনাথ, ঘরেও থাকতে পারেন অথবা আসতেও পারেন আমাদের সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'এখন আমি কোথাও যাব না। স্রেফ শুয়ে বসে থাকব। ময়ূরীকে হেল্প করব।'

ওরা চলে গেলে ময়ূরী বলল, 'ওই দিদিভাইটা যেন কেমন, তাই না? তবে দেখতে খুব সোন্দর।'

আমি আদরের সুরে ওর আপনজনের মতো বললাম, 'তুই-ই কি কম নাকি?' এই প্রথম ওকে আমি তুই বললাম।

ময়ূরী বলল, 'ওই দিদিভাইয়ের মতন তো নয়। ও কেমন এসে তোমার সঙ্গে জুটে গেল আমি তো পারলুম না।'

'তুই যে আমার মনের মধ্যে মিশে গেছিস ময়ূরী।'

ময়ূরী ওর ভাসাভাসা চোখ দুটো তুলে বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি। তুই আমার মনময়ূরী।'

আমি বুঝতে পারলাম সানিয়ার আগমনটা ও ঠিক অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারেনি। ও ধরেই নিয়েছিল আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অধিকারটা একমাত্র ওরই। তাই মুখে না বললেও ওর চোখের ভাষাতেই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম, 'ময়ূরী, এবার আমি তোকে একটা কাজের কথা বলি। আজ রাতে তুই আমাদের এই বাংলোয় থাকতে পারবি?'

ময়ূরী চমকে উঠে বলল, 'কেন বাবুজি?'

'থাকলে ভাল হয়। তোর এই দিদিভাইটা খুব গোলমেলে।'

ময়ূরী ফোঁস করে উঠল। বলল, 'উকে দেখেই আমি বুঝেছি বাবুজি। না

BanglaBook.org

হলে একা মেয়ে কোন সাহসে জঙ্গলে আসে? পড়িলিখি মাইয়া তো, সরম বলে কিছু নেই।'

আমি বললাম, 'আসলে ওরা এরকম জীবনে অভ্যস্ত। তা এক কাজ কর, রাতে তুই বাংলোয় এলে তোর বাড়ির লোকেরা গ্রামের সবাই আপত্তি করতে পারে। সেজন্যে ওরা পাখি শিকার করে এলে তুই দিদিভাইকে সরলার সঙ্গে তোদের গ্রামের দিকে যেতে বল। ওই দিদিভাইটা বাংলোয় আছে শুনলে তোকে কেউ বাধা দেবে না। না-ও করবে না কেউ।'

ময়ূরী বলল, 'রাতে আমি থাকব বাবুজি।'

'আসলে ও একটা মতলব নিয়ে এসেছে। আজ রাতে ওই মায়াবন থেকে গানের সুর ভেসে এলেই ও দেখতে যাবে আসল রহস্যটা কী।'

ময়ূরী শিউরে উঠল। বলল, 'ও যাক। মরুক। কিন্তু তুমি যাবে না বাবুজি। দেখলে তো কাল ওখানে গিয়ে তোমাদের কী অবস্থা হল। একজন হাসপাতালে রইল আর তোমার তো কেটে ছড়ে দাগ হয়ে গেল সারা গায়ে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ও যদি একান্তই যেতে চায় আমি তো ওকে বাধা দিতে পারি না। আবার একাও পারি না ওকে ছেড়ে দিতে। তাই ওই সময়ের জন্য তোকে আমার একান্ত দরকার।'

ময়ূরী বলল, 'তা হলে তো আমাকেও যেতে হবে বাবুজি। ওর জন্য নয়, তোমার জন্য আমি যাব। তোমার কিছু হলে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাবে। তোমার যাতে বিপদ না হয় সেটা আমি দেখবই।'

'তা হলেই হবে। ওরা আসার আগে তুই আমাকে এক কাপ চা করে খাওয়া।'

ময়ূরী চা করল দু'জনেই খেলাম।

একটু পরেই চার-পাঁচটা ডাকপাখি শিকার করে ফিরে এল ওরা।

সানিয়া বলল, 'ডাকপাখির মাংস আমার দারুণ প্রিয়। সেইজন্য আর অন্য কোনও পাখি আমরা শিকার করলাম না। এখন আমার ময়ূরী বোন বেশ ভাল করে রেঁধে দিলেই খাওয়াটা জমজমাট হয়।'

আমি বললাম, 'তা তো হবে। যতক্ষণ না রান্নার কাজ শেষ হয় ততক্ষণ ময়ুরীদের গ্রাম থেকে একটু ঘুরে আসুন। সময়টাও কেটে যাবে, ভালও লাগবে। তবে ভুলেও যেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন সে কথা বলবেন না কাউকে।'

BanglaBook.org

সানিয়া বলল, 'সরলার সঙ্গে আমার আগেই কথা হয়ে গেছে। পাখিগুলোকে ছাড়িয়ে পিস করে কেটে দিলেই ওদের গ্রামে যাব।'

সরলা ততক্ষণে অভ্যস্ত হাতে ডাকপাখিগুলোকে ছাড়াতে বসে গেছে। পাখিগুলোর অন্তিম পরিণতি দেখে মনে খুব দুঃখ হল।

যাই হোক, সরলার কাজ শেষ হলে সানিয়াকে নিয়ে ওদের গ্রামে চলে গেল। আমিও ময়ূরীকে রান্নার দায়িত্ব দিয়ে রাতের অভিযান কীভাবে হবে মনে মনে তারই পরিকল্পনা করতে লাগলাম।

অনেক বেলায় সানিয়া যখন ফিরে এল তখন রান্নার কাজ শেষ। আমিও স্নানপর্ব সমাধা করে খাবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছি। সরলা আসার সময় দু'বোনের শাড়ি গামছা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। তাই সানিয়াকে নিয়ে ওরা গেল মিঠাপানির জলে স্নান করতে।

ওরা ফিরে এলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। ময়ূরীর রান্নার হাত খুব ভাল। সানিয়া তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমনই প্রশংসা যে ময়ূরী একেবারে গলে জল হয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার শেষে সরলা ও ময়ূরী ওদের গ্রামে গেল।

সানিয়া আর আমি যে যার জায়গায় শুয়ে আমাদের অভিযানের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলাম।

আমি বললাম, 'আপনি কি সত্যিই যাবেন?'

'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম। যদি যান তা হলে আর অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে ময়ূরী এলেই দিনের আলো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

সানিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'ময়ূরী যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?'

'সেইরকমই তো কথা হয়েছে। তবে ওর বাড়ির লোক কেউ জানবে না।'

'আমি চেয়েছিলাম আপনি আমি দু'জনে যাব।'

'ওকে নিচ্ছি ও বুনো মেয়ে। বন্যজন্তুর আবির্ভাব ও গন্ধে টের পায়।'

'ওই জঙ্গলে অনেক ভালুক আছে না?'

'আছে বলেই তো দিবাকর এখন ভালুকের আঁচড় খেয়ে হাসপাতালে অথবা নার্সিংহোমে পড়ে আছে।'

BanglaBook.org

'ওইটাই যা একটু ভয়ের ব্যাপার। ওকে বলবেন একটা মশাল অন্তত সঙ্গে নিতে।'

'সে ওকে বলতে হবে না। কিন্তু তুমি কী সঙ্গে নিচ্ছ?'

'ভাল জিনিসই আছে আমার সঙ্গে। এই দেখুন।' বলে একটা পিস্তল বার করে দেখাল।

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'খুব দামি জিনিস এটা। পেলে কোথায়?'

'এটা বাবার। আমি কোথাও গেলে এলে এটাকে সঙ্গে রাখি। এর ভরসাতেই তো এলাম।'

'বেশ করেছ। এখন তা হলে রেডি হও।'

সানিয়া বলল, 'এখন তো আমি যাব না। মধ্যরাতে আগে ওদের গান শুনি তারপর জায়গা লক্ষ্য করে এগোব। না হলে অযথা আন্দাজে ভর করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় গিয়ে ঘুরব?'

'আমি চাইছিলাম ওখানকার পাহাড়ে অনেকটা উচ্চস্থানে যে গুহাগুলো আছে, দিনের আলোয় পথ চিনে সেইখানে গিয়ে বসে থাকব তারপর রাতে ওখানে কী হয় তা স্বচক্ষে দেখব। কেননা একেবারেই রাতের অন্ধকারে ওইসব গুহায় পৌঁছোনো ভয়ের ব্যাপার হবে। দিনের আলোয় পথ চলা যতটা সহজ রাতে কিন্তু তা নয়। জঙ্গলের চেহারা দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন।'

সানিয়া বলল, 'পাখি শিকার করতে গিয়েই সেটা টের পেয়েছি। আসলে ওই জঙ্গলে যাওয়ার উদ্দেশ্য আমার একটাই সেটা কিন্তু গান শুনতে যাওয়া নয়। এ জীবনে অনেক গান আমি শুনেছি। আমি শুধু দেখতে চাই সত্যি সত্যিই হরিণগুলো ওখানে মানুষ হয়ে যায় কিনা।'

'ওই একটা রহস্যের উন্মোচন করতেই তো আমারও এখানে ছুটে আসা।'

'তা হলে আপনার যুক্তি মেনে আগেভাগেই যাই চলুন। তবে একটা কথা, ওইসব গুহার আশ্রয় কি আমাদের পক্ষে নিরাপদ হবে?'

'মোটেই না। ওগুলোও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বাসা হতে পারে। ওরই মধ্যে দেখেশুনে একটা খুঁজে নিতে হবে।'

অনেক পরে বেলা যখন গড়িয়ে এল তখনই দেখা গেল ময়ূরী ও সরলা দু'জনকেই আসতে। ওদের হাতে তির ধনুক, কুড়ুল, মশাল সব কিছুই আছে।

BanglaBook.org

ওদের দেখে সানিয়ার উল্লাসের অন্ত রইল না।

আমি বললাম, 'বাড়িতে টের পায়নি কেউ?'

ময়ূরী ঘাড় নাড়ল। বলল, 'আমাদের বাড়ির সবাই ভিন গাঁয়ে গেছে। তবে সরলাকে ওই বনে নিয়ে যাব না। ও বাংলোতেই থাকবে।'

সানিয়া বলল, 'আমরা এখনই যেতে চাই। দিনের আলোয় জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলে পথ চলা, নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা, সব কিছুই সহজ হবে।'

ময়ূরী আমার দিকে তাকালে আমি যাবার ইঙ্গিত দিলাম।

সরলাকে রেখে আমরা তিনজনে রওনা হলাম মায়াবনের দিকে। বাংলোর টিলা থেকে নেমে মিঠাপানি পার হয়ে আতঙ্কের বনভূমিতে প্রবেশ করলাম আমরা। জটিল কুটিল বন এখনই অন্ধকার। তা ছাড়া পথ বলেও তো এখানে কিছু নেই।

ময়ূরী কুড়ুলে করে ডালপালা, ছোটখাটো ঝোপঝাড় ছেঁটে পথ করে দিতে লাগল। এইভাবে আমরা অনেকটা পথ যাওয়ার পর সুবৃহৎ একটি পর্বতের ওপরে উঠতে লাগলাম। এই পাহাড়ে ওঠা আরও দুরূহ ব্যাপার। তবু কষ্ট করে উঠতে লাগলাম।

সানিয়ার যতই সাহস থাক জঙ্গলের ভয়াবহ রূপ দেখে ততই সে মুষড়ে পড়তে লাগল। বলল, 'এভাবে আর কতদূর যেতে হবে?'

বললাম, 'যতক্ষণ না একটা নিরাপদ জায়গা পাই।'

'এই জঙ্গলে নিরাপদ জায়গা? অসম্ভব।'

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? এখানে তো আমরা এসেইছি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে।'

এক জায়গায় একটু ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। সানিয়া হঠাৎ আমার কাঁধে দু'হাত রেখে ভর করে দাঁড়াল। তারপর অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো বলল, 'তোমার কথা শুনেই এত আগে এলাম কিন্তু। আর বেশি এগিয়ো না। এরপর রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে বনে বনে ঘুরতে হবে।'

সানিয়া হঠাৎই আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসায় ভাল লাগল খুব। বললাম, 'আমাদের আরও একটু এগিয়ে যে-কোনও একটা গুহার আশ্রয় পেতেই হবে। না হলে বন্যজন্তুদের হাত থেকে কোনওমতেই রক্ষা পাব না আমরা। হঠাৎ করে যদি ভালুকের খপ্পরে পড়ি তা হলে দিবাকরের মতোই অবস্থা হবে আমাদের। তোমার এমন সুন্দর মুখ ভালুকের আঁচড়ে...।'

BanglaBook.org

সানিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'ব্যস, আর কিছু বোলো না। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'এখন তো ভয় পেলে চলবে না। মনে রেখো আমরা কিন্তু ভয়েরই মোকাবিলা করতে চলেছি।'

'ভয় আমি পাইনি। ভয় পাওয়ার মেয়ে হলে এখানে আমি আসতামই না। তবে কিনা ভালুকের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি কিন্তু আমার একার নেই।'

'নেই বলেই তো ময়ূরীকেও সঙ্গে নিলাম।'

ময়ূরী বলল, 'তোমরা এখানেই থাকো। আমি বরং চট করে দেখে আসি কাছাকাছি লুকিয়ে থাকার মতো কোনও গুহা বা বড় কোনও পাথরের আড়াল পাই কিনা।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমরা এখানে বসছি। তুমি কিন্তু বেশি দূরে কোথাও যেয়ো না। দেরি কোরো না। এই জঙ্গলে দলছাড়া হয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। আর যাবার সময় গাছের ডাল বা ঝোপঝাড় কাটতে কাটতে যেয়ো, যাতে ফিরে আসার সময় পথ চলতে কোনও অসুবিধা না হয়।'

ময়ূরী সেই অন্ধকারেই পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। আমি বন্দুক উঁচু করে, সানিয়া পিস্তল হাতে চুপচাপ বসে রইলাম। এমন সময় চারদিক থেকে বনহরিণের একটি দল এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। সানিয়া আমি দু'জনেই ওদের গলায় গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলাম।

হঠাৎ ময়ূরীর চিৎকারে আতঙ্কিত হলাম আমরা। সানিয়া ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে টেনে আনল একটা বড় পাথরের আড়ালে। সেই মুহূর্তে হরিণগুলোও সব উধাও হয়ে গেল। ভয় আমিও পেলাম। কী হল ময়ূরীর? আমাদের কারণে ও নিজে কোনও বিপদে পড়ল না তো? তা যদি হয় তা হলে গ্রামের লোকেদের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না।

সেই অন্ধকারেই আমরা দেখতে পেলাম দুটো জলন্ত চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

সানিয়া বলল, 'এ চোখ তো বাঘের চোখ।'

আমি বললাম, 'একদম কথা বোলো না। একটু আগে যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই মশালটা পড়ে আছে। এখন ওটা নিতে যাওয়াও বিপজ্জনক। তোমার পিস্তলটা আমাকে দাও। ওটা দিয়েই ওর দফা শেষ করছি।'

BanglaBook.org

বাঘটা এবার এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে বসল।

আমি সানিয়ার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে ট্রিগারে চাপ দিতেই বনভূমি কেঁপে উঠল ভয়ংকর আর্তনাদে। আর সেই শব্দের সঙ্গে চারদিক থেকে বিভিন্ন বন্যজন্তুর ডাক শোনা যেতে লাগল ঘনঘন। আমার গুলিটা বাঘের কপালে লেগেছে। খুব ছোট আকারের একটা কালো চিতা।

আমরা সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই উদ্ধার করলাম আমাদের মশালটাকে।

সানিয়া বলল, 'এটা এখনই জ্বালাবার দরকার নেই।' তারপর বলল, 'তোমার ব্যাগে টর্চ আছে না?'

আকস্মিক বিপদে টর্চের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বললাম, 'ওটার কথা মনে থাকলে বাঘটাকে মারতাম না। ওর চোখে আলো ফেললেই পালাত।'

সানিয়া হেসে বলল, 'বাঘকে তুমি ভালই চিনেছ তা হলে। চোখে আলো পড়লে আলো থেকে চোখ বাঁচিয়ে একটু দূরে গিয়ে ওত পেতে বসে থাকত।'

আমি বললাম, 'যাই হোক, আপদ গেছে ভালই হয়েছে। কিন্তু ময়ূরী এখনও আসছে না কেন? যেভাবে চেঁচিয়ে উঠল ও তাতে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে।'

'মেয়েটা বড় ভাল তাই না? কত সহজ সরল আর কী সুন্দর ওর চোখ দুটো।'

আমি বললাম, 'তুমিও কি কম যাও? রূপের আগুন তুমি।'

'থাক, আর অত কাব্য করতে হবে না।'

হঠাৎই নজরে পড়ল পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে একদল অতিকায় ভালুক ক্রমশ নীচের দিকে নেমে আসছে। আতঙ্কে আমাদের বুক কেঁপে উঠল। ওদের নজরে পড়লে আমাদের একজনেরও কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

ভয়ে আমরা অতি সন্তর্পণে সেই জায়গা ছেড়ে অন্যদিকে চলা শুরু করলাম। খানিক যাবার পরই একটি ঝরনার ধারে এসে পৌঁছোলাম আমরা। ঝরনাটা যেখানে ঝরে পড়ছে তার পাশেই নজরে পড়ল ছোট্ট একটি গুহা।

আমি ব্যাগ থেকে টর্চ বার করে গুহার ভেতরটা দেখে নিলাম। শূন্য গুহা, চার ফুট থেকে ছ'ফুটের বেশি নয়। দেখে মনে হল কোনও জন্তু জানোয়ারের বাসা এখানে নেই। আপাতত ভালুকের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে রক্ষা

BanglaBook.org

পাওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট। আমরা কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে ওই গুহায় ঢুকে বসলাম। বিশ্রী একটা গন্ধ আমাদের নাকে লাগল। তা লাগুক। এই গুহার আশ্রয়ের মতো নিরাপদ জায়গা আর হতেই পারে না।

আমি বললাম, 'আপাতত বন্যজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে আমরা বাঁচলাম।'

সানিয়া বলল, 'সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিন্তু এখান থেকে বেরোব না।'

'সে বললে কি হয়? ময়ূরীর খোঁজটা তো আমাদের নিতে হবে। কোথায় গেল মেয়েটা?'

'তার মানে ও নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে। এরপর যদি ও ফিরে আসে আর তো আমাদের দেখতে পাবে না। আমরা তো ওই জায়গা ছেড়ে চলে এসেছি।'

'ফিরে এলে ও বাবুজি বাবুজি বলে ডাকবেই।'

'তাই যেন হয়। আমাদের যেন এই রাতে খোঁজাখুঁজি করতে না হয়।'

আমরা গুহামুখ থেকে আরও ভেতর দিকে সরে এসে ঠেস দিয়ে বসলাম।

সানিয়া বলল, 'এ এক নতুন অভিজ্ঞতা কী বলো? আমি কিন্তু এইভাবে কখনও জঙ্গলে গুহার ভেতরে বসে রাত কাটাইনি।'

'ধরো আমি যদি না আসতাম। একা তুমি যে জেদ করছিলে, এখানে আসতে কী করে?'

'আমি অভিনয় করছিলাম।' বলে বসে থাকা অবস্থায় আমার কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'আমি জানতাম একা তুমি আমাকে কখনওই আসতে দিতে না। সঙ্গে তুমিও আসতে। এলেও তাই। শুধু শুধু ময়ূরীকে সঙ্গে নিলে। কোনও কাজেই লাগল না ও। মাঝখান থেকে দূরে গিয়ে আমাদের টেনশন বাড়িয়ে দিল।'

'তা হয়তো দিল। ও কিন্তু বিপদ কেটে ঠিকই বেরিয়ে আসতে পারবে।'

'দেখাই যাক। এই অভিযানে আমার তোমাকে দরকার ছিল, পেয়েছি। এতেই আমার আনন্দ। অভিযান শেষ হলে তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে আমাদের রাঁচির বাড়িতে যাবে। তারপর টাটানগর হয়ে তোমার জায়গায়। আমিও যাব পরে একসময়। অথবা তোমার সঙ্গেও যেতে পারি।'

BanglaBook.org

আমরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছি ঠিক তখনই ময়ূরীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'বা-বু-জি-ই-।'

আমি সানিয়াকে বললাম, 'একটু বসো, আমি ডেকে আনছি ওকে।'

সানিয়া বলল, 'আমাকে একা রেখে কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমার ভয় করবে না বুঝি?'

'তোমার ভয় আছে?'

'ছিল না। এখন পরিবেশ দেখে ভয় পাচ্ছে।'

ও গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরল।

আমি বন্দুক ফেলে যাচ্ছিলাম, ও বলল, 'সঙ্গে নাও।'

এরপর আমরা টর্চের আলোর সংকেত দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

বেশিদূর যেতে হল না। ময়ূরী এসে দু'জনেরই হাত ধরল। বলল, 'তোমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে তো? আসলে আমি একটা চিতাবাঘের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমি চিৎকার করে কুড়ুল নিয়ে তেড়ে যেতেই পালাল সে। তারপর ভালুকের দল এসে পড়ায় লুকিয়ে পড়েছিলাম এক জায়গায়। তোমাদের জন্য আমার মন খুবই খারাপ হচ্ছিল। এই জঙ্গলে কী যে করবে তোমরা তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

আমি বললাম, 'ওই চিতাটাকে আমরা শেষ করেছি। শুধু ভালুকের ভয়ে লুকিয়েছিলাম ছোট্ট একটি গুহায়।'

ময়ূরী বলল, 'আমি তোমাদের জন্য ভাল একটা জায়গা দেখে এসেছি। খুব কাছেই।'

'আমরা যে গুহায় ছিলাম সেটা একটু আকারে ছোট হলেও মন্দ নয়। পাশেই একটা ঝরনা আছে।'

'তবে তো খুবই বিপজ্জনক জায়গা। বনের জন্তু জানোয়ারেরা দলে দলে ওখানে জল খেতে আসবে। আমি যেখানে নিয়ে যেতে চাই সেখানেই চলো।'

আমরা ওর সঙ্গে চলা শুরু করলাম। যখন আমরা ওর পছন্দমতো জায়গায় গিয়ে পৌঁছোলাম তখন খুবই আনন্দ হল। পাহাড়ের উচ্চস্থানে এই গুহাটির অবস্থান এমনই এক জায়গায় যে এখান থেকে চারদিকের দৃশ্য বেশ ভালভাবে দেখা যায়।

আমরা গুহায় আশ্রয় নিতেই ময়ূরী বলল, 'এখানটা নিরাপদ। জঙ্গলের

BanglaBook.org

মধ্যে হলেও সামনে প্রশস্ত জায়গা অনেকখানি। প্রয়োজনে কাঠকুঠো জ্বেলে আগুন করে বসে থাকব সারারাত।

এমন সময় হঠাৎই সেই উচ্চস্থান থেকে দেখতে পেলাম বেশ খানিকটা নীচে সারি সারি মশাল জ্বলছে আর সেই আলোর সামনে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র হরিণ সেখানে শুয়ে বসে আছে। কয়েকটি হরিণ অকারণেই এদিক সেদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চোখের পাতা পড়ল না। অনন্ত রূপের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। বিচিত্র পোশাক পরা বন্য তরুণী। পূর্ণিমার সুগোল চাঁদের মতো তাদের মুখ। ভরা জ্যোৎস্নার দ্যুতি তাদের সর্বাঙ্গে। শুধু ব্যতিক্রম এই মাথায় তাদের হরিণের মতো বড় বড় শিং। তার চেয়েও যা বিস্ময়কর তা হল তাদের একজনেরও পায়ের পাতা নেই। আছে শুধু হরিণের মতো খুর। এ ছাড়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবীর মতো।

সানিয়া অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমনও হয়?'

ময়ূরী বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হল তো? বলেছিলাম না এই বনের হরিণরা রাতের অন্ধকারে মায়ারূপ ধারণ করে।

দেখলাম। দু'চোখ ভরে দেখলাম। যা দেখছি তা দেখে নিজের চোখকেও বিশ্বাস হল না।

সানিয়া বলল, 'আমাদের এই দেখার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কী বলো?'

আমি বললাম, 'সত্যই অবিশ্বাস্য।'

একটু পরেই গান শুরু হল ওদের। বিচিত্র ভাষায় মোহ জড়ানো গলায় দুর্বোধ্য সংগীত। সেই সুরের সঙ্গে সংগতি মিলিয়ে তালে তালে দিয়ে নাচতে লাগল ওরা। সে কী উদ্দাম নৃত্য। সুরের মাধুর্য আর পায়ের খুরের ঠকঠক শব্দে পাহাড় ও বনভূমি মুখর হয়ে উঠল।

আমরা তিনজনেই সেই নৃত্যগীতে বিভোর হয়ে গেলাম।

সানিয়া বলল, 'কী দারুণ রহস্যময়।'

আমি বললাম, 'এমন অবিশ্বাস্য আশ্চর্য দর্শনের কথা কানে শুনে বিশ্বাসই করবে না কেউ।'

'যেমন আমরাও করিনি।'

BanglaBook.org

ময়ূরী বলল, 'আমি তো বলেছিলাম রাতের অন্ধকারে এই বনের হরিণীরা রাতমোহিনী হয়।'

সানিয়া বলল, 'তোর কথা, তোদের সকলের কথাই ঠিক। আর আমার মনে কোনও অবিশ্বাস নেই।'

'এই জন্যই তো আমরা এখানে হরিণ মারি না।'

সানিয়া আমাকে বলল, 'তুমি কী বুঝছ? এদের নিয়ে কোনও মন্তব্য করবে?'

'না। তবে আমার ধারণা হরিণরা এখানে মোহিনী মূর্তি ধরে না।'

'তা হলে? যা দেখছি তা ভুল?'

'না। তাও নয়। মনে হয় প্রকৃতির খেয়ালে এইসব মেয়েরা জন্মগতভাবেই এরকম। এরা গুহাবাসী। হরিণদের সঙ্গেই এদের বসবাস। ওদের মতোই প্রকৃতি। লোকালয় থেকে দূরে এই অরণ্যেই ওদের বিচরণভূমি। তাই অনধিকার প্রবেশকারীদের ওরা ভাল চোখে দেখে না। ক্ষমা করে না। জোর করে কেউ ওদের স্বর্গে প্রবেশ করলে তাকে ওরা শেষ করে দেয়।'

আমরা যখন তন্ময় হয়ে ওইসব নাচগান উপভোগ করছি ঠিক তখনই হঠাৎ করে ওদের নজরে পড়ে গেলাম আমরা। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোয় আমরা যেমন ওদের দেখছিলাম ওরাও তেমনি আমাদের দেখতে পেল।

এক লহমায় থেমে গেল নাচ গান। ওরা এক বিজাতীয় সুরে চিৎকার করে কী যেন বলতেই বনের ভেতর থেকে আরও কয়েকজন শিঙেল তরুণী এসে ধরে ফেলল আমাদের। ততক্ষণে আমি বুদ্ধি করে বন্দুকটা ফেলে দিয়েছি। পিস্তলটাও হস্তগত করেছে সানিয়া। ময়ূরীর কাছে অবশ্য তির ধনুক ছিলই। যাই হোক, ওরা আমাদের তিনজনকেই টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল সেই সব নৃত্যরত তরুণীদের কাছে।

শিঙেল তরুণীদের সকলেরই চোখ তখন জ্বলছে। যেমন জ্বলছে অসংখ্য হরিণের চোখ।

বনের হরিণগুলো আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে এসে গায়ে গা ঘষতে লাগল। আমরাও ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করতে লাগলাম। এই দেখেই বোধহয় রাগ কমল ওদের। বুঝে গেল আমরা বরিহাগত হলেও বনের এই হরিণদের সঙ্গে আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ আমরা শিকারি নই।

BanglaBook.org

আমরা ওদের সামনে গেলে ওরা কিছুক্ষণ রোষদীপ্ত নয়নে গম্ভীর মুখে আমাদের দিয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ধমকের সুরে কী যে বলল তার কিছুই আমরা বুঝলাম না। আমরা যে ওদের ভাষা বুঝছি না আকারে ইঙ্গিতে সে কথাও আমরা জানালাম।

এরপর ওদেরই যে মধ্যমণি সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরতেই কেমন যেন অবশ হয়ে গেলাম আমি। সারা গায়ে যেন বিদ্যুতের শিহরন খেলে গেল। মনে হল আমার সমস্ত শক্তিকে হরণ করে নিল ও। ক্রমশ ও ঝুঁকে পড়ল আমার ওপর। ওর উষ্ণ নিশ্বাসে ভরে উঠল আমার মুখমণ্ডল। ওর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি আমার চোখে স্থির রেখে এক ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিল আমাকে।

ঠিক সময়মতো সানিয়া ও ময়ূরী আমাকে ধরে না ফেললে পড়েই যেতাম আমি।

ও এবার অত্যন্ত বিরক্তি ও ঘৃণার চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় সবাইকে চলে যেতে বলল। তারপর একটু একটু করে পিছু হেঁটে জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে গেল সবাইকে নিয়ে।

আমরা ওদের নির্দেশমতো আর সেখানে না থেকে আরও অনেক বাধা অতিক্রম করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমাদের কারও মুখে কথা নেই। বাংলোয় ফিরে এসে দেখি সরলা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তখনও রাত জেগে বসে আছে আমাদের প্রত্যাবর্তনের আশায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আঁধার রাতের নাগিনা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক এক সময় মনটা বড় উদাস হয়ে যায়। কী যে করি কোথায় যে যাই তা ভেবে পাই না। দেওঘর, শিমুলতলা, দুমকা, ঘাটশিলায় বারে বারে গেছি। এবার দূরে আরও দূরে কোথাও কোনও পাহাড়তলির গ্রামে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে খুব ইচ্ছে করছে।

শীতের এক সকালে কাশ্মীরি শালটা গায়ে হালকাভাবে জড়িয়ে খবরের কাগজ থেকে চোখ নামিয়ে টাইম টেব্‌ল-এর পাতা ওলটাচ্ছি, ভজুদা এসে ডিমটোস্ট আর চা দিয়ে বলল, 'আবার ওই ওটায় হাত দিয়েছ? বলি তোমার ব্যাপারখানা কী?'

আমি হেসে বললাম, 'কী আশ্চর্য! এটা হাতে নিলেই তো সারা ভারত মুঠোর মধ্যে এসে যায়। এর পাতা ওলটালে ঘরে বসেই মানস ভ্রমণ।'

ভজুদা বলল, 'এত তো ঘুরলে। এবার একটা বাঁধা মাইনের চাকরি দেখে সংসারী হও। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হল। আর দেরি করে লাভ কী?'

আমি বললাম, 'লাভ আছে। যতদিন এইভাবে থাকা যায় ততদিনই...।'

হঠাৎ টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে হ্যালো করতেই সুশান্তর গলা ভেসে এল, 'এই মুহূর্তে কোথাও যেন যাস না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা সদলে তোর ওখানে যাচ্ছি।'

'আমার এখানে সবার জন্য সব সময়ই দ্বার খোলা। তা ব্যাপারটা কী?'

'সেটা সাক্ষাতেই বলব। ভজুদাকে চা কিংবা কফির ব্যবস্থা করতে বলিস। অন্য কিছুর আয়োজন যেন না করে। ওসব আমরাই কিনে কেটে নিয়ে যাব।'

রিসিভার নামিয়ে আমি ভজুদাকে বললাম, 'সুশান্তর দলবল আসছে। তুমি চা কিংবা কফির জন্য জল গরম বসাও। আর কিছু করতে হবে না। ওরাই সব নিয়ে আসছে।'

ভজুদা বলল, 'জল গরম করতে বেশি সময় যাবে না। আগে ওরা আসুক। কতজন আসে দেখি, তারপর।'

BanglaBook.org

সুশান্তর দলবল কেন এবং কীজন্য আসছে তার কিছু বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে ওদের। তবে ওরা এলে বেশ কিছুটা সময় যে হইহুল্লোড় করে কেটে যাবে তা ভেবেই আনন্দিত হলাম।

টাইম টেব্‌লটা একপাশে সরিয়ে রেখে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বিশেষ বিশেষ খবরগুলোয় আর একবার চোখ বোলালাম। তারপর সেটাকেও একপাশে সরিয়ে রেখে একটি ফিল্মি ম্যাগাজিনের পাতায় নায়ক নায়িকাদের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই ওরা এল। ডোর বেল টিপতেই ভজুদা নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিল ওদের।

ওদের কথাবার্তার কলকলানিতে গমগম করে উঠল বাড়িটা। একে একে সবাই উঠে এল ওপরে। সুশান্ত, সুব্রত, সৌরভ ও শুভেন্দু। ওরা এসে নিজেরাই যে যার পছন্দমতো জায়গায় বসে পড়ল। ওরা একটা বড় ধরনের খাবারের প্যাকেট নিয়ে এসেছিল। সেটা ভজুদার হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলো সবাইকে ভাগ করে দিয়ে জমপেশ করে কফি বানাও। তোমারও রেখো কিন্তু।'

ভজুদা বলল, 'কফি হচ্ছে। আগে এগুলোকে উদ্ধার করো, তারপর।'

ভজুদা আমাদের প্রত্যেককে বড় বড় শিঙাড়া, খাস্তার গজা আর অমৃতি পরিবেশন করে কফি তৈরিতে মন দিল।

সুশান্ত বলল, 'রাজের দোকান থেকে এনেছি। খেয়ে দেখ, দারুণ লাগবে।'

আমি খেতে খেতেই বললাম, 'সবই তো বুঝলাম। হঠাৎ এ সবের মানে কী?'

সুব্রত বলল, 'সবকিছুরই মানে খুঁজতে যাস না। সবাই মিলে ছুটির দিনে চুটিয়ে একটু আড্ডা দেবার জন্যই এখানে আসা।'

'তা হলেই ভাল। তবে মনে হচ্ছে তোরা একটা কিছুর মতলব নিয়েই এসেছিস।'

ভজুদা কফি দিয়ে গেল।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুশান্ত বলল, 'বসুধাকে মনে আছে তোর?'

'বসুধা! মানে বসুধারা?'

'হ্যাঁ। জয়দীপের মামাতো বোন।'

BanglaBook.org

'কেন, কী হয়েছে তার?'

'মেয়েটা রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছে।'

'তার মানে কিডন্যাপড?'

'না। একটি দুঃসাহসিক অভিযান করতে গিয়ে নিখোঁজ। শুধু ও নয় মানেকা নামে ওর এক বান্ধবীও সেইসঙ্গে উধাও।'

কফি পর্ব শেষ করে দারুণ বিস্ময় নিয়ে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কী আমাকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি?'

সৌরভ শুভেন্দুকে ইশারা করতেই শুভেন্দু একটা ভাঁজ করা ইংরেজি সংবাদপত্র আমার দিকে এগিয়ে বলল, 'কিছু বুঝলি?'

আমি কাগজের পাতায় মনোনিবেশ করেই চমকে উঠলাম। বললাম, 'অবাস্তব। এ হয় না।'

সৌরভ বলল, 'এই ছবিটা দেখে কি মনে হচ্ছে এটা কবির কল্পনা?'

'না। তা মনে হচ্ছে না। কিন্তু...।'

'কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে। অত্যন্ত পপুলার নিউজ পেপার। কোনওরকম বাজে খবর ওরা ছাপে না। তা ছাড়া ফোটোটাও তো অরিজিন্যাল।'

'তাই তো দেখছি। এই কাগজের আর কোনও কপি নেই তোদের কাছে?'

'না। আমরাও জানতাম না। আসলে ইংরেজি কাগজ তো পড়ি না আমরা। বাংলা কাগজ পড়ি। তাও ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে ছেড়ে দিই।'

'তা হলে এটা এল কী করে তোদের কাছে?'

'জয়দীপ পাঠিয়েছে একজনের মাধ্যমে। তার মুখেই শুনলাম সব।'

'কী শুনলি?'

'এক এক করে সব বলছি। জয়দীপ অবশ্য আসবে তোর এখানেই। দুপুরে খাওয়াদাওয়া এখানেই হবে। তারপর রাতের গাড়িতে চলে যাবে ও।'

ভজুদা বলল, 'আর এক রাউন্ড কফি চলবে?'

সুশান্ত বলল, 'অবশ্যই। আর শোনো, আজ দুপুরে আমরা কিন্তু এখানের অতিথি। সেই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা কোরো।'

সুশান্ত বলতে লাগল, 'জয়দীপরা তো রায়পুরেই থাকে। ওর মামারা থাকে পুনেতে। বসুধা জয়দীপদের ওখানে থেকেই পড়াশোনা করে। এই ছবিটা কাগজে দেখেই উল্লসিত হয় ও। বলে এমন বিরল দর্শন যিনি

BanglaBook.org

করেছেন তিনি না জানি কত ভাগ্যবান। যে ভাবেই হোক এর দেখা পেতেই হবে।'

আমরা সবাই আর একবার ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখলাম। সত্যই অবিশ্বাস্য। কিন্তু সত্য। অতিকায় একটা পঞ্চমুখী সাপের ছবি। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হবার সময় যে সাপ ফণা ধরেছিল সেইরকম সাপ। অর্থাৎ পুরাণ গ্রন্থের শেষনাগের ছবি। যা মনে হত কল্পনার, তা যে এমনই বাস্তব কেউ ভাবতেও পারেনি। সাপটা ফণা তুলে সোজা হয়ে আছে। দৈবক্রমে ক্যামেরা বন্দি না হলে বা কাগজে ছাপা না হলে কেউ জানতেও পারত না এমন বিরল প্রজাতির সাপ এখনও কোথাও আছে বলে।

আমি বললাম, 'এই সাপের ছবির সঙ্গে ওই দুটি মেয়ের অন্তর্ধান রহস্যটা কী?'

'ওই সাপ দেখতে গিয়েই নিখোঁজ হয় মেয়েদুটি।'

'কীভাবে?'

'সেটা ভালভাবে বলতে পারবে জয়দীপই। আমরা ঠিক করেছি ও এলে ওর মুখে সব শুনে জয়দীপের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। প্রয়োজনে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব মেয়েদুটিকে খুঁজে বার করবার।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। জয়দীপ আসুক। ওর মুখে সব শুনি। তারপর...।'

আমরা আরও এক রাউন্ড কফি খেয়ে জয়দীপের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ভজুদা ততক্ষণে পাড়ার দোকান থেকে কেজিখানেক রেওয়াজি খাসির মাংস নিয়ে এসে রান্না চড়িয়েছে। তারই খুশবুতে ভরে উঠেছে গোটা ঘর। সুশান্তও ওকে সাহায্য করবার জন্য লেগে পড়েছে ওর সঙ্গে।

আমি সেই মহানাগ বা শেষনাগের ছবিটার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বসে রইলাম। আমাদের পুরাণকাররা যে-কোনও বিষয়েই মিথ্যে লিখতেন না তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলাম।

BanglaBook.org

জয়দীপ এল অনেক বেলায়। সুন্দর সুঠাম শরীর নিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এল। এসে ম্লান হেসে বলল, 'শুনেছিস তো আমাদের বিপদের কথা?'

'কার কাছে শুনব? যা কিছু শুনেছি তা ভাসাভাসা। তোর মুখ থেকে সব না শুনলে রহস্যের মেঘ কিন্তু কাটবে না।'

'সাপের ছবিটা দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। বাস্তবে যে এমন সাপ সত্যিই থাকতে পারে তা আমার ধারণাতেও ছিল না। শুধু আমার নয়, কারও না।'

সুশান্ত বলল, 'এসব কথা এখন থাক। আগে স্নান করে খাওয়াদাওয়ার পর্বটা সেরে নে। তারপর দুপুরে বিশ্রামের সময়ে মন দিয়ে সব শুনব। পরে আমাদের যদি কিছু করার থাকে তো নিশ্চয়ই করব। আর সেজন্যই বসুধার পরিণতির কথা শুনে সবাই খুব চিন্তিত আছি।'

সুশান্তর কথামতো আমরা স্নানপর্ব সেরে নিলাম। সুশান্ত, সুব্রত, সৌরভ ও শুভেন্দু পরপর বাড়ি গিয়ে স্নানের পাট চুকিয়ে এল। জয়দীপ আমার এখানেই রইল।

ভজুদার হাতে দারুণ উপাদেয় রান্না মাংস ভাত বেশ তৃপ্তি করে খেলাম সকলে।

খাওয়ার পরে জয়দীপ বলতে লাগল—

"আমার মামাতো বোন বসুধাকে তোরা তো দেখেছিস। যেমনই সুরূপা, তেমনই জেদি ও সাহসী। মামা-মামি পুনেয় থাকলেও ও আমাদের এখানে থেকেই স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে পড়ছে। বি কম ফার্স্ট ইয়ারের মেধাবী ছাত্রী। সাপের ছবি ছাপা কাগজটা ওরই প্রথমে চোখে পড়ে। ওর এক বান্ধবী মানেকা সিনহার বাড়িতে গিয়ে ইংরেজি খবরের কাগজের পাতা ওলটাতেই ছবিটা দেখতে পায় ও। মানেকাকেও ডেকে দেখায়।

এরপরই দু'জনে সিদ্ধান্ত নেয় যেভাবেই হোক ওই সাপটাকে ওরা দেখবে এবং ছবি তুলবে। এই মন করেই ওরা কাগজটা নিয়ে আমার কাছে আসে। আমি ওদের অনেক মানা করি। একজন প্রেস ফোটোগ্রাফারের কাছে যা সহজসাধ্য তা অন্যের জন্য নয়। কেননা নাগিনার জলমহলের সংলগ্ন যে অরণ্য ও পর্বতমালার বিস্তার তা যেমনই ভয়াবহ তেমনই দুর্গম। সাপটি হয়তো কোনওভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জলমহলের কাছাকাছি এসে পড়েছিল তাই হঠাৎ করেই ক্যামেরাবন্দি হতে পেরেছে। ওই নাগিনার অরণ্যে নাগিনচৌরার গিরিগুহাগুলি হিংস্র জন্তু জানোয়ারে পরিপূর্ণ। এ ছাড়া নানারকমের লৌকিক অলৌকিক কাহিনিও জড়িয়ে আছে ওই অরণ্যকে ঘিরে। আশপাশের গ্রামের মানুষরা মনে করে ওখানে দেবতাদের বাসভূমি। কয়েক বছর আগে একবার ওই অরণ্যের গভীর থেকে দুই শিং বিশিষ্ট সাদা হাতিকে বেরিয়ে আসতে

BanglaBook.org

দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয় গ্রাম্য উৎসবের সময় শিকারের জন্য ওই নাগিনচৌরায় গিয়েছিল চার-পাঁচজন গ্রামবাসী। শিকারের পিছু নিতে গিয়ে পথ ভুল করে তারা যখন নাগিনার একটি জলসম্পাতের কাছে চলে আসে তখন কয়েকজন অপূর্ব সুন্দরী দেবকন্যাকে স্নানরতা অবস্থায় দেখে ফেলে। এ ছাড়া আরও অনেক গল্প কাহিনি জড়িয়ে আছে ওই নাগিনাকে ঘিরে। তাই নাগিনার অরণ্যে সচরাচর কেউ যায় না।'

জয়দীপের কথামতো ওকে প্রশ্ন করলাম, 'ওই প্রেস ফোটোগ্রাফার তা হলে কোন কাজের জন্য ওখানে গিয়েছিলেন?'

'সেটা তো আমার জানার কথা নয়। এমনও হতে পারে নাগিনার জলমহলের ছবি ছেপে কোনও সংবাদ পরিবেশনের ইচ্ছে ছিল তাঁর।'

আমরা সবাই মন দিয়ে শুনে গেলাম জয়দীপের কথাগুলো।

সুশান্ত বলল, 'মেয়েদুটোর সাহস তো কম নয়। ওই ভয়াল অরণ্যে অভিযান করতে চলে গেল দু'জনে?'

জয়দীপ বলল, 'ওদের সঙ্গে আরও দু'জন ছিল। ঊর্মিলা ও জয়িতা নামে অসম সাহসী দুটি মেয়ে। সবাই সমবয়সি। এদের মধ্যে ঊর্মিলা হল অত্যন্ত বেপরোয়া ও ডেঞ্জারাস প্রকৃতির মেয়ে। বলতে গেলে ও-ই ওদের দলের লিডার। যাই হোক, বসুধাকে আমি অনেক বুঝিয়ে ভয় দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারিনি। ও ঠিক ওদের দলে ভিড়ে ওর জেদ বজায় রাখে। কিন্তু এই যাওয়ার পরিণতি যে এমন হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। ঊর্মিলা পাহাড়ি মেয়ে। রাইফেল শুটিং-এ ও এক নম্বর। তাই মনকে বুঝিয়েছিলাম ওদের অভিযান হয়তো সফল হবে, নয়তো ভয় পেয়ে পালিয়ে আসবে। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হল না।'

আমি বললাম, 'ঊর্মিলা ও জয়িতার খবর কী?'

'ওরা নিরাপদেই আছে। ওদের মুখে খবর শুনেই তো জানতে পারলাম ওই দু'জনের নিখোঁজ হওয়ার কথা।'

'ঊর্মিলা ও জয়িতা এখন কোথায়?'

'ওরা ফিরে এসেছে। গুরুতর আহত হয়েছে দু'জনেই। সে রাতে নাগিনার জলমহলের ধারে তাঁবু খাটিয়ে রাত জেগে প্রতীক্ষা করছিল অত্যাশ্চর্য কোনও কিছু দেখা যায় কিনা তার জন্য। হঠাৎই একটা হড়কা বান এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ওদের। জলের তোড়ে বেশ খানিকটা ভেসে যাওয়ার পরে পাথরে ধাক্কা

BanglaBook.org

লাগে ঊর্মিলার। মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়। জয়িতা হাত ভেঙে যাওয়ায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। অনেক পরে ওরা যখন আগের জায়গায় ফিরে আসে তখন দেখে জলের তোড়ে তাঁবু কোথায় ভেসে গেছে। সেই সঙ্গে বসুধা ও মানেকাও বেপাত্তা। সে রাতটা জঙ্গলে কাটিয়ে পরদিন সকালে রায়পুরে ফিরে এসে থানায় খবর দিয়ে বাড়িতে জানায়।'

আমি বললাম, 'তোর মামাদের কাছে খবর গেছে?'

জয়দীপ বলল, 'ভয়ে খবর দিইনি রে। কোন মুখেই বা খবরটা দেব?'

'খুব ভুল করেছিস। আগে ওর বাড়িতে খবর দে। এদিকে থানা পুলিশের ব্যাপারটা কতদূর গড়াল?'

'প্রশাসন তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। বলছে ওই ডেঞ্জারাস জোনে প্রবেশ করার আগে প্রশাসনকে যখন জানানো হয়নি তখন তাদের কোনও দায়িত্বই নেই। তা ছাড়া ওই এলাকাটা এখানকার থানা পুলিশের আন্ডারে নয়। তবে কিনা একেবারেই যে হাত গুটিয়ে বসে আছেন ওঁরা তা নয়। অন্য থানার মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

আমি বললাম, 'তা হলে তো দেখছি আমাদেরকেই এবার সক্রিয় একটা ভূমিকা নিতে হয়।'

জয়দীপ বলল, 'সেই আশাতেই আমি তোদের কাছে এসেছি। আমরা সবাই মিলে যদি দলবদ্ধভাবে ওই জঙ্গলে গিয়ে সন্ধান চালাই তা হলে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে।'

সুব্রত বলল, 'কতদিনের ব্যাপার এটা?'

'আজ নিয়ে পাঁচদিন।'

সৌরভ বলল, 'এখনও যখন ফিরে আসেনি তখন ওদের আশা ছেড়ে দে। হয় ওই হড়কা বানে ভেসে দূরে কোথাও চলে গেছে ওরা। নয়তো হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কবলে পড়ে শিকার হয়ে গেছে তাদের।'

শুভেন্দু বলল, 'এমনই হয়েছে। তবু কী যে হয়েছে সেই ব্যাপারে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

আমি মন দিয়ে সকলের সব কথা শুনতে লাগলাম।

শুভেন্দু বলল, 'কী চিন্তা করছিস তুই?'

'অন্য কিছু নয়, আমি শুধু ভাবছি ওই হড়কা বানের কথা। শীতকালে নদী নালা ঝরনা সব যেখানে ক্ষীণ সেখানে হড়কা বান আসে কী করে? আমার

BanglaBook.org

মনে হয় মেয়েদুটি আসল সত্যকে গোপন করতে চাইছে। ওরা যা বলছে তা ঠিক নয়।'

জয়দীপ বলল, 'তা হলে?'

'তা হলে আসল ব্যাপারটা যে কী সেটা তদন্ত করে দেখতে হবে। এই অভিযানে যাবার আগে ঊর্মিলা ও জয়িতার সঙ্গে দেখা করে সব কথা শুনতে হবে আমাদের।'

জয়দীপ বলল, 'তোরা আমার ওখানে গেলেই আমি ওদের ডাকিয়ে আনাব। কবে যাবি তোরা বল?'

আমি বললাম, 'দিনক্ষণ দেখে যেতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। রিজার্ভেশন যে কবেকার পাব তারও ঠিক নেই। তাই ভাবছি আজই রাতের গাড়িতে রওনা হব আমরা। ডেলি টিকিটেই যাব।'

সৌরভ ও শুভেন্দু বলল, 'এমন চটজলদি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে কী করে হবে? দু'-একটা দিন সময় অন্তত দে?'

'তাতে দেরি হয়ে যাবে। ব্যাপারটা খুব এমার্জেন্সি।'

জয়দীপ বলল, 'টিকিটের ব্যবস্থা আমি করছি। শোবার জন্য বার্থ অবশ্য পাওয়া যাবে না। তবে টু-টায়ারে সিটিং রিজার্ভেশন পেয়ে যাব।'

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সৌরভ ও শুভেন্দু যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী হলেও আজই যেতে রাজি নয়। তাই ঠিক হল জয়দীপ, আমি, সুশান্ত ও সুব্রতই যাব। ওরা যাবে দু'-একদিন পরে। যদিও ওরা যখন রায়পুরে গিয়ে পৌঁছোবে আমরা তখন অরণ্যের অনেক গভীরে।

সন্ধের পরই আমরা স্টেশনে চলে এলাম। গাড়ির রিজার্ভেশন করে ওঠার সময় আমরা পাইনি। তাই সাধারণ টিকিটেই প্লাটফর্মে এসে ভায়া নাগপুর বম্বে মেলের টু-টায়ার বগির সামনে দাঁড়ালাম। এরপর কন্ডাক্টর গার্ডের সঙ্গে কথা বলতেই চারটে সিটিং রিজার্ভেশন অনায়াসে মিলে গেল।

ট্রেন ছাড়ার পর গাড়িতেই আমরা খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে খুব চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কীভাবে অভিযানের প্রস্তুতি নেব সেই ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে রাত ভোর হল। চম্পা বিলাসপুর হয়ে ট্রেন এসে থামল রায়পুরে। বেলা তখন দশটা।

BanglaBook.org

রায়পুর স্টেশন থেকে এক কিমির মতো গেলে জয়দীপদের বাড়ি। এর একদিকের পথ চলে গেছে কাঁকের হয়ে জগদলপুরে। অপরদিক তিতলাগড়ে। রায়পুরের দু'দিকেই পাহাড় ও ঘন অরণ্যের বিস্তার। তবে রায়পুর থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। কেননা রায়পুর সমতলে।

স্টেশন থেকে একটা টমটম ভাড়া করে কিছু সময়ের মধ্যেই জয়দীপদের বাসায় গিয়ে পৌঁছোলাম। ওর বাবা-মা নেই। দাদা বউদিরা আছেন। তাঁরা খুব যত্ন করলেন আমাদের। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থাকার জন্য একটা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে কফি কেক ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে বাজার থেকে ভাল মাছ আনিয়ে রান্না করলেন। ওঁদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম। কাল সারারাত ট্রেনের কামরায় জেগে কাটিয়েছি। তাই সারাগায়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে চারজনেই তেড়ে একটা ঘুম দিলাম।

বিকেলে চা-পর্বের পর রায়পুর শহরটার সঙ্গে একটু পরিচয় করতে বেরোলাম। সন্ধেবেলা ফিরে এসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে পরিকল্পনা করতে লাগলাম বসুধা ও মানেকাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায়।

জয়দীপের দাদা বউদি দু'জনেই খুব ভেঙে পড়েছেন। বউদি বললেন, 'কিছুতেই আমরা মনকে স্থির করতে পারছি না ভাই। হাজার হলেও পরের মেয়ে। এখনও ওর মা-বাবাকে জানানো হয়নি। ওঁরা শুনলে কী যে করবেন তা ভেবে পাচ্ছি না।'

জয়দীপ বলল, 'আমিও একা কিছু করতে সাহস পাচ্ছি না। ওই অরণ্যে কি একা কিছু করা যায়। এখন তোরা এসে পড়ায় বুকে আমি বল পেলাম।'

আমি বললাম, 'কাল সকালেই আমরা অরণ্য অভিযান করতে চাই। তুই সেরকম ব্যবস্থা কর। কিন্তু তার আগে তুই আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে ঊর্মিলা ও জয়িতার সঙ্গে।'

জয়দীপ বলল, 'সে ব্যবস্থাও হয়েছে। জয়িতাকে নিয়ে ঊর্মিলা কিছু সময়ের মধ্যেই এসে পড়বে এখানে। ওরা একটা গাড়ি নিয়ে আসবে। সেই গাড়িতেই আমরা ওদের দু'জনের যে-কোনও একজনদের বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করব। রাতের খাওয়া দাওয়া ওখানেই।'

BanglaBook.org

একটু পরেই বাইরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই খুব ব্যস্ততার সঙ্গে জিন্‌স পরা দুই অল্পবয়সি তরুণী হাসি হাসি মুখ করে ভেতরে এসে বলল, 'বড্ড দেরি করে ফেললাম। আসলে কিছু কেনাকাটা করতেই সময় পার হয়ে গেল।'

আমি মুগ্ধ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনাদের সাহসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। নামও জেনেছি।'

ছিপছিপে লম্বাটে চেহারার তরুণী বলল, 'আমি হলাম ঊর্মিলা।'

মাঝারি গড়নের গোলালো মেয়েটি বলল, 'আমি জয়িতা। বুঝতেই পারছেন দু'জনেই আমরা জোর আঘাত পেয়ে বসুধা ও মানেকাকে অসহায়ভাবে জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

আমি বললাম, 'আপনাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি। একজনের মাথায় ব্যান্ডেজ অপরজনের হাতে প্লাস্টার।'

ঊর্মিলা বলল, 'আর কথা নয়। এখন চলুন আমাদের বাড়িতে গিয়ে আলোচনায় বসি। আমি কিন্তু কাল আপনাদের সঙ্গে অভিযানে যাব।'

জয়দীপ বলল, 'কিন্তু তোর এই অবস্থায়?'

'ও কিছু নয়। পাথরে ঠুকে মাথার সামনের দিকটা ডিপ হয়ে কেটে গেছে। ওষুধ আর ইঞ্জেকশনের প্রভাবে সব ঠিক হয়ে গেছে এখন। তবে জয়িতার হাত ভাঙা। ইচ্ছে থাকলেও ও যেতে পারবে না।'

জয়িতা বলল, 'হ্যাঁ পারব। বাঁহাতটাই শুধু গেছে আমার। ডানহাতটা তো আছে। ওই হাতে পিস্তল ধরলে আমার সামনে কে এগোয় আমি দেখব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পিস্তল! তুমি টার্গেট করতে পারো?'

'না পারলে কি রাতের অন্ধকারে ওই দুর্গম অরণ্যপর্বতে অভিযান করতে যাই? যাক, কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে, একে শীতের রাত, একটু পরেই চারদিক নিঝুম হয়ে যাবে। চলুন এবার যাওয়া যাক।'

আমরা দেরি না করে ওদের গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে বসেই চলে এলাম জয়িতাদের বাড়িতে। মস্ত ধনী ঘরের মেয়ে জয়িতা। ঊর্মিলাও তাই। খেলাধুলোয়, সাঁতারে, গান-বাজনায় রাইফেল শুটিং-এ দু'জনেই পোক্ত। জয়িতার বাবা সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের একজন পদস্থ অফিসার। এখন নাগপুরে আছেন। বাড়িতে আছেন মা ও বছর চোদ্দোর একটি বোন।

জয়িতাদের বাড়িতেই একটি ঘরে আলোচনায় বসল ওরা। ওর মা প্লেট

BanglaBook.org

সাজিয়ে সকলের জন্য নানারকম মিষ্টান্ন দিয়ে গেলেন। বোন এসে গেলাস ভরতি করে জল দিল। এরপর ওরা দরজা জানালা বন্ধ করে বসল জোর আলোচনায়।

আমি বললাম, 'তোমরা সে রাতে নাগিনার জলমহলের কাছে তাঁবুতে বসে কী অভিজ্ঞতা লাভ করলে?'

'ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আমরা তাঁবুর সামনে আগুন জ্বেলে চারজনে বসে নানারকম গল্প করছিলাম। লোকমুখে দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট সাদা হাতির কথা শুনেছিলাম, শুনেছিলাম জ্যোৎস্নার রাতে দেবকন্যারা নাকি ওখানকার জলসম্পাতের দহে অথবা জলমহলের টলটলে জলে স্নান করতে আসে। সে কথা কতদূর সত্য বা কল্পনা তা অনুভব করার জন্যই আমরা সে রাতে তাঁবুতে ছিলাম। আরও এক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। একটি ইংরেজি নিউজ পেপারে...।'

'অতিকায় পঞ্চমুখী সাপের ছবি দেখার পরই অরণ্য অভিযানে যাবার প্রস্তুতি নাও তোমরা।'

'জয়দীপদা বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। ওর মুখেই শুনেছি।'

'যাই হোক, আমরা যখন অনেক আগ্রহ নিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে আছি ঠিক তখনই এক প্রবল জলস্রোত হড়কা বানের মতো আমাদের কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার মাথা ফাটল। জয়িতার হাড়ে চিড় ধরল। কী কাণ্ড! প্রথম কিছুক্ষণ আমি মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে ছিলাম। অনেক পরে জয়িতার কান্না শুনে ওর কাছে গিয়ে দেখি ও যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যাই হোক, একসময় আমরা যখন অতিকষ্টে আমাদের আগের জায়গায় ফিরে এলাম তখন দেখি জলের তোড়ে তাঁবু কোথায় ভেসে গেছে। রাইফেল পিস্তল সব উধাও। সেইসঙ্গে বসুধা ও মানেকাও নিখোঁজ। আমরা সারারাত অপেক্ষা করলাম ওদের জন্য। যন্ত্রণাকাতর জয়িতার হাত তখন ভয়াবহরকমের ফুলে উঠেছে। আমারও সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ওই অবস্থাতেই আমরা পালিয়ে এলাম।'

'কীভাবে এলে?'

'খুব কষ্ট করে। কাছেই বেলসোন্ডা স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনযোগে রায়পুর।'

BanglaBook.org

আমরা সবাই একমনে ওদের কথা শুনলাম। শুনে আমিই বললাম, 'কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না। এই কনকনে ঠান্ডায় শীতের রাতে হড়কা বান আসে কী করে?'

জয়িতা বলল, 'এটা তো আমরাও ভেবে পাচ্ছি না। তবে অবাক হবার কিছু নেই। ওইখানকার অরণ্য পর্বতে এমন সব উদ্ভট কাণ্ড প্রায়ই ঘটে। সেজন্যই দারুণ কৌতূহল নিয়ে ওখানে আমরা গিয়েছিলাম। বলতে গেলে এটাই তার একটা নমুনা ও আমাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। এখন চিন্তাভাবনার একটাই বিষয় বসুধা ও মানেকা কি আদৌ বেঁচে আছে? যদি মরে গিয়ে থাকে তা হলে তার দায় আমাদের ওপরও বর্তাবে। যদি বেঁচে থাকে তা হলে এখনও তারা ফিরে এল না কেন?'

ঊর্মিলা বলল, 'ঠিক সেই কারণেই আপনাদের সঙ্গ নিয়ে আমি আর একবার ওখানে যেতে চাই।'

জয়িতা বলল, 'আমিও। তাতে হবে কী আপনাদেরও কাজের অনেক সুবিধা হবে।'

আমি বললাম, 'এবার মানেকার ব্যাপারে কিছু বলো। ওর বাড়ি কোথায়?'

'ও বিলাসপুরের মেয়ে। এখানে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। আমরা সবাই অভিন্ন হৃদয়। ওরও বাড়িতে এখনও খবর গিয়ে পৌঁছোয়নি।'

সুশান্ত বলল, 'ওদের দু'জনকে খুঁজে বার করার দায়িত্বটা অবিলম্বে আমাদেরকেই নিতে হবে। আমার বন্ধুরা সেজন্যই এসেছে।'

আমি বললাম, 'কাল সকালেই রওনা হতে চাই আমরা। এখন দরকার শুধু 'প্রস্তুতির। খালি হাতে তো অরণ্য অভিযান করা যায় না। কীরকম কী ব্যবস্থা আছে তোমাদের?'

ঊর্মিলা বলল, 'আমার রাইফেলটা তো হড়কা বানে ভেসে গেছে। তাই ধারালো ছোরা একটা সঙ্গে নিয়েছি। জয়িতার পিস্তলও হাতছাড়া। এখন বন্দুক বা পিস্তল ছাড়াই ওদের খোঁজে যেতে হবে আমাদের। বেলসোন্ডার আশপাশের গ্রাম থেকে তিরধনুক, মশাল, কুড়ুল, বল্লম সবই জোগাড় করে নেব। আজ রাতেই একটা তাঁবুর ব্যবস্থা করব যেখান থেকে হোক।'

আমি বললাম, 'তাঁবুর বোঝা একদম নয়।'

ঊর্মিলা বলল, 'সেকী! তা হলে থাকব কোথায়?'

BanglaBook.org

'নিরাপদ জায়গা আমরা ঠিক দেখে নেব। একেবারে ফ্রি-হ্যান্ড যাওয়া যাকে বলে সেইভাবেই যাব। প্রয়োজনে মাচা বেঁধে গাছের ডালে থাকব। মনে রেখো আমরা কিন্তু শুধুই কোনও রহস্য অভিযানে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি বসুধা ও মানেকা নামের দুটি মেয়ের খোঁজে।' তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জয়িতা, তুমি কিন্তু এবারের অভিযানে যাওয়ায় সংকল্প ত্যাগ করো। চরম বিপদের মুখে সবার আগে তুমিই কিন্তু বিপদে পড়বে।'

জয়িতা বলল, 'আমার কোনও বিপদ হবে না। আমি যাবই।'

জয়িতার মা বললেন, 'আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।'

জয়িতা বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে মা। আমাদের খেতে দাও। কাল খুব সকালেই যেতে হবে আমাদের।'

'তা হলে যা ভাল বুঝিস কর।' বলে মা চলে গেলেন।

একটু পরেই জয়িতার মা বড় দালানে ডাইনিং টেবিলে আমাদের রাতের খাবার দিয়ে গেলেন। বিরিয়ানি, মাংস আর ক্ষীরের মিষ্টি। তৃপ্তি করে খেলাম আমরা।

সে রাতটা দারুণ আরামে ঘুমিয়ে কাটালাম আমরা। পরদিন সকালে ভালরকম জলযোগপর্ব সমাধার পর গাড়ি এলে রওনা হলাম অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে। ঊর্মিলা জয়িতা দু'জনেই এল। মেয়ে তো নয় যেন রঙিন গোলাপ। যেমনই চোখমুখের গড়ন, তেমনই প্রাণোচ্ছল। ঊর্মিলার রং সাদাটে, জয়িতার গাঢ়।

গাড়ি আমাদের রায়পুর স্টেশনে পৌঁছে দিলে সেখান থেকেই আমরা তিতলাগড়গামী ট্রেনে রওনা হলাম বেলসোন্ডার দিকে।

বসুধা ও মানেকার মধ্যে বসুধা আমাদের, বিশেষ করে আমার খুবই পরিচিত। বছর দু'-তিন আগে ও একবার জয়দীপের সঙ্গে এসেছিল আমার এখানে। এখন আঠারো-কুড়ি বছর বয়সে ওকে দেখতে নিশ্চয়ই অনেক ভাল হয়েছে। জয়দীপও সুদর্শন যুবক। আর মানেকা আমাদের সকলেরই অপরিচিতা। বয়সে এরা কেউই চব্বিশ-পঁচিশের ঊর্ধ্বে নয়। তবু কী দুর্জয় সাহসিনী। এই বয়সেই অরণ্যে পর্বতে ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। একবার নৃসিংহনাথে গন্ধমাদনের অরণ্যে তিনরাত কাটিয়ে এসেছে ওরা। এদের নেত্রী অবশ্য ঊর্মিলাই। দুর্দান্ত মেয়ে। জয়িতা ভেতর চাপা। যেন চাইচাপা আগুন। তবে দারুণ মিষ্টি।

BanglaBook.org

ওদের সঙ্গে বেশ কিছু মালপত্তরও ছিল।

তাই দেখে বললাম, 'এতসব নেওয়ার দরকার ছিল কিছু?'

ঊর্মিলা বলল, 'আমরা আপনাদের মতো পুরুষ নই। মেয়ে। একেবারে শুধু হাতে তো ঘর থেকে বেরোতে পারি না। সকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দরকার হলে চায়ের জল গরম করবেন কীসে? ভাত বা খিচুড়ি রান্না করতে হলে হাঁড়ি কড়া খুন্তি সাঁড়াশির দরকার। চা-ছাঁকবার জন্য ছাঁকনি চাই। অতএব...।'

জয়িতা বলল, 'এগুলো অবশ্য বয়ে বেড়াব না। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে। এ না নিয়ে এলে আরণ্যকদের মতো কাঁচা মাংস ঝলসিয়ে খেতে হবে। অবশ্য এসব থাকলেও সময় বিশেষে যে তা করতে হবে না এমন নয়। এগুলো সুবিধার জন্য।'

ওদের কথা শুনে আমরা বন্ধুরা সবাই প্রশংসা করলাম।

যাই হোক, বেলসোন্ডায় নেমে ওদের নির্দেশমতো এগিয়ে চললাম আমরা।

জয়িতা আমার একটা হাত ধরে চলতে চলতে দূরের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই হল নাগিনার অরণ্য। আর ওই দেখুন নাগিনচৌরার পর্বতমালা।'

'একেবারেই ডিপ ফরেস্ট। ওখানে অভিযান করতে যাওয়া মানেই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাওয়া। তোমরা কোন সাহসে ওখানে গেলে জয়িতা?'

'ভাগ্যে গিয়েছিলাম। তাই তো আপনার মতো একজন বন্ধু পেলাম।'

'আপনার মতো কেন, আপনাদের মতো বলতে পারো না?'

'পারি। তবে আর দু'জনের চেয়ে আপনিই বেশি ইন্টারেস্টিং।'

জয়িতার কথা শুনে হাসলাম।

সুশান্ত বলল, 'এইভাবে কতদূর যেতে হবে?'

ঊর্মিলা বলল, 'সবে তো পথের শুরু। চার-পাঁচটা গ্রাম পেরিয়ে তারপর।'

জয়দীপ বলল, 'শুনেছি এখান থেকে চার-পাঁচ কিমির পথ। বাঘবাহারার রেঞ্জ।'

যেতে যেতেই সুব্রত বলল, 'আমার মনে হয় বৃথাই অভিযান হবে আমাদের। ওদের দু'জনের একজনকেও খুঁজে পাব না আমরা।'

ঊর্মিলা বলল, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভয় পাচ্ছেন আপনি।'

BanglaBook.org

সুব্রত বলল, 'একেবারে যে পাচ্ছি না তা নয়, তবে রণে ভঙ্গ দিচ্ছি না।'

অনেক পরে আমরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম। একেবারে দীন দরিদ্র বুনোদের গ্রাম। আমরা সবাই বিশ্রাম নেবার জন্য একটি ঘাসবনে বসতেই দু'-একজন গ্রামবাসী ছুটে এল। বলল, 'ওখানে নয়। ঘাসের নীচে সাপ থাকতে পারে। আপনারা আমাদের ঘরে আসুন।'

আহ্বান পেয়েই ঘরে গেলাম ওদের। উঠোনে চাটাই পেতে ওরা বসতে দিল আমাদের। তারপর সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই ভীষণ অরণ্যে কোথায় চলেছেন আপনারা?'

ঊর্মিলা তখন সব কথা খুলে বলল ওদের।

ওদেরই একজন বলল, 'ওই ফণাধর সাপটাকে আমরাও দেখেছি। কিন্তু আপনারা কবে এসেছিলেন এখানে?'

ঊর্মিলা বলল, 'এই তো কয়েকদিন আগে। সেবারে অবশ্য এই গ্রামে ঢুকিনি আমরা। পাশ দিয়ে চলে গেছি।'

একজন বলল, 'আমাদের জানিয়ে গেলে ভাল করতেন।'

পিংলা নামের এক জংলি মেয়ে বলল, 'তোমাদের ওই দু'জন আর কখনও ফিরে আসবে না। তাই বলি তোমরা ফিরে যাও।'

জয়িতা বলল, 'কী করে ফিরে যাব বলো? আমাদের দু'-দুটি মেয়ে ওখানে হারিয়ে যাবে এ কি মেনে নেওয়া যায়? সেদিন হড়কা বানে ভেসে আমরা জখম না হলে তখনই খোঁজ করতাম ওদের।'

'তা হলে চলো আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'তুমি এখানকার মেয়ে। তুমি গেলে তো ভালই হয়। তুমি আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

পিংলা বলল, 'আমি কী করে পথ চেনাব? আমি তো যাইনি কখনও ওদিকে। তবে রাজাদের আমলের সেই পুরনো জলমহলটা আমি চিনি।'

'ওতেই হবে।'

জয়দীপ বলল, 'কিন্তু আমাদের সঙ্গে গিয়ে তোমার যদি কোনও বিপদ হয়?'

পিংলা হাসল। বলল, 'হয় হবে। আমার তো কেউ নেই। বাবা নেই, মা নেই, ভাইবোন নেই, কেউ নেই। আমি একা। আমি সঙ্গে থাকলে তোমাদের অনেক সুবিধে হবে।'

BanglaBook.org

ততক্ষণে গ্রামবাসীরা ওদের পেঁয়াজ, মুড়ি ও ডিমসেদ্ধ খেতে দিয়েছে।

সব খাওয়া হলে পিংলা ওর তিরধনুকটা সঙ্গে নিয়ে বলল, 'চলো, এখনও যেতে হবে অনেক দূর।'

আমরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন সবে দু'-এক পা এগিয়েছি তখন হঠাৎই কী মনে করে যেন থমকে দাঁড়াল পিংলা। জোরে একটা হাঁক দিল, 'ডাম্পি!'

ডাক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়া কেঁদো একটা কুকুর ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ছুটে এল।

পিংলা ওর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল একটু। তারপর বলল, 'আয়।'

ডাম্পি ততক্ষণে আমাদের প্রত্যেকের পায়ের কাছে মুখ এনে ঘ্রাণ নিয়েছে। তারপর সকলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই চলল সে আমাদের সঙ্গে।

এইভাবে অনেক উঁচু নিচু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে একসময় আমরা এসে পৌঁছোলাম সেই জলমহলের ধারে। এখানটা যেমনই সুন্দর চারদিকে তেমনই ঘন জঙ্গলের সমারোহ। নাগিনচৌরার একাংশের ঢাল বেয়ে ক্ষীণধারার একটা ঝরনা ঝিরঝির করে নেমে এসে গভীর বনপ্রদেশের ভেতর দিয়ে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমরা সেখানেই বিশেষ একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে মালপত্তর নামিয়ে রেখে বসে পড়লাম।

ঊর্মিলা বলল, 'সেদিন আমরা এই পর্যন্ত এসেছিলাম।'

আমি বললাম, 'তাঁবু খাঁটিয়েছিলে কোথায়?'

'ওই ওখানে।'

দেখলাম জায়গাটা ঝরনার কাছাকাছি। বললাম, 'এই ভয়ংকর নির্জনে রাত্রিবাস করতে তোমাদের ভয় করল না?'

'ভয় যে একটু করেনি তা নয়। কিন্তু হঠাৎ করে ওই হড়কা বান এসেই দিলে সব মাটি করে।'

জয়দীপ বলল, 'ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এখানে তো তেমন বড় কোনও নদী নালা নেই যে ওরা দু'জনে ভেসে যাবে। মেয়েদুটো তা হলে গেল কোথায়?'

সুশান্ত বলল, 'যেখানেই যাক না কেন সেটা তদন্তের ব্যাপার। তবে কিনা রাত্রিবাসও তো এখানে নিরাপদ নয়। অপলকা ওই তাঁবুতে থাকলে রাতের অন্ধকারে বাঘ ভালুকের আক্রমণেই ওরা শেষ হয়ে যেত।'

BanglaBook.org

জয়িতা বলল, 'সে ভয় যে ছিল না তা নয়। আমার হাতে পিস্তল, ঊর্মিলার হাতে বন্দুক ছিল। শুধু বসুধা ও মানেকাই ছিল নিরস্ত্র।'

আমি শিউরে উঠলাম, 'সেকী! ওদের হাতে কোনও কিছুই ছিল না?'

'থাকার মধ্যে দুটো কুড়ুল ছিল সঙ্গে।'

'তাই বলো।'

সুব্রত বলল, 'ওসব আলোচনা থাক। এখন আমাদের আস্তানাটা কোথায় হবে সেটাই ঠিক কর। এইভাবে খোলা জায়গায় পড়ে থেকে তো বন্যজন্তুদের শিকার হওয়া যায় না।'

আমি বললাম, 'ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? সে ব্যবস্থা তো করতেই হবে।'

'ব্যস্ত হব না? আগে ওই ব্যবস্থা কর।'

'সবে তো এলি। এখন প্রকৃতির দৃশ্য দেখ। ওদের খোয়া যাওয়া জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখি। তারপর নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কী ব্যবস্থা করবি?'

'ভাবছি ওই জলমহলেই আমাদের আস্তানা করব। ওখানে দিনেরাতে সব সময়ের জন্যই নিশ্চিন্তে থাকতে পারব আমরা।'

জয়দীপ বলল, 'দারুণ হয় কিন্তু তা হলে।'

সুশান্ত বলল, 'তা তো হয়। কিন্তু ওখানে যাবি কী করে?'

সুব্রত বলল, 'চারদিকেই তো জল।'

আমি বললাম, 'ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। শুকনো গাছের ডালপালা কেটে ভ্যালায় চেপে পৌঁছোতে হবে ওখানে।'

পিংলা বলল, 'আমি পারব। তোমাদের সঙ্গে কুড়ুল আছে?'

ঊর্মিলা বলল, 'আছে। চপার, ছুরি, কুড়ুল সবই আছে।'

'ওতেই হবে। পরে সময়মতো আমি কাছাকাছি কোনও গ্রাম থেকে কয়েকটা মশাল জোগাড় করে নিয়ে আসব।'

আমি বললাম, 'আর কোনও কিছুরই দরকার হবে না তা হলে।'

পিংলাদের গ্রামে আমাদের চা-পর্ব হয়েছে। তাই আর নতুন করে ওইসবের মধ্যে গেলাম না।

জয়িতা বলল, 'এই মুহূর্তে তা হলে আমাদের কাজ কী হবে?'

'জলমহলে পৌঁছোনোর আগেই আমাদের তদন্তের কাজ শুরু হোক

BanglaBook.org

এখান থেকেই। এখন বলো হড়কা বানে ভেসে কতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলে তোমরা?'

ঊর্মিলা বলল, 'চলো তোমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

আমরা মালপত্তর রেখে নাগিনধারার পথ ধরে এগিয়ে চললাম। ঝরনার গতিপথ কোনও ক্ষেত্রেই পাঁচ কিংবা ছ'ফুটের বেশি চওড়া নয়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঝরনার ধারা নেমে এসে বনের গভীরে হারিয়ে গেছে। হড়কা বানের প্রভাবে কেউ ভেসে গেলেও তলিয়ে যাবে না এখানে। ঊর্মিলা ও জয়িতা বানভাসি হয়েও তাই পাথরে ধাক্কা খেয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। এমন পরিবেশে বসুধা ও মানেকা যে উধাও হয়ে যায় কীভাবে তা ভেবে পেলাম না।

হঠাৎই কী দেখে যেন উল্লসিত হয়ে উঠল জয়িতা, 'ও-ই, ওই দ্যাখ ঊর্মি, তোর বন্দুকটা পড়ে আছে একপাশে।'

ঊর্মিলা ছুটে গিয়ে উদ্ধার করল ওর বন্দুকটা। সেটা এমনভাবে একটি পাথরের খাঁজে আটকে ছিল যে সচরাচর তা চোখে পড়বার নয়।

বন্দুকটা ফিরে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঊর্মিলার মুখ। তবে জয়িতার পিস্তলটা কোথাও খুঁঝে পাওয়া গেল না।

পিংলা বলল, 'আছে। কোথাও না কোথাও আছে।' তারপর বলল, বন্দুক পিস্তল এ দুটো কি তোমাদের হাতেই ছিল?'

জয়িতা বলল, 'না। পাশেই রাখা ছিল।'

'তা হলে আমার মনে হয় ঠিক যে জায়গায় তাঁবুতে বসে তোমরা গল্প করছিলে ওটা সেখানেই কোথাও পড়ে আছে। ও জিনিস ভেসে এতদূরে আসবে না।'

আমি এবার বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'ধন্যি মেয়ে তোমরা। বন্দুক পিস্তল এসব জোগাড় করলে কোত্থেকে?'

ঊর্মিলা বলল, 'বন্দুকটা আমার। এটা নিয়ে শিকারে যাই। বাঘ ভালুক মারিনি অবশ্য। হরিণ শিকার করেছি দুটো।'

জয়িতা বলল, 'পিস্তলটা আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। ওর দাদা রাকেশের হাতে এরকম অনেক আছে।'

আমরা যখন কথা বলছি ঠিক তখনই অনেক দূর থেকে ডাম্পির ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পেলাম। নিশ্চয়ই ও কিছু দেখেছে। তাই সবাই ওর দিকে নজর

BanglaBook.org

রেখে এগিয়ে চললাম ঝরনার গতিপথ ধরে। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম ঝরনাটা এখানে প্রপাতের সৃষ্টি করে অন্তত কুড়ি ফুট নীচে পড়ে বড় বড় পাথরের খাঁজ বেয়ে আরও নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর সেখানেই তাঁবুটা জড়িয়ে আছে বড় একটি পাথরের খাঁজে।

আমরা বহুকষ্টে নেমে এলাম সেই জায়গায়। তাঁবু উদ্ধার হতেই তার ভেতর থেকে পেয়ে গেলাম অন্যান্য জিনিসপত্তরের সঙ্গে জয়িতার পিস্তলটাও। টোটা রাখার ব্যাগটাও হস্তগত হল।

হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার আনন্দের মধ্যেও বিষাদের সুর— বসুধা ও মানেকা তা হলে গেল কোথায়? ওদের খোঁজেই তো জীবন বিপন্ন করেও এই অরণ্যে আসা।

জয়দীপ বলল, 'ওরা যদি এ পর্যন্ত এসে থাকে তা হলে ওদের সন্ধান করা বৃথা।'

সুশান্ত বলল, 'অতটা উঁচু থেকে পড়লে স্বাভাবিক ভাবেই ওদের হাড়গোড় আর ঠিক থাকবে না। মনে হয় ওরা দু'জনেই মরেছে।

সুব্রত বলল, 'তা হলে পচাগলা ডেডবডি তো মিলবে কোথাও না কোথাও?'

পিংলা বলল, 'না। যদি সত্যই সেরকম কিছু হয়ে থাকে তা হলে বনের জন্তু জানোয়াররাই ওদের শেষ করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। তবে ওদের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনও কাল্পনিক সিদ্ধান্ত না নেওয়াই উচিত। এতে হবে কী যে জন্য আমাদের এখানে আসা তার উদ্যম নষ্ট হয়ে যাবে।'

ঊর্মিলা বলল, 'তা যদি হয়ে থাকে তা হলে তার কোনও না কোনও নিদর্শন তো আমরা পাব। তাদের ছিন্ন পোশাক, জুতো, এগুলো সব গেল কোথায়?'

জয়িতা বলল, 'যখন ওই কাণ্ড হয় তখন আমরা তো খালি পায়ে ছিলাম।'

আমি বললাম, 'এখানে দাঁড়িয়ে আর আমাদের ওইসব আলোচনা করে কাজ নেই। বেলা বাড়ছে। চলো আমাদের জায়গায় ফিরে যাই।'

অতএব আমরা ফিরে আসার জন্য বড় বড় পাথরের খাঁজ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। নামা যত কঠিন হয়েছিল ওপরে ওঠা তার চেয়েও কঠিন হল। জয়িতার একটা হাত ভাঙা। তাই ওর অবস্থা হল দারুণ শোচনীয়। ও

BanglaBook.org

সাহায্যের জন্য আমার দিকে তাকালে আমি হেসে বললাম, 'ওই জন্যই বলেছিলাম এসো না।'

জয়িতা আমাকে ভেংচি কেটে বলল, 'বেশ করেছি। আমার জেদ বজায় রেখেছি।' তারপর মিষ্টি হেসে আস্তে করে বলল, 'তুমি আছ বলেই তো এসেছি।'

ওর মধুর ব্যবহার ও মিষ্টি হাসির জাদুতে মন আমার ভরে গেল। ওর দিকে তাকালে মন তো আমার এমনিই ভরে যায়।

ও বলল, 'তা ছাড়া ধরো অভিযানে আসার পরই যদি আমার হাত ভাঙত তা হলে কী করতে?'

আমিও হেসে বললাম, 'স্রেফ বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।'

'তবে রে।' বলেই এক হাতে আমার পিঠে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

আর তখনই ঘটল অঘটন।

সুব্রত হঠাৎই অন্যমনস্ক থাকার ফলে পা পিছলে পড়ে গেল অনেক নীচে। একবার শুধু হাত-পা নেড়ে ছটফট করল। তারপরই সব স্থির।

আমি জয়িতাকে ওপরে উঠিয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে সবাইকে নিয়ে আবার নীচে এলাম।

ঊর্মিলা ওর চোখে মুখে ঘনঘন জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

জয়দীপ বলল, 'এ কী বিপদ বাধিয়ে বসল ছেলেটা। এখন উপায়?'

সুশান্ত বলল, 'উপায় তো একটা বের করতেই হবে। জোর আঘাত লেগেছে মাথায়। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। ইন্টারনাল হ্যামারেজ না হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'যাই হয়ে থাক। এখনই ওকে হসপিটালাইজড না করলে মরে যাবে ও। কিন্তু এই খাদ থেকে ওকে ওপরে ওঠাব কী করে?'

পিংলা বলল, 'তাই বলে তো এভাবে ফেলে রাখা যাবে না। সবাই মিলে ধরাধরি করে যেভাবেই হোক ওপরে ওঠাতেই হবে ওকে। তারপরে অন্য ব্যবস্থা।'

অতএব সেই চেষ্টাই করা হল।

ঊর্মিলা ও পিংলা সুব্রতর দুটো হাত ধরে টেনে তুলল।

জয়দীপ বলল, 'এভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার থেকে আমার পিঠে উঠিয়ে দে। আমি ঝুঁকে পড়ে পাথর ধরে উঠি, তোরা পিছনদিক থেকে ধরে থাক।'

BanglaBook.org

ওর কথামতো তাই করা হল।

ওই অবস্থায় ওকে নিয়ে বহুকষ্টে ওঠানো হল ওপরে। এরপর বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম রীতিমতো জখম হয়েছে সে। গা হাত পা ছড়ে কোনও কোনও জায়গায় শরীরের ছাল চামড়াও উঠে গেছে।

যাই হোক, আমরা ওকে আমাদের জায়গায় নিয়ে এলাম।

জয়দীপ বলল, 'ওর কিছু হলে সমস্ত দায়টা আমাদের ওপরই পড়বে। ওর বাড়ির লোককে কী কৈফিয়ত দেবো বল দেখি?'

আমি বললাম, 'ওসব চিন্তা পরে। এখন ওকে কীভাবে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া যায় সেই চিন্তাই কর।'

পিংলা বলল, 'তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না। আমি তো আছি। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনছি আমি। তারাই এসে দোলায় চাপিয়ে নিয়ে যাবে ওকে। একটু সময় দাও এখনই আসছি আমি।'

পিংলা চলে গেল।

আমরা সবাই সুব্রতকে ঘিরে বসে রইলাম।

ঊর্মিলা সমানে ঝরনার জল এনে ওর চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে নাক দিয়ে গড়িয়ে আসা রক্ত পরিষ্কার করে দিতে লাগল।

জয়িতা বলল, 'আমার হাত ভাঙা, আমারই তো টলে পড়ার কথা। তার জায়গায়...।'

আমি বললাম, 'অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। কিচ্ছু করার নেই। সহজভাবেই ব্যাপারটা মেনে নাও।'

অনেক পরে একটু একটু করে জ্ঞান ফিরল সুব্রতর। প্রথমে ও চোখ মেলে সবাইকে একবার দেখে নিল। পরে বলল, 'কী জোর পড়লাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকার দেখলাম চোখে। দু'-তিনটে পাথরে ধাক্কা খেয়ে পড়েছি তাই। সরাসরি পড়লে একেবারেই শেষ হয়ে যেতাম।' এই বলে উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু পারল না।

ঊর্মিলা ও আমি ধরাধরি করে বসালাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কেমন বোধ করছিস?'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। পিঠের শিরদাঁড়ায় পাঁজরে ব্যথা করছে। আমার অবস্থা খুবই কাহিল।' তারপর বলল, 'আমাদের আর সব কোথায়?'

BanglaBook.org

'সবাই আছে। ওরা গ্রামে গেছে লোকজন ডেকে আনতে। তোর যা কন্ডিশন তাতে হসপিটালে দিতেই হবে তোকে।'

সুব্রত বলল, 'না না। অত কিছু করতে হবে না। কোনওরকমে আমাকে রায়পুরে পাঠানোর ব্যবস্থা কর তোরা। ওখানে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরে যাব আমি। মনে হচ্ছে দু'-এক জায়গায় হাড়ে চিড় ধরেছে। এই অভিযানে আমি আর অংশ নিতে পারলাম না।'

আমি বললাম, 'সেই ব্যবস্থাই তো করছি।'

বেশ কিছুক্ষণ পরে অনেক লোকজন নিয়ে ফিরে এল সবাই। গ্রামবাসীরা দড়ির ঝুলায় বসিয়ে সুব্রতকে বয়ে নিয়ে চলল। জয়দীপ আর সুশান্ত গেল সঙ্গে।

জয়দীপ বলল, 'সুব্রতকে প্রথমে আমার ওখানেই নিয়ে যাই। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। প্রয়োজনে একটা নার্সিংহোমে ভরতি করে দেব।' তারপর বলল, 'আজ আর আমার ফেরা হচ্ছে না। কাল সকালেই আমি আসব।'

আমি বললাম, 'কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা চারজনেই যথেষ্ট। তবু যদি আসতে চাস তো কন্ডিশন বুঝে আসবি। ওদের দু'জনের আশা ছেড়েই দিয়েছি। একবার শুধু চেষ্টা করে দেখব কোনও কিছুর নিদর্শন পাই কিনা।'

সুব্রতকে নিয়ে জয়দীপরা চলে গেল।

একটু পরেই একদল বন্য মেয়ে এসে আমাদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে কী যেন বলল পিংলাকে।

পিংলা আমাদের বলল, 'ওরা বলছে কাছেই ওদের মাড়গ্রাম। এখানে এইভাবে ফাঁকা জায়গায় পড়ে না থেকে ওদের গ্রামে ওদের অতিথি হতে।'

প্রস্তাবটা লুফে নিলাম আমরা।

ঊর্মিলা আমার দিকে তাকালে বললাম, 'এরকম হলে তো ভালই হয়। বিশেষ করে জয়িতার জন্য নিরাপদ একটা আশ্রয়ের একান্ত দরকার।'

জয়িতা বলল, 'আমাকে নিয়ে এত বেশি চিন্তা-ভাবনা না করলেও চলবে। আমি ঠিক আছি।'

ঊর্মিলা বলল, 'ঠিক থাকলেই ভাল। তবু গ্রামবাসীদের আহ্বান উপেক্ষা করা উচিত নয়। একটা আস্তানা পেলে সঙ্গের জিনিসগুলো অন্তত সেখানে রেখে নিশ্চিন্তে এদিক সেদিক করা যাবে।'

আমি মেয়েদের বললাম, 'কোথায়? কতদূরে তোমাদের গ্রাম?'

BanglaBook.org

ওরা বলল, 'ও-ই দেখা যায়।'

অতএব ওদের কথামতো ডাম্পিকে নিয়ে সবাই নানারকম কথা বলতে বলতে মাড়গ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি বন্য গ্রাম। মেয়েরা একটা ঘরে ওদের মাল রাখার ব্যবস্থা করে উঠোনে কাঠের জ্বালে ভাত চড়িয়ে দিল।

একজন মধ্যবয়সি গ্রাম্য লোক মুরগি কেটে ছাড়াতে বসল। কী দারুণ আতিথেয়তা করতে লাগল ওরা।

সবাই যখন এইসব কাজে ব্যস্ত আমি তখন অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা করছি।

জয়িতার সেটা নজর এড়াল না। বলল, 'খুব অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। বন্ধুর কথা ভাবছ নিশ্চয়ই?'

আমি বললাম, 'না না। মোটেই তা নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা। এখানে এসে পিকনিকের মেজাজে থাকলে তো চলবে না। যে কাজের জন্য এসেছি সেই কাজের ব্যাপারেই সচেষ্ট হতে হবে আমাদের।'

কথাটা শুনতে পেল ঊর্মিলা। বলল, 'সে ব্যবস্থাও হয়েছে। আমি মেয়েদের সব বলেছি। ওরা নাগিনচৌরায় বেশ কয়েকবার গেছে। আমরা যে জন্য এখানে এসেছি তা ওরা জানে। এই অভিযানে ওরাও আমাদের সঙ্গ নেবে। মশাল নিয়ে সশস্ত্র যাবে ওরা। চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে।'

আমি বললাম, 'খুব ভাল হয় তা হলে। ওরা সঙ্গে থাকলে জন্তু জানোয়ারের আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করতে পারবে। আমরাও মনে সাহস সঞ্চার করতে পারব।' তারপর বললাম, 'এখনও তো খাওয়া দাওয়ার দেরি আছে। আমি একটু ওই ঝরনার কাছ থেকে ঘুরে আসি।'

'এই ভরদুপুরে ওখানে গিয়ে কী করবে শুনি?'

'কিছুই না। তখন তো ঝরনার গতিপথ ধরে গেছি। এখন উৎসের দিকে যাই। গিয়ে দেখি হড়কা বানটা এল কোথা থেকে।'

'দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই তো বেরোব।'

'তার আগে বাকি সময়টুকুই বা নষ্ট করব কেন? বেশি দূর যাব না। ডাম্পিকে সঙ্গে নিয়ে যতটা সহজভাবে যেতে পারি ততটা গিয়েই ঘুরে আসব।'

'খুব সাবধানে যেয়ো কিন্তু।'

ডাম্পি কাছেই ছিল। আমি ওকে আয় বলে ডাক দিতেই লেজ নেড়ে

BanglaBook.org

নেড়ে ছুটে এল ও। তারপর আমার সঙ্গ নিয়ে এগিয়ে চলল সেই বনপ্রদেশের ভেতর দিকে।

বেশ কিছুটা যখন গেছি তখন হঠাৎই জয়িতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'এই শোনো, দাঁড়াও আমিও যাব।'

অগত্যা থমকে দাঁড়াতেই হল। পাগলি মেয়ে কী যে পেয়েছে আমার মধ্যে তা কে জানে? কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। অথচ ওরা যা বড়লোক তাতে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বও বজায় রাখা সম্ভব হবে কিনা কে জানে? ওর চোখের ভাষা পড়ে আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। অত্যন্ত সহজ সরল সাদামাটা মেয়ে। আভিজাত্যের অহংকার এতটুকুও নেই ওর মধ্যে।

একসময় হাসিখুশি মুখ নিয়ে ছুটে এল ও। কাছে এসে বলল, 'আমাকে একা রেখে চলে যাচ্ছ যে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'একা কোথায়? ঊর্মিলা আছে। আরও সব মেয়েরা আছে।'

'থাকুক। তুমি না থাকলে আমার ভাল লাগে না।'

আমি হেসে বললাম, 'অভিযান শেষে আমি চলে গেলে তখন কী করবে?'

জয়িতা ওর ভাসাভাসা চোখদুটি আমার চোখের ওপর রেখে বলল, 'কী আর করব, মন খারাপ করে বসে থাকব। কাঁদব। রোজ একটা করে চিঠি লিখব।'

'আমি যদি সে চিঠির উত্তর না দিই?'

'তা তুমি পারবেই না।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা সেই ঝরনাধারার কাছে এলাম।

ঝরনার স্নিগ্ধ শীতল জল অঞ্জলি ভরে পান করলাম দু'জনে। তৃষ্ণার্ত ডাম্পিও জল খেল অনেকটা। এরপর আমরা খাড়াই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম ওপরে। জয়িতার একটা হাত শক্ত করে ধরে উঠতে লাগলাম।

শুধু কাউকে ভাললাগা নয় অরণ্যকে সত্যিকারের ভাল না বাসলে এইভাবে কোনও রাজার দুলালি ভাঙা হাত নিয়েও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে না।

ভয়ংকর একটি বুনো পাহাড়ের অনেকটা উচ্চস্থান থেকে নেমে আসছে ঝরনাটা। ওপরে ওঠার কোনও পথ নেই। পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দুরন্ত

BanglaBook.org

চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। অবশেষে অনেক পরিশ্রমের পর ওপরে উঠলাম। দেখলাম পাহাড়ের আরও উচ্চস্থান থেকে ঝরনাটা নেমে এক জায়গায় বিরাট একটি দহের সৃষ্টি করেছে। আর সেখানেই বিস্ময়ের অবসান। দেখা গেল এর আশপাশে বেশ কয়েকটি হাতির পায়ের ছাপ। বিশাল একটি পাথরের চাঁই মাটি ধসে উলটে পড়ে আছে একপাশে।

আমি জয়িতাকে বললাম, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারলে কিছু?'

ও বলল, 'অনুমান করছি।'

'এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে হড়কা বান বলে কোনও কিছু ভাসিয়ে নেয়নি তোমাদের। বুনো হাতির দল এখানে জলখেলা করতে এসে এমন দাপাদাপি করেছে যে এই বিশাল পাথরটা সরে যাওয়ায় তালাওয়ের অবরুদ্ধ জল সবেগে নীচে নেমে ভাসিয়েছে তোমাদের। ভাগ্য ভাল যে পাথরের চাঁইটা গড়িয়ে পড়েনি।'

'তা না হয় হল। কিন্তু বসুধা ও মানেকার অন্তর্ধান রহস্যটা দূর হবে কী করে?'

'জানি না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা কোনও বন্য জন্তুর কবলেই পড়েছে।'

আমরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছি ঠিক তখনই জঙ্গলের গভীর থেকে বিশালশরীর এক ঐরাবত 'হ্যার্‌ররো' করে ডাক ছেড়ে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। এমন অতিকায় হাতি এর আগে আর কখনও দেখিনি আমরা। এ তো হাতি নয় মূর্তিমান যম যেন। গায়ের রং সাদা। যা এক বিরল প্রজাতির। মাথায় মোষের মতো বাঁকানো সিং। দু'চোখে অগ্নিদৃষ্টি।

হাতিটাকে দেখে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আমাদের। মুশকিল হল আমরা যে পথ দিয়ে নামব হাতিটা সেই পথেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে লঙ্ঘন করে কোনওরকমেই আমাদের পক্ষে নীচে নামা সম্ভব নয়।

আমাদের স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতিটা আরও একবার এক পা তুলে গর্জে উঠল, 'হ্যার্‌ররো।'

জয়িতার বুক কেঁপে উঠল বুঝি। বলল, 'কী হবে কাশীদা?'

বললাম, 'বিপদে ভয় পেয়ো না।'

জয়িতার বাঁ হাতটাই জখম হয়েছে। ডান হাতটা আমার কাঁধে রেখে ভয়ে ভয়ে বলল, 'একটু পিছু হটে ওর চোখের সামনে থেকে পালাই চলো।'

BanglaBook.org

আমরা ঝরনার উলটোদিকের পথ বেয়ে আরও একটি ধস পেরিয়ে বেশ কিছুটা উচ্চস্থানে চলে এলাম। আর এখানে এসেই প্রকৃতির নয়ন মনোহর রূপ দেখে আত্মহারা হয়ে গেলাম দু'জনে। পাহাড়ের অনেকটা ওপরে এমন সমতল ভাবাও যায় না। সমগ্র এলাকাটি জুড়ে শুধুই শাল মহুয়ার বন। পলাশের বনও কম নেই এখানে। রক্তিম পলাশের ছটায় চারদিক লালে লাল। এই সমতলের পাশেই পাহাড়ের খাড়াই বিস্তার। সেখানে রয়েছে অগুনতি ছোট ছোট গুহা।

আমরা যখন প্রকৃতির দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ঠিক তখনই সোনালি রঙের একদল হরিণ পাহাড়ের অপরদিকের একটি ঢাল পেরিয়ে উঠে এল ওপরে। বড় বড় শিংওয়ালা এমন হরিণও আমরা কখনও দেখিনি।

জয়িতা আর থাকতে না পেরে ছুটে চলে গেল হরিণগুলোর কাছে। তারপর এক হাতেই কখনও ওদের জড়িয়ে ধরে কখনও গায়ে হাত বুলিয়ে কী আদরটাই না করতে লাগল।

এইভাবে অনেকটা সময় পার হয়ে গেলে আমি ডাক দিলাম, 'জয়িতা ফিরে এসো। অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওরা চিন্তা করবে আমাদের জন্য।'

জয়িতা আমার কথার কোনও উত্তরই দিল না। তার সমস্ত আবেগ দিয়ে হরিণগুলোকে বারে বারে জড়িয়ে ধরতে লাগল। ওর চোখমুখের ভাব দেখে কেমন যেন মনে হল আমার। এ কী নেশায় পেয়ে বসল ওকে? এই বনে পাহাড়ে সত্যিই কি কোনও মায়ার প্রভাব বা জাদু আছে? না হলে রহস্যে ঘেরা এই পাহাড়ে কেউ আসে না কেন?

আমি আর থাকতে না পেরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে জয়িতার হাত ধরলাম। বললাম, 'কী হল কী তোমার? ঘরে ফিরতে হবে না?'

জয়িতা অতিকষ্টে বলল, 'চলো।'

আমি বললাম, 'হরিণগুলোকে এত আদর করার কী আছে? ওগুলোকে দেখতে সুন্দর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ ছাড়া কী আছে ওদের শরীরে?'

'জানি না। মনে হয় ওরা বুঝি মায়াহরিণ। ওদের স্পর্শমাত্রেই দেহে কেমন শিহরন লাগে। তার চেয়েও বড় কথা ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখি ওরা কখনও ধাতব হয়ে যাচ্ছে কখনও বা হয়ে উঠছে প্রাণবন্ত জীবন্ত।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'ও তোমার মনের ভুল। আসলে তুমি এত বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলে যে তার কারণেই এরকম মনে হচ্ছিল।'

জয়িতা বলল, 'কী জানি, আমার যেন কেমন সব ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে।' তারপর হঠাৎই বলল, 'আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে ডাম্পি নামে বুনোদের সেই কুকুরটা আসছিল না? সে কোথায়?'

এতক্ষণে আমার চেতন ফিরল। বললাম, 'হ্যাঁ তাই তো! ডাম্পিকে তো দেখছি না। আসলে তুমি আসার পর থেকেই ওর কথা মনেও হয়নি আমার।'

'তার মানে এই পাহাড়ে আসতে ওরাও ভয় পায়। তাই কিছু পথ এসে নিঃশব্দে সেও কেটে পড়েছে।'

আমরা হাতির ভয়ে আর ঝরনা অতিক্রম না করে ধারার বিপরীত দিক দিয়ে যখন নীচে নামছি তখন দেখি ঊর্মিলা কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে আমাদের সন্ধানে আসছে।

আমরা নেমে আসতেই বলল, 'এত দেরি করলে কেন তোমরা? কী দারুণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম সবাই। ডাম্পি ফিরে আসায় আমাদের দুশ্চিন্তার আর শেষ ছিল না।'

আমি বললাম, 'ডাম্পি কোথায়?'

'পিংলার সঙ্গে গ্রামে গেছে। তবে ও কিন্তু একটা অসাধারণ কাজ করেছে আজ। তোমরা চলে যাবার অনেক পরে বসুধার মানিব্যাগটা মুখে করে নিয়ে এসেছে ও।'

'তা না হয় নিয়ে এল, কিন্তু পেল কোথায় ওটা?'

'জানি না। তবে ও বারবার ওপারের ওই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে গরগর করছিল।'

আমরা আর কথা না বাড়িয়ে গ্রামে এসে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিলাম। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

আজ আর স্নান হল না। স্নানের জন্য তৈরি হয়ে গেলে ঝরনাতেই স্নান করে নিতে পারতাম। তবে ওপরে উঠে স্নানের মতলব করলে অবস্থা যে কী হত তা ভেবেই শিউরে উঠলাম।

এদিকে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে মেয়েরা সব তৈরি হয়েছে দেখলাম। ঊর্মিলা

ও পিংলার সঙ্গে আরও পঞ্চকন্যা মিলিত হয়েছে। তির-কাঁড় বল্লম কুড়ুল সবই সাজিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বুনোদের দাওয়ায় বসতেই পিংলা বলল, 'তুমিই বলো বাবুজি তোমরা দু'জনে তখন কোথায় গেলে?'

আমি এক এক করে সব বললাম ওদের।

গ্রামীণদের রোজি নামে এক তরুণী বলল, 'ওই পাহাড়ে বুনো হাতি অনেক আছে। মাঝে মাঝে ওরা পাহাড় থেকে নেমে গ্রামেও চলে আসে। কিন্তু শিঙেল হাতিটা নীচে নামে না। ওকে দেখাও যায় কদাচিৎ। বনের হরিণও এখানে অনেকরকম। কিন্তু আশ্চর্য! ওদের ধারে কাছে কেউ গেলেই পালায়। সেখানে এই দিদিমণি কী করে যে ওদের সঙ্গে মিশে গেলেন সে কথা ভেবেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। ওই ঝরনার দহ পার হয়ে আমরা আরও ওপরে গুহাগুলোর কাছেও গেছি। তবে সে সব দিনের বেলায়। আমরা ফলফুল জঙ্গলের কাঠ এইসব আনবার জন্যই গেছি। শুনেছি ওইসব গুহায় রাতে স্বর্গের দেবীরা এসে থাকেন। দহে স্নান করেন।'

পিংলা বলল, 'আমি এখানকার মেয়ে হলেও দূরের গ্রামে থাকি। তাই দিনমানেও কখনও ওই পাহাড়ে যাইনি। আজ যখন সুযোগ পেয়েছি তখন দেখব কোন দেবীরা ওখানে কী করেন।'

ঊর্মিলা বলল, 'তোমরা কখন যাবে?'

রোজি বলল, 'আমরা তো যাবার জন্য তৈরি। আপনারা গেলেই যাব।'

'ডাম্পিও কি যাবে আমাদের সঙ্গে?'

'যাবে।'

'জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পাবে না?'

'কেন ভয় পাবে? ও তো জঙ্গলেরই কুকুর। তবে বাঘকে ওর খুব ভয়।'

'তখন তা হলে পালিয়ে এল কেন?'

'আসলে আপনারা দু'জনেই তো নতুন। তার ওপর নিশ্চয়ই ওর দিকে মন দেননি।'

ঊর্মিলা বলল, 'এমনও হতে পারে হাতির উপস্থিতি আগেভাগেই ও টের পেয়েছে।'

পিংলা বলল, 'তা হলে ও চেঁচিয়ে সাবধান করে দিত।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'যাক যা হবার তা হয়েছে। এখন চলো সবাই ঝরনা ডিঙিয়ে ওপারে যাই। তারপর জলমহলের দিক থেকেই শুরু করব আমাদের অভিযান।'

মোট নয়জনের একটি দল হতে দারুণ উৎসাহিত হলাম। আমরা যখন যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছি তখন কোথা থেকে যেন বেঁটে কালো গোলালো চেহারার সরল প্রকৃতির এক যুবকও এসে বলল সেও আমাদের সঙ্গে যাবে। ওই নাগিনচৌরার নানারকম রহস্যের কাহিনি যে কতটা সত্যি তা সেও দেখতে চায়।

ভালই হল। আমি এদের মধ্যমণি হলেও ওই যুবক আমার চেয়েও অনেক দক্ষ। ও সঙ্গে থাকলে আমাদের মনোবল যেমন বাড়বে তেমনি কাজেরও অনেক সুবিধে হবে। তাই ওর ওপরই আমাদের পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব দিয়ে নির্ভয়ে এগোতে লাগলাম আমরা।

নাগিনধারার ক্ষীণ জলস্রোত পাথরের বোল্ডারে পা রেখে এক এক করে পার হলাম সকলে। ঊর্মিলা জয়িতাকে হাত ধরে পার করাল। একে কনকনে ঠান্ডা, তায় বরফের মতো শীতল জল। যাই হোক, ওপারে যেতেই ডাম্পি সবার আগে ছুটে গেল একটা ঝোপের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে সেখানকার মাটি শুঁকে আবার পালিয়ে এল।

ঊর্মিলা আমার দিকে তাকালে আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে বসুধার মানিব্যাগটা ও ওদিকেই কোথাও পেয়েছিল।'

'তবু একবার দেখলে হত না? যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়?'

'দেখো তবে।' বলে আমরা দু'জনেই এগিয়ে গেলাম। তারপর টর্চের আলো ফেলে আশপাশ দেখলাম বেশ ভাল করে। কিন্তু না। আমরা কোনও ক্লু-ই পেলাম না।

আরও এগিয়ে চললাম আমরা। একসময় এসে পৌঁছোলাম টলটলে জলে ভরা একটা বড় তালাওয়ের ধারে। জলের মাঝখানে বহুদিনের পুরনো একটা মহল। কবে কোন রাজার আমলে তৈরি হয়েছিল, কে বা কারা থাকত তা কে জানে?

যে যুবক আমাদের মালগুলো বয়ে আনছিল তার নাম ইকলু। তাকে বললাম, 'ওই জলমহলে কীভাবে যাওয়া যায়?'

ইকলু বলল, 'ওখানে গিয়ে কী করবেন দাদাভাই?'

BanglaBook.org

'কিছুই না। একবার দেখতে চাই ভেতরটা। এমনও তো হতে পারে কেউ কিডন্যাপ করে মেয়ে দুটোকে বন্দি করে রেখেছে ওর ভেতর?'

বুনো মেয়েদের ভেতর রোজি দারুণ চটপটে। ও বলল, 'না না। ওখানে কাউকে রাখা যাবে না। কেউ থাকতেও পারবে না। বাড়িটার অবস্থা দেখেছেন? সাপের কামড়েই শেষ করে দেবে।'

পিংলা বলল, 'তা হোক, তোরা ওখানে যাবার একটা ব্যবস্থা কর।'

রোজি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বাবুজিরা তা হলে এখানেই বসুন। আমি ব্যবস্থা করছি।' বলেই একটা কুড়ুল হাতে ইকলুকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতর।

আমরা বাইরের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। এই ভীষণ জঙ্গলে ঢুকে নাগিনচৌরার বনে পাহাড়ে ঘুরে গুহায় রাত্রিবাস করে এখানকার কোনও রহস্যের জাল হয়তো ছিঁড়তে পারব। কিন্তু আসল কাজের কাজ যে কী হবে তা ভেবে পেলাম না।

জয়িতা অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার বলল, 'মেয়েদুটো আমাদের ভাবিয়ে তুলল তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তারপর বললাম, 'আমার মন কিন্তু বলছে ওরা কারও পাল্লায় পড়ে গেছে।'

'এখানে এই জঙ্গলে কার পাল্লাতেই বা পড়তে পারে ওরা?'

'সেটা তো বলা মুশকিল। হড়কা বানে তোমরা দু'জনে ভেসে গিয়েও প্রাণে বাঁচলে। আর ওরা দু'জন উধাও হয়ে গেল এ কি হয়? ওরা নিশ্চয়ই জলের বেগে ঝরনার এদিকে চলে আসে। আর তখনই হয় বিপর্যয়। কোনও শয়তানের চক্র ধারে কাছেই ছিল। তারাই উঠিয়ে নিয়ে গেছে ওদের।'

ঊর্মিলা শুনতে পেয়ে বলল, 'তা যদি হয় তা হলে মানিব্যাগটাও তো হাপিস করে দিতে পারত তারা।'

'হয়তো টের পায়নি। তুমিই ভেবে দেখো না জলের স্রোতে ভেসে তোমরা কোথায় গেলে আর ওরা দু'জনে কোনদিকে এল। ঝরনাটা যেখান দিয়ে বইছে সেখান থেকে এই জায়গার দূরত্ব নেহাত কম নয়। এতদূরে নিশ্চয়ই ওরা ভেসে আসেনি? ওরা নিজেরা না এলে মানিব্যাগটা এখানে কখনওই পাওয়া যেত না। তাই মনে হয় ওরা জলে ভেসে প্রাণ বাঁচাতে কোনও আশ্রয়ের বা কারও সাহায্যের আশায় এদিকে এসেই বিপদে পড়েছে।'

BanglaBook.org

জয়িতা বলল, 'হয়তো ওরা এই জলমহলেই আসতে চেয়েছিল।'

'হয়তো তাই। তখনই বিপদে পড়েছে।'

ইতিমধ্যে রোজি আর ইকলু দু'-একটা হালকা ধরনের গাছ কেটে এনে ভেলা তৈরি করে ফেলেছে। ডাঙা থেকে জলমহলের দূরত্ব বিশ ফুটের মতো। সবাইকে বসিয়ে রেখে ইকলু আর আমি প্রথমেই গিয়ে পা রাখলাম ওই জলমহলের অভ্যন্তরে। একেবারে ভগ্ন প্রাসাদ। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে গেলাম। দেখলাম বেশ কয়েকটা হরিণের ছাল সেখানে এক জায়গায় ছাড়ানো আছে। আর আছে বেশ কিছু ধারালো অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই।

ইকলু বলল, 'দাদাভাই, এ নিশ্চয়ই দিণ্ডিরের ডেরা। ওই শয়তান নির্ঘাত এদিকেই কোথাও ডেরা বেঁধেছে।'

আমি বললাম, 'দিণ্ডির কে?'

'হলুদ শয়তান। শুনেছি বাঘের মাংস কেউ খেতে পারে না কিন্তু ও খায়। বাঘবাহারার দিক থেকে তাড়া খেয়ে এদিকেই এসেছে।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমার মন বলছে। ওই দিদিমণিদের ওর লোকেরাই আটকে রেখেছে নির্ঘাত।'

'দিণ্ডিরকে তুমি চোখে দেখেছ কখনও?'

'না। শুনেছি ও খুব ভয়ংকর। এখানকার জঙ্গলে ও ছাড়া আর কেউ থাকতে সাহস করবে না।'

'ওর কোনও লোককেও তোমরা দেখোনি?'

'না। দু'-এক মাস আগে শুনেছি বাঘবাহারা থেকে দিণ্ডির অন্য কোথাও ডেরা বেঁধেছে। এমনই শয়তানের দল যে বনের বাঘও ওদের এড়িয়ে চলে।'

আমি আর একবার চারদিকে আলো ফেলে দেখলাম। তারপর বললাম, 'এতসব অস্ত্রশস্ত্র যখন এখানে রেখেছে ওরা তখন নিশ্চয়ই জায়গাটার ওপর নজরদারি বা আসা-যাওয়া করে?'

'তা হয়তো করে। কিন্তু কে আর দেখেছে? এদিকে তো আমরা কালেভদ্রে ছাড়া আসিই না কেউ। আর পাহাড় জঙ্গলের ব্যাপারে যা কিছু তা সবই বাপ ঠাকুরদার মুখে শোনা।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'যদি সত্যিই দিণ্ডির এ অঞ্চলে থাকে বা আমাদের মেয়ে দুটিকে ওর লোকেরা অপহরণ করে থাকে তা হলে আজ রাতেই ওদের সঙ্গে হবে আমাদের প্রচণ্ড লড়াই। কেননা আমরা এতজন মিলে রাতের অন্ধকারে মশাল জ্বেলে পাহাড়ে অভিযান করতে যাচ্ছি দেখলেই ওরা আমাদের ওপর চড়াও হবে।'

ইকলু বলল, 'ঠিক বলেছেন দাদাজিভাই। আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। কিন্তু ওদের ডেরা যে কোথায় তা তো জানি না কেউ।'

'জানার দরকার নেই। ওরা আক্রমণ করতে এলে ওদের একজনকেও অন্তত জখম করে মারের চোটে আদায় করে নেব সব কথা।' বলে ওদের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে খুঁজে পেতে একটা ভাল দেখে পিস্তল ও কতকগুলো কার্তুজ সঙ্গে নিলাম। তারপর বললাম, 'ওরা এখানে আসা যাওয়া করে কীভাবে?'

'যেভাবে আমরা এসেছি। কাজ শেষ হলে ভেলা অন্য কোথাও সরিয়ে রাখে অথবা খুলে ফেলে।'

এমন সময় ডাম্পির চিৎকারে বনভূমি কেঁপে উঠতেই সচকিত হলাম আমরা। মেয়েদের মধ্য থেকেও দারুণ একটা শোরগোল শোনা গেল। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে। তাই একটুও দেরি না করে আমরা ভেলায় চেপে আবার যখন পাড়ে এলাম মেয়েরা তখন ছত্রভঙ্গ হয়েছে। রোজির হাত ধরে কাঁপছে জয়িতা। একটা মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় জয়িতার রক্তবর্ণ মুখখানি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই অবস্থাতেও কী দারুণ লাগছে ওকে।

আমি কাছে আসতে বুকে যেন বল পেল ও।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে জয়ি?' এই প্রথম ওর নাম সংক্ষেপ করে ডাকলাম আমি।'

জয়িতা বলল, 'ঊর্মিলা নেই।'

'তার মানে?'

'ওকে তুলে নিয়ে গেছে।'

'কে? কারা?'

'চার-পাঁচটা বুনো হাতি হঠাৎ করে এসে পড়েছিল এদিকে। আমরা কেউ লক্ষ করিনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা হাতি ঊর্মিলাকে শুঁড়ে পাকিয়ে

BanglaBook.org

জঙ্গলে হারিয়ে গেল। ডাম্পির চিৎকারে আমরা সচকিত হলাম। মেয়েরা ওকে উদ্ধার করবে বলে ডাম্পিকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গেছে।'

আমি বললাম, 'সর্বনাশ। হাতির কবল থেকে তো ওকে মুক্ত করা যাবে না। হাতির স্বভাব হল শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারা। পায়ের চাপে দলে পিষে শেষ করে দেওয়া।' তারপর বললাম, 'হাতিগুলোর একটাকেও কেউ কোনওভাবে জখম করেনি তো?'

'জানি না।'

'তা হলে কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার হবে।'

রোজি বলল, 'বুনো হাতির ধারে কাছে কেউ গেলে মৃত্যু অবধারিত। আমাদের অন্য মেয়েরাও বিপদে পড়বে।'

জয়িতা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হবে তা হলে?'

'জানি না। কোনও কিছু মাথায় আসছে না। ইকলুর মুখে শুনলাম দিণ্ডির নামে এক শয়তান নাকি তার দলবল নিয়ে এই পাহাড়েই কোথাও বাসা বেঁধেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বসুধা ও মানেকা তাদেরই খপ্পরে পড়েছে।'

রোজি বলল, 'ইকলুর কথা ছেড়ে দিন। ও ওইরকম বলে। ওর কথা সত্যি হলে কারও না কারও নজরে পড়ত।'

আমি তখন জলমহলের অস্ত্রভাণ্ডারের কথা বললাম। ওখান থেকে সংগ্রহ করা আমার পিস্তলটাও দেখালাম।

রোজি বলল, 'তা হলে তো খুব ভয়ের কথা। দিণ্ডির কিন্তু সাপের চেয়েও খল। এই পাহাড়ের অনেক ওপরে একটা গুহা আছে। আর আছে গড়ভবানীর মন্দির। ঘন জঙ্গলে ভরা। আমরা অবশ্য কেউ কোনওদিন যাইনি। শুনেছি জলমহলের রাজাদের মন্দির ছিল ওখানে। রাজাদের আমলে চলে যাওয়ার পর থেকে পুজো পাঠও হয় না। দিণ্ডির যদি সত্যিই আশ্রয় নিয়ে থাকে ওখানে তা হলে খুবই ভয়ের ব্যাপার।'

আমি বললাম, 'মেয়েরা ফিরে এলেই আমরা নাগিনচৌরার হিলটপে উঠব। আজ রাতেই দিণ্ডির বধ হবে। আমার মন বলছে ওখানে গেলে যে অবস্থাতেই হোক বসুধা ও মানেকার খোঁজ আমরা পাবই। শুধু মেয়েদের ফিরে আসার অপেক্ষা।'

জয়িতা বলল, 'ঊর্মিলা কি সত্যিই ফিরে আসবে?'

BanglaBook.org

'আমি আশাবাদী। সশস্ত্র মেয়েরা যখন গেছে তখন একটা উপায় হয়তো হবে। ঊর্মিলা বিপদে পড়েছে ঠিকই কিন্তু সে একা নেই।'

এমন সময় বহু দূর থেকে ডাম্পির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে শোনা গেল বুনো হাতির গর্জন।

রোজি বলল, 'নিশ্চয়ই মেয়েরা বিপদে পড়েছে।'

সুজাতা বলল, 'মনে হচ্ছে আগুন লেগেছে বনে। ওই দেখো চারদিক কেমন লালে লাল।'

আমি বললাম, 'চলো, আমরা ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই।'

ইকলু মশাল ধরাতে যাচ্ছিল। বললাম, 'অযথা এটাকে এখনই জ্বালবার দরকার নেই। বনের আগুনই আমাদের পথ চিনিয়ে দেবে।'

রোজি বলল, 'মনে হয় আমাদের মেয়েরাই আত্মরক্ষার জন্য বনের কোনও শুকনো গাছে অথবা ডালপালায় আগুন ধরিয়েছে। হাতি আগুনকে ভয় পায়। শুধু হাতি নয় সব রকমের জানোয়ারই আগুন থেকে দূরে থাকে।'

সুজাতা বলল, 'বনের বাঘও। বাঘ আবার হাতিকেও খুব ভয় পায়।'

আমরা চারজনে সেই আগুন লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে চললাম। হাতিদের ভয়ংকর নাদে বনভূমি তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। যা কিছু হচ্ছে তা পাহাড়ের অনেকটা উচ্চস্থানে। আমি কোনওরকমে উঠতে সক্ষম হলেও জয়িতা একদমই পারছে না। কেন যে এল মেয়েটা।

আমি রোজিকে বললাম, 'তুমি ইকলুকে নিয়ে এগিয়ে যাও। আমি জয়িকে নিয়ে যাচ্ছি।'

আমার এক হাতে পিস্তল অন্য হাতে শক্ত করে ধরে আছি জয়িতাকে। ওর ভাব দেখে মনে হল অভিযান করতে নয় ও যেন আমার সঙ্গ নেবার জন্যই এসেছে। কী ছেলেমানুষি। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে চিত্তকে দুর্বল করলে চলে?

আমরা জঙ্গলের গাছগাছালির ডালপালা ধরে ছোট বড় পাথরের খাঁজে পা দিয়ে কোনওরকমে যখন অনেকটা ওপরে উঠেছি তখন বনের আগুন বেশ কিছুটা অন্যদিকে সরে গেছে। ডাম্পির চিৎকার ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। রোজি আর ইকলু তা হলে গেল কোথায়?

আমি জোরে হাঁক দিয়ে ডাকলাম, 'ইকলু...! রোজি-ই-ই!'

ইকলুর কণ্ঠস্বর দূর থেকে ভেসে এল, 'আমরা এখানে...।'

BanglaBook.org

রোজির গলাও শোনা গেল, 'এদিকের আগুন না নেভা পর্যন্ত আপনারা আসবেন না। আমরা আগুনের ওপারে আছি।'

জয়িতা বলল, 'হাতির দল কি তা হলে আগুন দেখে পালাল? ঊর্মিলার কী হল তা হলে?'

'এখানে থেকে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

হঠাৎই জয়িতা কী দেখে যেন চিৎকার করে উঠল।

আমি বললাম, 'কী হল? চেঁচিয়ে উঠলে যে?'

'ওই—ওই দেখো—।'

আমার কাঁধের ঝোলায় টর্চ ছিল তারই আলোয় যা দেখলাম তাতে রীতিমতো আতঙ্কিত হলাম। দেখলাম আমাদের মরণদূত মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।

জয়িতা বলল, 'ফায়ার।'

আমি বললাম, 'কখনও না।'

ও নিজেই তখন ওর পিস্তল দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হল।

আমি বাধা দিয়ে এক পা এক পা করে ওর হাত ধরে পিছোতে লাগলাম।

সাদা রঙের সেই শিঙেল হাতিটাও শুঁড় নেড়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

আমরা পিছোতে লাগলাম। এই দুর্গম পথে, যদিও পথ বলে কিছু নেই, খাড়াই বেয়ে পিছু হাঁটা কি সম্ভব! তবুও বাঁচার তাগিদে এই কষ্টটুকু স্বীকার করতেই হল আমাদের। এইভাবে যেতে যেতে হঠাৎই বিপর্যয় ঘটে গেল। পিছনের একটা ঢালু জায়গার কাছে এসে উলটে পড়লাম দু'জনেই। ভাঙা হাতে চোট পেয়ে প্রবল যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল জয়িতা। আমিও মাথায় জোর আঘাত পেয়ে দু'চোখে অন্ধকার দেখলাম।

এই অবস্থায় কী যে করব কিছু ঠিক করতে পারলাম না। একটু পরে অচেতন ভাবটা কাটলে জয়িতার মুখের দিকে তাকালাম। ও আমার থেকে এক হাত দূরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। ওকে যে কীভাবে টেনে তুলব বা ওখান থেকে নামাব তা ভেবে পেলাম না। এই সময় ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা একটু দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু জল এখানে কোথায়? ক্ষীণধারার কোনও ছোটখাটো ঝরনাও এর ধারে কাছে নেই। তবুও আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বারবার ডাকতে লাগলাম, 'জয়ি! জয়িতা!'

BanglaBook.org

জয়িতা তখন এমনই অচেতন যে কোনও সাড়াশব্দই দিতে পারল না।

এই অবস্থায় নিজেকে আমার এমনই অসহায় মনে হতে লাগল যে এরকম আর কখনও হয়নি। দু'জনেরই হাতের পিস্তল ছিটকে পড়েছে কোথায়। টর্চটাও গেছে। কী বিপদ। এই মহারণ্যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র আমরা দু'জন। আমি বেশ কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর এখান থেকে নামার পথ খুঁজতে লাগলাম।

জয়িতাকে ফেলে রেখেই কয়েক ধাপ নেমে এলাম আমি ওর জন্য একটা নিরাপদ স্থান দেখতে। পথটি এমনই ঢালু যে নামাও এখানে দুষ্কর। সবে কিছুটা নেমেছি এমন সময় এক পাহাড়িয়া তরুণী অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমার হাতটা শক্ত করে ধরো। না হলে নামতে পারবে না। পথ ভুল করে এদিকে চলে এসেছ তুমি।'

আমি ওর হাত ধরে বললাম, 'আমার সঙ্গে আরও একজন আছে। তাকেও যে নামিয়ে আনতে হবে।'

'আগে নিজে বাঁচো পরে অন্যের ব্যবস্থা।'

আমি তরুণীকে অবলম্বন করে নীচে নামতেই তরুণী বলল, 'পাশেই একটা গুহা আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াও।'

ওর কথামতো সরে এসে একটা গুহার সামনে দাঁড়ালাম।

তরুণী বলল, 'তোমার সঙ্গিনীকে আমি নামিয়ে আনছি।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। পাহাড়িয়া এই তরুণী কি জাদু জানে? আমার সঙ্গের যে, সে মেয়ে কি ছেলে ও জানল কী করে? তবু বললাম, 'একা তুমি পারবে না ওকে বয়ে আনতে।'

তরুণী গলার স্বর গম্ভীর করে আদেশের সুরে বলল, 'তোমাকে যেখানে দাঁড়াতে বলছি তুমি সেখানে দাঁড়াও।'

ওর কথামতো আমি প্রশস্ত একটি গুহার সামনে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে।

একটু পরেই তরুণী নেমে এল জয়িতাকে কাঁধে নিয়ে। বলল, 'গুহার ভেতরে জল আছে। সেই জল ওর চোখেমুখে ঝাপটা দাও।'

বললাম, 'ভেতরে বড় অন্ধকার।'

'আলোর ব্যবস্থাও হবে।'

আমি তরুণীর কাছ থেকে জয়িতাকে নিয়ে গুহার মেঝেতেই শুইয়ে দিলাম। কেননা ওর সম্পূর্ণ শরীরের ভার নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

তরুণী গুহায় ঢুকে একটা মশাল জ্বালল। তারপর এসে জয়িতার দেহটা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল ভেতরে বিছিয়ে রাখা কতকগুলো শুকনো ঘাসের ওপর।

গুহার শেষপ্রান্তে পাহাড়ের একটি ফাটল বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ছিল। সেই জল একটা পাত্রে করে ধরে নিয়ে এসে জয়িতার চোখে মুখে ঝাপটা দিতেই চোখ মেলে তাকাল ও। বলল, 'আমি কোথায়?'

'অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায়। আজ রাতে আমাদের কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

'আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে ওখান থেকে নিয়ে এলে কী করে?'

'পরে সব বলব তোমাকে। এখন একটু উঠে বসো।'

'আমায় একটু জল দিতে পারো?'

আমি একটা পাত্রে করে জল এনে ওর মুখে দিলাম। ও সেটুকু বেশ তৃপ্তি করেই খেল। তারপর আমিও জলপান করলাম আকণ্ঠ পুরে।

এমন সময় সেই তরুণী এসে বলল, 'এই নাও তোমাদের টর্চ পিস্তল, কাঁধের ঝোলা ব্যাগ।'

আমি সেগুলো হাতে নিয়ে বললাম, 'তোমার ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না।'

তরুণী সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'মুখ দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি।'

বললাম, 'ঠিকই ধরেছ। তবে বিপদের মুহূর্তে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই দূর হয়েছে আমাদের।'

'আমি তোমাদের সামান্য কিছু খাদ্য দিতে পারি। নিজের জন্য দু'-একটা পাখি মেরেছিলাম। সেটাই ভাগ করে খেতে পারি তিনজনে।'

আমি বললাম, 'বেশ তো, যা তুমি দেবে তাই খাব। এখন এই বিপদে তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা।'

'না না। তা নয়। বনে পাহাড়ে শরীর ধারণের জন্য যতটুকু যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কিছু আশা করবে না।'

জয়িতা বলল, 'তুমি কে?'

'এই পাহাড় জঙ্গলেরই মেয়ে। আমার পরিচয় পরে দেব। আগে তোমরা খেয়ে নাও।'

BanglaBook.org

তরুণীর অনুরোধে আধ সিদ্ধ পাখির মাংস খেয়েই আমরা খিদে মেটালাম।

তরুণী বলল, 'তোমরা এখানে কী জন্য এসেছ?'

আমি তখন আগাগোড়া সব কিছু খুলে বললাম ওকে।

সব শুনে তরুণী জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয়। এই ভাঙা হাত নিয়ে কীসের টানে তুমি বেরিয়ে এলে ঘর থেকে? এখন আমি না থাকলে কী অবস্থা হত তোমার? যে জায়গায় তুমি পড়েছিলে ওখান থেকে তোমাকে নামিয়ে আনা কখনওই সম্ভব হত না তোমার এই বন্ধুর পক্ষে। এটা পাহাড়। নাগিনচৌরার এই বনে পাহাড়ে কোথাও কোনও বসতি নেই।'

আমি বললাম, 'এবারে বলো তোমার নাম কী? তুমি এই গুহায় আশ্রয় নিয়েছ কেন?'

মশালের আলোয় তরুণীর মুখ তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ঊর্মিলা, জয়িতা এদেরই বয়সি মেয়ে। কিন্তু শারীরিক গঠন যা তাতে মনে হয় আরও বেশি। কালো কষ্টিপাথর দিয়ে গড়া পাষাণ প্রতিমা যেন। তবে মুখের আকর্ষণ জগতের সমস্ত সৌন্দর্যকেই যেন হার মানায়। বিশ্বশিল্পীর অনবদ্য তুলির টানে যেন আঁকা হয়েছে ওর মুখ ও চোখদুটি। লম্বাটে গড়নের মেয়ে। শরীরে অসুরের শক্তি।

তরুণী বলল, 'আমার নাম বনজা। এখান থেকে বহু দূরে বনসুলা গ্রামে আমার বাড়ি। বাবা ছিলেন কাঠুরিয়া। বনে বনে ঘুরে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করতেন। লেখাপড়া শিখেছিলাম খুব অল্প। ছোটবেলা থেকে আমার একটা অদ্ভুত প্রকৃতি ছিল। জীবজন্তুর কাঁচা মাংস, ঝাল লঙ্কা আমি চিবিয়ে খেতাম। ভাত রুটিও খেতাম। আমার এই চেহারা আর কালো রঙের জন্য সবাই আমাকে রাক্ষসী, ডাইনি এইসব বলত। আমার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর গ্রামের লোকেরা আমাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়াল। সেই থেকে আমি সবার অলক্ষ্যে এখানেই বাসা বেঁধে আছি। মাঝে মাঝে জঙ্গলের কাঠ, আতা, পেয়ারা এইসব নিয়ে শহরের দিকে যাই। চাল আটা পরনের পোশাক এগুলো তো লাগেই। তবে তাও কালেভদ্রে।'

আমি বললাম, 'মানছি তোমার গায়ের রং কালো। কিন্তু এমন সুন্দর মুখশ্রী তোমার তবু ওরা তোমাকে ডাইনি বলে কী করে?'

BanglaBook.org

বনজার চোখদুটি জলে ভরে উঠল। বলল, 'এ সবই আমার ভাগ্য। না হলে সবাইকে দেখিয়ে কাঁচা মাংস আমি খেতামই বা কেন?'

আমি বললাম, 'তুমি যে এভাবে এখানে থাকো তোমায় ভয় করে না? শুনেছি অনেক রহস্যে ভরা এখানকার বন পাহাড়। স্বর্গের দেবীরা নাকি এখানে ঘুরে বেড়ায়। একবার দু'-একজন কাঠুরিয়া তাদের নাকি ঝরনার জলে স্নান করতেও দেখেছে।'

'কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। হঠাৎ হঠাৎ করেই এমন হয় এখানে। চাঁদনি রাতে দেবদেবীদের অধিষ্ঠান হয়। এক দিব্যপুরুষকে আমিও মাঝেমধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু কাছে যাবার উপায় নেই। গেলেই মিলিয়ে যায়।'

'আমরা কিন্তু একটা সাদা হাতির দেখা পেয়েছি। তার মাথায় মোষের মতো পাকানো দুটো শিং।'

'জানি। ওই হাতি একটাই আছে এখানে। আসলে প্রকৃতির খেয়ালে হয়ে গেছে এটা। অথচ দাঁত কত ছোট। তবে দারুণ শক্তিধর ও। অন্য বুনো হাতিরা ওকে খুব ভয় পায়।'

'আর ওই বিরল পঞ্চমুখী সাপ? কাগজে যার ছবি বেরিয়েছে।'

'ওই সাপ দুটো দেখেছি আমি। এই পাহাড়ের মাথায় গড় ভবানীর একটা ভাঙা মন্দির আছে সেখানেই বাসা ওদের। হয়তো কোনওভাবে ওদেরই একটা কোনও কিছুর সন্ধানে নীচে নেমে গিয়েছিল আর সেই সময়ে কাগজের লোকেরা দেখতে পেয়ে ছবি তুলে নেয় ওদের। ওরাও কিন্তু বিরলদর্শন।'

জয়িতা বলল, 'তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, কথা বলে খুব ভাল লাগল আমাদের।'

বনজা হাসল। বলল, 'এবার আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোনো। তোমরা যাদের খোঁজে এসেছ সেই বসুধা ও মানেকার সন্ধান আমি জানি।'

বিস্ময়ের অন্ত রইল না আমার। বললাম, 'বনজা। বলো তারা কোথায়?'

'আছে আছে। তারা আছে। আগে সব শোনো। সেই সেদিনের কথাই বলি। কয়েকটা শিকার নিয়ে আমি যখন ফিরছিলাম তখন একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। তৃষ্ণাও পেয়েছিল খুব। নাগিনধারার দহে জল খেতে গিয়ে দেখি বুনো হাতির দল নেমে এসেছে সেখানে। নিজেদের মধ্যে দাপাদাপি করছে। সেইসময় ওই সাদা হাতিটা এসে পড়ায় ওরা দহ থেকে সরে বনের গভীরে চলে যায়। সাদা হাতিটা রাগে যেখানে সেখানে লাথি মারতে থাকে। হঠাৎই

BanglaBook.org

একটা বড় পাথর ওর লাথির ঘায়ে সরে যায়। পাথরটা গড়িয়ে পড়লে সর্বনাশ হত। ততক্ষণে দহের জমা জল বন্যার আকারে নীচের দিকে নেমে গেছে। এমন সময় আমি দূর থেকেই তোমাদের তাঁবু ভেসে যেতে দেখলাম। তোমরা যে কজন ছিলে তা তো জানতাম না। তবু যদি কারও প্রাণ বাঁচাতে পারি সেই কারণেই নীচে নেমে এলাম। এসে দেখি দারুণ আঘাত পেয়ে অথবা ভয়ে দুটি মেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। দু'জনেরই কপাল ফেটেছে। রক্ত ঝরছে ঝরঝর করে। আমি তখন ওদের দু'জনকে এক এক করে তুলে নিয়ে এসে আমার এই গুহাতেই রাখলাম। ওদের রক্ত ধুয়ে মুছে গাছগাছালির পাতার রস লাগিয়ে প্রলেপ দিলাম। শিকড় বেটে খাওয়ালাম। অনেক পরে ওদের জ্ঞান ফিরলে ভয় ও আতঙ্কের ভাব কাটলে ওরা কাঁদতে শুরু করল। বলল, 'আমাদের আর দু'জন কোথায়? ঊর্মিলা ও জয়িতা?' আমি বললাম, 'তোমাদের পাশে আর কাউকে তো আমি দেখিনি। তোমরা দু'জনেই ছিলে।' শুনে ওরা আরও কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল, 'এই মুখ আমরা তা-হলে বাড়ি গিয়ে দেখাব কী করে? কী বলব ওদের বাবা মাকে?' আমি বললাম, 'এত ভয় পাচ্ছ কেন? ওরা তো দূরে কোথাও ভেসে গিয়ে প্রাণেও বেঁচে যেতে পারে।' পরদিন খুব ভোরে আমি গিয়ে চারদিক খুঁজেও ওদের কারও দেখা পেলাম না। তাতেই বুঝলাম ওরা প্রাণে বেঁচে গেছে। মরে গেলে দেহটা পড়ে থাকত। বাঘে খেলেও দু'জনের কারও না কারও অস্তিত্ব থাকত।'

জয়িতা বলল, 'সেই দু'জনের একজন আমি। আমারই নাম জয়িতা। ঊর্মিলাকে তো বুনো হাতিতে নিয়ে গেছে।'

'ভয় নেই। বুনো মেয়েরা যখন সঙ্গে আছে তখন যে অবস্থাতেই হোক উদ্ধার ওকে করবেই।'

আমি বললাম, 'বসুধা আর মানেকা এখন কোথায়?'

'অন্য একটি গুহায় রেখেছি ওদের। মানেকা সেদিন জ্ঞান ফেরার পর থেকে প্রবল জ্বরে ছটফট করেছে। এখন সুস্থ। বসুধার মাথায় চোট লেগেছিল খুব। তারই যন্ত্রণায় অস্থির ছিল ক'দিন। কাল পরশুর মধ্যে ওরা ফিরে যেত। তবে...।'

'তবে কী?'

'ওদের খুব ইচ্ছে হল যাবার আগে একবার গড় ভবানীর মন্দিরে গিয়ে

BanglaBook.org

প্রণাম করে আসার। আমি ওদের অনেক বারণ করেছিলাম ওদিকে না যেতে। কেননা জায়গাটা অত্যন্ত বিপদসংকুল। তা ছাড়া ওই ভাঙা গড়মন্দিরে সাপের উপদ্রবও খুব বেশি। তার চেয়েও বড় কথা কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে ওখানকার গুহায় বহিরাগত কারও আবির্ভাব হয়েছে। ওখানে আগুন জ্বলতে ধোঁয়া উড়তেও দেখেছি। আজ আমি অন্যত্র গিয়েছিলাম। সেই কোন সকালে গেছি, ফিরেছি একটু আগে। কয়েকটা পাখি মেরেছিলাম। ভেবেছিলাম গরম রুটি আর মাংস খাব তিনজনে। কিন্তু এসে দেখি ওরা কেউ নেই। মনে হয় আমার কথা অমান্য করেই ওরা ওখানে গেছে। গিয়ে বিপদে পড়েছে। ওরা যে কখন গেছে কীভাবে গেছে কিছুই জানি না। তিন-চারটে বল্লম ছিল গুহার ভেতর। তার মধ্যে দুটো দেখছি নেই। তার মানে ওরা ওখানেই গেছে। আমাদের এখান থেকেই নাগিনচৌরার ভয়ংকর গুহা ও গড়ভবানীর মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। আমি তাই দূরের দিকে তাকিয়ে লক্ষ রাখছিলাম তেমন কিছু দেখা যায় কিনা। হঠাৎই তোমাদের চিৎকার শুনে এগিয়ে এলাম।'

আমি বললাম, 'তা হলে বনজা, ওদের উদ্ধার করার কী হবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা ওখানে গিয়েই বিপদে পড়েছে। কেননা আমার কাছে খবর আছে বাঘবাহারা থেকে এসে দিণ্ডির এখন ওখানে বাসা বেঁধেছে।'

শিউরে উঠল বনজাও। বলল, 'তা যদি হয় তা হলে ওর খপ্পর থেকে ওদের ফিরিয়ে আনা খুবই মুশকিল। দিণ্ডির অত্যন্ত খতরনক।'

'সে কাজ যত কঠিনই হোক, ওদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। ওই কাজের জন্যই তো আমাদের আসা।'

'তা হলে আজকের রাতটা প্রভাত হতে দাও। কাল সকালেই যাই চলো ওখানে।'

'তার মধ্যেই যে চরম বিপর্যয় হয়ে যাবে না তা কে বলতে পারে? রাতের অন্ধকারে গোপনে ওদের ডেরায় হানা দিলে হয়তো দু'জনকেই উদ্ধার করতে পারব।'

'বেশ। তা হলে আর একটু রাত বাড়তে দাও। তবে এই অভিযানে জয়িতাকে সঙ্গে নেওয়ার ভুল যেন কোরো না। যেতে হয় তুমি আমি দু'জনেই যাব। বসুধা ও মানেকাকে যে গুহায় রেখেছিলাম তার মুখ খুবই সংকীর্ণ। ভেতর থেকে পাথর আড়াল দিলে কোনও জীবজন্তু সহজে ঢুকতে পারবে না। ও ওখানে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবে। আমি তোমাকে নিয়েই যাব।'

BanglaBook.org

জয়িতা বলল, 'না না। আমি একা থাকতে পারব না। খুব ভয় করবে আমার। তোমরা আমাকেও সঙ্গে নাও। আমার হাতের ব্যথা খুব কম। শুধু বাঁধা আছে তাই।'

'বুঝলাম। কিন্তু গড় ভবানীর পথ তোমার জন্য নয়। যদি তুমি থাকতে না চাও তা হলে আমাদের অভিযান বন্ধ করতে হবে। তুমি কি চাও তোমার বান্ধবীরা ওই শয়তানদের হাতে বন্দি হয়ে অসহ্য নির্যাতন ভোগ করুক?'

জয়িতা আর কোনও কথা বলল না।

বনজা বলল, 'এসো তোমাদের ওই গুহার কাছে নিয়ে যাই।'

আমরা আরও একটু বনপথে এগিয়ে অন্য একটি গুহামুখে এলাম। সেটি এমনই সংকীর্ণ যে হামাগুড়ি দিয়ে না ঢুকলে তার ভেতরে ঢোকা যাবে না। গুহামুখটির উচ্চতা তিন ফুটের বেশি নয়।'

জয়িতা বলল, 'এর ভেতরে কোনও মানুষ থাকতে পারে?'

বনজা বলল, 'পারে। এটা তোমাদের শহরের ঘর বাড়ি নয়। অরণ্য ও পর্বত। রাতে আমি এখানে থাকি। দিনে ওদিকের গুহায়। মানে এতক্ষণ তোমরা যেখানে ছিলে।'

'কিন্তু এর ভেতরে থাকব কী করে?'

'ভেতরটা এত ছোট নয়। চার-পাঁচজন খুব ভালভাবে থাকতে পারে। ঢুকে দেখো।'

জয়িতা সবে মাথা গলিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে টলতে টলতে কোনও একজনকে আসতে দেখল ওরা।

বনজা মশালটা তুলে ধরতেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল জয়িতা, 'বসুধা তুই?'

বসুধা বলল, 'হ্যাঁ আমি। কিন্তু তুই এখানে কী করে এলি?' বলেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বনজাকে। তারপর আমার দিকে নজর পড়তেই বলল, 'কাশীদা, তুমিও এসেছ?'

'হ্যাঁ এসেছি। তোদের খোঁজেই তো এসেছি আমরা।'

'তোমরা কী করে জানলে যে আমরা এখানে আছি?'

'না জেনেই দৈবকৃপায় এসে পড়েছি এখানে। কিন্তু তোর সঙ্গে মানেকা নামে যে মেয়েটি ছিল সে কোথায়?'

'বলছি বলছি। সব বলছি। ঊর্মিলাকে দেখছি না কেন?'

BanglaBook.org

'সে খুব বিপদের মধ্যে আছে। কিন্তু মানেকা কোথায়?'

'এই ভয়াল অরণ্যে তাকে হারিয়েছি আমি।'

বনজা এবার কঠিন গলায় বলল, 'আমি যে অত করে বারণ করলাম তোমাদের গড় ভবানীতে যাবে না, তার পরেও কেন গেলে তোমরা?'

বসুধা বলল, 'শোনো বনজা, সত্যি বলছি আমরা গড় ভবানীর দিকে যাইনি। দুপুরে এমন কতকগুলো হরিণ এখানে এসে গেল যাদের দেখেই আনন্দে ভরে উঠল আমাদের মন। মানেকা বলল, 'এ তো কৃষ্ণসার। দারুণ সুন্দর। একটা বাচ্চা হরিণ আমি ধরব। মাংস খাবার জন্য নয়, বাড়ি নিয়ে যাব। পুষব।' আমারও তেমনই ইচ্ছে হল। কিন্তু হলে কী হবে হরিণশিশুকে যত ধরতে যাই ততই তারা হাত ফসকে পালায়। এই করতে করতে আমরা যে কোথায় পথ হারালাম তা কেউ জানি না। দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত এদিক সেদিক করে একসময় মানেকাকেও দেখতে পেলাম না। ওর নাম ধরে কত ডাকলাম কিন্তু কোনও দিক থেকেই কোনও সাড়া শব্দ পেলাম না ওর। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। বিপদ বুঝে আমি একাই চলে এলাম। তাও একটা বিরল প্রজাতির বনবিড়ালের পিছু নিয়ে। খানিক আসার পর তোমাদের মশালের আলো দেখেই এসেছি। না হলে এই গুহামুখও আমি খুঁজে পেতাম না।'

বনজা বলল, 'মানেকার নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর বিপদ হয়েছে। কিন্তু এই গভীর জঙ্গলে ওকে তো সারারাত ওভাবে থাকতে দেওয়া যায় না। আজ রাতের মধ্যে ওকে উদ্ধার করতে না পারলে ওর আশা ছেড়েই দিতে হবে।'

এমন সময় হঠাৎ ক্রুদ্ধ কুকুরের ডাক শুনে সচকিত হলাম আমরা।

এ তো ডাম্পির গলা। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। সেইসঙ্গে শোনা গেল পরপর দুটি গুলির শব্দ। প্রচণ্ড কোলাহল। দেখা গেল অন্ধকার পর্বতশিখরে অনেকগুলো মশালের আলো।

বনজা বলল, 'তোমাদের মেয়েরা নাগিনচৌরায় পৌঁছে গেছে। হয়তো বাদ সেধেছে দিগুির। তাই এই কোলাহল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু গুলির শব্দ পেলাম যে। ওদের কারও কাছে বন্দুক কিংবা পিস্তল তো নেই।'

বনজা তখন ওর গুহা থেকে আরও দুটি মশাল নিয়ে এসে আমাদের দিল। বলল, 'এগুলো জ্বেলে নাড়তে থাকো।'

BanglaBook.org

বসুধা আমি দু'জনেই মশাল নেড়ে ওপরের ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলাম। বনজা একটা শিঙা নিয়ে এসে জোরে জোরে ফুঁকতে লাগল।

উদ্দেশ্য সফল হল। ওদিক থেকেও আলোর সংকেত দেখা গেল।

বনজা বলল, 'এই মুহূর্তে আমাদের আর একটুও সময় নষ্ট না করে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মানেকা যে রয়ে গেল একা এই জঙ্গলে।'

বনজা বলল, 'বুঝলাম। কিন্তু একসঙ্গে দু'দিক তো সামলানো যায় না। আগে চলো ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। মা গড়ভবানী হয়তো এইভাবেই আমাদের ডাক দিয়েছেন। ওদিককার কাজ শেষ হলে আমরা সবাই মিলে জঙ্গল তোলপাড় করে খুঁজে বের করব মানেকাকে।'

জয়িতা বসুধাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বসুধা, ওরা আমাকে নিয়ে যাবে না। এই গুহায় থেকে যেতে বলছে। তাই বলি, আমি একা নয়, তুইও থেকে যা আমার কাছে।'

বসুধা বলল, 'না না। কেউ এখানে থাকব না। সবাই যাব আমরা নাগিনচৌরায়। গড়ভবানীর মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করব। তারপর সারারাত ধরে উল্লাস করব ওখানে।'

'শুনেছি ওখানে নাকি দিগুির নামে এক শয়তান এসে জুটেছে। সে নাকি অতি ভয়ংকর।'

'হতে পারে। তবে আমরাও তো কম ভয়ংকর নই। তোর পিস্তলটা আছে না খুইয়েছিস?'

'আছে।'

'কাশীদার কাছেও তো একটা রয়েছে দেখছি।'

বনজা বলল, 'ওতেই হবে।' বলে নিজে একটা ধারালো কুড়ুল কাঁধে নিয়ে বলল, 'চলো যাই।'

ওরা একটুও দেরি না করে নাগিনচৌরার উচ্চ শিখরে সেই গুহা ও গড়ভবানীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুটা দুর্গম পথ পার হওয়ার পর খাড়াই বেয়ে বহুকষ্টে ওঠা শুরু করল ওরা। ঘন জঙ্গলের গাছপালা ধরে একটু একটু করে ওপরে ওঠা।

হঠাৎই পাহাড়ের এক পাশের খাদের ভেতর থেকে একটা কাতর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ব-সু-ধা।'

BanglaBook.org

বসুধা, জয়িতা দুজনেই চমকে উঠল, 'এ তো মানেকার গলা!'

কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'ব-সু-ধা তুই কোথায়?'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। বললাম, 'মানেকাকে এখনই উদ্ধার করতে হবে ওখান থেকে।'

বসুধা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই চলো।'

জয়িতা বলল, 'সবাই নয়। তুই বনজার সঙ্গে যা। আমি কাশীদার সঙ্গে যাই।'

আমি বললাম, 'তুমি পারবে? এতটা নামা ওঠা তোমার দ্বারা হবে না। তুমি বরং ওদের সঙ্গে যাও।'

জয়িতা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গেই যাব। যদি মরি দু'জনে একসঙ্গে মরব। যদি পথ হারাই একসঙ্গেই বনে বনে ঘুরব।'

দেখলাম মশালের আলোয় ওর ফরসা মুখ আরও রক্তিম হয়ে উঠেছে। ওকে নিরস্ত করা যাবে না। আমি ওর হাত ধরলাম। বসুধা ইশারায় বলল, 'নিয়ে যাও।'

বনজা ও বসুধা এগিয়ে চলল। ওদের দু'জনের হাতে দুটি মশাল।

আমার কাছেও মশাল আছে একটা। তারই আলোয় ধীরে ধীরে পাহাড়ের বনজঙ্গলে ভরা ঢাল পেরিয়ে নীচে নামতে লাগলাম।

মানেকার কাতর স্বর আবার শোনা গেল, 'ব-সু-ধা-।'

আমি জয়িতার দিকে তাকালে সেও প্রত্যুত্তর দিল, 'মানেকা, তুই আলো দেখে এগিয়ে আয়। আমরা তোকেই নিতে যাচ্ছি।'

এইভাবে অনেকটা পথ খাদের দিকে নামার পর থমকে দাঁড়ালাম আমরা। দু'জনের কারও গলা দিয়ে কোনও শব্দ বের হল না। এই প্রথম ভয় পেয়ে জয়িতা জড়িয়ে ধরল আমাকে। আমারও তখন চেতনা লোপ হবার উপক্রম। দেখলাম অতিকায় একটি পঞ্চমুখী ফণাধর আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। ওই সাপকে অতিক্রম করে এক পা-ও এগিয়ে যাবার সাধ্য আমাদের কারও নেই।

তবে বেশিক্ষণ নয়, একটু পরেই ফণা গুটিয়ে জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে গেল ফণাধর। ওকেই দেখবার আশায় শুরু হয়েছিল ঊর্মিলা, জয়িতা, বসুধা ও মানেকার অভিযান। সেই দুর্লভ প্রজাতির সর্পদর্শন আমার ভাগ্যে হলেও জয়িতা ভয়ে চোখ বুজে রইল, ভাল করে দেখলই না।

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'আর ভয় নেই। সাপটা চলে গেছে। এবার চলো।'

ও তেমনভাবেই কাঁধে চিবুক রেখে লতার মতো জড়িয়ে রইল আমাকে। বলল, 'না। কোথাও যাব না আমি।'

'এখন পাগলামি করার সময় নয়। মানেকাকে উদ্ধার করতেই হবে।'

'বলছি যাব না।'

আমি এবার ধমক দিয়ে বললাম, 'কী করতে চাও তুমি?'

'শুধু তোমার কাছেই থাকতে চাই।'

আমি হেসে বললাম, 'এখন নাটক করার সময় নয়। এসো বলছি।'

ও এবার নিরুপায় হয়েই আমাকে ছেড়ে বলল, 'বাবা রে বাবা! এত তাড়া কীসের? আলো দেখে ও ঠিকই আসবে আমাদের কাছে।' বলে আমার হাত থেকে মশালটা নিয়ে এদিক সেদিকে ঘোরাতে লাগল। চিৎকার করে বলল, 'মানেকা তুই আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে আয়। না হলে এই অন্ধকারে তোকে আমরা কিছুতেই খুঁজে পাব না।'

আমি তখন জয়িতার হাত থেকে মশাল নিয়ে একটি গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালে পাতায় অগ্নি সংযোগ করলাম। এবারে কাজ হল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠতেই আলোকিত হয়ে উঠল বনভূমি।

মানেকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তোরা ওখানেই থাক। আমি খুঁজে নেব। কাছাকাছি এসে পড়েছি।'

একটু পরেই মানেকা এল। এসে সর্বাগ্রে জড়িয়ে ধরল জয়িতাকে। বলল, 'কেমন আছিস তোরা? ঊর্মিলা কোথায়? বসুধাটা যে কোথায় হারাল?'

জয়িতা বলল, 'কেউ কোথাও হারাইনি। সবাই আমরা ঠিক আছি। বসুধার মুখে শুনেই তোর সন্ধানে এসেছি আমরা। কিন্তু তুই নিজে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি? বসুধার অত ডাকেও সাড়া দিসনি কেন তুই?'

'কী করে সাড়া দেব? আমি যখন হরিণ ধরতে অনেকটা দূরে চলে গেছি ঠিক তখনই সেই ভয়ংকর ফণাধরের মুখোমুখি। সাপটা আমার পথ রোধ করে অনবরত ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। কী তার বিক্রম। বসুধার ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু ভয়ে সাড়া দিতে পারছি না। সাড়া দিলেই যদি ছুবলে দেয়? ওর ভয়ে আমি না পারলাম এগোতে না পারলাম পিছোতে। কত সময় পার হয়ে গেল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল পার হয়ে সন্ধে হয়ে এল। তারপরে রাত। একটু আগে কোথা থেকে যেন এক

BanglaBook.org

দিব্যপুরুষ এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখেই ফণা গুটিয়ে চলে গেল সাপটা।'

'ওই সাপটা আমাদেরও পথ রোধ করেছিল। তবে একসময় নিজেই চলে গেল সেটা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিব্যপুরুষ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না। আমার দিকে তাকিয়ে একবার একটু হেসে চলে গেল।'

'বনজাও এর কথাই বলছিল তখন। খুবই রহস্যময় পুরুষ। দেখা দেয়। কাছে আসে না। কথা বলে না।'

মানেকা বলল, 'কী সুন্দর দিব্যকান্তি। মনে হয় ইনিই এখানকার রক্ষক। অর্থাৎ বনদেবতা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি?'

জয়িতা বলল, 'কাশীদা। পরে ওর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব। তবে একটা কথা, বন্ধুত্বের ভাগ কিন্তু দেব না।'

মানেকা বলল, 'আমি কী জিনিস তুই তা হলে জানিস না। তোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চুটিয়ে ভাব জমাব আমি ওঁর সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'এইসব ছেলেমানুষি না করে চলো নাগিনচৌরায় গড়মন্দিরের দিকে যাই। ঊর্মিলাকে হয়তো ওখানে পাওয়া যেতে পারে।'

'কী হয়েছে ঊর্মিলার?'

জয়িতা বলল, 'চল, যেতে যেতে বলছি।'

আমরা আবার জঙ্গল ভেদ করে ক্রমশ খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

বেশ খানিকটা ওপরে ওঠার পরই কোথা থেকে যেন একটা গুলি ছুটে এল আমাদের দিকে। আর একটু হলেই গুলিটা আমাকে লাগত। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে এলাম। সেখান থেকেই লক্ষ রাখতে লাগলাম চারদিকে।

মানেকা হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'ওই দেখুন।'

চেয়ে দেখি এক বিশাল গুহার মুখে মাথায় ফেট্টি বাঁধা কে যেন একজন বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর এদিক সেদিকে দেখছে।

আমি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লোকটাকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুড়তেই লোকটা আবার একটা গুলি খরচ করল।

BanglaBook.org

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণান্ত একটা চিৎকার করে ওকে জানান দিলাম গুলিটা আমাকে লেগেছে বলে।

দুষ্কৃতিটা আমার আর্তনাদ শুনে আমার খোঁজে গুহামুখ থেকে নেমে আসতেই ওর বুক লক্ষ করে পিস্তলের ট্রিগার টিপলাম। বনভূমি কাঁপিয়ে আবার একটা শব্দ হল 'ডিস্যুম'।

গুলি খেয়ে ছটফট করতে লাগল লোকটা।

আমি গিয়ে সর্বাগ্রে তার হাত থেকে কেড়ে নিলাম বন্দুকটা। মানেকা আমার হাত থেকে পিস্তলটা নিল। আমি বন্দুকটা দুষ্কৃতির বুকে ঠেকিয়ে বললাম, 'কে তুই?'

লোকটি কী বলল কিছু বুঝতে পারলাম না।

মানেকা বলল, 'কৌন হো তুম?'

'রঘুবীর সিং।'

'হিঁয়া ক্যা কর রহে থে? গোলি চালায়া কিঁউ?'

'ম্যায়নে গোলি চালায়া।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন?'

'বস নে কহা থা ইধার সে অন্দর কোই না ঘুস না পায়ে।'

'তোমার বস কে আছে?'

'ফোকো।'

'ফোকো!' আমরা তো শুনেছি দিগ্বির শয়তান এখানে এসে জুটেছে।'

'ওহি তো ফোকো।'

আমি বললাম, 'দিগ্বির কি এই গুহাতে আছে?'

'হাঁ। উপরমে।'

গুলি খাওয়া লোকটি এবার ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। বললাম, 'কতজন আছ তোমরা?'

'নেহি সমঝা।'

'কিতনে আদমি হো তুম?'

'পাঁচ আদমি। লেকিন নাগিনবালা লেড়কিয়োঁ নে দো আদমিকো খতম কর দিয়া।'

জয়িতা বলল, 'এই গুহার ভেতর দিয়ে গেলে ওপরে পৌঁছোতে পারব?'

BanglaBook.org

'মাৎ যাও উধার। দিগুির গোলি চালায় গা। মুঝে থোড়া পানি দো।'

'এখানে পানি কোথায় যে তোমাকে দেব?'

লোকটি কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। তার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আমরা এবার ধীরে ধীরে গুহামুখে এসে থমকে দাঁড়ালাম। বেশ বুঝতে পারলাম নাগিনচৌরার সেই ভয়ংকর গুহার শেষপ্রান্ত এখানেই। ওপরে বন্য মেয়েদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে প্রাণ দিয়েছে দু'জন। দিগুির তাই পালানোর পথ পরিষ্কার রাখতে এই লোকটিকে পাঠিয়েছিল এখানে পাহারা দিতে। কিন্তু ওর নিজের নিয়তি নিজেই ডেকে আনল হঠাৎ করে গুলি চালিয়ে।

মানেকা বলল, 'কী করবেন কাশীদা, আমরা কি ওপরে ওঠার জন্য এই পথটাই বেছে নেব না কি বনপথে ওপরে উঠব?'

আমি বললাম, 'বনপথে যাওয়ার চেয়ে এই পথেই যাওয়া ভাল। যদি ওরা মেয়েদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পালিয়ে আসে এদিকে তা হলে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবে।'

জয়িতা বলল, 'তাই যদি হয় তা হলে মশাল নিয়ে না যাওয়াই ভাল।'

মানেকা বলল, 'মশাল ছাড়া কি অন্ধকারে যাওয়া যায়?'

আমি বললাম, 'আমার কাছে টর্চ আছে।'

অতএব মশাল ফেলে টর্চের আলোয় পথ দেখেই কোনওরকমে মাথা বাঁচিয়ে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে কখনও হেঁট হয়ে ঝুঁকে পথ চলতে লাগলাম। মানেকার হাতে রঘুবীর সিং-এর সেই বন্দুক। খুব সন্তর্পণে পথ চলে একসময় আমরা যখন গুহামুখের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখনই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বসে পড়লাম আমি। জ্ঞান হারানোর আগেই মানেকার বন্দুকের শব্দে গুহার ভেতরটা কেঁপে উঠল। জয়িতা সেই মুহূর্তে আমাকে ধরে না ফেললে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম আমি।

BanglaBook.org

অনেক পরে বাইরের খোলা হাওয়ায় চোখেমুখে জলের ঝাপটা পেয়ে জ্ঞান ফিরল। নিজের দোষে অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে গিয়েই গুহার একটি ঝুলে থাকা পাথরে ধাক্কা লেগে এই অবস্থা। যে মুহূর্তে আমি চোট পেয়ে বসে পড়ি সেই মুহূর্তে দিগুিরের একজন লোক আমাদের আক্রমণ করতে এলে

মানেকার বুলেট তাকে শুইয়ে দেয়। গুলিতে লোকটা প্রাণে না মরলেও গুরুতর জখম হয়েছে।

জয়িতা ও মানেকা আমাকে গুহার বাইরে নিয়ে এসে একটা জায়গায় বসালে বসুধা এসে আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বন্য মেয়েদের একজন এসে পাতার ঠোঙায় ভরে জল এনে খেতে দিল আমাকে।

আমি জল খেয়ে অতিকষ্টে বললাম, 'আমাদের আর সব মেয়েরা কোথায়? ইকলুকে দেখছি না কেন? পিংলা কোথায় গেল? রোজি কই? আর ঊর্মিলা? তাকে কি উদ্ধার করা গেছে?'

আমার কথা শেষ হতেই রোজি এল। বলল, 'আপনার ঊর্মিলা বহিনকে আমরা বহুকষ্টে হাতির কবল থেকে উদ্ধার করেছি। তবে ও কিন্তু ভয়েই হোক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক খুব একটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সব সময় ফ্যালফ্যাল করে সবার দিকে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু কথা বলছে না কারও সঙ্গে।'

'সেকী! কোথায় সে?'

'ওই গুহার ভেতরেই এক জায়গায় শুইয়ে রেখেছি তাকে। একজন অবশ্য পাহারায় আছে।'

জয়িতা বলল, 'আমি যাই। আমি ওর কাছে গেলে আমাকে দেখলে হয়তো ও স্বাভাবিক হবে।'

মানেকা বলল, 'সেই দিগ্বির শয়তানটা কোথায়?'

রোজি বলল, 'সে পালিয়েছে। ওর দু'জন লোককে খতম করে ফেলে দিয়েছি খাদে। ইকলু আর পিংলা ডাম্পিকে নিয়ে ওর সন্ধানে গেছে। তবে বেশি দূর যেতে পারবে না ও। আমার তির বুকে বিঁধেছে। যেখানেই পালাক না ও ডাম্পি ঠিক খুঁজে বার করবে ওকে।'

আমি বললাম, 'নীচের গুহায় রঘুবীর সিং নামে এদের একজন লোককে আমি গুলি করেছি।'

মানেকা বলল, 'আমি যেটাকে মারলাম সেটা কোথায়?'

রোজি বলল, 'সে মরেনি। তবে বাঁচবে না। গুলি লেগেছে পেটে। ওই অবস্থায় তাকেও আমরা ফেলে দিয়েছি পাহাড় থেকে।' তারপর বলল, 'এই গুহা থেকে কত অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছি জানো? সব এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছি। দশ-বারোটা বন্দুক, কুড়ি-পঁচিশটা দেশি রিভলবার। আরও অন্যান্য অস্ত্র।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'বহুদূর থেকে আমরা দু'বার গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছি। আমাদের দলের কাউকে গুলি লাগেনি তো?'

'না না। আমরা এখানে আসামাত্রই ওরা বন্দুক ওঠালে আমাদের তিরের ফলায় ঘায়েল হয় ওরা। তখনই পিংলা ওদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে গুলি করে মারে দু'জনকে। সঙ্গীদের ওইরকম অবস্থা দেখে দিগুরিও বন্দুক হাতে হুংকার দিয়ে বেরিয়ে আসে। আমার মোক্ষম তির ওর বুকে বিঁধলে হাত থেকে খসে পড়ে বন্দুক। সেই ফাঁকে কখন যে ও গা-ঢাকা দেয় তা টের পাইনি আমরাও। ওর কথা যখন মনে হল আমাদের, ও তখন নাগালের বাইরে। পিংলা বলল, 'তিরের আঘাতে যদিও নিশ্চিত মৃত্যু দিগুরের তবুও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই ওর সন্ধানেই গেছে ওরা।'

রোজির কথা শুনে আনন্দে ভরে উঠল মন। মাথায় জোর আঘাত পাওয়ায় জায়গাটা একটু ফুলে উঠেছে। যন্ত্রণাও হচ্ছে। বনজা সেখানেই ছিল। ওকে বললাম, 'কিছু একটা ব্যবস্থা করো। যন্ত্রণায় যে থাকতে পারছি না।'

বনজা বলল, 'একটু কষ্ট তো করতেই হবে ভাই। তুমি বলার আগেই একজনকে পাঠিয়েছি আমি। এমন ওষুধ দেব যে এক্ষুনি ব্যথা বেদনার উপশম হবে।'

আমি বসুধাকে বললাম, 'আমাদের অভিযান যে এভাবে সফল হবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। সত্যি, কত বাধা।' তারপর বললাম, 'চল তোদের বান্ধবী ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বসুধা বলল, 'যেতে হবে না। ওই দেখো আসছে।'

ঊর্মিলা আসছে। জয়িতার হাত ধরে ধীরে ধীরে আসছে। ওকে আসতে দেখে মানেকাও ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরল। এখন অনেকটা স্বাভাবিক ঊর্মিলা।

ও কাছে আসতেই আমি ওর একটা হাত ধরে আমার পাশে বড় একটা পাথরের ওপর বসালাম।

ঊর্মিলা প্রসন্নবদনে তাকাল আমার দিকে। আস্তে করে বলল, 'এই অভিযানে আপনিই কিন্তু হিরো।'

'মোটেই না। আপনারা সাহসী মেয়েরা অভিযানে না এলে কে আসত এই নাগিনচৌরায়? আপনাদের কারণেই তো এখানে আসা।'

'হলেও। জয়িতা কত প্রশংসা করছিল আপনার। ওই ভাঙা হাত নিয়ে

BanglaBook.org

শুধুমাত্র আপনার ওপর নির্ভর করেই আমাদের খোঁজে এসেছিল ও। যেভাবে আপনি ওকে সঙ্গ দিয়েছেন তার কি তুলনা হয়?'

'আসলে আপনার এই বান্ধবীটি বড় বেশি আবেগপ্রবণ।'

মানেকা কাছেই ছিল। বলল, 'তবে ও যদি ভেবে থাকে একাই আপনার ওপর অধিকার নেবে তা হলে কিন্তু ভুল করবে। আমরা সবাই মিলে বন্ধুত্বের ভাগ নেব। সমান সমান।'

জয়িতা হাসল। বলল, 'চেষ্টা করে দেখিস। আমি কিন্তু সবাইকে টেক্কা দেব।'

এমন সময় দেখা গেল দুটি মেয়ে একটা হরিণকে বধ করে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

বনজা বলল, 'এই তোরা ওর শিং-দুটো আর চামড়াটা আলাদা করে রাখিস। কাশীভাইকে ভেট দেব আমরা।'

রোজি বলল, 'এই গুহাতেও বেশ কয়েকটা শিং, বাঘের চামড়া আর হরিণের চামড়া আছে।'

আমি বললাম, 'অত আমার দরকার নেই। ওগুলো তোমরা নিয়ো। শহরের মানুষ দাম দিয়ে কিনে নেবে। আমার একটা হলেই যথেষ্ট।'

যে মেয়েরা হরিণ শিকার করে নিয়ে এল তাদেরই একজন কাঁচা হলুদের মতো কী যেন বনজাকে দিল। বনজা সেটা পাথরে থেঁতো করে প্রলেপ দিল আমার মাথায়। তারপর বলল, 'এটা একটা কিছু দিয়ে খানিকক্ষণ বেঁধে রাখতে পারলে ভাল হত।'

ঊর্মিলার কপালে একটা ফেট্টি ছিল। সে সেটা খুলে বেঁধে দিল আমার মাথায়।

বনজা বলল, 'চলো, আমরা গড়ভবানীর মন্দিরে যাই। তোমাদের মতো আমিও এই প্রথম এখানে এলাম।' তারপর বলল, 'জানো তো দেবদেবীরা না টানলে তাদের মহিমার স্থানে আসা যায় না। আজ মা ভবানী কৃপা করে আমাদের সবাইকে এখানে টানিয়ে এনেছেন। মায়ের কৃপায় যখন আমরা এসেছি তখন নিশ্চয়ই মা আমাদের সকলের মঙ্গল করবেন।'

নাগিনচৌরার সুবৃহৎ গুহামুখের অদূরেই অন্তত পাঁচশো বছর আগেকার একটি ভগ্নমন্দির। তাকে ঘিরে অনেক বড় বড় গাছ আগাছা ইত্যাদি গজিয়ে উঠেছে। আমরা সবাই মশাল নিয়ে সেই ভগ্ন মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

অনেক উঁকি ঝুঁকি মেরে দর্শন করলাম ভবানীকে। মুণ্ডহীন, একটি হাত ভাঙা। কোন আমলের মূর্তি তা কে জানে?

বনজা বলল, 'আমি ভাবছি এই মন্দিরের সংস্কারের কাজটা আমিই করব। মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে এনে গাছপালা কেটে জঙ্গল সাফ করে মন্দিরের ঢোকার উপায় করব।'

রোজি বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছি বহিনজি। আমি আমার দলবল নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন এখানে আসব। কিন্তু দেবীজির মূর্তির কী হবে?'

'যেমন আছে তেমনই থাকবে। মেটে সিঁদুর এনে মাখিয়ে দেব। নাগিনধারার জল নিয়ে এসে ধুয়ে মুছে স্নান করাব।'

এমন সময় হঠাৎ আলোয় ভরে উঠল চারদিক। এই অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েরা অভ্যস্ত হাতে জঙ্গলের কাঠ এনে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে দিয়েছে হরিণটাকে। তারই পোড়া গন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক।

আমরা আবার যখন গুহার দিকে ফিরে আসছি তখনই ডাম্পির ঘেউ ঘেউ শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। উল্লাস করে উঠল মেয়েরা। ইকলু ও পিংলা বীভৎস চেহারার একজনকে ধরাধরি করে নিয়ে এল সেখানে।

বনজা বলল, 'এই সেই দিণ্ডির।'

আমি বললাম, 'তুমি চিনতে ওকে?'

'না। আগে তো কখনও দেখিনি। এখানেই দেখা।'

'ওর এমন অবস্থা কে করল?'

সে কথার উত্তর দিল পিংলা। বলল, 'কেউ করেনি।'

'তা হলে ডাম্পির আঁচড় কামড়ে নিশ্চয়ই এমনটা হয়েছে?'

'না। এখান থেকে পালাতে গিয়ে ভালুকের খপ্পরে পড়েছিল দিণ্ডির। আমরা কোনওরকমে লুকোতে পারলেও ও পারেনি। ফলে এই অবস্থা। সবচেয়ে দুঃখজনক, বুনো ভালুক ওর চোখ দুটোকেই নষ্ট করে দিয়েছে।'

রোজির নিক্ষিপ্ত তির ওর বুকে তখনও বেঁধা ছিল। বনজা গিয়ে সেটাকে টেনে তুলল।

দিণ্ডির অতিকষ্টে বলল, 'মুছে মার ডালো। জিন্দা না রাখো।'

রোজি বলল, 'আমরা কিছুই করব না। তোমরা আমাদের দিকে বন্দুক

BanglaBook.org

না ওঠালে কিছুই করতাম না আমরা। তুমি বাঘবাহারার আতঙ্ক। এখন দেবী ভবানী যদি তোমাকে রক্ষা করেন তবেই তুমি বাঁচবে।'

দিগুির প্রচণ্ড আর্তনাদ করতে করতে এলোমেলোভাবে ঘুরতে লাগল চারদিকে। আমরা ওর অসহায় অবস্থা দেখতে লাগলাম। একসময় খাদের দিকে এগিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়ল গভীর খাদে।

ওর অন্তিম পরিণতিতে সবাই মর্মাহত হলাম।

সে রাতে ঝলসানো হরিণের মাংস খেয়ে নাগিনচৌরার সেই বিশাল গুহার জঠরে বসে নানারকম গল্প কথায় মাতলাম আমরা। বনৌষধির গুণে আমর ব্যথা বেদনার অনেকটা উপশম হয়েছে।

একসময় হঠাৎই চোখে পড়ল সেই দিব্যপুরুষ বনের গভীরে আপনমনেই পায়চারি করছেন। আমি সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তাঁর দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! কীভাবে যেন উনি টের পেয়ে হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেলেন।

আমার তন্ময়তার ঘোর কাটল কার যেন উষ্ণ নিশ্বাসে। ঘুরে তাকিয়েই দেখি জয়িতা।

অবাক হয়ে বললাম, 'জয়ি, তুমি!'

'তোমার পিছু নিয়ে এলাম। উনি কে?'

'দিব্যপুরুষ। বনদেবতা।'

'কোথায় গেলেন উনি?'

'জানি না। হয়তো বা আমাদের দিয়ে দিগুির বধ করিয়ে বরাবরের জন্য বিদায় নিলেন। চলো, গুহায় ফিরে যাই।'

এরপর একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠলে আমরা অনেক আনন্দ নিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। দুপুর অথবা বিকেলের মধ্যে বেলসোন্ডায় পৌঁছোতে পারলে আজই আমরা রায়পুরে চলে যাব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নাগচম্পার কাহিনি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তিলদাতে ভালই ছিল সুব্রত। নিজস্ব কোয়ার্টারে থাকত। অরণ্যের শোভা দেখত। হঠাৎই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে রাগের মাথায় গালে একটা চড় মেরে সাসপেন্ড হয়ে বসে রইল। ওর অবশ্য তাতে কিছুই এল গেল না। বলল, কেউ চাকরি করবার জন্য চাকরি করতে আসে, আমি চাকরি খোয়াবার জন্য চাকরি করতে এসেছি। মেরেছি বেশ করেছি। তবুও আমার চাকরি কে খায় দেখি? কেস যা গড়িয়েছে তাতে কম করেও দশ বছর। চাকরি না করেও যা মাইনে পাব তাতে দশ বছরে অনেক টাকা জমে যাবে। আখেরে আমারই লাভ হবে তাতে।

তা সে যাই হোক, বড়লোকের ছেলে। ওদের যা বিষয়সম্পত্তি তাতে চাকরি ওর না করলেও চলে। তবুও রেলের এই চাকরিটা ছিল ওর শখের। চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়ে ও তিতলাগড়ের কয়েক কিমি দূরে এক পাহাড় জঙ্গলের দেশে এসে ডেরা বাঁধল। হাতে অঢেল টাকাপয়সা থাকলে যা হয়। কোথায় মধ্যপ্রদেশের তিলদা, কোথায় ওড়িশার তিতলাগড়। সুব্রত এমনিতেই খামখেয়ালি। তবে এমন খেয়ালিপনা যে কেন এল ওর মাথায় তা ও-ই জানে।

ওরই আন্তরিক চিঠি পেয়ে আমার তিতলাগড়ে আসা। এও প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমি সরাসরি হাওড়া থেকে নয়, তিতলাগড়ে এসেছিলাম রায়পুরের দিক থেকে। এই পথে যে ভীষণ পাহাড় ও অরণ্যানী দেখে এসেছি তাতে বুক কেঁপে উঠেছিল ভয়ে। এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের দেশে একা ও কীসের লোভে বাস করছে তা কে জানে?

তবে তিতলাগড়ে নেমেই বুঝলাম সেরকম ভয়াবহ কোনও জঙ্গলের বিস্তৃতি এখানে নেই। কিন্তু স্টেশনের প্লাটফর্মে পা দিয়ে আমি হতাশ হলাম। আমাকে নিতে আসার কথা ছিল সুব্রতর। কিন্তু কোথায় সে? ও না এলে এই নির্বান্ধব পুরীতে কী করে থাকব আমি? থাকবই বা কোথায়?

আমি যখন ওকে দেখতে না পেয়ে স্টেশনময় পায়চারি করছি ঠিক তখনই

BanglaBook.org

এখানকার সহকারী স্টেশনমাস্টার কাসার পানিগ্রাহী আমার কাছে এসে বললেন— 'আপনি কি সুব্রত রায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন?'

এতক্ষণে যেন বুকে বল এল আমার। বললাম— 'ঠিকই ধরেছেন। ওর তো আমাকে নিতে আসার কথা ছিল। কিন্তু এখনও না আসায় একটু অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।'

'ও অনেক আগেই এসেছে। একটু অন্য কাজে কোথায় যেন গেছে। আমাকে বলে গেছে আপনাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতে।'

আমি সহাস্যে বললাম, 'বেশ তো চলুন। আপনার ঘরেই বসা যাক। এরপর ও যখন আসে আসবে।'

আমি মি. কাসারের সঙ্গে ওঁর ঘরে গেলাম। তবে ঘরে বসতে হল না। একজন গ্যাংমান দুটো চেয়ার নিয়ে এসে প্লাটফর্মেই আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিল।

কাসার ওঁর ঘরে টুকিটাকি দু'-একটা কাজ সেরে আমার পাশে এসে বসলেন। স্টেশনের টি-স্টল থেকে চা ও কেক এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

চা খেতে খেতেই কথাবার্তা হল।

কাসার বললেন, 'আপনার বন্ধুটির ব্যাপার স্যাপার কী বলুন তো? সরকারি চাকরি করতে এসে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। তাই বলে একজন অফিসারের গালে ঠাস করে চড় মেরে দেবে!'

আমি বললাম, 'ও বরাবরই ওইরকম। আর ছোটবেলা থেকেই দারুণ অরণ্যপ্রেমী। শহরের ওই কংক্রিটের জঙ্গলে ও একদম টিকতে পারে না। দু'দিনেই হাঁপিয়ে ওঠে। আসলে ছোটবেলা থেকেই দেওঘরে মানুষ তো। পাহাড় জঙ্গল ওর প্রাণ।'

'এখানে এসেও মন বসল না ওর। আমার কোয়ার্টারে দিনকতক ছিল। তারপর হঠাৎ করেই চলে গেল এখান থেকে বহুদূরের নাগচম্পায়।'

'নাগচম্পা! সে আবার কোথায়?'

'সে অনেকদূরের পথ। ঘন পাহাড় জঙ্গলের দেশ। আদিবাসী উপজাতিদের বাস সেখানে। ওখানেই গিয়ে রইল। অনেক বোঝালাম কিন্তু আমার কোনও কথাই শুনল না। বলল, আমি লাইফটাকে এনজয় করব বলে জন্মেছি। একঘেয়েমির জাঁতাকলে পিষে মারবার জন্য নয়।'

'কিন্তু ওই জায়গার খোঁজ ও পেল কী করে?'

BanglaBook.org

'সে আপনার বন্ধুই জানে। তবে একদিন ও কথায় কথায় বলেছিল ওখানে নাকি ওর ঠাকুরদার আমলের একটা বাংলো আছে।'

আমি বললাম, 'হতে পারে। শুনেছি ওর ঠাকুরদা একজন নামকরা শিকারি ছিলেন।'

'তা হয়তো ছিলেন। কিন্তু এতদিন বাদে সেই বাংলোর কি কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাবে ও?'

'হয়তো পেয়েছে? না হলে আমাকে আমন্ত্রণ জানায় কী করে?'

'সেটাই তো ভাবছি। তবে একটা কথা, আপনি তো জানেন ওর প্রকৃতি। ওইরকম একজন উড়নচণ্ডীর কথায় কেউ আসে? খুব বুঝেশুনে ওই জায়গায় থাকবেন কিন্তু। না হলে পালিয়ে আসবেন এখানে।'

আমরা যখন বসে বসে এইসব আলোচনা করছি ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হল সুব্রত। আমাকে দেখে দারুণ উল্লসিত হয়ে বলল, 'কী রে, এসে গেছিস? ভালই হয়েছে। আমি জানতাম তুই আসবি। তোর জন্যই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম।' তারপর আপনজনের মতো অন্তরঙ্গ গলায় বলল, 'এই কাসারদা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করো না ভাই।'

সুব্রত না বললেও চা আসত। তাই চা কেক দুই-ই এল আমাদের জন্য।

চা-পর্ব শেষ হলে বিদায় নেওয়ার পালা।

কাসারদা সুব্রতকে বললেন, 'গাড়ির ব্যবস্থা হল?'

'হয়েছে। বিনোদ রাওয়ের ছ্যাকরা মার্কা গাড়িটা পেলাম। না পেলেও ক্ষতি ছিল না। পাঁচ কিমি পথ। হেঁটেই চলে যেতাম। তবে সঙ্গে ওর ব্যাগট্যাগ রয়েছে। তা ছাড়া এই অবেলায় জঙ্গলের পথে জানোয়ারের ভয় ডর তো আছেই।'

কাসারদা বললেন, 'ভয় বলে কোনও বস্তু আছে তোমার? মনে তো হয় না। নিজে পাগল। তাই আর একজনকে ডেকে এনে বিপদে ফেলতে চাও।'

সুব্রত কোনওরকমে চা-পান শেষ করে বলল, 'না-না কোনও ভয় নেই। আমি নিজে যখন বিপদে পড়িনি আমার বন্ধুও পড়বে না। নাগচম্পার জল পেটে পড়লে, বাতাস গায়ে লাগলে, প্রকৃতির শোভা দেখলে পাগল হয়ে যাবে ও। অনেক চিন্তাভাবনা করেই ডাকিয়ে এনেছি ওকে। না হলে আমার কি বন্ধুর অভাব? একমাত্র এই বন্ধুটিই আমার ধাত বোঝে।' বলেই আমার হাত ধরে টান দিল, 'আয়।'

BanglaBook.org

আমরা কাসারদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে পুরনো মডেলের একটি হুড খোলা গাড়িতে চেপে বসলাম।

সুব্রত বলল, 'এখানে এই একটা অসুবিধা। কোথাও কোনও পরিবহন নেই। ঘোড়া আর ভঁহিষ গাড়িই যা ভরসা।'

আমি বললাম, 'তুই তা হলে যাতায়াত করিস কীভাবে?'

'খুব কম আসা যাওয়া করি। আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর যা কিছু দরকার তা চিতানরাই করে দেয়। মাঝে মধ্যে গ্রামেরই কারও ঘোড়া চেয়ে নিয়ে কাজ চালাই।'

আমাদের গাড়ি উঁচু নিচু পথ দিয়ে ঘরঘর শব্দ তুলে চলেছে। ড্রাইভার আমাদেরই বয়সি এক রোগাটে চেহারার যুবক। নাম পোলু। যেতে যেতে সে বলল, 'এইসব রাস্তায় জিপ যতটা ভাল চলে অন্য কোনও পরিবহন তা পারে না। মালিকের এ গাড়িতে এ পথে যাওয়াও খুব বিপজ্জনক। কখন কোনখানে যে বিগড়ে যায় তা কে জানে?'

সুব্রত বলল, 'আমার এই বন্ধুটির জন্যই এমন গাড়ির ব্যবস্থা। না হলে পাঁচ কিমি পথ হেঁটেই চলে যেতাম।'

পোলু হেসে বলল, 'এই পাহাড়ি পথে পাঁচ কিমি কি কম দূরত্ব? আমাদের এখানকার পাহাড়ি কিলোমিটার আপনাদের সঙ্গে মেলেই না।'

বেলা ক্রমশ গড়িয়ে আসছে তখন। আমি মুগ্ধ হয়ে চারদিকের শোভা দেখতে লাগলাম। তিতলাগড় ছাড়িয়ে আসার পর থেকেই জঙ্গলের গভীরতা বেশি করে চোখে পড়তে লাগল। দূরের পাহাড়গুলো যেন কাছে আসতে লাগল ক্রমশ।

পোলু বলল, 'সামালকোটের জঙ্গলটা পেরোতে পারলে বাঁচি। বড় বেশি বাঘের উপদ্রব এখানে।'

সুব্রত বলল, 'তুমি তা হলে কী ঠিক করলে, আজ কি গাড়ি নিয়ে ফিরতে পারবে?'

'না পারবার কিছু নেই। তবে কিনা হুড খোলা গাড়ি তো। আর জোরে চালানো যাবে না। যদি অন্ধকারে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তো কেল্লা ফতে।'

'তুমি তা হলে আজকের রাতটা গ্রামেই থেকে যেয়ো।'

'তাই ভাবছি। তবে কিনা নাগচম্পায় যা সাপের ভয়, তাতে ওখানে এক রাত কেন একটা বেলা থাকতেও ভয় করে। আপনি এত জায়গা থাকতে

BanglaBook.org

কেন যে এই নাগচম্পাকে বেছে নিলেন তা ভেবে পাচ্ছি না। এখানে কোনও মানুষ থাকে?'

'সে কী? চিতানরা থাকে না?'

'ওরা বুনো, উপজাতি। ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?'

আমরা এখন গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। এখানে চারদিকে ছোট বড় বুনো পাহাড়। আমাদের সামনেই একটি বড় পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি বন্য গ্রাম নাগচম্পা।

পোলু আমাদের গ্রামে ঢোকার মুখেই নামিয়ে দিয়ে বলল, 'আর যাওয়া যাবে না। রাস্তা খারাপ।' বলে সুব্রতর দেওয়া দশটা টাকা পকেটে গুঁজে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

নাগচম্পায় এসে এখানকার প্রকৃতি দেখে আমি এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে আমার মুখে কোনও কথা সরল না। চারদিকে পাহাড়ের মাঝে একটি উপত্যকার মতো জায়গাকে ঘিরেই নাগচম্পা। সাকুল্যে পনেরো-কুড়ি ঘর লোকের বাস এখানে। বাকিরা আরও গভীর জঙ্গলে থাকে।

আমরা যখন নাগচম্পায় পৌঁছালাম তখন সন্ধে হয়ে এসেছে।

আমি সুব্রতকে বললাম, 'তোর ঠাকুরদার বাংলোর কোনও হদিশ পেলি?'

'পেয়েছি। তবে সেটি বসবাসের যোগ্য নয় বলে নতুন করে একটা করিয়ে নিয়েছি। দু'-চারজন অনায়াসে থাকতে পারবে আমার এই শখের বাংলোয়। সবরকম ব্যবস্থা করেই তোকে ডাকিয়ে এনেছি। এই নাগচম্পাকে ঘিরে অনেক রহস্য জমা হয়ে আছে। যার উন্মোচন একা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক সেই কারণেই ডাকিয়ে এনেছি তোকে। দু'জনে একজোট হলেই আমার কার্যোদ্ধার হবে।'

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'কীসের কী?'

'পরে বলব। পরে মানে আজ রাতেই সব বলব। এই তো এলি।'

আমরা কথা বলতে বলতেই সুব্রতর বাংলোয় এসে পৌঁছোলাম। একদম সাদামাটা বাংলো। কোনও রংচং নেই। নবনির্মিত তা বোঝাই যায়। বাংলোর ঘরটি মাঝারি ধরনের। দু'পাশে দুটো ক্যাম্পখাট। আমি আমার জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্পখাটটি দখল করলাম। এখন হেমন্তের শুরু। তাই অল্প অল্প শীতের আমেজও রয়েছে এখানে।

BanglaBook.org

সুব্রত বাংলোয় ঢুকে কেরোসিনের কুপি জ্বেলেই হাঁক দিল, 'নাগমা! নাগমা রে!'

ওর ডাক শুনেই প্রায় ছুটে এসে হাজির হল ষোলো-আঠারো বছর বয়সের এক বন্য যুবতী। সঙ্গে কালুয়া নামের বারো-চোদ্দো বছরের একটি ছেলে। চিতান সম্প্রদায়ের এই বনসুন্দরীর নাম নাগমা। কালুয়া ওর সম্পর্কের এক ভাই।

নাগমা ঘরে ঢুকেই বলল, 'তুমি এসে গেছে ভাইয়াজি? তোমার দোস্তকেও নিয়ে এসেছ?' বলে আমার দিকে তাকিয়ে একঝলক হেসে বলল, 'আপনার জন্যই একটা হিরনিকে মেরেছি। জোর খাওয়া দাওয়া হবে আজ রাতে।'

সুব্রত বলল, 'তা তো হবে। এখন আমাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।'

কালুয়া নাগমা দু'জনেই চলে গেল চা বানাতে।

সুব্রতর এখানে চা কফি কেক বিস্কুট সবসময়ের জন্য সবই মজুত। কিছু সময়ের মধ্যেই চা তৈরি হল। কুপির স্বল্প আলোয় বাংলোর আলো আঁধারিতে ঘরের মেঝেয় গোল হয়ে বসে আমরা চা-বিস্কুট খেতে লাগলাম।

একটু পরেই নাগমার সমবয়সি দুটি মেয়ে একগাদা মুড়ি, দুধ আর মর্তমান কলা নিয়ে হাজির হল সেখানে।

সুব্রত বলল, 'এত সব খেয়ে পেট ভরালে মাংস খাব কী করে?'

নাগমা বলল, 'খেতে অনেক রাত হবে ভাইয়াজি। বাবুজির কষ্ট হবে। আলা, বিলা হিরনিটার ছাল ছাড়াবে। শিং কাটবে। তারপরে রান্না হবে। তবে তো খাওয়া। ততক্ষণে ভুখ লেগে যাবে না?'

অতএব আর কথা নয়। চা পর্ব শেষ হতেই মেয়েরা দুধ গরম করে দিল। আমরা কলা দুধ আর মুড়ি খেয়ে পেট ভরালাম।

আমাদের খাওয়া শেষ হতেই উধাও হয়ে গেল নাগমার দল।

আমরা দু'জনে যার যার ক্যাম্পখাটে গিয়ে বসলাম।

সুব্রত বলল, 'তুই আসবি জেনেই নাগমাকে বলেছিলাম একটা হরিণ শিকার করতে। ও কথা রেখেছে। বড় ভাল মেয়ে। আমার খুব অনুগত।'

'দেখতেও কী সুন্দর।'

'চিতানরা সবাই সুন্দর। মিষ্টি স্বভাব। উগ্র নয়। আর অত্যন্ত সহজ সরল। আমরা শহরের লোকেরা ওদের সঙ্গে হেসে কথা বললে ওরা যেন গলে যায়।

BanglaBook.org

তবে এদের এই সম্প্রদায় ক্রমশ লোপ পেতে বসেছে। একমাত্র নাগচম্পা ছাড়া আর কোথাও কোনও অস্তিত্বই নেই ওদের।'

আমি একটু চুপ থেকে বললাম, 'তোর ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে এখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রয়ে যাবি তুই।'

'হয়তো। তবে কিনা যতদিন এই অরণ্যের রূপমাধুরী অটুট থাকবে ততদিনই। ভর সন্ধেবেলা এসে এই রাতের অন্ধকারে এখানে কতটুকু সৌন্দর্যই বা দেখলি? কাল সকালে ভোরের আলো ফুটলে তখন বুঝবি নাগচম্পায় কেন বসেছে আমার মন।'

'শুধু বনসৌন্দর্য উপভোগ করবি বলেই এখানে আছিস? আর কোনও উদ্দেশ্য নেই?'

'আছে। সেই উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ হয় সেজন্যই তো ডেকে এনেছি তোকে।'

'তুই বলেছিলি এখানে অনেক রহস্য জমাট বেঁধে আছে। কী রহস্য?'

'এখানকার বনে পাহাড়ে অসময়ের ফুলও সারাবছরই ফোটে। কিন্তু কেন?'

'এটা কোনও রহস্য নয়। আবহাওয়ার প্রভাবে মাটি ও পাথরের মিশ্রণ গুণে এমনটা হতেই পারে।'

'নাগচম্পায় এত সাপ, অথচ সাপের সঙ্গে চিতানদের এমন সহবাস কী করে সম্ভব? এখনও পর্যন্ত কোনও চিতান সাপের কামড়ে মারা যায়নি কেন?'

'হয়তো পরস্পর পরস্পরকে ভয় করে না বা আঘাত করে না বলে। এর মধ্যেও রহস্যের কিছু নেই।'

'এবার তা হলে শোন, যে কথা আমি কাউকে বলিনি। তবে মামা জানে। নাগচম্পার ওপারে যে রঞ্জার বন সেখানে একটি বড় পাহাড়ে সর্পদেবতার মন্দির আছে। ওই মন্দিরে সুবর্ণগোলক আছে বেশ কয়েকটা। আর সেই সুবর্ণগোলকের মাঝে আছে একটি বহুমূল্য হিরে। বিষাক্ত নাগেরা সেই সুবর্ণগোলক ও হিরেটাকে জড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ। শুধু তাই নয়, রঞ্জার ওই পাহাড়চূড়ায় যেখানে সর্পদেবতার মন্দির তার ধারে কাছে কারও যাবার উপায় থাকে না ওই বিষাক্ত নাগেদের ভয়ে। সাপের উপদ্রব ওখানে এত বেশি যে তাদের না মাড়িয়ে ওখানে যাওয়া যায় না। আমি সেই সুবর্ণগোলক ও হিরের সন্ধান চাই।'

BanglaBook.org

ওর কথা শুনে ওকে বললাম, 'তার মানে রীতিমতো উন্মাদ হয়ে গেছিস তুই। অমনই যখন অবস্থা তখন ওই জায়গায় নিজের মরণ ঘনিয়ে আনতে কেউ যায়?'

'আমি যাবই। সুবর্ণগোলক পাই না পাই হিরেও আমার অধরা থাক কিন্তু ওখানকার রহস্যভেদ আমাকে করতেই হবে। সোনা রুপো হিরে মানিক আমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান এবং লোভের বস্তু হতে পারে কিন্তু সাপেরা ওইসব যখের ধনের মতো আগলে রাখবে কেন?'

সুব্রতর কথার উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ, এখানে একটা জটিল রহস্য অবশ্যই দানা বেঁধে আছে। সাপেদের কী দায় পড়েছে ওই সম্পদ পাহারা দিতে যাবার বা ওগুলো আগলে রাখার?'

'সেই কারণেই আমি ওখানে যেতে চাই। স্বচক্ষে দেখতে চাই ব্যাপারটা কী?'

আমাদের কথাবার্তার মাঝেই নাগমা এসে হাজির। এসেই সুব্রতকে ভর্ৎসনা করে বলল, 'আবার ওইসব আলোচনা? বাবুজি আসতে না আসতেই তার কাছে শুরু করেছ ওইসব গল্প?'

আমি নাগমাকে বললাম, 'তোমার ভাইয়াজির কথায় আমি গুরুত্ব দিই না। ও যা বলল তা কি ঠিক?'

'জানি না বাবুজি। নাগচম্পার মেয়ে আমি ওই রঞ্জার পাহাড়ে কখনও যাইনি। আমাদের গ্রামেরও কেউ যায় না। ওই পাহাড়ে আমাদের মতো অনেক বুনোরা ছিল তারা সবাই এখন রানিপুর ঝরিয়ালের দিকে চলে গেছে। শুধু আমরাই পড়ে আছি এখানে।'

আমি বললাম, 'মন্দির যখন আছে তখন নিশ্চয়ই সেই মন্দিরে সর্পদেবতার পুজো হয়?'

'হতে পারে? কিছুই জানি না আমি। অনেকদিন আগে একবার আমাদের গ্রামের একজন গিয়েছিল। সে আর ফিরে আসেনি। শেষ গিয়েছিল...।' বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নাগমা।

আমি বললাম, 'শেষ কে গিয়েছিল?'

অনেক কষ্টে চোখের জল মুছে নাগমা বলল, 'আমার দাদা মোহন। সেও ফিরে আসেনি।'

শুনে চমকে উঠলাম দু'জনেই।

BanglaBook.org

সুব্রত বলল, 'কই, একথা তুই আমাকে আগে বলিসনি তো?'

'বললে কি তুমি আমার কথা শুনতে? তোমার কথা শুনে আমি ওখানে যেতে চাইনি বলেই তো এই বাবুজিকে মরবার জন্যে ডাকিয়ে আনলে তুমি।'

সুব্রত কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমাকে বলল, 'তা হলে এবার আমার কথা বলি?'

'বল।'

'আমি এখানে এসেছি ঠিক ওই একই কারণে। মরব বলেই। আর সাক্ষী রাখব তোকে। আমার ঠাকুরদার ডায়েরি পড়েই আমি এখানকার ব্যাপার স্যাপার জেনেছি। না হলে মানচিত্রে নেই এমন একটা বুনো জায়গার সন্ধান আমার পক্ষে জানার কথা নয়। ঠাকুরদা ব্রিটিশ আমলের লোক। এখানকার বাংলোটা সাহেবদের কাছ থেকেই কিনেছিলেন। তবে সে বাংলো আর নেই। কিন্তু দলিলের কাগজ আমার কাছে আছে। আমি এখানে এসে সকলকে কাগজপত্তর দেখিয়ে যা করেছি তা অবৈধ নয়। আমার ঠাকুরদাও ওই রঞ্জার পাহাড়ে গিয়ে আর ফেরেননি। আমার জেদটা হল সেখানেই। যতদূর যাওয়া যায় ততদূর আমি যাব। তারপর কোনওরকম বাধা পেলেই মোকাবিলা করব তার। আমার হাতে বন্দুক আছে, পিস্তল আছে আর আছে পেট্রোল ভরতি টিন। জ্বালিয়ে ছারখার করে দেব সব।'

নাগমা বলল, 'এসব আলোচনা পরে করলেও হবে। বাবুজি অনেক দূর থেকে এসেছেন ওঁর খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হবে, আরামের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত এখন খুব বেশি নয়। আমাদের ওখানে মাংস রান্না হচ্ছে, রোটি বানাচ্ছে, আসুন দেখবেন আসুন,' বলে সুব্রতকে বলল, 'বাবুজিকে নিয়ে তুমি এসো না ভাইয়াজি।'

সুব্রত বলল, 'সেই ভাল। ঘরে বসে না থেকে ওদের মহল্লা থেকেই ঘুরে আসা যাক।'

নাগমার সাহচর্য নিয়েই আমরা ওদের পল্লিতে এলাম। সামনেই পূর্ণিমা। কাল বোধহয় চতুর্দশী। তাই বিগলিত জ্যোৎস্নার ধারা অকৃপণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এরই ভেতর মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এই ছোট্ট গ্রামে যেন উৎসবের মেজাজ লেগে গেছে। আমারই কারণে একটি বড়সড় হরিণকে বধ

BanglaBook.org

করা হয়েছে আজ। তার কেটে নেওয়া শিং ও ছাড়ানো চামড়াটা এক জায়গায় একটি গাছের ডালে ঝুলছে। একপাশে বড় একটা তামার হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে সেই মাংস রান্না হচ্ছে। আর এক জায়গায় কয়েকজন মেয়েপুরুষ বসে মোটা মোটা রুটি তৈরি করছে কাঠের জালে। তারই ফাঁকফোকরে একজন কেটলি হাতে চা-ও পরিবেশন করছে সকলকে। সে চায়ের ভাগ আমরাও পেলাম।

এই অবসরে পরিচিতও হলাম সকলের সঙ্গে। নাগমা অবশ্য এরই মধ্যে এক ফাঁকে আমাকে টিপে দিয়েছিল আমার এখানে আসার ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা যেন না করি। কেননা রঞ্জার পাহাড়ে ওই সর্প দেবতার মন্দিরে কেউ যাক এটা ওরা পছন্দ করে না।

যাই হোক, রান্না শেষ হতে অনেক রাত হল। আমরা বাংলোয় ফিরে এলে নাগমা ও তার বন্ধুরা আমাদের রুটি মাংস দিয়ে গেল। দিয়ে গেল শুধু নয় বসে থেকে পেট ভরে খাওয়াল।

সে রাতটা আরামেই ঘুমিয়ে কাটালাম। পরদিন সকাল হতেই দরজায় টোকা পড়তে উঠে বসলাম। দরজা খুলতেই হাসি হাসি মুখে কালুয়া বলল, 'চায়ে মালিক বাবুজি।'

বললাম, 'হ্যাঁ, চা তো খাব। তুই একা কেন, নাগমা কোথায়?'

'ঝরনা থেকে জল আনতে গেছে।'

একটু পরেই নাগমা এল। এসে চায়ের সরঞ্জাম রেডি করতে লাগল।

ততক্ষণে সুব্রতও উঠে বসেছে। পেস্ট ব্রাশ নিয়ে বলল, 'চল কাছেই একটা পাহাড়ি ঝরনা আছে ওখান থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসি।'

এই সুন্দর সকালে নাগচম্পার রমণীয় প্রকৃতির দৃশ্য দেখে এমনই অভিভূত হলাম যে তা বলবার নয়। কাছে দূরের ছোট বড় পাহাড়গুলোতে কতই না রঙের বাহার। তেমনি নয়নমনোহর রূপ এখানকার বনশ্রীর। তার চেয়েও চমকপ্রদ যা তা হল যেখানে সেখানে সাপের কুণ্ডলী ও সাপেদের অবাধ বিচরণ। কতকগুলো মেয়ে বেদেনিদের মতো সাপকে গলায় জড়িয়ে আদরও করছে। দৃশ্য অপূর্ব এবং পরমাশ্চর্যের। ঝরনার ধারেও পাহাড়ের বোল্ডারে বড় বড় সাপ। দেখে গা শিউরে উঠল ভয়ে। রঞ্জার পাহাড়ে তা হলে না জানি কী দারুণ সাপের উপদ্রব।

আমি অনেকক্ষণ ঝরনাতলার নির্জনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ

BanglaBook.org

করতে লাগলাম। স্নানের জন্যও দারুণ উপযুক্ত এই জায়গাটা। সুব্রত আমার আগেই মুখ ধুয়ে চলে গেছে। আমার কিন্তু এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে একদমই মন চাইছে না।

এমন সময় কালুয়ার ডাক আবার শুনতে পেলাম— 'চায়ে মালিক বাবুজি!'

এখান থেকে সামান্য দূরত্বেই আমাদের বাংলোটা। তাই ডাক শুনেই তন্ময়তা কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম বাংলোর দিকে। দারুণ সুন্দর জায়গা। সুবর্ণগোলক মাথায় থাক, এই জায়গায় কিছুদিন থাকতে পারলে মনের মণিকোঠাতেই অনেক সম্পদ জমা হয়ে যাবে।

আমি বাংলোয় যেতেই নাগমা বলল, 'এত দেরি করলেন কেন বাবুজি? ভাইয়াজি কখন চলে এসেছে। সাপ দেখে ভয় পাচ্ছিলেন নাকি?'

আমি হেসে বললাম, 'না না তা কেন? আসলে ওই জায়গাটা আমার এত ভাল লেগে গেছে যে আমি চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

সুব্রত বলল, 'তোর জন্য আমরাও কেউ চা খেতে পারিনি।'

নাগমা ততক্ষণে কেক ভাগ করে দিয়েছে আমাদের সবাইকে। কালুয়া কেটলিতে করে চা পরিবেশন করতে লাগল।

সুব্রত বলল, 'ঝাড়সুগড়ার চা। কাসারদার মারফত নিয়ে আসি। ওর রানিং স্টাফরা কেক, বিস্কুট, চা নিয়ে আসে ওর আমার দু'জনের জন্যই।'

চা-পর্ব শেষ হলে নাগমা বলল, 'কাল রাতে তো মাংস খেয়েছেন বাবুজি। আজ বরং নদী থেকে মাছ ধরে আনি। পরে একদিন সারস ধরে মাংস খাওয়াব।'

আমি বললাম, 'তা হলে শোনো বলি, অত মাংসের প্রতি লোভ আমার নেই। তুমি বরং রোজ আমার জন্য মাছই ধরে এনো। তা মাছ এখানে ধরবে কোথায়, নদীতে?'

'হ্যাঁ, এই ঝরনাটাই যেখানে নদী হয়েছে সেখানে ছোট ছোট অনেক মাছ পাওয়া যায়। ছাঁকনি জালে ধরা পড়ে।'

সুব্রত বলল, 'যা না তুই ওর সঙ্গে। একটু আগে ঝরনায় মজেছিস এবার নদীতে হাবুডুবু খাবি। অমনি সেই সুযোগে এলাকাটাও ঘুরে দেখা হবে। ওখানে কত সারস বক আর চখা-চখি, দেখতে পাবি।'

আমি বললাম, 'দেখব, তবে ধরব না, মারব না।'

BanglaBook.org

নাগমা বলল, 'আপনি তা হলে একটু বসুন বাবুজি। আমি ছাঁকনি জালটা নিয়ে আসি।' বলে কালুয়াকে বলল, 'তুই ততক্ষণ জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ নিয়ে আয়। বেশি দেরি করবি না কিন্তু।'

কালুয়া বলল, 'তুই মাছ ধরতে যা না। আমি আমার কাজ ঠিক করব।'

নাগমা চলে গেল।

সুব্রত বলল, 'আমার একটা কাজ করে দিবি কালুয়া?'

'কী কাজ ভাইয়াজি?'

'ওই রঞ্জার পাহাড়ের নীচে ছোট্ট একটা গুহা আছে। তুই ওই পর্যন্ত আমার পেট্রোল রাখার জায়গা আর স্প্রে মেশিনটা নিয়ে যাবি। পরের ব্যাপারটা আমি সামলে নেব।'

কালুয়া কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'এইসব মতলব কেন করছেন ভাইয়াজি? ও জায়গা ভাল নয়।'

'ভাল নয় জেনেই তো করছি। কী হয় ওখানে, কীসের বিপদ ওখানে তা জানতে হবে না? সবাই একজোটে ভয় পেলে কী করে হবে? ওখানে যাতে সবাই আমরা যেতে পারি সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি।'

কালুয়া বলল, 'তা হলে বাবু আমিও যাব আপনার সঙ্গে। আগে কাঠকুটোগুলো এনে দিই। না হলে নাগমাটা এসে চেঁচাবে।' বলেই চলে গেল কালুয়া।

আমি সুব্রতকে বললাম, 'তুই তা হলে সত্যিই যাবি?'

'যাব বলেই তো এখানে এসে ডেরা বেঁধেছি। যেতে আমাকে হবেই।'

'তুই যদি একান্তই যাস, আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

'যাবি। তবে এখনই নয়। এমন এক পাহাড়িয়া মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছি, এদিক সেদিক একটু ঘোর না ওর সঙ্গে। ভাল লাগবে। এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির সঙ্গে সবকিছুই এনজয় কর।'

'তা তো করবই। যদি তোর কোনও বিপদ হয়?'

'হবে না। স্প্রে করে পেট্রোল ছিটিয়ে অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দেব ওখানে। তা ছাড়া কালুয়াটা তো যেতে রাজি হয়েছে আমার সঙ্গে। তেমন কোনও বিপদ বুঝলে ওই এসে খবর দেবে। তবে নাগমাকে যেন এখনই জানাস না আমার এই যাওয়ার কথাটা।' তারপর বলল, 'সন্ধের মধ্যে যদি না ফিরি তা হলে জানবি আমাদের কোনও বিপদ হয়েছে।'

BanglaBook.org

বলতে বলতেই নাগমা এল ওরই সমবয়সি দুটি মেয়েকে নিয়ে। ওরা কাল সন্ধেতেও এসেছিল দুধ মুড়ি আর কলা নিয়ে। নাগমা এসেই বলল, 'আসুন বাবুজি।'

আমি সুব্রতর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওদের সঙ্গে নদীতে গেলাম।

নদী এখানে আছে। সেটা এখান থেকে অনেক দূরে। এখানে যেটা আছে সেটা এই পাহাড়িয়া ঝরনারই ধারা। ছোট বড় মাঝারি সাইজের নানা রঙের পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে কল্লোল তুলে বয়ে চলেছে। গ্রামের প্রান্তসীমায় যেখানে নদীটা একটু প্রশস্ত নাগমারা সেখানেই নিয়ে এল আমাকে। এই জায়গাটা যেন সৌন্দর্যের খনি। অদূরেই দেখা যাচ্ছে ঘন বনাবৃত রঞ্জার সেই পাহাড়টা।

নাগমা বলল, 'ওই যে দেখছেন পাহাড়টা, ওরই চূড়ায় সর্পদেবতার মন্দির। বিষাক্ত নাগেরা ওখানে সবসময় ফোঁস ফোঁস করে। ওখানে যাওয়া আর মরণকে ডেকে আনা একই ব্যাপার।'

শুনে আবারও আমার বুক কেঁপে উঠল। সুব্রত সব জেনেশুনেও কোন সাহসে ওখানে যায়? আর কালুয়া? সে তো সেধেই গেল ওখানে। সুব্রত বলল, ওই পাহাড়ের নীচে একটা ছোট্ট গুহা আছে। ওই গুহার সন্ধান ও পেল কী করে? তবে কি কোনওদিন লুকিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছে ও? হতে পারে। ডাকাবুকো ছেলে সুব্রত। ওর অসাধ্য কিছু নেই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে নাগমা বলল, 'এ বাবুজি! আপনি এমন চুপ হয়ে গেলেন কেন? কিছু কথা তো বলুন।'

আমি চিন্তার জাল ছিঁড়ে বললাম, 'তোমার ওই ভাইয়াজির কথা ভাবছিলাম। ও তো আসতে পারত এখানে।'

নাগমা হেসে বলল, 'ভাইয়াজির এত সব ভাল লাগে না। সে নাই বা এল। আমি তো আছি। আমাকে ভাল লাগছে না?'

আমি ওর সৌন্দর্যে ভরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমাকে ভাল লাগবে না তা কি হয়? কত সুন্দর তুমি। তোমার সঙ্গিনী যারা তারাও সুন্দরী। তোমাদের রূপের কি তুলনা হয়? আমার জীবনে তোমাদের মতো সহজ সরল মেয়ে আমি কখনও দেখিনি।'

নাগমা দারুণ খুশি হয়ে এবার আমার হাতে একটা টান দিয়ে বলল, 'আসুন বাবুজি, আপনাকে পাখি দেখাই। কত পাখি এখানে।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'পাখি তো দেখতে যাব কিন্তু যে কাজের জন্য এখানে আসা তার কী হল?'

নাগমা বলল, 'সে ব্যবস্থাও হচ্ছে। ওই দেখুন।'

দেখলাম নাগমার সঙ্গিনীরা কখন যেন ছাঁকনি জাল নিয়ে নেমে পড়েছে মাছ ধরার কাজে।

আমি নাগমার সঙ্গে ছোট্ট একটা টিলা পাহাড়ে উঠতেই দেখতে পেলাম পিছনের জলাভূমিতে সারস পাখির মেলা। কেমন নির্ভয়ে বিচরণ করছে। সেখানে আছে নানা ধরনের বক ও অজস্র টিয়াপাখির ঝাঁক। আরও কতরকমের পাখি যে আছে সেখানে তার ঠিক নেই। আর সেই জলাভূমির ওপরেই যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচিত্র বর্ণের হরিণের দল। এমন দৃশ্য যে কখনও দেখতে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

নাগমা বলল, 'কেমন দেখলেন বাবুজি?'

'অপূর্ব, তুমি আমাকে রোজ এখানে নিয়ে আসবে?'

'আমরা তো রোজই আসি এখানে। মাছ ধরতে পাখি শিকার করতে।'

'আমি যে ক'দিন আছি সে ক'দিন তোমরা শিকার ভুলে যাও। ওদের সুখ শান্তির স্বর্গে কোনও অশান্তি আসুক এটা আমি চাই না।'

নাগমার সঙ্গীরা তখন এসে হাজির হয়েছে সেখানে। ওদের মধ্যে থেকেই একজন বলল, 'শিকার না করলে আমরা বাঁচব কী করে বাবুজি? হরিণ আমরা সচরাচর মারি না। এইসব পাখি বা অন্য শিকার করতে হয়। নদীতে মাছও মেলে। এতেই আমাদের জীবন।'

আমরা অনেকক্ষণ সেই টিলার ওপর বসে জীবজগতের লীলা দেখে ধীরে ধীরে বাংলোয় ফিরলাম। বাংলোর সামনে তখন প্রচুর শুকনো কাঠ ডাঁই করা। তার মানে কালুয়া ও সুব্রত উধাও হয়েছে। কী বিপদ যে ঘটাবে ওরা তা কে জানে?

নাগমা বাংলোয় ঢুকেই বলল, 'কালুয়াটা মস্ত ফাঁকিবাজ। কাঠগুলো নামিয়ে দিয়েই উধাও হয়েছে। আর ভাইয়াজিও তো এই সময় চা জলখাবারের সময়। কোথায় যে গেল।'

আমি বললাম, 'যেখানেই হোক গেছে। তুমি আমাদের জন্য চা করো। ওরা যখন আসে আসবে।'

নাগমার সঙ্গিনীদের মধ্যে এষা ও শেষা নামে দুটি মেয়ে ছিল। দু'জনেই

BanglaBook.org

খুব হাসিখুশি ও মিশুকে। নাগমা ওদের বলল, 'এই তোরা যা না রে। খিদে পেয়েছে। কিছু একটা ব্যবস্থা কর। আমার ঘরে রাজহাঁসের অনেকগুলো ডিম আছে নিয়ে আয়।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল ওরা। একটু পরেই একগাদা মুড়ি পেঁয়াজ ইত্যাদি নিয়ে এল। সঙ্গে রাজহাঁসের ডিম কয়েকটা। একজনের হাতে গুড় ও সুজি।

সুব্রতর বাংলোয় স্টোভের ব্যবস্থা একটি নয় দুটি। টিন ভরতি কেরোসিনও মজুত। তবে এ শুধু একার জন্য। নাগমার দলবল এলে বেশি মাংস ইত্যাদি রান্না হলে তখন সবকিছু হয় বাইরের গাছতলায় কাঠের জ্বালে। তেমন ব্যবস্থাও করা আছে।

নাগমার দুই সঙ্গিনী এষা ও শেষা নাগমারই মতো চটপটে মেয়ে। নাগমা চায়ের জল চাপালে ওরা মুড়ি পেঁয়াজ ভাগ করতে বসল। শেষা একটা কড়া নিয়ে বাইরে গাছতলায় গেল কাঠের জ্বালে গুড়ের হালুয়া তৈরি করতে।

কিছু সময়ের মধ্যেই খাবার রেডি। আমরা বাংলোয় বসেই চা-মুড়ি ইত্যাদির পর হালুয়া খেয়ে পেট ভরালাম।

নাগমাকে বললাম, 'শোনো, এখন থেকে এষা ও শেষাও আমাদের পরিবারের একজন। সেইমতো রান্নার আয়োজন করো।'

'তা তো করব। কিন্তু কালুয়া আর ভাইয়াজি গেল কোথায়? বাংলো ছেড়ে ওরা তো কোথাও যায় না বড় একটা।'

'যেখানেই যাক সময়মতো ফিরে ঠিক আসবেই।'

নাগমা হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আমার কিন্তু অন্য সন্দেহ হচ্ছে। ভাইয়াজির বন্দুকটা তো ঝোলানো দেখছি না।'

'হয়তো শিকারে গেছে।'

'না কাল রাতে অত মাংস খাওয়ার পর আজ কোনও কিছুই শিকার করবে না ভাইয়াজি।' তারপর আমাকে চোখের ইশারায় বাইরে ডেকে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন ভাইয়াজি কোথায় গেছে। শুধু বন্দুক নয়, পেট্রোলের টিন, স্প্রে মেশিন সব কিছুই নিয়ে গেছে। সেইসঙ্গে কালুয়াটাও উধাও।'

নাগমার কাছে আর কোনও কিছুই গোপন করা উচিত নয় বলেই সব কথা খুলে বললাম ওকে। শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল নাগমা।

ওকে এইভাবে বসে পড়তে দেখে এষা ও শেষাও ছুটে এল।

BanglaBook.org

এষা বলল, 'কী হল নাগমা, এমন করে বসে পড়লি কেন?'

শেষা বলল, 'ভাইয়াজি নিশ্চয়ই কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে।'

এষা বলল, 'রঞ্জার পাহাড়ের দিকে যায়নি তো ভাইয়াজি?'

নাগমা ঠোঁটে তর্জনী রেখে উঠে দাঁড়াল এবার। বলল, 'ঠিক তাই। শুধু ভাইয়াজি নয় কালুয়াটাও গেছে সঙ্গে।'

'তা হলে এত ভয় পাবার কিছু নেই। ও ঠিক আগলে রাখবে ভাইয়াজিকে।'

নাগমা ঘাড় নেড়ে বলল, 'অসম্ভব, ওর সাধ্য নেই ভাইয়াজিকে রক্ষা করার। ওরা দু'জনেই শেষ হয়ে যাবে।'

শেষা বলল, 'তা হলে তো আমাদের উচিত এখনই গিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনা।'

এষা বলল, 'সকালেই যদি গিয়ে থাকে তা হলে এতক্ষণে ওরা আমাদের নাগালের বাইরে। অযথা ওখানে গিয়ে হয়রান হওয়াটাই সার হবে।'

নাগমা বলল, 'তা ছাড়া এখন দিনের আলোয় ওদিকে গেলেই কারও না কারও নজরে পড়ে যাব। যা করতে হবে তা চুপিচুপি। সন্ধের পর। জ্যোৎস্নার রাত কোনও অসুবিধেই হবে না।'

আমি বললাম, 'আমারও একই মত। ওরা তো বলেইছে সন্ধের মধ্যে ফিরে না এলে ধরে নিতে হবে ওরা আর ফিরবে না। তাই সারাটা বেলা দেখা যাক। ইতিমধ্যে ফিরে তো ওরা আসতেও পারে।'

নাগমা বলল, 'কেউ যদি সেধে নিজের মরণকে ডেকে আনে তো কী করা যাবে? নে ওদের কথা ভুলে এখন রান্নার আয়োজন কর। ব্যাপারটা সবাই গোপন রাখিস। সন্ধের মধ্যে যদি ওরা না ফেরে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। বাবুজিকে বাংলোয় রেখে আমরা তিনজনে যাব ওদের খোঁজে।'

আমি বললাম, 'বন্ধুর এই বিপদে আমি ঘরে থাকব এটা তুমি ভাবলে কী করে? ওর রিভলভারটা টেবিলে রাখা আছে আমি দেখেছি। কয়েকটা কার্তুজও আছে। তেমন বুঝলে ঠিকই লড়ে যেতে পারব আমি।'

'আপনাকে আর অত বাহাদুরি দেখাতে হবে না। হাতে বন্দুক পেট্রল থাকা সত্ত্বেও আপনার বন্ধু যদি না ফেরে তো ওইটুকু ছোট্ট একটা যন্ত্র দিয়ে আপনি কী করবেন? আমরা জঙ্গলে সাপেদের সঙ্গে বাস করি। জঙ্গলের ভয়াবহতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। আমরা যা পারব আপনি তা পারবেন না।'

BanglaBook.org

তারপর মুখ নামিয়ে আস্তে করে বলল, 'তা ছাড়া একসঙ্গে দু'জনকেই আমি হারাতে পারব না।'

আমি বললাম, 'তা কেন, হারালে সবাই আমরা একই সঙ্গে হারিয়ে যাব।'

নাগমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'বাবুজি!'

আমি অনেক আদরে ওর গাল দুটো ধরে বললাম, 'এমন হওয়াটাই কি ভাল নয়?'

আর কোনও কথা না বলে কাজে মেতে গেল নাগমা। বাংলোর বাইরে কাঠের জ্বালে রান্না হতে লাগল। এষা শেষা ওদের বাড়ি থেকেও কত কী আনাজপত্তর নিয়ে এল। আর আমি সুব্রতর রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে চারদিক ঘুরে নাগচম্পার শোভা সৌন্দর্য দর্শন করতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে বেলা অনেক হল। সেই শান্ত স্নিগ্ধ ঝরনার জলে স্নান করে দেহ শীতল করলাম। এরপর সবাই মিলে খাওয়া দাওয়ার পাটও সেরে নিলাম সময়মতো। কত কী রান্না করেছিল ওরা। বুনো শাক, আলু-বেগুন ভাজা, একটা পাঁচমিশেলি তরকারি, ডিমের ওমলেট আর চুনো মাছের ঝাল। খেয়ে তৃপ্তিতে ভরে উঠল দেহ মন। শুধু একটাই যা বিষাদের সুর রয়ে গেল। সুব্রত ও কালুয়া ফিরে এল না বলে।

নাগমা, এষা ও শেষা বিদায় নিল। যাবার আগে নাগমা বলে গেল 'আমি না আসা পর্যন্ত আপনি ঘর থেকে বেরোবেন না। কোথাও যাবেন না। ইতিমধ্যে ওরা ফিরে এলে হাঁক দিয়ে ডাকবেন।'

ওর কথামতো আমি দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে যখন হয় হয় ঠিক তখনই ওরা এসে হাজির হল। নাগমা, এষা ও শেষা। আর ওদের সঙ্গে ভয়ংকর চেহারার এক পাহাড়ি কুকুর রুরু।

নাগমা বলল, 'ওরা এখনও ফিরে আসেনি তো?'

'না।'

'আর হয়তো কখনও ফিরে আসবে না ওরা। আপনি কিন্তু এখনও ভেবে দেখুন কী করবেন।'

'নিজের জীবন দিয়েও আমি যে কাপুরুষ নই সেটাই এবার প্রমাণ করব।'

BanglaBook.org

'তা হলে যাবার জন্য তৈরি হন। একটু চা করি খান। খেয়ে দিনের আলো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

এষা আর শেষা নাগমাকে সাহায্য করতে লাগল।

আমি পোশাক পরিবর্তন করে নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। রিভলভার, টর্চ ইত্যাদি যথাস্থানে নিয়ে সেই ভয়ংকর রুরুর সঙ্গে আলাপ জমাতে লাগলাম। রুরু আমার গা পা শুঁকে আমার প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল। ওকে আদর করে দুটো বিস্কুট ও এক টুকরো কেক দিতে ওর আনন্দের আর শেষ রইল না।

ইতিমধ্যে চা তৈরি হলে চা-পর্ব শেষ করলাম আমরা।

নাগমা এষাকে বলল, 'যেগুলো নিতে বললাম সেগুলো নিয়েছিস?'

'ঠিক জায়গাতেই রেখে এসেছি ওগুলো।'

নাগমার চোখের ইশারায় এবার রওনা হলাম আমরা। এখানকার গভীর জঙ্গলে রুরুই যেন আমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে এগিয়ে চলল। বাংলো থেকে বেরিয়ে কিছুদূর আসার পরই এষা বলল, 'একটু দাঁড়াও, ওগুলো সঙ্গে নিই।'

একটা বড় পাথরের আড়ালে দুটো মশাল ও তিনজনের তিরধনুক রাখা ছিল। সেগুলো কাঁধে নিয়ে নাগমার হাতে একটা কুড়ুলও ধরিয়ে দিল এষা।

বনপথ পার হয়ে একসময় আমরা রঞ্জার পাদদেশে এলাম। এখানে একটি ছোট্ট অপরিসর গুহার সামনে থমকে দাঁড়ালাম আমরা। সুব্রত কালুয়াকে এই পর্যন্ত পেট্রলের টিন ও স্প্রে করার যন্ত্রটা বয়ে আনতে বলেছিল। তাই টর্চের আলো ফেলে ওদের এখানে আসার কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা তা দেখতে লাগলাম। রুরু মাটি শুঁকে কোনও কিছুর গন্ধ আবিষ্কার করতে লাগল। গুহার ভেতরটাও ঘুরে এল এক পাক। কিন্তু ওর কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

নাগমা বলল, 'আর এখানে সময় নষ্ট নয়। এগিয়ে চলুন' বলে এষা ও শেষাকে বলল, 'এবার কিন্তু খুব সাবধানে এগোতে হবে। ওপরে ওঠার কোথাও কোনও পথরেখা দেখছি না। সাপের রাজত্ব এখানে। মশালগুলো জ্বেলে সতর্ক হয়েই যেতে হবে সকলকে।'

এষা ও শেষা মশাল জ্বেলে নিজেরা নিয়ে নাগমার হাতে দিল। এই গভীর নির্জন বনে পাহাড়ে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে জ্বলন্ত মশালের আলোয় এই তিন অরণ্যকন্যার যে আশ্চর্য রূপ দেখলাম তা দেখে মোহিত হলাম। ওদের

BanglaBook.org

তেজদীপ্ত মুখমণ্ডলে যেন এক স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত হয়েছে। এক এক সময় মনে হতে লাগল এরা মর্তের মানবী নয়। নাগচম্পার রঞ্জা পাহাড়ে এরাই হল নাগদেবী।

আমরা যখন খুব সন্তর্পণে পাহাড়ের চড়াই অতিক্রম করছি ঠিক তখনই রুরুর চিৎকারে কেঁপে উঠল পাহাড় ও বনভূমি। দেখা গেল অদূরেই কতকগুলো ময়াল সাপ বড় একটি গাছের ডালে পাক খেয়ে মুখ দোলাচ্ছে।

এষা ও শেষা মশাল নিয়ে এগিয়ে যেতেই জব্দ হল তারা। আগুনকে ভয় সকলেরই। মুখ দোলানো বন্ধ হতেই আমরা জায়গাটি অতিক্রম করে এগোতে লাগলাম। খানিক এগোনোর পর একটা পোড়া গন্ধ নাকে এল। দেখা গেল একদিকের শুকনো গাছপালা পুড়ে ছাই। কোনওখানে ধিকিধিকি আগুন তখনও জ্বলছে।

নাগমা বলল, 'ভাইয়ারা তা হলে এই পথেই গেছে।'

অতএব আমরা সেই দগ্ধ স্থানের ভেতর দিয়েই ওপরে উঠতে লাগলাম। বড় বড় পাথরের বাধা অতিক্রম করে এই পাহাড়ে ওঠা যে কী দারুণ কষ্টসাধ্য তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

হঠাৎ কী দেখে যেন দ্রুত অনেকটা ওপরে উঠে ঘেউ ঘেউ করে ঘনঘন ডাক ছাড়তে লাগল রুরু।

নাগমা বলল, 'নিশ্চয়ই সেরকম কিছু একটা দেখেছে ও। না হলে তো এমনভাবে চেঁচাবে না।'

এষা আর শেষা হরিণীর গতিতে দ্রুত ওপরে উঠে গেল। গিয়ে মশাল দুলিয়ে ডাকতে লাগল আমাদের।

আমরা বহুকষ্টে পাথরের খাঁজে পা রেখে ওপরে উঠতে লাগলাম। নাগমা চড়াই অতিক্রম করে খানিক উঠেই হাত ধরে টেনে তুলল আমাকে। একসময় সেই জায়গায় পৌঁছেই একটি বড় গুহার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আর এখানে এসেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখলাম কতকগুলো অতিকায় অজগর সুব্রত ও কালুয়াকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে যে ওই সাপেদের কবল থেকে ওদের মুক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার।

মশালের আলোয় আমাদের দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল সুব্রত, 'পালা পালা, শিগগির পালা এখান থেকে। না হলে কেউ বাঁচবি না।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'সন্ধান যখন পেয়েছি তখন তোদের মুক্ত না করে আমরা ফিরছি না। তোদের জন্যই তো এখানে আসা আমাদের।'

'এমন ভুল করিস না বলছি। এই অবস্থায় কী করে উদ্ধার করবি আমাদের?'

'জানি না কীভাবে কী করব। তবুও দেখা যখন পেয়েছি তখন শেষ চেষ্টা তো করতেই হবে। তোর সেই পেট্রলের টিন দুটো কোথায়? কোথায় সেই স্প্রে করার যন্ত্রটা?'

'ওগুলো ওপরে আছে। ও দিয়ে কিচ্ছু হবে না। এই গুহার মাথাতেই সর্পদেবতার মন্দির। ওখানেই আমরা পেট্রল ছিটিয়ে স্প্রে করছিলাম। আগুন ধরাবার সময় পাইনি। হঠাৎই একদল ভালুকের তাড়া খেয়ে এই গুহায় আশ্রয় নিতে গিয়েই বিপত্তি।'

নাগমা বলল, 'কোনও ভয় নেই ভাইয়াজি। আমরা যখন এসে পড়েছি তখন তোমাদের ওই সাপের কবল থেকে উদ্ধার না করে ফিরব না।' বলে এষা ও শেষাকে বলল, 'তোরা এখানেই থাক। যে-কোনও একটা উপায় বার করে একটু চেষ্টা করে দেখ ভাইয়াজি আর কালুয়াকে সাপের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারিস কিনা। আমি বাবুজিকে নিয়ে ওপরে উঠছি।'

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নাগমা আর আমি সেই বিশাল গিরিগহ্বরের উচ্চস্থানে উঠতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পর যখন ওপরে উঠলাম তখনই বুঝলাম কী ভয়ংকর সেই স্থান। চারদিকে সাপের ফণার মতো বড় বড় পাথরের সারি যেন সমুদ্রের তরঙ্গের আকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝের জায়গাটা রুপোর পাতের মতো চিকচিক করছে। যেন রাশি রাশি অভ্রের কণা সঞ্চিত আছে সেখানে। তার ওপর চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। সেই অভ্রস্তরের অপর প্রান্তেই সর্পদেবতার মন্দির। বহুদিনের পুরনো সেই মন্দির। বড় বড় গাছপালার আলিঙ্গনে জঙ্গলাকীর্ণ।

নাগমা বলল, 'ওই মন্দিরেই আছে সেই সুবর্ণগোলক। যার আকর্ষণে এসে কতকগুলো জীবন অকালে নষ্ট হয়েছে।'

জায়গাটা এমনই আলোকিত যে এখানে মশাল ও টর্চ কোনও কিছুরই দরকার হয় না। এখান থেকেই দেখতে পেলাম মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি জায়গায় পেট্রলের টিন দুটো কাত হয়ে পড়ে আছে। স্প্রে করা যন্ত্রটাও গড়াগড়ি খাচ্ছে এক জায়গায়।

BanglaBook.org

আমি যখন সেই জিনিসগুলো নিয়ে আসবার জন্য কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি ঠিক তখনই মনে হল ক্রমশ যেন শূন্যে উঠে যাচ্ছি। অক্টোপাশের মতো একটা কী যেন আমাকে জড়িয়ে ধরে বড় একটা গাছের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম, 'না-গ-মা।'

নাগমাও চিৎকার করে উঠল, 'বা-বু-জি।'

এই মুহূর্তে আমি যে কীভাবে মুক্তি পাব এই সর্পবন্ধনী থেকে তা ভেবে পেলাম না। হাতের রিভলভার হাতেই রইল। কিছুই করতে পারলাম না। গুলিটা করব কাকে?

তবে আমার এই বিপদে নাগমা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠল। মশাল ফেলে সে তির নিক্ষেপ করতে লাগল আমাকে বাঁচিয়ে সাপটাকে লক্ষ্য করে। তিরবিদ্ধ হয়ে সাপের বন্ধন শিথিল হতেই আমি গাছের ডাল ধরে কোনওরকমে মুক্ত করলাম নিজেকে। ওদিকে তখন আর এক বিপর্যয়। নাগমার ফেলে দেওয়া মশালের আগুনে তখন স্প্রে করা পেট্রলের অংশগুলো এমনকী শুকনো গাছপালাগুলোও দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। সে কী ভয়ানক কাণ্ড।

নাগমা চিৎকার করে উঠল, 'বাবুজি! শিগগির নেমে পড়ুন। না হলে পালাতে পারবেন না।'

আমি কোনওরকমে গাছের ডাল ধরে ঝুলে নামতেই নাগমা আমার একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল। বলল, 'পিছনে তাকাবেন না। ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে। দাবানলের মতো ধেয়ে আসছে আগুনের শিখা।'

সত্যই তাই। খ্যাপা কুকুরের মতো যেন আমাদের তাড়া করে আসছে আগুনের শিখা। পিছনে ফেরার আর কোনও পথ নেই। আমাদের বিপদ বুঝে রুরু ভীষণ চিৎকার করছে। আমরা প্রাণপণে ছুটে চলেছি সেই সর্পদেবতার মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের কাছাকাছি রঞ্জার একটি উচ্চ শিখর ছিল। সেটি ছিল নিরেট কালো পাথরের। সেখানে সামান্য কিছু তৃণগুল্ম ছাড়া কোনও গাছপালা ছিল না। নাগমা বলতে গেলে আমাকে টেনে হিঁচড়ে তার মাথায় ওঠাল। এতক্ষণে একটু নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এখানে না আছে সাপের উপদ্রব না আগুনের আমন্ত্রণ।

জ্যোৎস্নারাতের চন্দ্রালোকে রঞ্জাপাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় নাগচম্পার এক

BanglaBook.org

অরণ্যকন্যার পাশে বসে নিজেকে আমার পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে হল। বনভূমির অগ্নিশিখায় নাগমার যে অপরূপ রূপ দেখলাম তা দেখে নয়ন মন আমার ভরে গেল। সুব্রত, কালুয়া, এষা, শেষা এই মুহূর্তে আমার কারও কথা মনে হল না। আমার মন প্রাণ সবকিছুই জুড়ে আছে তখন নাগমা আর নাগমা।

এই আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশে আমি শুধু নাগমাকে দেখি, নাগমা আমাকে। একসময় কী ভেবে যেন আমার কাঁধে মাথা রাখল নাগমা বলল, 'বাবুজি!'

'বলো।'

'আজকের এই রাতটা ভারী সুন্দর তাই না? আর ওই চাঁদটাকে দেখুন।'

'আমি শুধু তোমাকে দেখছি। তোমার চেয়ে সুন্দর ওই চাঁদটা নয়।'

নাগমা এবার আরও আবেগ নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি এখান থেকে কখনও যাবেন না বাবুজি।'

আমি হেসে বললাম, 'বেশ, যদি তুমি বা তোমরা আমাকে এখানে আগলে রাখতে পারো তা হলে এখানেই থেকে যাব।'

ঠিক এই আবেগপ্রবণ সুন্দর মুহূর্তটিতেই প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চারদিক। শুকনো গাছপালা ও তৃণভূমির ওপর দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা সেই পেট্রলের টিন দুটোকে গ্রাস করল। যদিও সে-দুটোর অনেকটাই খালি তবুও যা ছিল তা সশব্দে ছিটকে এসে একটা সর্পদেবতার ভগ্ন মন্দিরে পড়ল। আর একটা পড়ল অভ্রস্তরের মাঝখানে। বিস্ফোরণ সেখানেই। অভ্রস্তরের মাঝখানে কী ছিল কে জানে? সেখান দিয়ে অগ্নিকুণ্ডলী আকাশ ছুঁতে লাগল। আর কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সর্বত্র। আমরা চোখকান বুজে সেখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। দারুণ উত্তাপে ও পোড়া গন্ধে অস্থির হয়ে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়েই পিছু হটতে লাগলাম। শত শত নাগ-নাগিনারাও গর্ত থেকে বেরিয়ে জঙ্গল ছেড়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। আমরাও পিছু হটতে হটতে বড় তিনটি পাথরের খাঁজে এসে আশ্রয় নিলাম।

প্রায় সারারাত আমাদের একইভাবে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কাটল। রাত্রিশেষে আগুন ও ধোঁয়ার দাপট কম হলে আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে এলাম। কিছু কিছু জায়গায় আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। ওতে আমাদের কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে জায়গাটা বেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে।

BanglaBook.org

আমরা সেই উচ্চস্থান থেকে নেমেই দেখলাম অভ্রময় জায়গাটি একটি গহ্বরে পরিণত হয়েছে। সেখানে টলটল কালো জল। অভ্রের মতো যে ধাতুটা ওপরে সরের মতো জেগে ছিল সেটি অগ্নিদগ্ধ হতেই দহটা প্রকট হয়েছে।

নাগমা বলল, 'চলুন বাবুজি, আগে গিয়ে ওই মন্দিরে দেখি সেখানে সত্যিই কিছু আছে কিনা?'

কৌতূহল আমারও কিছু কম ছিল না। বললাম, 'চলো তো দেখি।'

আমরা দু'জনে ধীর পায়ে সেই মন্দিরের দিকে যখন এগোলাম তখন আগুনের প্রভাব সেখানে নেই। ছোট বড় নানারকমের পাথর দিয়ে তৈরি বহু পুরাতন জীর্ণদশা প্রাপ্ত মন্দিরটি তখন পিছনের খাদের দিকে হেলে পড়েছে। আমরা টর্চ জ্বেলে সেই মন্দিরে প্রবেশ করতেই চোখ যেন ঝলসে উঠল। স্বচক্ষে দেখলাম কিংবদন্তি মিথ্যা নয়। বড় বড় পাঁচটি সুবর্ণগোলকের ওপর একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সত্যিই শোভা পাচ্ছে সেখানে। তবে সাপের কোনও অস্তিত্ব নেই। আগুন লাগতেই প্রাণ বাঁচাতে সরে গেছে তারা।

গহ্বরের ওপার থেকে তখন এষা ও শেষা আমাদের দেখতে পেয়ে মশাল নেড়ে ডাকছে।

দুর্দান্ত রুরু ঘেউ ঘেউ শব্দ তুলে ছুটে আসছে আমাদের দিকে।

আমরা দেখলাম সুব্রত ও কালুয়াও আছে ওদের সঙ্গে।

নাগমা চিৎকার করে বলল, 'তোরা ওখানে কেন? এখানে আয়। সর্পদেবতার মন্দিরে সুবর্ণগোলক দেখে যা।'

একবার শুধু ডাক দেওয়ার অপেক্ষা। অধীর আগ্রহ নিয়ে ওরা দহের পাশ দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

সুব্রত এসেই বলল, 'সুবর্ণগোলক সত্যিই আছে? কই কোথায় সেই রত্নভাণ্ডার?'

পাঁচ পাঁচটি সুবর্ণগোলক ও তেমনই বড় আকারের হীরকখণ্ডটি দেখে ওর যেন বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সুব্রত চিৎকার করে বলল, 'সাত রাজার ধন এক মানিক। এ সবই আমার। তোরা যেন কেউ এর থেকে ভাগ চাইবি না। এ আমি কাউকে দেব না কিন্তু।'

আমি হেসে বললাম, 'এই সম্পদ নেবার কারও কোনও অধিকারই নেই। ওর প্রতি লোভ নেই আমাদের কারও। তুই যদি নিতে চাস তো নে।'

সুব্রত দু'হাত বাড়িয়ে যেই সেদিকে এগোতে যাবে অমনি হয়ে গেল

BanglaBook.org

বিপর্যয়। নাগমা আমাকে, এষা ও শেষা সুব্রতকে এক ঝটকায় সরিয়ে না নিলে কী যে হত তা কল্পনাও করা যায় না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখানেই মন্দিরের ছাদ ভেঙে একটা বড় পাথর হঠাৎই ধ্বসে পড়ল। কালুয়া বাইরে ছিল তাই ওর কোনও ভয়ের ব্যাপার হল না। আর সেই পাথরের চাঁইটা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের হেলে যাওয়া অংশটা সশব্দে ভেঙে পড়ল পিছনের খাদে। আর কী হল? সেই সুবর্ণগোলক ও হীরকের খণ্ডটা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে গড়াতে গড়াতে ছিটকে পড়ল গহ্বরের দহে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে সব দেখলাম। কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারলাম না। করা সম্ভবও ছিল না।

সুব্রত দু'হাতে নিজের চুলগুলো মুঠো করে বসে পড়ল সেখানে।

আমরাও নির্বাক হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

নাগমা বলল, 'আর এখানে থাকা কেন? চলুন বাবুজি, ভোর হয়ে আসছে।' বলে এষা ও শেষাকে বলল, 'তোরা ভাইয়াজিকে সামাল দে। ধরাধরি করে নিয়ে আয়। কালুয়া তুই আগে চল।'

নাগমার কথামতো রুরুকে নিয়ে কালুয়া আগে চলল। তার পিছনে বিমর্ষ সুব্রতর দু'দিকের দুটো হাত ধরে এষা ও শেষা। সবার পিছনে আমি ও নাগমা। ভোরের আলোয় সেই বিপজ্জনক পথ দেখে রঞ্জা পাহাড় থেকে যখন আমরা বাংলোয় ফিরলাম তখন পুবের আকাশ সবেমাত্র লাল হয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মাধোপুরার আতঙ্ক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সেইসব সোনালি দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখন স্বপ্ন বলেই ভ্রম হয়। সবে কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করে চুপচাপ বসে আছি। কনকনে শীতের দুপুর। পিয়ন এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। রুদ্রনীলের চিঠি। ও লিখেছে, 'পত্রপাঠ গোন্ডিয়ায় চলে আয়। বিশেষ প্রয়োজন তোকে।'

চিঠিটা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। কী ব্যাপার, কেন, কীসের প্রয়োজন আমাকে সেসব কিছুই লেখেনি চিঠিতে। শুধু ওর ওখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ। ওর এই আমন্ত্রণের মধ্য দিয়েই কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলাম আমি। দু'জনে একসঙ্গে রাইফেল ট্রেনিং ক্লাবের সদস্য হয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করতাম। তারপর ও চলে গেল গোন্ডিয়ায় রেলের সিগন্যাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়ে। পরে দু'-একবার পত্র মারফত যোগাযোগ থাকলেও দীর্ঘ এক বছর কোনও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ছিল না। হঠাৎই এই চিঠি।

কোথাও যাবার কোনও আমন্ত্রণ পেলে আমি নিজের মধ্যে আর নিজে স্থির থাকি না। তাই কোনওরকম চিন্তাভাবনা না করেই ব্যাগ গোছাতে লাগলাম। লাইসেন্স প্রাপ্ত পিস্তলটাও নিলাম সঙ্গে। বাড়িতে জানালাম, আজই রাতের গাড়িতে আমি উধাও হয়ে যাচ্ছি। কবে যে ফিরব তার কোনও ঠিক নেই।

আমার এই খামখেয়ালিপনার ব্যাপারটা সবাই জানে। তাই বাড়ির দিক থেকে কোনও বাধা এল না। বউদি গাড়ির জন্য রাতের খাবার তৈরি করে দিলেন।

আমি নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে এসে টিকিট কেটে কুলিকে পাঁচটা টাকা দিতেই সাধারণ বগিতে একটা বাঙ্ক পেয়ে গেলাম। ট্রেন ছাড়লে রাতের খাওয়া সেরে কম্বলটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে লাগলাম। এক রাতের জার্নি। ট্রেন গোন্ডিয়ায় পৌঁছোবে বেলা এগারোটা নাগাদ।

দেখতে দেখতে রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে ট্রেন বিলাসপুরে পৌঁছোলে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতরাশ সেরে নিলাম। বাঙ্ক থেকে নেমে নীচে জানলার ধারে একটা সিটে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচিত্র পোশাক

BanglaBook.org

পরা একদল ছত্তিশগড়িয়ার আবির্ভাবে ট্রেনের কামরা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এসে যখন গোন্ডিয়ায় পৌঁছোল বেলা তখন এগারোটা।

গোন্ডিয়ায় আমি এর আগে কখনও আসিনি। এর ওপর দিয়ে গেছি বেশ কয়েকবার। তবে অবতরণ এই প্রথম। চিঠিতে ওর কোয়ার্টারের ঠিকানা দেওয়া ছিল। তবু আমি কোয়ার্টারে না গিয়ে স্টেশনেই ওর খোঁজ নিলাম। কেননা এখন ওর কর্মস্থলেই থাকার কথা। স্টেশনের দু'-চারজনকে জিজ্ঞেস করতেই সন্ধান পাওয়া গেল ওর। আমাকে প্লাটফর্মে বসিয়ে রেখে একজন গিয়ে ডেকে আনল রুদ্রনীলকে।

ও এসে আমাকে দেখেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি তুই যে আসতে পারবি তা কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চিঠি কবে পেলি?'

'গতকালই পেয়েছি। তোর কথামতো পত্রপাঠ বেরিয়ে পড়েছি।'

'খুব ভাল করেছিস।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'সেটা এখনই বলা যাবে না। কোয়ার্টারে চল, সব বলছি। তুই যখন এসে পড়েছিস তখন আর দেরি করব না। কাল সকালেই রওনা দেব।'

আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না কোথায়। কেননা ও এখন কিছুই বলবে না। তাই ওকে অনুসরণ করেই ওর কোয়ার্টারের দিকে চললাম। সামান্য পথ গিয়েই ওর কোয়ার্টারে পৌঁছোলাম। খুব একটা উচ্চমানের কোয়ার্টার নয়। তা সে যেমনই হোক, একটা আশ্রয় তো।

আমাকে ওর ঘরে বসিয়ে ও বলল, 'জাস্ট এ মিনিট। একটু বোস। আমি পাশের দোকান থেকে কিছু নিয়ে আসি। তারপর রান্নাবান্না করব।'

আমি মুখ হাত ধুয়ে ওর বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিলাম।

রুদ্র ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

কিছু সময়ের মধ্যেই ফিরে এল ও একগাদা জিলিপি শিঙাড়া আর লাড্ডু নিয়ে। বলল, 'গোন্ডিয়ার লাড্ডু, খেয়ে দেখ, মুখে লাগবে।'

আমরা দু'জনে মজা করে তাই খেতে লাগলাম। এরই মধ্যে এক ফাঁকে ও স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে দিল।

খেতে খেতেই রুদ্র বলল, 'এখন আমার মর্নিং ডিউটি। সকাল ছ'টা থেকে

BanglaBook.org

দুপুর দুটো। সেজন্যে রান্নাবান্না কিছু করিনি। একজনকে টাকা দিয়েছি। ও মাছ এনে দেবে।'

আমাদের জলযোগ পর্ব শেষ হলে চা খেলাম।

এরই মধ্যে একজন এসে খানিকটা ভেটকি মাছ আর টক দই দিয়ে গেল।

রুদ্র বলল, 'গরম ভাত, আলুভাজা, ভেটকি মাছের ঝাল আর খাট্টা দই। জমবে ভাল কী বল?'

বললাম, 'চমৎকার।'

'রাতের মেনু হচ্ছে বাজারের গরম রুটি আর ঘরে তৈরি মুরগির মাংস। সেই সঙ্গে লাড্ডু আর গোলাপ জামুন। একার জন্য রুটি আমি বানাই না। দোকান থেকে নিয়ে আসি।'

'খুব ভাল ব্যবস্থা।'

রুদ্র বলল, 'তাও সবদিন যে রান্না করি তাও না। মাঝে মাঝে রেলের ভোজনালয়েও খেয়ে নিই।'

আমি বললাম, 'আর সাসপেন্সে না রেখে এবার বল দেখি কী জন্য এমন জরুরি তলব দিয়ে ডেকে আনলি।'

রুদ্র বলল, 'তুই একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয় না। আমি ততক্ষণ এই কাজগুলো করি। তারপর স্নান খাওয়া সেরে অখণ্ড অবসরে সব কথা বলব তোকে।'

রুদ্রর প্রকৃতিই এইরকম। সহজে ও কোনও কথা বলতে চায় না। তাই আর অযথা বাক্যব্যয় না করে বললাম, 'ঘুরেই আসি তা হলে।' বলে পোশাক পরিবর্তন করে গোন্ডিয়ার পথে পথে ঘুরতে লাগলাম।

অনেক পরে যখন ফিরে এলাম তখন ওর কাজ শেষ।

রুদ্র বলল, 'বাথরুমে একটা বালতিতে গরম জল রেখেছি। ঠান্ডা জল মিশিয়ে চানটা সেরে নে। যা শীত এখানে। এমনি জল গায়ে দিতে পারবি না।

'তুই?'

'আমি এক ফাঁকে সেরে নিয়েছি।'

ওর কথামতো গায়ে বেশটি করে তেল মেখে স্নানপর্ব সমাধা করলাম। তেল গামছা সবই আগে থেকে রাখা ছিল বাথরুমে। কাজেই অসুবিধা হল না। শীত তখন আমাদের ওদিককার চেয়েও খুব বেশি। তবু স্নানের পর শরীরটা অন্যরকম হয়ে গেল।

BanglaBook.org

এরপর খেতে বসার পালা। বেশ তৃপ্তি করেই খেলাম দু'জনে। ভেটকি মাছের ঝাল ও এত ভাল রেঁধেছিল যে বলবার নয়। সেই সঙ্গে খাট্টা দই। অবশ্য ওর কথায় একটু চিনি মেখে নিলাম। না হলে বড্ড টক।

খাওয়া দাওয়ার পর ও একটা ক্যাম্পখাটে আমার বিছানা করে দিলে তাইতে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসলাম। একটু পরে রুদ্রও এসে বসল ওর বিছানায়। তারপর বলল, 'এবার শোন কী জন্য তোকে আসতে বলেছি।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কী বলে ও তাই শোনবার জন্য। সিরিয়াস কোনও ব্যাপার নিশ্চয়ই। তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে তখন দীর্ঘ সময় বলে মনে হতে লাগল।

রুদ্র বলল, 'এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে মাধোপুরা উপত্যকায় একটা রহস্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এক মাসের মধ্যে চার-পাঁচজন মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছে গ্রাম থেকে। ওই মাধোপুরার শেষ প্রান্তে আছে রত্নগিরির বন। সকলের ধারণা ওই রত্নগিরিই হচ্ছে রহস্যের মূল কেন্দ্র।'

'এমন ধারণা হওয়ার কারণ?'

'নিখোঁজদের অনেকেরই কিছু না কিছু নিদর্শন ওদিকে পাওয়া গেছে। যেমন কারও রুমাল, কারও জুতো ইত্যাদি। কয়েকদিন আগে মাধোপুরার শেঠ ধনীরাম তাঁর দু'জন বলবান লোককে নিয়ে ওই রত্নগিরিতে যান। কিন্তু সেই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। আর ফিরে আসেননি। ব্যাপারটা নিয়ে এখানকার কাগজে অনেক লেখালিখি হয়েছে। সকলেরই ধারণা কোনও সন্ত্রাসবাদী দলের ঘাঁটি হয়েছে ওখানে। রত্নগিরি অতি দুর্গম জায়গা। তাই দুষ্কৃতীদের ওখানে আশ্রয় নেওয়াই স্বাভাবিক। এ কাজ যে কোনও জানোয়ারের নয় তা বোঝাই যায়। জানোয়ারেরও অধম কোনও চক্রেরই কাজ বলে মনে হচ্ছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু চুরি-ডাকাতি বা কোনও খুন খারাপির কাজ না করে এভাবে মানুষকেই বা গুম করছে কেন ওরা? গ্রামের দরিদ্র মানুষকে গুম করেই বা তাদের লাভ কী?'

'তা জানি না।'

'শেঠ ধনীরামকে গুম করার ব্যাপারে ওর পরিবারের কাছে কোনও টাকাপয়সা চেয়েছে কেউ?'

'না।'

'তা হলে এটাকে দুষ্টচক্রের কাজ কেন বলছিস?'

BanglaBook.org

'আমি কেন বলব? মাধোপুরার লোকেরাই বলছে। তা ছাড়া তুই-ই বল কোনও উদ্দেশ্য না থাকলে এভাবে কেউ মানুষ গুম করে? মাধোপুরায় এখন এমনই আতঙ্ক যে সন্ধের পর ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছেই না। দিনমানেও রত্নগিরির ধারে কাছে যাচ্ছে না কেউ। অনেকে আবার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে দূরের কোনও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।'

'ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়।'

'আমি চাই এই রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করতে। তবে এ কাজ আমার একার দ্বারা তো সম্ভব নয়। এ কাজের জন্য খুব সাহসী একজনকে চাই। সে জন্যই তোকে চিঠি দিয়ে আসতে বললাম। আশা করি এ ব্যাপারে তুই না করবি না।'

আমি হেসে বললাম, 'না করার প্রশ্নই এখানে নেই। এমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ আমি ছাড়ি কখনও?'

'তবে একটা কথা। মাধোপুরায় অভিযান করতে গিয়ে আমরাও হয়তো নিখোঁজের তালিকায় চলে যেতে পারি।'

'এক্ষেত্রে সেরকম সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। দেখাই যাক শেষপর্যন্ত কী হয়। দু'জনের একজনও তো ফিরে আসতে পারি।'

'এটাই তা হলে ফাইন্যাল?'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম, 'হ্যাঁ।'

এরকম অপহরণের ঘটনা এর আগেও অনেক হয়েছে। সে সবের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আমারও আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে অপহরণকারীদের একটা মোটিভ থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারটা যেমনই অভিনব তেমনই রহস্যময়।

যাই হোক, সারাটা দিন আমরা নানারকম জল্পনা কল্পনা করে কাটালাম। তারপর রাতে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যা কিছু ছিল সব গুছিয়ে নিলাম। ওই দূর পথে যাওয়ার জন্য রুদ্র একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। অতএব ওখানে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধাই নেই।

সে রাতটা বেশ ভালভাবে ঘুমিয়েই কাটালাম দু'জনে। পরদিন সকালে চা-পর্বের পর রুদ্রকে একবার বেরোতেই হল অফিসের কাজে। কাজ অবশ্য করবে না ও। শুধু দশ-বারোদিনের জন্য ছুটির একটা দরখাস্ত জমা দিয়ে চলে আসবে। এমনিতেই ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না ওর। তবে আজকের

BanglaBook.org

ব্যাপারে অফিসকে ওর জানানোই আছে। ওর এই অভিযানের ব্যাপারটাও সহকর্মীদের সবাই জানে। রুদ্রর বলাই ছিল বন্ধু এসে পড়লেই ও ছুটি নেবে। তবে ওর শুধু আসার অপেক্ষা।

যাই হোক, বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর রুদ্র গাড়ি নিয়েই এল।

আমি তৈরি ছিলাম। ও আমি দু'জনে হাতাহাতি করে মালপত্তরগুলো গাড়িতে তুলে দেওয়ার পর রুদ্র ওর কোয়ার্টারের আশেপাশের দু'-একজন বাসিন্দার সঙ্গে দেখা করে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে গাড়িতে এসে বসল।

গাড়ি ছুটে চলল মাধোপুরার দিকে।

আমাদের দু'জনেরই মনে তখন নতুন উদ্যম ও অদম্য উৎসাহ। মস্ত বড় একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে চলেছি আমরা। চিত্ত স্থির আমাদের। হবে নাই বা কেন? আমরা তো কোনও কিছু প্রত্যাশার লোভে এ কাজ করছি না। যা করতে চলেছি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের ইচ্ছাতেই।

আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে মাধোপুরার দিকে। রুক্ষভূমি। কোথাও কোনও গাছপালা বা পাহাড় বনজঙ্গলের দেখা নেই। অতএব পথের দৃশ্য মনে দোলা লাগায় না।

যেতে যেতেই রুদ্রকে বললাম, 'আমরা যে ওখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে থাকব কোথায়?'

'জানি না।'

'তা হলে?'

'গ্রামেই কারও বাড়িতে ব্যবস্থা করে নেব।'

'এর আগে তুই গেছিস কখনও?'

'উঁহু। এই প্রথম। এখানকার দু'-একটি কাগজে সংবাদ পড়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'তার মানে দু'জনেই আমরা নতুন এবং বহিরাগত।'

'ঠিক তাই।'

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক জার্নির পর আমরা যখন মাধোপুরায় পৌঁছোলাম বেলা তখন বারোটা। গাড়ি আমাদের মাধোপুরায় প্রবেশ পথের মুখেই নামিয়ে দিয়ে চলে এল।

আমি বললাম, 'অভিযানে সফল অথবা ব্যর্থ হওয়ার পর আমাদের প্রত্যাবর্তনটা কীভাবে হবে?'

BanglaBook.org

রুদ্র হেসে বলল, 'কিছুই জানি না। তবে এখানকার মানুষজন যেভাবে যায় আসে সেভাবেই ফিরব আমরা।'

যাই হোক, আমাদের সামান্য জিনিসপত্তর যা ছিল তা নিজেরাই বয়ে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলাম। খুব ছোট্ট গ্রাম এই মাধোপুরা। এর উপত্যকার মতো অংশে এরকম ছোট ছোট গ্রাম দু'-একটা চোখে পড়ল। মাধোপুরায় লোকজনের বসতি মাত্র বিশ-পঁচিশ ঘর। খেতি জমি আছে একটু দূরে দূরে। তাতেই কোনওরকমে চাষবাস করে দিন গুজরান করে ওরা। গাই বাছুর, হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়াও প্রতিপালন করে। ছোট বড় পুকুর আছে দুটি। আর কিছু নেই। শুনসান চারদিক।

আমাদের দেখে গ্রামের লোকেরা খুব হকচকিয়ে গেল।

তারা এসে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি তা বললাম।

শুনে গ্রামের একজন প্রবীণ আমাদের বলল, 'আপনারা ছেলেমানুষ। জেদের বশে এরকম কোনও ঝুঁকি আপনারা নেবেন না। শেঠ ধনীরামের মতো লোককে যারা গায়েব করে দেয় তাদের সঙ্গে আপনারা পেরে ওঠেন কখনও?'

রুদ্র বলল, 'আমরা তো শুধু হাতে আসিনি। এই দেখুন আমাদের দু'জনের হাতে দুটো রাইফেল। রিভলভার পিস্তলও আছে সঙ্গে। অতএব ভয় আমরা পাই না। কঠিন লড়াই লড়ে যেতেও আমরা সক্ষম। তা ছাড়া এর আগেও এই ধরনের দু'-একটা ঘটনার মোকাবিলা করেছি আমরা।'

আর একজন লোক বলল, 'আমরা যে কী আতঙ্কে আছি বাবু তা কী বলব। ভয়ে আমরা রত্নগিরির দিকে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছি। অথচ ওখানে না গেলে জ্বালানির কাঠ পাব কোথায়?'

রুদ্র বলল, 'দেখি না কীভাবে কী করতে পারি। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শেঠ ধনীরাম কোথায় থাকেন? শুনলাম উনিও নাকি গুম হয়েছেন ওখানে গিয়ে?'

'শেঠ ধনীরাম এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরের পচনন্দা গ্রামের লোক। ওঁর দু'জন বলবান লোককে নিয়েই উনি রত্নগিরিতে গিয়েছিলেন। তিনজনের একজনও ফিরে আসেননি।'

BanglaBook.org

রুদ্র বলল, 'তোমরা আমাদের থাকবার ব্যবস্থাটা করে দাও। তারপর দেখছি কীভাবে কী করা যায়।'

একজন লোক বলল, 'আমাদের এই কুঁড়েঘরে আপনারা কি থাকতে পারবেন বাবু? তবে একটা আশ্রয় আছে। সেখানে যদি থাকতে পারেন তো আরামেই থাকবেন।'

'সেটা কোথায়?'

'গ্রামের বাইরে।'

'আমাদের যেখানেই নিয়ে চলো। দেখি কীরকম জায়গা। জিনিসপত্তরগুলো এখন এখানেই থাক। পরে এসে নিয়ে গেলেই হবে।'

লোকটি আমাদের নিয়ে চলল আশ্রয় স্থানটি দেখিয়ে দিতে। গ্রামের বাইরে একান্ত নির্জনে আমরা যেখানে এলাম সেখানে হলুদ রং করা লম্বালম্বিভাবে তৈরি একটি দোতলা বাড়ি। পরপর চারখানি ঘর। বাড়িটা নতুন। তবুও দোতলার ঘরের একাংশের ছাদ ভাঙা। কোনওটায় জানলা দরজা নেই। নীচের ঘরগুলো ধুলো জমে অপরিষ্কার। একটু ঝাঁটপাট দিয়ে ধোয়ামোছা করলে ভালভাবে থাকা যাবে সেখানে। অভাব শুধু বাথরুমের। জলের ব্যবস্থাও ধারে কাছে কোথাও নেই।

রুদ্র বলল, 'এখানে এই বাড়ি কে তৈরি করিয়েছিল?'

একজন গ্রামবাসী বলল, 'মোহনলাল নামে এক ব্যবসায়ী বাড়িটা তৈরি করিয়েছিল। বাড়ি তৈরির পর এই বাড়িতে একদিনও থাকেনি সে। হঠাৎ কী যে হল তার। এখানে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল। সেই থেকে বাড়িটা এভাবেই পড়ে আছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটা কি বেঁচে আছে?'

'তাও জানি না বাবু।'

রুদ্র জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এই গ্রামে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা কতদিন ধরে হচ্ছে? আর কতজনকেই বা হারিয়েছ তোমরা?'

'এই ঘটনা গত এক-দেড় মাস ধরে চলছে। পাঁচজন গ্রামবাসী নিখোঁজ হওয়ার পর ধনীরাম ও তাঁর দু'জন লোকও নিখোঁজ হয়।'

'এ ব্যাপারে থানা পুলিশ হয়নি?'

'হ্যাঁ। ওরা বলছে ওদের বাঘে খেয়েছে।'

রুদ্র বলল, 'ঠিক আছে, ঘর আমাদের পছন্দ। তোমরা আমাদের সাহায্য

BanglaBook.org

করো। ঘর পরিষ্কার করে জলের ব্যবস্থা করো। আর কাঠকুটো দিয়ে বেড়ার মতো ঘিরে দাও একটা দিক। সেখানে আমাদের বাথরুমের ব্যবস্থা হবে। টাকাপয়সা যা লাগে আমরা দেব।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হল। সবাই মিলে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। আমাদের মালপত্তরগুলোও বয়ে আনল কেউ। বাথরুম তৈরি হল। এরপর রেঁধে খাবার জন্য হাঁড়ি কড়া তেল নুন মশলা সব এল। চাল ডাল আলু পেঁয়াজ এমনকী আস্ত একটা মুরগিও।

ঘরে আমাদের মালপত্তর রাখা হলে রুদ্র মাটিতে গর্ত করে কাঠের জ্বালে রান্না শুরু করল। কাঠেরও জোগান দিল গ্রামবাসীরাই।

আমি একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে রত্নগিরির সন্ধানে চললাম। যে পাহাড় ও জঙ্গলকে নিয়ে এত রহস্য তার তো দর্শনই মিলছে না। আমাদের ঘরের থেকে সামান্য একটু ব্যবধানে উলটানো গামলার মতো একটা পাহাড় রয়েছে দেখলাম। সেটি এমনই যে কোনও গাছপালা দূরের কথা তার গায়ে কোথাও কোনও তৃণগুল্মও গজায়নি।

আমি লোকটিকে বললাম, 'কোথায় গো তোমাদের রত্নগিরি?'

লোকটি বলল, 'এই পাহাড়ের মাথায় উঠুন। তবেই চোখে পড়বে।'

ওর কথামতো সেই ঢিবি পাহাড়ের মাথায় উঠতেই দেখতে পেলাম ভীষণদর্শন রত্নগিরিকে। এখান থেকে প্রায় আধ-মাইল দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়টা। যার নাম রত্নগিরি। এখন যেখানে আতঙ্কের পরিস্থিতি।

আমরা দু'জনে সেই ঢিবির মতো টিলা পাহাড়ে বসলাম। যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তার নাম বেজা। বেজাকে বললাম, 'তোমাদের গ্রামের যে পাঁচজন উধাও হয়ে গেল তাদের কি সত্যিই কেউ গুম করেছে বলে মনে হয়?'

'আমাদের সবারই ধারণা তাই। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে আর ফেরেনি তারা।'

'ওরা কি একই দিনে সবাই গেছে?'

'না। দু'-একদিন অন্তর।'

'এমনও তো হতে পারে কোনও হিংস্র জন্তুর কবলেই পড়েছে ওরা?'

বেজা বলল, 'না। কোনও অশুভ শক্তির প্রভাবে নিখোঁজ হয়েছে ওরা। ওই যে দূরের গ্রামটা দেখছেন ওই গ্রামেরও তিনজনকে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ির ভেতর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

'স্ট্রেঞ্জ। এ কথা তো কেউ আগে বলেনি।'

'তারপরে ধনীরাম ও তাঁর সেই দু'জন লোক? প্রত্যেকের হাতে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও তারা আর ফিরে এল না কেন? ওরা তো গিয়েছিল দিনের আলোয় ভর দুপুরে।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আর আমার জানার কিছু নেই। এখন কে বা কারা কী কারণে এ কাজ করছে সেটাই আমাদের জানার বিষয়। এই রহস্যের উন্মোচন আমরা করবই।'

বেজা বলল, 'দেখুন চেষ্টা করে। তবে আমার মনে হয় এ কাজে আপনাদের না এগোনোই ভাল। আমাদের বরাতে যা আছে তা হবে। অযথা আপনারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করবেন কেন?'

আমি হেসে বললাম, 'আমরা আমাদের জীবন বিপন্ন করব না। সত্যিই যদি কোনও আতঙ্কবাদী ওখানে থাকে তা হলে তার জীবনই বিপন্ন করব। মাধোপুরার আতঙ্ক দূর করবই আমরা।'

বেজা বলল, 'দেখুন তা হলে চেষ্টা করে।'

আমি বললাম, 'তোমরা কি তা হলে ওই আতঙ্কে রত্নগিরির বনে যাওয়া বন্ধই করে দিয়েছ?'

'যাই। তবে দল বেঁধে। জ্বালানির প্রয়োজনে যেতে তো হয়ই।'

'কোনও কিছুর অস্তিত্ব তোমরা টের পাও না?'

'কিছুমাত্র না।'

আমরা আর টিলায় বসে না থেকে নীচে নেমে এলাম। রুদ্র তখন রান্না শেষ করে তোলা জলে স্নানের পাটও চুকিয়ে নিয়েছে।

আমিও গিয়ে কোনওরকমে স্নানটা সেরে খেতে বসলাম।

খেতে খেতেই রুদ্র বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

বললাম, 'রত্নগিরির রূপ দেখতে।'

'কেমন দেখলি?'

'অতি ভয়ংকর।' তারপর বললাম, 'সামনের এই টিলাটার জন্যে ওদিকে কোনও পাহাড় আছে বলে মনেই হয় না। খেয়েদেয়ে চল না ওই টিলাটার মাথায় বসে রোদ পোহাব আর বিশ্রাম নেব।'

রুদ্র বলল, 'সেই ভাল। তাই চল।'

আহার পর্ব সমাধা হতেই আমরা ওই টিলার মাথায় গিয়ে রোদ্দুরে বসলাম।

BanglaBook.org

এই কনকনে শীতের দেশে রোদটা বড়ই মিষ্টি লাগল। রুদ্রও রত্নগিরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই তো রে। রত্নগিরি সত্যিই এক ভয়াবহ পরিবেশে। অথচ ওর অবস্থান এমনই এক জায়গায় যে দূর থেকে চোখেও পড়ে না।'

'তার কারণ আমাদের এই দিকটা উঁচু। এখানকার ঢাল পেরোলে তবেই পাহাড় বন। আর এই বীভৎস টিলার বাধা। বলতে গেলে এলাকাটাকে পাঁচিলের মতো বেষ্টন করে রেখেছে এই টিলাটা।'

রুদ্র বলল, 'রত্নগিরির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ, ওখানে যে শুধু আতঙ্কই আছে তা নয় সৌন্দর্যও আছে অপরিসীম। শুধু বুঝতে পারছি না কে বা কারা এই কাজ করছে। এইভাবে মানুষগুলোকে গুম করে ওদের লাভটাই বা কী?'

'লাভ নিশ্চয়ই আছে। মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে হয়তো লাখ লাখ টাকার ব্যাবসা চলছে। হয়তো এটা একা কারও কাজ নয়। কোনও কূটনৈতিক বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারেরও যোগাযোগ থাকতে পারে এদের সঙ্গে।'

রুদ্র বলল, 'এ ছাড়া আর কী-ই বা মনে করতে পারি আমরা?'

আমি বললাম, 'তা হলে কাজটা কীভাবে শুরু করবি কিছু ঠিক করলি?'

'তুই কিছু ভেবেছিস?'

'ভেবেছি। হুট করে কিছু করতে যাব না। কাল সকালের আগে জঙ্গলেও যাব না আমরা। ওই অশুভ শক্তির আবির্ভাব নিশ্চয়ই রাতের অন্ধকারেই বেশি হয়, তাই ভেবেছি আজ আর না ঘুমিয়ে এই টিলার মাথাতেই নিজেদের যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে ওই রত্নগিরির দিকে নজর রাখব।'

'আইডিয়াটা ভাল। কিন্তু এখানকার এই ভয়াবহ ঠান্ডাটা সহ্য করতে পারবি?'

'তা হলে তুই কী বলিস?'

'আমি বলি আজ আমাদের ফুল রেস্ট। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে চা-পর্বের পর গ্রামের কয়েকজন লোককে নিয়ে রত্নগিরিতে যাই। পথঘাট চিনি। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

'তা হলে তাই হবে। আজ আমদের ভাঙা বাড়ির আশ্রয়ে তেড়ে ঘুম লাগানো যাক।'

আমরা সন্ধে পর্যন্ত টিলার মাথায় বসে নানারকম আলোচনা করে সময়

BanglaBook.org

কাটালাম। তারপর টিলা থেকে নামতেই গ্রামবাসীদের কয়েকজন আমাদের কাছে এসে বলল, 'শুনুন, আপনারা আমাদের অতিথি। নিজেদের তাগিদেই আপনারা এসেছেন আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে। সন্ধের পর আমরা খুব একটা দরকার না হলে কেউ ঘর থেকে বেরোই না। আমাদের খুব ইচ্ছে আজ আপনারা দু'জনে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। দু'-তিনটে ভেড়া কেটেছি আমরা। গরম রুটি আর ভেড়ার মাংস সবাই আনন্দ করে খাব আজ। এখন চলুন, চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে আপনাদের জন্য।'

এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? তাই সকলের সঙ্গে চললাম ওদের গ্রামের দিকে।

গ্রামে পৌঁছে খুবই আনন্দ পেলাম। একজনদের দাওয়ায় চাটাই পেতে বসতে দিল আমাদের। সেখানেই এল গরম চা ও বিস্কুট। গ্রামবাসীদের মধ্যে সেই বেজাও ছিল। আমি বললাম, 'আচ্ছা, যে বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছি সেই বাড়ি তো খুব বেশিদিনের পুরনো নয়। অথচ দেখে মনে হচ্ছে ওই বাড়ির দোতলার ছাদটা কেউ যেন হ্যামার দিয়ে ভেঙেছে। জানলা দরজা ভাঙা। দেওয়ালে ফাটল। এখানে কি ভূমিকম্প হয়েছিল?'

বেজার হয়ে অন্য একজন বলল, 'না না। আমাদের জ্ঞানে কখনও এই অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়নি। এ ওই দুরাত্মার কাজ। একরাতে ভয়ংকর তর্জন করে এই গ্রামে এসে দাপাদাপি করে ওই বাড়িটা ভেঙে আক্রোশ মিটিয়ে চলে গেল ও।'

আমি বললাম, 'এ তো আর এক গল্প শুনছি। সে কি একাই এসেছিল না আরও কেউ ছিল সঙ্গে?'

'কী করে জানব বলুন? মধ্যরাতের ব্যাপার। ওর তর্জন গর্জনে আমাদের ঘুম ভেঙে যেতে ভয়ে আমরা কাঠ হয়ে শুয়েছিলাম। কেউ বাইরে বেরোইনি। তবে অনুমান করেছি অতি ভীষণ।'

রুদ্র বলল, 'বুঝেছি। এ কোনও চক্রের কাজ নয়। যার কাজ, সে চায় না যে এখানে কেউ বসতি করুক। জায়গাটা গ্রামের বাইরে ও টিলার কাছাকাছি তো।'

লোকটি বলল, 'ওই ঘটনার পর মোহনলাল আর কাজ এগোয়নি। এমনকী এই গ্রামে আসাও বন্ধ করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'এতক্ষণে পরিষ্কার হল। অর্থাৎ জন্তু জানোয়ারের কোনও

BanglaBook.org

ব্যাপার নেই এখানে। দানবীয় কোনও কাণ্ডের প্রভাবে এইরকমটা হচ্ছে। অথচ সেই আতঙ্ককে কেউ কখনও দেখেনি। কেননা সে প্রকাশ্যে আসে না। এখন জানতে হবে মানুষ গুম করে বা মেরে তার লাভটা কী? তবে কি সে নরখাদক? তা যদি হয় তা হলে তো সমূহ বিপদ। আরও অনেক মানুষের অনিষ্টসাধন করবে সে।'

রুদ্র বলল, 'ভাগ্যে এলাম। এখন আমরাই ওর মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে যাব। একবার শুধু চোখের দেখা। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব ওর বুক।'

আর একজন গ্রামবাসী বলল, 'কিন্তু ওর দেখা পাওয়াই তো মুশকিল।'

'কাল সকালে রোদ উঠলে আপনারা আমাদের দু'জনকে জঙ্গলে নিয়ে যাবেন। ওখানকার পথঘাট চিনে পরে যা করবার তা করব।'

সে রাতে দমভর মাংস ভাত খেয়ে আমরা আমাদের বাসায় ফিরে এলাম। তারপর দরজা জানালা বন্ধ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম দু'জনে।

রাত তখন কত তা কে জানে? দু'জনেই গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলাম। যে মোমবাতিটা জ্বেলেছিলাম সেটি কখন নিভে গেছে। একটা চাপা গর্জন কানে আসতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমরা। দু'জনেরই হাতের কাছে টর্চ ও মাথার কাছে রাইফেল ছিল। আমরা সেগুলো হস্তগত করে বাইরে আসতেই দেখলাম প্রায় সাতফুট উচ্চতার একটা বীভৎস শরীর ভীষণ গর্জন করতে করতে টিলা পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে।

আমরা দু'জনেই তখন বাড়ির বাইরে দেওয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম।

টিলা থেকে নামার পরই সেই ভয়ংকর হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। তারপর চুপিসারে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল গ্রামের দিকে।

রুদ্র তখনই ফায়ার করতে যাচ্ছিল। আমি ওর হাত শক্ত করে ধরে বললাম, 'এখনই ওকে ঘাঁটিয়ে কোনও লাভ নেই। দেখাই যাক না ও কী করে।'

বেশ কিছুটা সময় আমরা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকার পর দেখলাম এক অচৈতন্য মানুষকে অবলীলায় কাঁধে নিয়ে খুব শ্লথ গতিতেই ফিরে আসছে সে।

রুদ্র আমি দু'জনেই রুখে দাঁড়ালাম।

শয়তানের চোখ আগুনের মতো জ্বলে উঠল। ভয়ংকর ক্রোধে সেই মানুষটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে সে এবার তেড়ে এল আমাদের দিকে।

BanglaBook.org

একসঙ্গে দু'জনেরই রাইফেল গর্জে উঠল আমাদের।

আশ্চর্য এই! তার ওই বিশাল শরীরে আমাদের বুলেট বিদ্ধই হল না। বরং এক ঝটকায় আমাকে ফেলে দিয়ে রুদ্রকে নিয়েই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল সে। আমি যখন ধূলিশয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালাম সে তখন আমার নাগালের বাইরে।

তবুও আমি দ্রুত সেই টিলা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। কিন্তু সেখান থেকে ওদের কোনও অস্তিত্বও টের পেলাম না। এবার আমার খুব ভয় করল। এখন মনে হচ্ছে এমন একটা বিপদের ঝুঁকি না নিলেই হত। একা আমি কী করব এখন? তাই রাইফেলটা কাঁধে নিয়েই ধীরে ধীরে নেমে এলাম টিলা থেকে। যে লোকটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল দানব আমি তার কাছে এলাম। মুখে টর্চের আলো ফেলেই চমকে উঠলাম। এ তো বেজা!

আমি ঘর থেকে জল এনে ওর চোখেমুখে ঝাপটা দিতেই সংবিৎ ফিরল ওর। বলল, 'উঃ কী ভয়ংকর।'

আমি বললাম, 'আমাদের জন্যই প্রাণে বেঁচেছ তুমি এ যাত্রা। তবে আমার বন্ধুকে ওই শয়তানটা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এখন তুমি আমার ঘরে এসো। কাল সকালে আমাকে তুমি নিয়ে যেয়ো ওই জঙ্গলে।'

বেজা কোনওরকমে উঠে বসে বলল, 'এখন আমি কোথাও যাব না। আগে ঘরে ফিরব। তারপর কাল সকালেই চলে যাব রায়পুরে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। এখানে আর নয়।'

আমি আর ওকে বিরক্ত না করে আমার জায়গায় ফিরে এলাম। আতঙ্কে ভয়ে আমার মধ্যেও তখন আমি নেই। হাতের রাইফেলটা নামিয়ে রেখে নিজের পিস্তলটাই ভরসা করলাম। রুদ্রটা বরাবরই একটু বেপরোয়া। মারপিট, গুন্ডামি, ডাকাতি ও করে না। তবুও এত রাইফেল গোলাগুলি ও পায় কোত্থেকে তা জানি না।

যাই হোক, প্রবল শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাল সকালে আমি কীভাবে কী করব তা ভাবতে লাগলাম। এইভাবে অনেকটা সময় অতিবাহিত হবার পর দরজায় টক টক শব্দ শুনে পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়ালাম। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মূর্তিমান আতঙ্কটা আবার ফিরে এসেছে। তবু সাড়া নিলাম, 'কে?'

BanglaBook.org

মেয়ে গলার স্বর শোনা গেল, 'ভয় নেই। দরজা খুলুন।'

এখানে এই নির্জনে মেয়ে কোথা থেকে আসে? হতচকিত আমি দরজা খুলে দিলাম।

আর্মির পোশাক পরা এক তরুণী ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, 'এই নিকষ অন্ধকারে আছেন কী করে? বাতি নেই?'

'হারিকেন বাতি দুইই আছে।'

'তা হলে বাতিই জ্বালুন।'

আমি টর্চের আলোয় তরুণীকে দেখে বাতি জ্বাললাম। স্বল্প আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর।

তরুণী আমার বিছানায় অনুমতি না নিয়েই ধপ করে বসে পড়ল।

আমিও বসলাম ওর মুখোমুখি। বললাম, 'আপনি?'

'আমি কৃষ্ণা। কিন্তু এর বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। আমি কে, কোথা থেকে আসছি, কিছুই না।'

'কিন্তু কেন এসেছেন সেটা নিশ্চয়ই জানতে পারি?'

'পারেন। কিছুক্ষণ আগে আপনার বন্ধুকে একটা পিশাচ এসে উঠিয়ে নিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তার সন্ধান জানি। যদি বন্ধুকে উদ্ধার করতে চান তা হলে নির্ভয়ে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।'

'আমি এখনই যেতে রাজি আছি।' বলে পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে রাইফেলে হাত দিতেই কৃষ্ণা বলল, 'ও কী করছেন? ওই গভীর জঙ্গলে অত ভারী জিনিস বইবেন কেন? তা ছাড়া ও দিয়ে ওকে বধ করা যাবে না। একটু আগে তো চেষ্টাও করেছিলেন। পারলেন কি?'

'না। অত গুলি করলাম তবু ওর কিছুমাত্র হল না।'

'হবেও না। একটা অলৌকিক শক্তি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায় ও। মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। কখনও ঘুমোয়। যখন ঘুমোয় তখন বেশ কয়েকদিন লেগে যায় ওর ঘুম ভাঙতে। জেগে উঠলেই রক্তের নেশায় মানুষ খোঁজে। কোথা থেকে এসে যে ও জুটল এখানে তা কে জানে? ওর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ও নিমেষের মধ্যে বহু দূর দূরান্তে চলে যেতে পারে। ওকে কখনও দেখা যায় কখনও দেখা যায় না।'

BanglaBook.org

ওর কথা শুনে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। বললাম, 'তা হলে কি পারব ওর গ্রাস থেকে আমার বন্ধুকে উদ্ধার করে আনতে?'

'সে কথা পরে। এখন আসুন আপনি আমার সঙ্গে। একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?'

আমি কৃষ্ণার সঙ্গে সেই টিলা পাহাড় পার হয়ে অনেকটা মাঠভূমি অতিক্রম করে একসময় রত্নগিরির গভীর বনে প্রবেশ করলাম।

কৃষ্ণা বলল, 'কোনওদিকে না তাকিয়ে একটুও ভয় না পেয়ে শুধু আমাকেই অনুসরণ করে এগিয়ে চলুন।'

আমি তাই করলাম। রত্নগিরির খাড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে বুকে হাঁফ ধরে গেল।

কৃষ্ণা বলল, 'এখানে একটা মিষ্টি জলের ঝরনা আছে। যদি কষ্ট হয় তো একটু বসুন। জল খান। দেহে মনে জোর পাবেন।'

ওর কথামতো তাই করলাম।

আমার থেকে সামান্য একটু দূরে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে বসল কৃষ্ণা। দু'-একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। কী দারুণ মিষ্টি মেয়ে। কথাবার্তা মার্জিত। গায়ের রং কালো কিন্তু তার অপূর্ব মুখশ্রী ওর মধ্যে অনেক সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না মেয়েটি কে? ওর পরনে আর্মির পোশাক কেন? এই রাতে রহস্যময়ীর মতো আমার কাছে ও এল কী করে? তা ছাড়া এই দুর্গম পর্বতের পথই বা ওর নখদর্পণে কীভাবে হল? মূর্তিমান ওই আতঙ্কটার অলৌকিকত্বের সন্ধানই বা ও পেল কী করে?

আমি দারুণ কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলল, 'না, একদম না, কোনও প্রশ্ন নয়। শুধু আমাকে অনুসরণ করুন।'

আমি বিশ্রাম নিয়ে ঝরনার জল খেয়ে উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ একটা হিংস্র বাঘ আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তারপর ভয়ংকর ক্রোধে আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করতে লাগল। আমি পিস্তল তাগ করতেই কৃষ্ণা বলল, 'বনের অসহায় পশুকে মেরে কেন অযথা একটা গুলি খরচা করবেন? ওর পাশ কাটিয়ে নির্ভয়ে চলে আসুন ও কিছু করবে না।'

কৃষ্ণার কথামতো যন্ত্রচালিত হয়ে তাই করলাম।

যেতে যেতে কৃষ্ণা বলল, 'খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন তাই না? যাই হোক, আর-একটু ধৈর্য ধরে পা চালিয়ে আসুন।'

BanglaBook.org

'যাচ্ছি তো। পথ যে বড় কঠিন। এত খাড়াই যে বুকে লাগছে।'

'ঠিক আছে। আপনি আমাকে ধরে ধরেই এই উঁচু জায়গাটা পার হয়ে আসুন।'

আমি কৃষ্ণার হাত ধরতে গেলে ও বলল, 'ওটি হচ্ছে না। আমার শরীর আমি কাউকে স্পর্শ করতে দিই না।' বলে একটা গাছের ডাল ভেঙে তার একদিক নিজে ধরে অপরদিকটা আমার দিকে এগিয়ে বলল, 'এটা ধরেই আসুন।'

ওর কথামতো তাই করলাম।

কৃষ্ণা বলল, 'কিছু মনে করলেন না তো?'

'না। তা কেন?'

'আমাদের বন্ধুত্বটা দেহাতীতই থাক।'

'যা আপনার ইচ্ছা।'

এইভাবে বেশ খানিকটা যাবার পর ও বলল, 'এবার এসে গেছি।' বলে ডালটা ছুড়ে ফেলে দিল একদিকে। তারপর বলল, 'ওই দেখুন। প্রেতপুরীর মতো একটা গুহা নজরে আসছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বন্ধুকে ওইখানে রেখেছে পিশাচটা। যান ওকে গুহা থেকে বার করে নিয়ে আসুন।'

আমার মধ্যে তখন আর আমি নেই। ওই ভয়ংকর গুহায় ঢুকে পিশাচের খপ্পরে পড়ব না তো?

কৃষ্ণা বলল, 'যান, দেরি করছেন কেন? ও কিন্তু ধারে কাছেই আছে। এখুনি এসে পড়বে।'

কৃষ্ণার কথা শেষ হতে না হতেই অন্ধকার ফুঁড়ে জেগে উঠল সেই বীভৎস চেহারার মূর্তিমান আতঙ্কটা।

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি তার দিকে পিস্তল তাগ করে একটা গুলিও করলাম। গুলিটা তার বুকে বিঁধল। কিন্তু কিচ্ছু হল না। আবার একটা গুলি করলাম। তাতেও কিছু হল না। পরপর তিনবারের চেষ্টাতেও ঘায়েল করতে পারলাম না তাকে। অবশেষে হাল ছাড়লাম।

কৃষ্ণা বলল, 'ওকে মারা অত সহজ নয়। ওটা না মানব, না দানব, না প্রেত, না কিছু। ও কখনও শরীরী কখনও অশরীরী। কক্ষচ্যুত একটা উল্কা

BanglaBook.org

যেন।' বলে বলল, 'আপনি আমার এই রাইফেলটা ওর দিকে তাক করে ট্রিগারে চাপ দিন। দেখবেন এক গুলিতেই শেষ হয়ে যাবে ও।'

কৃষ্ণার কথামতো তাই করলাম। কামান দাগার মতো একটা শব্দ হল 'বুম'। তারপরই সব শেষ। সেই মূর্তিমান আতঙ্ক যন্ত্রণায় ছটফট করে ভয়ংকর আর্তনাদ করতে করতে একটু একটু করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কীভাবে যে কী হল তা বুঝতেই পারলাম না।

কৃষ্ণা বলল, 'এতদিনে রত্নগিরি আতঙ্কমুক্ত হল। আমারও কাজ শেষ। এবার আমি আসি?'

বললাম, 'সেকী! এই অন্ধকার নির্জনে আমাকে একা রেখে কোথায় যাবেন আপনি?'

'বলেছি না, আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না।' তারপর বলল, 'নীচে নামতে আপনার খুব কষ্ট হবে তাই না? ঠিক আছে, আপনাকে রত্নগিরির বন পার করে তবেই আমি বিদায় নেব। যান, গুহার ভেতরে ঢুকে বন্ধুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসুন।'

আমি টর্চের আলো ফেলে গুহায় ঢুকতেই দেখলাম সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় রুদ্র পড়ে আছে সেখানে। আমি ওকে দেখে কৃষ্ণাকে এসে বললাম, 'আমার বন্ধুর দেখা পেয়েছি। কিন্তু ওর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত ওকে কী করে নিয়ে যাব? আপনি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করুন।'

'আমার দেরি হয়ে যাবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার মতো সময় নেই আমার হাতে। ওকে আপনি কাঁধে শুইয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসুন।'

'ও যে আমার থেকে অনেক ভারী। ওকে কখনও আমি বইতে পারি?'

'খুব পারবেন। একটু চেষ্টা করে দেখুন না।'

কৃষ্ণার কথামতো তাই করলাম। রুদ্রর শরীরটা এইসময় তুলোর মতো হালকা বলে মনে হল। ওকে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

কৃষ্ণা বলল, 'এই তো। পেরেছেন দেখছি। আগেই অত ভয় পাচ্ছিলেন কেন?'

আমি বললাম, 'সত্যি, কী যে হচ্ছে তখন থেকে কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

কৃষ্ণা হেসে বলল, 'আর বুঝে কাজ নেই। আসুন।'

খানিক নীচে নামার পরে দেখলাম এক জায়গায় একদল ভালুক পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

কৃষ্ণা বলল, 'ভয় পাবেন না। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে আসুন, ওরা কেউ কিচ্ছু করবে না।'

অতএব ভালুকের দলকে উপেক্ষা করে ওদের পাশ কাটিয়ে রুদ্রকে কাঁধে নিয়েই চলে এলাম আমি। এইভাবে একসময় রত্নগিরি থেকে নেমে বন পার হলাম।

কৃষ্ণা বলল, 'এবার আমাকে বিদায় দিন বন্ধু।'

আমি হেসে বললাম, 'তা তো দেব। কিন্তু বন্ধুত্বই যখন পাতালেন তখন আর আপনি কেন তুমি বলতে পারো না?'

'পারি। আমাকে ভালবেসে বিদায় দাও বন্ধু। শেষ বিদায়। আর তো আমাদের দেখা হবে না।'

'কেন হবে না?'

'বলেছি না কোনও প্রশ্ন নয়।'

কৃষ্ণা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে ওর রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল। রুদ্রর দেহটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠলে মাধোপুরার উপত্যকায় ঢালু জমিতে মাটির ওপর শুইয়ে দিলাম ওকে।

একটু পরে মাধোপুরার সেই টিলা পাহাড়ে কয়েকজন গ্রামবাসীর দেখা মিলল। ওরা আমাদেরই অনুসন্ধান করছিল দূর থেকে। আমি হাতছানি দিয়ে ডাকতেই ওরা এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরল রুদ্রর। কতকটা যেন ভয়ে ভয়েই বলল, 'আমি কোথায়?'

আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম, 'তুই এখন মাধোপুরার উপত্যকায়। অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায়।'

'ওই আতঙ্কটা আমাকে এখানেই নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। তবে ওর খেলা আমিই শেষ করে দিয়েছি। মাধোপুরায় এখন আর কোনও আতঙ্ক নেই। রত্নগিরিতেও নেই কোনও ভয়ের ব্যাপার।'

মাধোপুরার লোকেরা বলল, 'আপনি সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ। এখন থেকে আপনারা সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। তবে যারা হারিয়ে গেছে তারা হয়তো আর কেউ ফিরে আসবে না।'

রুদ্র বলল, 'কীভাবে মারলি তুই ওই শয়তানটাকে?'

BanglaBook.org

আমি কৃষ্ণার সুরেই বললাম, 'কোনও প্রশ্ন নয়। এখন ঘরে চল।'

আমরা সবাই মিলে রুদ্রকে নিয়ে সেই বাড়িতেই ফিরে এলাম। মাধোপুরার গ্রামে আনন্দের বন্যা বইল। প্রায় সপ্তাহখানেক মাধোপুরায় থেকে আবার আমরা গোন্ডিয়ায় ফিরে এলাম।

সে রাতের ঘটনার কথা শুধু রুদ্র কেন কাউকেই বলিনি আমি। মাধোপুরার গ্রামের মানুষরাও জানল সেই ভয়ংকরের মৃত্যুঘণ্টা আমিই বাজিয়েছি। রহস্যময়ী কৃষ্ণা রহস্যের অন্ধকারেই থাক। তবে আমার জীবনে এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আর কখনও না হলেও কৃষ্ণাকে কিন্তু আমি আজও ভুলিনি। ভুলবও না কোনওদিন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রহস্য রজনীর চিত্রাগেড়িয়ায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সোরমার থেকে চিত্রাগেড়িয়ার দূরত্ব একশো কিমিরও কিছু বেশি। সাতপুরা পর্বতমালার এই অঞ্চল তখন ভীষণ অরণ্যানীর জন্য দুর্ভেদ্য ছিল। আমি তখন কিছুদিনের জন্য বদলি হয়ে এসেছিলাম সোরমারে। ওইখানেই ধীরুভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। ধীরুভাই একজন টিম্বার মার্চেন্ট। রেলের কাঠও জোগান দিতেন তিনি। মানুষটি ধর্মপ্রাণ। একজন সৎ ব্যাবসাদার হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

চিত্রাগেড়িয়ার আঁখি নদীর তীরে উন্নত এক পর্বতের কোলে উনি মনের মতো একটি বাংলো তৈরি করিয়েছিলেন। আগে সময় পেলেই যেতেন। ইদানীং যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে। সুখরাম নামে একজনের হাতে বাংলোর দায়িত্ব দিয়ে উনি নিশ্চিন্তে আছেন সোরমারে। থাকার মধ্যে স্ত্রী এবং দুই ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। ছেলেরা আবার দু'জনে দু'দিকে থাকে। একজন থাকে নাসিকে অপরজন বরোদায়।

ধীরুভাইয়ের মুখে চিত্রাগেড়িয়ার অনেক গল্প শুনেছি। স্থানীয়দের মুখেও শুনেছি অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনি। চিত্রাগেড়িয়ার বনে পাহাড়ে নাকি নানা চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটে। তাই একবার খুব ইচ্ছে হল চিত্রাগেড়িয়ায় গিয়ে দু'-এক রাত কাটিয়ে আসার।

ধীরুভাইয়ের কাছে চিত্রাগেড়িয়ায় যাবার কথা বলতেই উনি দারুণ খুশি হয়ে বললেন, 'ভালই হল। অনেকদিন ওই বাংলোয় কেউ যায়নি। দিনকতক ওখানে গিয়ে থেকেই এসো না, খুব ভাল লাগবে। ওখানে সুখরাম আছে। ও-ই তোমার দেখাশোনা করবে। কোনও অসুবিধা হবে না।'

কথাবার্তা সব ঠিক করে আমি সাতদিনের ছুটি নিয়ে এক সুন্দর সকালে চিত্রাগেড়িয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। ধীরুভাইয়ের লরি আমাকে চিত্রাগেড়িয়ায় পৌঁছে দিল। গাড়ির ড্রাইভার গণপত রাও সুখরামকে তার বস্তি থেকে ডেকে এনে বাংলোর দরজা খুলিয়ে আমাকে বাংলোয় প্রবেশ করিয়ে সুখরামকে বলল, 'এই বাবুজি আমাদের মালিকের মেহমান। ওঁর যখন যা দরকার হবে

BanglaBook.org

তখন সব কিছু ঠিকমতো করে দেবে।' তারপর আমাকে বলল, 'আপনি যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকবেন বাবুজি। কোনও অসুবিধে হলে, মানে থাকতে ভাল না লাগলে সুখরামকে বলবেন, ও আপনাকে ডুমারিয়ায় নিয়ে গিয়ে যে-কোনও পরিবহনে সোরমারে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বললাম, 'এখানে ভাল না লাগার তো কোনও কারণ নেই। আমি গভীর জঙ্গলে পাহাড়ের কোলে এমন নির্জন আশ্রয়েই থাকতে ভালবাসি।'

রাও এবার সুখরামকে গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে আনা চাল আটা থেকে তেল নুন পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর ওর হাতে তুলে দিয়ে আবার বাংলোয় এসে বলল, 'বাবুজি, এক বাত ইয়াদ রাখনা। আপনার অনেক কমতি উমর আছে। এখানে কারও সঙ্গে বেশি দোস্তি করে বাংলোয় ঢুকতে দিবেন না। আর একা একা জঙ্গলে ঘোরাফেরা করবেন না। এ জায়গা বহুত খতরনক আছে।'

আমি বললাম, 'না না। সাবধানেই থাকব আমি। তা ছাড়া জঙ্গলে বন্য জন্তুর ভয়ও তো আছে।'

গণপত বিদায় নিতে যাচ্ছিল।

সুখরাম বলল, 'ঠারিয়ে।' বলে বেশ কিছু ফসল ইত্যাদি মালিকের জন্য গাড়িতে রেখে চায়ের ব্যবস্থা করতে বসল।

চা চিনি কেক বিস্কুট পর্যাপ্ত পরিমাণে আমি তো এনেছিলাম। ধীরুভাইও পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রচুর।

চা-পর্ব শেষ হলে মিষ্টি হাসি বিনিময় করে গণপত বিদায় নিল।

সুখরাম বলল, 'এই জঙ্গলমহলে আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কেউ আপনার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারবে না বাবুজি। আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি একবার ঘর থেকে আসি। কেউ যে হঠাৎ করে আসবে তা তো আমার জানা ছিল না। তাই আপনার খানাপিনা বানানোর জন্য কাউকে ধরে নিয়ে আসি।'

আমি সুখরামকে বললাম, 'আমার নিজে হাতে সব কিছু করার অভ্যাস আছে সুখরামভাই। তাই কাউকে দরকার নেই। তুমি শুধু রসুই বানানোর জন্য কাঠকুটোর ব্যবস্থাটা করে দিয়ো।'

সুখরাম বলল, 'তা হলেও একজন কাউকে লাগবেই বাবুজি।'

সুখরাম চলে গেল।

আমি বাংলোর বাইরে এসে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে লাগলাম।

BanglaBook.org

ঘন গভীর অরণ্যের বুক চিরে বয়ে চলা আঁখি নদী। আর তার ওপারে সুউচ্চ পর্বতমালা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যেমন মন প্রাণ ভরিয়ে দেয় তেমনি তার গভীরতাও ভয়ের উদ্রেক করে। আমার এই বাংলোটিও একটি সুউচ্চ পর্বতের কোলে। এখানে শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। নদী ও অরণ্যের বিস্তার। সেইসঙ্গে আছে গভীর নির্জনতা। ধীরুভাই সত্যই প্রকৃতি প্রেমিক। না হলে এমন মনোরম জায়গায় এরকম একটি বাংলো করবেনই বা কেন?

আমি বেশ কিছুক্ষণ নদীর তীরে ঘোরাফেরা করে যখন বাংলোয় ফিরে এলাম তখন দেখি সুখরাম এক দেহাতি মেয়েকে নিয়ে এসে কী সব যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে। আঁটসাঁট গোলালো চেহারার মেয়েটিকে দেখেই মনে হল দারুণ কর্মঠ। বয়সও বেশি নয়। সবে কৈশোরের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। মেয়েটির নাক মুখ একটু ভোঁতা হলেও চোখদুটো কইমাছের মতো ছটফটে।

আমি যেতেই মেয়েটি ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

সুখরাম মেয়েটিকে বলল, 'এই তোর বাবুজি। এখানকার সব কাজকর্ম তুই করে দিবি। বাবুজির কোনও তকলিফ যেন না হয়।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার এখানে এমন কিছু কাজ নেই। ও আমি নিজেও পারতাম।'

সুখরাম বলল, 'আমার মালিক এলে এর মা-ই সব কিছু করে দিত। সে এখন নাগপুরে গেছে তার ভাইয়ের কাছে।'

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটি সরলতা ভরা মুখে ডাগর ডাগর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম বৃন্দা।'

'বাঃ বেশ নাম তো।'

বৃন্দা সলজ্জ বদনে মাথা নত করল।

সুখরাম বলল, 'আমি তা হলে যাই বাবুজি। কোনও দরকার হলে আপনি বৃন্দাকে দিয়ে খবর দেবেন।'

সুখরাম চলে গেল।

বৃন্দা বলল, 'কী খাবেন বাবুজি? বেলা তো অনেক হয়েছে। মাছ মাংস ভাত হলে একটু দেরি হবে। খিচড়ি বসাই?'

'যাতে তাড়াতাড়ি হয় তাই করো। খিচুড়ি আর ডিমের অমলেট।'

BanglaBook.org

বৃন্দা বলল, 'সেই ভাল। আপনি একটু বসুন বাবুজি আমি ডিম নিয়ে আসছি।' বলেই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল বৃন্দা।

ও চলে গেলে আমি ঘরে ঢুকে আমার শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিলাম। সহজ সরল দারুণ মিষ্টি এই মেয়েটি সবসময় কাছে কাছে থাকলে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলে বাঁচব।

এমন সুন্দর পরিবেশে আমি একাই যেখানে অধীশ্বর সেখানে সব কিছুতেই তো পূর্ণ স্বাধীনতা আমার। এই গভীর নির্জনে কত যে সুখ শান্তি বিরাজ করছে আমার জন্যে তা কে জানে? দিনের পর দিন এখানে থাকলেও আমার মনের তৃষ্ণা মিটবে না। কত যে রহস্য রোমাঞ্চের কাহিনি শুনেছি এই চিত্রাগেড়িয়ার অরণ্য ও পর্বতকে ঘিরে তার কতটা সত্যি এবারই তা বোঝা যাবে। সন্ধের পর থেকে রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত দু'চোখ মেলে বসে থাকব ওই পর্বতমালার দিকে চেয়ে। অনেক রহস্য নাকি জমাট বেঁধে আছে ওখানে। রাতের আঁধার ঘনিয়ে না এলে তা নাকি বোঝা যায় না। তাই আজ থেকেই শুরু হবে আমার কৌতূহল নিবৃত্তির কাজ। আজ রাতেও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু প্রমাণ তার পাব।

এমন সময় চঞ্চলা তটিনীর মতো বৃন্দা এল। এসেই দুটো মুগের লাড্ডু আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নিন বাবুজি, এটা আপনার।'

খুশিতে মন ভরে উঠল আমার। ওকে ওর সুন্দর ব্যবহারের জন্য আপনজনের মতোই মেনে নিলাম। তাই আরও অন্তরঙ্গ হয়ে বললাম, 'লাড্ডু তুই কোথায় পেলি?'

বৃন্দা চোখ দুটো ভাসাভাসা করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় আবার পাব, মুঙ কা লাড্ডু আমার ঘর থেকেই নিয়ে এলাম।' তারপর হঠাৎই কী যেন মনে পড়ায় চমকে বৃন্দা বলল, 'এই যাঃ। মিঠা পানি তো নিয়ে আসা হয়নি।' বলেই একটা মাটির কলসি নিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

বৃন্দার দেওয়া সুস্বাদু মুগের লাড্ডু দুটো খেয়ে মন ভরে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে হাঁফাতে হাঁফাতেই এল বৃন্দা। তারপর একটা গেলাসে করে জল নিয়ে আমার মুখের কাছে ধরল। বলল, 'এই নিন বাবুজি মিঠা পানি।'

আমি চোঁ চোঁ করে গেলাসের জলটা পান করে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'এত মিষ্টি জল কোথায় পেলি?'

বৃন্দা বলল, 'নদীর ওপারে একটা বাবড়ি আছে সেখান থেকেই নিয়ে

BanglaBook.org

এলাম। আমরা কেউ নদীর জল খাই না। সবাই বাবড়িতে চলে যাই। বাবড়ির মিঠা পানিতে তাকদ বাড়ে। আমি আপনাকে মিঠা পানি খাওয়াব।'

বাবড়ির মিঠা পানি যে কতখানি উপাদেয় তা জলপানেই বুঝলাম। বাবড়ি হল প্রপাতযুক্ত ঝরনা। হিন্দি বলয়ে অনেকেই ঝরনাকে বাবড়ি বলে। জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব একটা দূরে নয়। তাই এত তাড়াতাড়ি জল নিয়ে ফিরে আসতে পারল বৃন্দা। জল পান করে বৃন্দাকে বললাম, 'তোর রান্নার কাজ শেষ হলে আমাকে একবার ওই বাবড়িতে নিয়ে যাবি বৃন্দা?'

বৃন্দা বলল, 'কিঁউ নেহি?' তারপর বলল, 'রারুয়া এখনই লকড়ি নিয়ে আসছে। ও-ই নিয়ে যাবে আপনাকে।'

'রারুয়া কে?'

'অনপড় লেড়কা। এই গ্রামেই থাকে। কেউ কোথাও নেই ওর। গ্রামের লোকেদের ও কাজকর্ম করে দেয়। সবাই খেতে দেয় ওকে।'

আমি বললাম, 'তা যদি হয় তা হলে যে কদিন আমি আছি এখানে সে কদিন তোরা দু'জনে আমার কাছেই খাবি।'

বৃন্দার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ই বাইরে ধপ করে একটা শব্দ হতেই বৃন্দা বলল, 'ওই তো এসে গেছে রারুয়া।'

ওর কথা শুনে বাইরে আসতেই দেখলাম বৃন্দারই বয়সি শক্ত সমর্থ একটি ছেলে কাঠের বোঝা নামিয়ে আমাদের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার ছেলেটির সরলতায় ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমিই রারুয়া?'

ও বিনয়ের হাসি হেসে বলল, 'হাঁ বাবুজি।'

আমি বললাম, 'শোনো, আমি এখানে যে ক'দিন থাকব তুমিও থাকবে আমার কাছে কাছে। বৃন্দা আছে। কাজেই অসুবিধে হবে না তোমার। তোমরা দু'জনে আমার দু'পাশে থাকলে খুব ভাল লাগবে আমার।'

রারুয়ার আনন্দ দেখে কে।

আমি বৃন্দাকে বললাম, 'তুই চটপট একটু চা বানিয়ে দে। খেয়ে আমি এদিক সেদিক ঘুরি। তারপর খিচুড়ি আর ডিমের ওমলেট বানা। রাতে ডাল রুটি বা অন্য যা হোক কিছু বানিয়ে দিবি।'

রারুয়া দারুণ আনন্দে বলল, 'তুই সর বৃন্দা, আমি বাবুজিকে চা বানিয়ে দিচ্ছি।' বলেই কাঠের জ্বালে চা তৈরি করতে বসল রারুয়া।

BanglaBook.org

বৃন্দা মিল্কপাউডার গুলে চিনির ব্যবস্থা করতে লাগল।

খুবই তৎপরতার সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে চা তৈরি হল। আমার কাছে কেক বিস্কুট ইত্যাদির স্টক ভালই ছিল। বৃন্দা তাই ভাগ করে দিল। চা-পর্ব শেষ করলাম আমরা। দারুণ চা বানিয়েছে রারুয়া। এই জঙ্গলের রাজত্বে এত সুখ যে জমা ছিল আমার জন্য তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।

বৃন্দা বলল, 'রারুয়া, তুই বাবুজিকে বাবড়ি দেখাতে নিয়ে যা। আমি ততক্ষণে খিচুড়ি বানাই।'

রারুয়া একগাল হেসে বলল, 'চলো বাবুজি, বাবড়ি দেখতে চলো।'

আমি দারুণ খুশি হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, এখন থেকে আমার সঙ্গে বৃন্দা, তুই দু'জনেই এইভাবে কথা বলবি। আপনি, চলুন, এইসব বলবি না। আমরা সবাই বন্ধুর মতো।'

সলজ্জ রারুয়া হেসে বলল, 'ঠিক আছে বাবুজি।'

আমরা বৃন্দার ওপর রান্নার ভার দিয়ে পার্বত্য আঁখি নদীর বোল্ডারে পা দিয়ে ওপারে গেলাম। ওপারে ভীষণদর্শন একটা পাহাড় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড়ের একটি বাঁকের মুখে প্রপাতের আকারে নেমে আসছে একটি ঝরনাধারা। এখানকার পরিবেশটি দারুণ সুন্দর। স্থানটিও নির্জন। ঝরনার ধারা যেখানে প্রপাত হচ্ছে সেখানে একটি দহের সৃষ্টি হয়েছে। তার চারদিকে বিশাল আকারের বড় বড় পাথরের চাঁই। ফলে স্নানের এখানে সুবিধা খুব।

স্থানটির পরিবেশ এমনই মনোরম যে মন ভরে ওঠে অপার্থিব আনন্দে। আশপাশের গাছগাছালিতে অনেক বুনো ফুল ফুটে বাতাসে সৌগন্ধ ছড়ায়। আমরা এখানেই এক জায়গায় বসে স্থানটির মাধুর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

হঠাৎ বনের ভেতর থেকে এক ঝাঁক চিতল হরিণ বেরিয়ে এসে ঝরনার জল খেতে লাগল। হরিণগুলো একবার তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে। তারপর ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমরা যে বসে আছি সেদিকে তাদের কোনও খেয়ালই নেই। আমি উঠে গিয়ে একটি হরিণের গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে সে পোষ্য জীবের মতো চোখ বুজে আদর খেল। তারপর আবার দলের সঙ্গে মিশে বিচরণ করতে লাগল এদিক সেদিক।

হঠাৎ কী যে হল ভেবে পেলাম না। বিদ্যুৎ বেগে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল ওরা।

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'কেন এমন হল?'

রারুয়া বলল, 'নিশ্চয়ই কোনও বিপদের গন্ধ টের পেয়েছে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই যা দেখলাম তা দেখব বলে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। এমনও কখনও হয়? চিত্রাগেড়িয়ার অরণ্যে এমন রহস্য নিশ্চয়ই আরও আছে। দেখলাম এক অতিকায় হরিণ মাথায় বিশালাকারের জোড়া শিং। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। তার গায়ের রং পাকা সোনার মতো। এই কি সোনার হরিণ? হতে পারে। কিন্তু অধিক উচ্চতার এমন হরিণের কথা তো কখনও শুনিনি। হরিণটা বেশিক্ষণ রইল না। একবার মাত্র দেখা দিয়েই উধাও হয়ে গেল।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই রারুয়া বলল, 'চলুন বাবুজি ঘরে চলুন।'

আমি বললাম, 'বলেছি না চলো বলবি। তা ঘরে তো যাব। এখন একটু এগিয়ে দেখলে হয় না জন্তুটা গেল কোনদিকে?'

রারুয়া বলল, 'ওই জঙ্গলে অপদেবতা আছে বাবুজি। তারা নানারকম রূপ ধরে চিত্রাগেড়িয়ায় ঘুরে বেড়ায়। এই যে হরিণটাকে দেখলেন এটাও ওইরকমই। সেইজন্যই তো হরিণগুলো পালিয়ে গেল এখান থেকে। আমরা কেউ এদিককার পাহাড় জঙ্গলে ভুলেও যাই না। রাতের অন্ধকারে ওরা আসে। নানারকম বেশ ধরে। তাই বলি রাতে কেউ এসে দরজায় টোকা দিলে কোনও সাড়াশব্দ দেবেন না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। রাতের অভিজ্ঞতা রাতেই হোক। এখন তা হলে ঘরে যাই চল।'

রারুয়াকে নিয়ে আমি যখন বাংলোয় ফিরলাম, বৃন্দা তখন রান্নার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে।

রারুয়া বলল, 'তুমি স্নান করবে না বাবুজি?'

বললাম, 'স্নান তো করতেই হবে। তাই আরও একবার যেতে হবে বাবড়িতে।'

বৃন্দা বলল, 'না থাক। আর যেতে হবে না ওখানে। রারুয়াই বালতি ভরে জল এনে দিচ্ছে। ওতেই স্নান করুন।'

আমি আপত্তি করলাম না। আজ তো প্রথম দিন। তা ছাড়া এইমাত্র ঘুরে আসছি বাবড়ি থেকে, আর না গেলেও চলে। রারুয়া দুটো বালতি ভরতি করে

BanglaBook.org

জল এনে দিলে আমি সেই জলেই স্নান করলাম। তারপর বৃন্দা খেতে দিলে পেট ভরে তৃপ্তি করে খেয়ে নিলাম। এইটুক সময়ের মধ্যে শুধু খিচুড়ি নয়, আলুভাজা, ডিমের ওমলেট এমনকী ডিমের কারিও বানিয়ে ফেলেছে ও।

আমাকে খেতে দিয়ে ওরাও খেয়ে নিল।

আমি ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ওই রহস্যময় হরিণের কথা ভাবতে লাগলাম। দৈত্যাকার ওইরকম হরিণ কি আর কোথাও দেখা যায়? সবার মুখে শুনেছি অনেক রহস্য নাকি জমাট বেঁধে আছে এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে। কী সেই রহস্য? মনে মনে ঠিক করলাম রহস্য যাই থাক না কেন ওই অরণ্যের গভীরে ঢুকে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক সন্ধের মুখে বৃন্দা ডাকল, 'বাবুজি, চায় পিবে না?'

বললাম, 'হ্যাঁ। চা তো অবশ্যই খাব। রারুয়া কোথায়?'

'কী জানি, কোথায় যেন চলে গেছে। আপনি বসুন, আমি চা করে আনছি।'

একটু পরেই ঘন দুধের চা নিয়ে এল বৃন্দা। কী সুস্বাদু চা। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'এই দুধ তুই কোথায় পেলি?'

'নিয়ে এলাম।'

'নিয়ে তো এলি কিন্তু পয়সা লাগবে না?'

বৃন্দা ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'আমাদের এখানে ঘরে ঘরে দুধ পাওয়া যায়। আপনি যদি বলেন তো রোজ আপনাকে দুধ এনে দেব।'

'তা না হয় দিবি। তোকে যে বললাম আমাকে আর আপনি বলবি না তুমি বলবি তার কী হল?'

বৃন্দা মুখ নামিয়ে বলল, 'আমার সরম লাগে বাবুজি।'

আমি হেসে বললাম, 'দুষ্টু মেয়ে কোথাকার।'

আমাদের চা-পর্ব শেষ হতেই রারুয়া এল আস্ত একটা মুরগি নিয়ে। বলল, 'আমাকে আট আনা পয়সা দেবেন বাবু মুরগির দাম।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতে পয়সা দিয়ে বললাম, 'দেরি না করে ছাড়িয়ে ফেল। রাতে গরম রুটি আর মুরগির মাংস মন্দ হবে না।'

ওরা ওদের কাজ করতে লাগল। আমি চিমনি লণ্ঠনের আলোয় ঘরের চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

BanglaBook.org

অরণ্যবাসের জন্য আত্মরক্ষার সবরকম অস্ত্রই এখানে মজুত আছে, দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো বন্দুক থেকে দেশি পিস্তল দু'-একটা রয়েছে দেখলাম। এ ছাড়াও আছে বল্লম, কুঠার, চপার ইত্যাদি। সেগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে সাইজ মতো একটা পিস্তল হাতের কাছে নিয়ে রাখলাম আমি। রাতবিরেতে যদি তেমন কোনও উপদ্রব হয় তা হলে এটা আমার খুবই কাজে লাগবে।

রাত ন'টার মধ্যেই ওদের রান্নার কাজ শেষ হল। দুপুরে খিচুড়ি খাওয়ায় পেট একটু ভার ছিল। তবুও রুটি আর কষা মাংস খেয়ে দারুণ আনন্দ পেলাম।

রারুয়া বৃন্দা ওরাও খেয়ে নিল যতটা যা ছিল চেটেপুটে। তারপর বিদায়ের পালা।

বৃন্দা বলল, 'রাতে একদম বাইরে বেরোবেন না বাবুজি। কারও ডাকে সাড়া দেবেন না।'

'সেকী! তুই যদি আসিস?'

'তা হলেও না। আমি একেবারে ভোরের আলোয় আসব।' তারপর রারুয়াকে বলল, 'তুই এখানেই থেকে যা না রারুয়া। যদি বাবুর ভয়টয় করে।'

আমি হেসে বললাম, 'কোনও প্রয়োজন নেই। দেখিই না একটা রাত একা থেকে। তেমন বুঝলে কাল থেকে তোরা দু'জনেই থাকবি।'

ওরা আমাকে বারবার সতর্ক করে চলে গেল। আমিও শয্যা গ্রহণ করে একটা অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

রাত তখন কত কে জানে? হঠাৎ দরজায় টকটক শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। এত রাতে কে দরজায় টোকা দেয়? আমি জেগে উঠেও বৃন্দা ও রারুয়ার সতর্কবাণী মাথায় রেখে কোনও সাড়াশব্দ করলাম না। নিশ্চয়ই এই রাতে আমার বিপদ ঘনিয়ে আনার জন্য কেউ এসে হাজির হয়েছে।

আবার টকটক শব্দ।

আমি শব্দ শুনেও সাড়া না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

এবার একটি মেয়ে গলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আরে বাঙালি ভাইসাব। ইতনা ডরতি কিঁউ? দরোয়াজা তো খোলো। ম্যায় এক সিধাসাধা লেড়কি হুঁ। নাগিন নেহি।'

BanglaBook.org

এক অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলেও পিস্তল হাতে সাহসে ভর করে দরজা খুললাম। খুলেই অবাক। জিন্‌স আর টাওয়েল গেঞ্জি পরা বছর পনেরোর এক তেজি মেয়ে রূপের চটক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার চোখের সামনে।

সঙ্গে একটি রুকস্যাক ও হাতে বন্দুক। দেখে চমকিত হলাম। শিহরিতও হলাম। বললাম, 'কে তুমি?'

মেয়েটি রাগতস্বরে বলল, 'সাধারণ সৌজন্যবোধ দেখছি নেই আপনার। প্রথম দর্শনেই তুমি! আপনি বলতে কি মর্যাদায় বাধে? আমি কোন বংশের মেয়ে তা আপনি জানেন?'

'জানবার দরকার নেই। এত রাতে আমার এখানে কী চাই বলুন?'

মেয়েটি বন্দুকের নলটা আমার বুকে ঠেকিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'সহজে না হলে এটার জোরে আজ রাতটুকুর মতো এখানে আশ্রয় চাই।'

আমিও আমার পিস্তলটা ওর দিকে তাক করে বললাম, 'তা হলে এও কিন্তু চুপ করে থাকবে না।'

মেয়েটি হেসে বন্দুক নামিয়ে এক ধাক্কায় ঠেলে ঢুকল। তারপর কঠিন গলায় বলল, 'দরজাটা বন্ধ করবেন তো। এ কি আপনার শহর বাজার পেয়েছেন? এখন আমি এসেছি একটু পরে হয়তো বাঘ আসবে।'

ওর কথামতো আমি দরজা বন্ধ করলাম।

মেয়েটি আমার বিপরীত দিকের একটি শয্যায় ওর রুকস্যাক রেখে বলল, 'আজকের রাতটা এখানে শুয়েই কেটে যাবে। এরপর দয়া— দয়া করে যদি তুমি আমাকে থাকতে দাও তা হলে পরের ব্যবস্থা পরে।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ করে বলা নেই কওয়া নেই রাতদুপুরে আমার ঘরে ঢুকে একবার আপনি একবার তুমি এটা কোন ধরনের সভ্যতা?'

মেয়েটি বলল, 'খুব রেগেছ মনে হচ্ছে? আসলে প্রথম দর্শনে আপনি পরে তুমি বলতে হয়। এও শেখোনি চাঁদু।'

মেয়েটির কথা বলার ধরন এবং হাবভাব দেখে আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, 'ঘরে এসেছ, বিছানার দখল নিয়েছ, এখন বলো তুমি কে?'

'কে আবার? আমি একটা মেয়ে। নাউ উই আর ফ্রেন্ড।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু ফ্রেন্ডের একটা নাম তো থাকবেই?'

BanglaBook.org

মেয়েটি রহস্যময়ীর মতো মৃদু হেসে বলল, 'আমার নাম চিত্রা।'

ওর কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। চতুর মেয়েটি সেটা বুঝতে পেরেই বলল, 'ভয় নেই। চিত্রা, চিত্রাগেড়িয়া নয়, শুধুই চিত্রা—চিত্রাঙ্গদা।'

আমি ওর মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে ওকে বোঝবার চেষ্টা করলাম।

চিত্রা বলল, 'আমাকে এক গেলাস জল খাওয়াবে ফ্রেন্ড? বড় তিরাস লেগেছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে এক গেলাস জল এনে বললাম, 'শুধু জলই এখন খাও। সন্ধে রাতে এলে রুটি মাংস পেতে।'

চিত্রা এক নিশ্বাসে জলটা খেয়েই বলল, 'এটারই প্রয়োজন ছিল। অন্য কিছুর নয়। আমি ডুমারিয়ায় একটা হোটেলে রুটি মাংস খেয়েই আসছি।'

'কোথা থেকে আসছ তুমি?'

'যেখান থেকে তুমি এসেছ সেই সোরমার থেকেই।'

'সোরমার থেকে?'

'খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?'

'তা তো হবই। সোরমারের মেয়ে, চিত্রাগেড়িয়ায় কী এমন দরকার পড়ল যে এই রাতদুপুরে ছুটে এলে?'

চিত্রা বলল, 'স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। তা ছাড়া অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে। শেঠ মীনারামের নাতিকে গত কয়েকদিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা দুষ্কৃতীরা তাকে এই চিত্রাগেড়িয়ার পাহাড় জঙ্গলেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বলতে গেলে তারই খোঁজে আমি এখানে এসেছি।'

আমি অস্ফুটে বললাম, 'হাউ স্ট্রেঞ্জ! এত বেপরোয়া তুমি?' মীনারামের নাতির অপহরণের ব্যাপারটা আমি শুনেছি। কিন্তু ওকে যে এখানে নিয়ে আসবে দুষ্কৃতীরা তা কী করে জানলে?'

'এটা আমার অনুমান। এখনও পর্যন্ত মুক্তিপণ হিসেবে কেউ কোনও টাকা পয়সাও দাবি করেনি। তা ছাড়া সোরমার থেকে একটি ছেলেকে প্রকাশ্য দিবালোকে কিডন্যাপ করে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধেও আছে। কিন্তু এই একটাই জায়গা যেদিকে কেউ বড় একটা নজর দেয় না। তাই আমার ধারণা ওকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে দুষ্কৃতীরা।'

BanglaBook.org

'হতে পারে। কিন্তু এইভাবে রাতদুপুরে তুমি এলে কেন? সকালে আমি যখন এলাম তখন তুমি তো আমার সঙ্গেই আসতে পারতে।'

'পারতাম। ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু সম্ভব ছিল না। তাই এখানে আমাকে লুকিয়ে আসতে হয়েছে। তা ছাড়া এটা নিশ্চয়ই বোঝো তুমি, আমি মেয়ে। আমার বাড়ির লোকেরা আসতেই বা দিত কেন?'

আমি হেসে বললাম, 'তা হঠাৎ এমন অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তোমার মাথায় চাপল কেন?'

'ওটা আমার রক্তে আছে। আমি ভাটি রাজপুত। আমাদের বাড়ি ছিল থর মরু অঞ্চলের কোনও এক গ্রামে। তবে আমি জন্মেছি চাণ্ডিলে। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছি খড়্গপুরে। নাগপুর শহরে আমাদের মস্ত বাড়ি। যদি কখনও যাও তো দেখবে আমি কী বাড়ির মেয়ে। তা যাক, ব্যাবসার সূত্রে আমার বাবা এখন সোরমারে আছেন। তাই পরিবার সহ আমরা বছর দুই হল এখানেই আছি। আমার দুই দাদা আছেন নাগপুরে। বছরখানেক আগে একবার ধীরুভাইয়ের সঙ্গে আমি এই বাংলোয় এসেছিলাম। চিত্রাগেড়িয়ায় অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঘটে। তার কিছু আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এ ছাড়াও অনেক উদ্ভট ব্যাপার ঘটে এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে। তাই এ জায়গাকে সবাই এড়িয়ে যায়। ইংরেজ আমলের এক সাহেব, বছর দুই আগে উৎসাহী কয়েকজনের একটি দল ওখানে গিয়ে নাকি উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়। ওইসব শোনার পর থেকেই আমি ঠিক করি একবার অন্তত ওখানকার বনে পাহাড়ে গিয়ে জেনে বুঝে আসব এর প্রকৃত কারণটা কী। মনে বাসনা ছিল কিন্তু সাহস ছিল না। একা আমি কী করে যাব? অন্তত একজন কাউকে আমি সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম। আমার এক বান্ধবী মার্গারেটকে প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে ও-ও পিছিয়ে গেল। এমন সময় তুমি এখানে চাকরি নিয়ে এলে। এত অল্পবয়সের রেলের স্টাফ এখানে তুমিই প্রথম। তোমার স্মার্টনেস এবং ফুটফুটে চেহারা দেখে খুবই ভাল লাগত আমার। তাই অনেকদিন ধরেই তোমাকে আমি নজরে রাখছিলাম। ধীরুভাইয়ের মুখেই আমি প্রথম শুনি তোমার চিত্রাগেড়িয়ায় যাবার বাসনার কথা। এবং তখনই আমি ঠিক করি তুমি গেলেই তোমার পিছু নেব আমি। তক্কে তক্কে থাকি। হঠাৎই সুযোগ মিলল। আজ তুমি এলে আমিও কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেলাম। আমার মন

BanglaBook.org

বারবার বলছিল আমি গেলে তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না। অমনি ওই সুযোগে চেষ্টা করে দেখব মিনোরামের নাতিকে উদ্ধার করতে পারি কিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওকে ওরা এখানেই কোনও জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে।'

'কিন্তু যে জায়গায় গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায় ওরাই বা সেখানে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবে কী করে?'

'তার উত্তর খুঁজতেই তো আমার এখানে ছুটে আসা। এখন বলো তুমি কি আমায় সঙ্গ দেবে?'

'কথা দিলাম। কেননা ওখানে যাবার স্বপ্ন আমিও দেখছিলাম মনে মনে। কিন্তু আশ্চর্য! তুমি কতদিন ধরে আমার দিকে নজর রাখছিলে? আমি তো কখনও দেখিনি তোমায়।'

'কী করে দেখবে? আমি তো নিজেকে সব সময় চোখের আড়ালে রাখতাম তোমার।'

'ভুল করতে। এমনই যখন পরিকল্পনা তখন আগেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে আলোচনা একটা করে নিতে পারতে।'

'পারতাম। কিন্তু যদি তুমি রাজি না হতে? ফাঁস করে দিতে ব্যাপারটা, তা হলে?'

'বোকা মেয়ে। এই কারণে তুমি বন্ধুত্ব করোনি? এখন এই যে এভাবে পালিয়ে এলে তোমার বাড়ির লোকের কী অবস্থা বলো তো?'

'বাড়ির লোক আমার জন্য চিন্তা করবে না। এমন আমি মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যাই। একটা চিঠিও রেখে এসেছি, 'স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। চিন্তা করবে না কেউ। সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসব।'

আমি ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'চিত্রাগেড়িয়ার চেয়ে দেখছি চিত্রাঙ্গদা আরও বেশি রহস্যময়ী।'

চিত্রা হেসে বলল, 'তাই বুঝি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

চিত্রা বলল, 'চিমনি লণ্ঠনে আলো বড় কম হয়। একটা ক্যান্ডেল ধরাই কেমন?' বলে একটা মোটা মোমবাতি বার করে জ্বালাল। আলোয় ভরে উঠল ঘর।' তারপর বলল, 'দেখো তো ক'টা বাজে? তাড়াহুড়োয় আমার ঘড়িটা আনতে ভুলে গেছি।'

BanglaBook.org

আমি রিস্টওয়াচ পরি না। তবে বাইরে বেরোলে অ্যালার্ম দেওয়া একটা টাইমপিস ঘড়ি রাখি। তাতেই দেখলাম রাত দুটো।

চিত্রা বলল, 'তোমার যদি ঘুম না পায় তা হলে এসো না আজকের রাতটা গল্প করেই কাটিয়ে দিই।'

'আপত্তি নেই। কিন্তু ঘুম এলে?'

'তখন ঘুমিয়ে পড়া যাবে।'

আমরা দু'জনে দুই শয্যায় আরাম করে বসলাম। আমাদের মাঝখানে টি-টেবিলে মোমবাতিটা আলোয় ঘর ভরিয়ে জ্বলতে লাগল। চিত্রাগেড়িয়ার অরণ্যের গভীর থেকে কত যে জন্তু জানোয়ারের ডাক শোনা যেতে লাগল তার ঠিক নেই।

চিত্রা বলল, 'তুমি তো সকালের দিকে এসেছ। কোনও অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি তোমার?'

'একটা হরিণ দেখেছি। মনে হয় উচ্চতায় দশ ফুটেরও বেশি।'

'আর কিছু?'

'না।'

'রাত্রিবেলা সূর্য উঠতে দেখেছ?

'তুমি দেখছি চিত্রাগেড়িয়ায় না গিয়েই উন্মাদিনী হয়েছ।'

'আমি দেখাব তোমাকে। তা ছাড়া জেনে রেখো, এই বাংলোটাও কিন্তু চিত্রাগেড়িয়ায়। এসো তুমি আমার সঙ্গে।'

আমি ওর পিছু পিছু দরজার কাছে পর্যন্ত গেলাম। ও দরজা খুলেই আমাকে বলল, 'পাহাড়ের ওপরদিকে একবার তাকিয়ে দেখো।'

আমি অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সত্যিই তো। সেই উচ্চস্থানের অনেকটা অংশ দিনের আলোয় ঝলমল করছে। সূর্যের দেখা নেই। কিন্তু সূর্যের আলো আসছে কোথা থেকে?

আমি বললাম, 'চলো যাই। আজ এই মুহূর্তে ওখানে গিয়ে দেখে আসি রহস্যের কোন জাদুতে ওখানে এমন অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে।'

চিত্রা বলল, 'ধৈর্য ধরো বন্ধু। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো। আজ পূর্ণ বিশ্রাম। এই রাতে ওই জঙ্গল মোটেই নিরাপদ নয়। কাল সকালে দু'জনে নির্জনে বসে আলোচনা করে তবেই রওনা দেব। দিনের আলোয় পথ চিনে যাব। আত্মরক্ষার অস্ত্র তো দু'জনের কাছেই আছে। সেদিক থেকে কোনও

BanglaBook.org

অসুবিধে হবে না। সঙ্গে একটা-দুটো মশাল থাকলে ভাল হয়। ওই জায়গায় পৌঁছে যদি কোনও গুহায় আশ্রয় পাই সেখানে থেকেই একদিকে রহস্য এবং অন্যদিকে তদন্তের কাজটা সেরে ফেলতে হবে। যদি কোনও দুষ্কৃতী ওখানে ঘাঁটি করে থাকে তা হলে আমাদের দেখলেই তারা আতঙ্কিত হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের ওপর চড়াও হবে তারা। তখনই হবে বিপর্যয়। ওদের একটাকেও ঘায়েল করতে পারলে ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পারব আমরা।'

'ধরো যদি তেমন কারও দেখা না পাই, তা হলে? ছেলেটা তো ওখানে না-ও থাকতে পারে?'

'না থাকলে কী করব? আমি তো অনুমান করছি মাত্র। তবে ওই রহস্যের অন্ধকার তো দূর করতে পারব আমরা।'

আমি হেসে বললাম, 'অন্ধকার তো নেই ওখানে। আছে আলো। রাতের আঁধারে দিনের আলো।'

'কী করে সম্ভব সেটা? তা জানার জন্যই তো আমাদের ওখানে যাওয়া। এবং ওটাই হবে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার।'

এরপর আমরা আবার শয্যায় এসে বসলাম। আলোটা তখনও জ্বলছে।

চিত্রা বলল, 'এবার একটু শুয়ে পড়া যাক, কী বলো? ঘুম যদি আসে তো আসুক না হলে জেগে জেগেই কাটিয়ে দেব সারাটি রাত।'

মনের মধ্যে এমন সব উত্তেজনা থাকলে ঘুম কি সহজে আসতে চায়? তবু দু'জনেই শুয়ে টুকটাক কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়েই পড়লাম।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই পাখিদের কলতানে ঘুম ভাঙল আমার। চিত্রা তখনও একভাবে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা। দুঃসাহসের অন্ত নেই ওর। রাতের অন্ধকারে বাতির আলোয় মুখ যেটুকু দেখেছি তাতেই বুঝেছি অসম্ভব জেদি মেয়ে। এখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। বাতির আলো নিভে গেছে। শুধু চিমনি লণ্ঠনের স্বপ্নালোকে ওকে আরও একবার ভাল করে দেখে বুঝলাম মেয়েটি সত্যিকারের রহস্য সন্ধানী। সহজ সরল এবং অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। নির্ভেজাল ভাল মেয়ে।

আমি ওর পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে যেতেই মেয়েটি কঠিন গলায় বলল, 'এখনও কিন্তু ভাল করে আলো ফোটেনি। এই সময় বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক।'

BanglaBook.org

'তা আমিও জানি। বাংলোর বাইরে আমি যাচ্ছি না কিন্তু এই তো দেখলাম তুমি ঘুমোচ্ছ।'

'ঘুমিয়েও আমি অনেক কিছু টের পাই।'

আমি হেসে বললাম, 'ভাল। মনে হচ্ছে তোমার মতন মেয়ের সঙ্গে অভিযান করলে সেই অভিযান সাকসেসফুল হবেই।'

আর কথা না বাড়িয়ে আমি যখন দরজার কাছে গেছি তখনই দরজায় টকটক শব্দ।

চিত্রা বলল, 'জাস্ট এ মিনিট। তুমি নয়, আমিই দরজা খুলব।'

বাইরে থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বাবুজি!'

চিত্রা হেসে দরজা খুলল, 'কাকে চাই?'

'বাবুজিকে।'

আমি বললাম, 'ওকে আসতে দাও। ও বৃন্দা।'

বৃন্দা ভেতরে ঢুকেই বলল, 'বাবুজি, আপনাকে না অত করে বারণ করে গেলাম কেউ এলে দরজা খুলবেন না। সেই দরজা খুললেন?'

আমি বললাম, 'দরজা যদি না খুলতাম রাতদুপুরে এই মেয়েটার কী হাল হত বলো তো?'

'বুঝলাম। কিন্তু ওর বদলে যদি কোনও বদলোক এসে ঢুকত?'

আমি বললাম, 'এখানে বদলোকও আছে নাকি?'

'আছে। ওরা ডাকাতি করে। গেরস্তের ছেলেমেয়ে চুরি করে ওই পাহাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অন্য কোথাও পাচার করে দেয়।'

চিত্রা সোল্লাসে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কী বন্ধু! কী বলেছিলাম?'

'তাই তো দেখছি।'

আমি বৃন্দাকে বললাম, 'তুই এত ভোরে এলি কেন বৃন্দা? এখনও তো ভাল করে আলো ফোটেনি।'

'এসেছি চায়ের নেশায়। তা ছাড়া আপনি একা আছেন? তাই একটু আগেভাগেই চলে এলাম। চায় বানাব বাবুজি?'

'নিশ্চয়। রারুয়া কখন আসবে?'

'ও-ও আসবে এখুনি। কিন্তু এই দিদিভাইকে আপনি পেলেন কোথায়?'

'এখানেই পেলাম। ঘরে বসেই।'

BanglaBook.org

চিত্রা বলল, 'আমায় দেখে তুমি খুশি হওনি তাই না বৃন্দা?'

বৃন্দা বলল, 'খুব খুশি হয়েছি। আমার ভয় কোথায় জানো? যদি তোমার বদলে আর কেউ আসত? কোনও ডাইনি এসে যদি গলা টিপে মারত বাবুজিকে?'

'সেটা খুবই ভয়ের ব্যাপার হত। তা আমাকে তুমি ডাইনি ভাবছ না তো?'

সলজ্জ হেসে বৃন্দা বলল, 'তাই কি পারি? এমন সুন্দর দেখতে তোমাকে।'

চিত্রা বলল, 'যাক বাঁচা গেল। তুমি যে আমাকে ভাল চোখে দেখেছ এতেই আমার আনন্দ।'

বৃন্দা খুব তৎপরতার সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থা করতে লাগল। রারুয়াও এল একটু পরেই। চিত্রাকে দেখে তারও দু'চোখে অগাধ বিস্ময়। রারুয়া চোখদুটো বড় বড় করে বলল, 'দিদিমণি! তুমি একবার অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলে না?'

'হ্যাঁ, এসেছিলাম তো। তুই তা হলে চিনতে পেরেছিস আমাকে?'

রারুয়া বলল, 'হ্যাঁ পেরেছি। কিন্তু তুমি এখানে কীভাবে এলে?'

'সে অনেক কথা। আমি লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে এখানে এসেছি। কেউ জানে না। আমার কথা বলবিও না কাউকে।'

'না বলব না। তুমি তো সোরমারের বাবুদের সঙ্গে এসেছিলে? এখন সুখরামভাই যদি বলে দেয়?'

'তা হলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। সুখরামভাই আসার আগেই তুই আমাকে সাবধান করে দিবি।'

বৃন্দা ততক্ষণে চা তৈরি করে ফেলেছে। এত সকালে দুধ পায়নি। তাই কৌটোর দুধ গুলে চমৎকার চা বানিয়েছে বৃন্দা। আমার স্টকে কেক ছিল অনেক। সেই কেকের সঙ্গে চিত্রাগেড়িয়ার ভোরে গরম চা মনকে যেন মাতিয়ে দিল।

চা খেতে খেতে অনেক গল্প হল।

BanglaBook.org

ভোরের আলো ভালভাবে ফুটে ওঠার পর সকালও হল একসময়।

আমরা বাংলোর বাইরে এসে পায়ে পায়ে আঁখি নদীর বোল্ডারে বসলাম। বেশ শীত শীত ভাব লাগছে এখানে।

বৃন্দা ও রারুয়াকে কাছে ডেকে চিত্রা বলল, 'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে

রাতের অন্ধকারে এখানে কেন এলাম সে কথা জানতে ইচ্ছে করছে না তোদের?'

রারুয়া বলল, 'করছেই তো। এখন তুমিই বলো কী জন্য এসেছ?'

'আমি যে জন্য এসেছি, যে কাজের জন্য এসেছি, সেই কাজ করতে গেলে তোদের সাহায্য একান্তই দরকার। এই বাবুজি শহুরে মানুষ। বাচ্চা ছেলে। তোরাও তাই। কিন্তু তোরা বনচারী। তোদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে।'

এতক্ষণে আমি মুখ খুললাম। চিত্রাকে বললাম, 'তুমি সঙ্গে একটা বন্দুক নিয়ে এসেছ বলে নিজেকে বুঝি খুবই অ্যাডাল্ট মনে করো? তোমার ওটা ছররা বন্দুক। ওতে পাখি মরে। বন্যজন্তু নয়।'

চিত্রা বলল, 'তুমি চুপ করবে? আমাকে বলতে দাও।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বলো।'

চিত্রা বলতে শুরু করল, 'তোরা তো জানিস এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্চর্য কিছু ব্যাপার স্যাপার ঘটে যায়। রাতের অন্ধকারে কোনও জায়গাকে দিনের মতো মনে হয়। কোথাও রাশি রাশি ধোঁয়া ওড়ে। কখনও দিনে অথবা রাতে আচমকা রঙিন হয়ে ওঠে পাহাড় ও বনতল। তাই আমার কৌতূহল আমি ওখানে গিয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্ত চষে বেড়িয়ে কী থেকে কী হয় তা দেখব জানব। তা ছাড়া ক'দিন আগে শেঠ মিনোরামের নাতিকে কে বা কারা যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা ওকে এখানেই কোথাও নিয়ে এসে আটকে রেখেছে।'

বৃন্দা বলল, 'যদি ইতিমধ্যে পাচার করে দিয়ে থাকে?'

'তা হলে কিছু করার নেই। তবে মনে হয় একটু সুবিধা মতো ওরা বিশাল অঙ্কের একটা টাকা চাইবে শেঠজিকে নাতির মুক্তিপণ হিসাবে। শেঠজি যদি সেই টাকা না দেন তবেই ওরা পাচার করবে বাচ্চাটাকে। সেজন্যই আমাদের ওই বনে পাহাড়ে গিয়ে একটা অভিযান করা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। চল না সবাই চারদিক ঢুঁড়ে ফেলে একটু চেষ্টা করে দেখি যদি বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে পারি।'

রারুয়া বলল, 'আমি রাজি। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব তো বটেই বৃন্দাটাকেও নিয়ে যাব। কী রে বৃন্দা, যাবি না?'

বৃন্দা বলল, 'যাওয়া তো উচিত। কিন্তু আমরা বাংলো ছেড়ে চলে গেলে সুখরামকে কী বলবে?'

BanglaBook.org

রারুয়া বলল, 'হ্যাঁ এটাও একটা চিন্তার বিষয়। সুখরাম জানতে পারলে আমাদের দু'জনের পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেবে।'

ওদের ধারণা অমূলক নয়। সুখরাম এখানকার বাংলোর কেয়ার টেকার। আমি ধীরুভাইয়ের অনারেবল গেস্ট। আমার দেখভালের দায়িত্ব বৃন্দা ও রারুয়ার ওপর। তাই সবাই আমরা উধাও হয়ে গেলে ব্যাপারটা সত্যিই মারাত্মক হবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আমিই বললাম, 'চলো সবাই আমরা বাংলোয় ফিরে যাই। ওখানে বসেই ওই জঙ্গলে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যাবে।'

চিত্রা বলল, 'সেই ভাল। এত তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। সবচেয়ে ভাল হয় দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে রীতিমতো তৈরি হয়ে যাওয়াটা।'

সবাই একমত হয়ে বাংলোয় ফিরলাম আমরা। আঁখি নদী থেকে বাংলোর দূরত্ব পাঁচশো ফুটও নয়। বাংলোয় আসতেই দেখা হয়ে গেল সুখরামের সঙ্গে। চিত্রাকে দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল সুখরামের। বলল, 'এ ক্যা! চিত্রাদিদি হিঁয়াপর ক্যায়সে আ গয়ী?'

চিত্রা হেসে ম্যানেজ করে নিল ব্যাপারটা। বলল, 'সুখরামভাই ভাল আছ? খুব ভোরে একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম বলে হঠাৎ চলে এলাম। ডুমারিয়া থেকে এই আসছি। এই ছোকরা বাবুজি এসেছে শুনেই এলাম। আমরা এখানে পিকনিক পার্টি বসিয়ে দেব আজ।'

সুখরাম হেসে বলল, 'তো ঠিক হ্যায়। লেকিন জঙ্গলমে মৎ যা না।' তারপর আমাকে বলল, 'বাবুজির কোনও তকলিফ হচ্ছে না তো? আমি শহরে যাচ্ছি। কুছু আনবার থাকে তো বলে দেবেন।'

আমি বললাম, 'কোনও কিছু আনবার প্রয়োজন নেই। যদি সোরমারে যাও তো চিত্রাদিদির বাড়িতে একটা খবর দিয়ো ও এখানে আছে।'

সুখরাম বিদায় নিল। দারুণ একটা আতঙ্কের মেঘ কেটে গেল যেন।

চিত্রা বলল, 'যাক, ভালই হল। খবর পেলে বাড়ির লোকরাও চিন্তা করবে না। তবুও যদি কেউ আমার খোঁজ নিতে এখানে আসে আমরা তখন পাহাড়ে।'

আমি বৃন্দাকে বললাম, 'আর একবার ভাল করে চা বানা। বেশ মৌজ করে খাই।'

BanglaBook.org

সূর্যের সোনালি আলোয় চারদিক তখন ভরে গেছে। কী ভাল যে লাগছে।

চিত্রা বৃন্দাকে বলল, 'চা পরে বানাবি। তোদের এখানে জিনিসপত্তর কী আছে বল? আগে একটু আলুপরোটা বানাই।

ঘরে তো কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। তাই দু'জনে মিলে বসে পড়ল আলুর পরোটা বানাতে। রারুয়া রইল সহযোগিতায়।

ওরা যখন কাঠের জ্বালে জলযোগ পর্বের আয়োজন করছে, ঠিক তখনই দলে দলে হরিণ এসে ঘিরে ফেলল সমস্ত জায়গাটাকে। এত হরিণের বিচরণভূমি যে এই চিত্রাগেড়িয়া তা ধারণা করতেও বিস্ময় লাগল। চিত্রবিচিত্রের হরিণ। এদের বিভিন্ন প্রজাতি। বারশিঙ্গা, চিতল, কস্তুরি। নাম জানি হরিণ চিনি না। বিস্ময় আমার জন্য আরও অপেক্ষা করছিল। যখন দেখলাম শ্বেতশুভ্র কিছু ঘোড়া এসে আঁখি নদীর জল তোলপাড় করতে লাগল।

আমি আর আমার আবেগকে চেপে রাখতে পারলাম না। হরিণের ঝাঁকের ভেতর দিয়ে নদীর ধারে আসতেই দৌড়ে পালাল ঘোড়াগুলো। জঙ্গলের অভিজ্ঞতা যে আমার একেবারেই নেই তা তো নয়। বুনো ঘোড়া যেখানে যা দেখেছি সবই মেটে বা খয়েরি রঙের। এমন শুভ্রধবল সাদা ঘোড়া তো বনভূমে কখনও দেখিনি।

আমি আঁখি নদী পেরিয়ে ঘোড়াগুলোর গতিপথ ধরে কিছুটা যেতেই এক জায়গায় একটু গোঙানির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। তারপর পায়ে পায়ে আরও একটু এগোতেই দেখি সুবৃহৎ একটি শিলাখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে সেটির ওপর ক্লান্ত অবসন্নভাবে লুটিয়ে আছে এক কিশোরী। তার ঝাঁকড়া চুল এলিয়ে পাষাণের বুকে। চোখে মুখে চাপা আতঙ্ক।

তার অবস্থা দেখে বুঝলাম মেয়েটি রীতিমতো বিপদাপন্ন। হয়তো নিজের চেষ্টায় কোনওরকমে এক চরম পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। শেষ পর্যন্ত এই পাথরের বাধা টপকাতে না পেরে অর্ধচেতন হয়ে পড়ে আছে। আমি বহুকষ্টে মাঝারি সাইজের দু'-একটি পাথরে ভর দিয়ে সেই জায়গায় পৌঁছোলাম। তারপর ওর একটা হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করলাম। মেয়েটি এমনই শক্তিহীন যে আমার সাহায্য পেয়েও সহসা উঠে দাঁড়াতে পারল না। আর আমিও এমন বলবান নই যে ওকে পাঁজাকোলা করে আনব। তবুও চেষ্টার শেষ রাখলাম না। মেয়েটির মাথার চুলগুলো

BanglaBook.org

সরিয়ে ওর দুটো হাত ধরে টান দিতেই ও আমার গায়ের ওপর ভর দিয়ে কাঁধে মাথা রেখে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম, 'কে তুমি! এখানে কী করছিলে?'

ও অতিকষ্টে বলল, 'আমার নাম শেষা। তুমি শিগগির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।'

আমি বললাম, 'নিয়ে তো যাবই। আমি যখন এসে গেছি তখন আর তোমার ভয় নেই।'

মেয়েটি এবার কাঁধ থেকে মাথা তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি বাঙালি? এত ভাল বাংলায় কথা বলছ?'

'হ্যাঁ আমি বাঙালি। তুমি?'

ও কোনও উত্তর না দিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে রইল। এতক্ষণে আমিও ওকে দেখে বুঝতে পারলাম ও নেপালি মেয়ে। ওর চোখ মুখ ও গায়ের রংই ওকে চিনিয়ে দিল। বললাম, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'কলকাতার গার্ডেনরিচে।'

'তুমি এখানে কী করে এলে?'

'আমি আসিনি আমাকে নিয়ে এসেছে। এখন কথা বলার সময় নয়। তুমি আমাকে এখনই এখান থেকে নিয়ে চলো।'

এরপর বহুকষ্টে ওই বড় পাথরের ওপর থেকে নামিয়ে আনলাম মেয়েটিকে। ওকে প্রায় ধরে ধরেই নিয়ে এলাম আঁখি নদীতে। ও-ও টলতে টলতে এগিয়ে চলল।

নদীতে নেমে আকণ্ঠ পুরে জলপান করল শেষা। আঁজলা ভরে জল তুলে চোখ-মুখ হাত-পা ভাল করে ধুয়ে নিল। তারপর আমার একটা হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার দেখা পেয়ে বিপদ আমার কেটেছে। এখন তুমি যেখানে থাকো সেখানে আমাকে নিয়ে চলো।'

ইতিমধ্যে চিত্রা বৃন্দারা আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে এল হইহই করে।

হরিণের দল ততক্ষণে বিদায় নিয়েছে।

আমরা শেষাকে নিয়ে কোনওরকমে বাংলোয় এলাম। চিত্রার শয্যায় শুইয়ে দিলাম ওকে।

শেষা বলল, 'আমায় কিছু খেতে দেবে?'

চিত্রা বলল, 'নিশ্চয়ই দেব। খাবার তো তৈরি করছিই।'

BanglaBook.org

আলুর পরোটা তৈরি হতে বেশি দেরি হল না। প্রথমে শেষাকে দিয়ে পরে আমরা সবাই খেতে লাগলাম। বৃন্দা আর চিত্রা দারুণ বানিয়েছে জিনিসটা। যেমনি উপাদেয় তেমনি মুখরোচক।

আলুপরোটার পর কাপ ভরতি চা।

বেশ তৃপ্তি করেই খেল শেষা। তারপর উঠে একমুখ হেসে বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে এল। এসে বলল, 'তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছ বুঝি?'

চিত্রা বলল, 'তা বলতে পারো। তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। আমরা দু'জনে অ্যাডভেঞ্চারে এসেছি। আর এই বৃন্দা রারুয়া আমাদের সাহায্য করবে।'

'কীসের অ্যাডভেঞ্চার তোমাদের?'

'চিত্রাগেড়িয়ার এই পাহাড় জঙ্গলে অনেক রহস্যময় ব্যাপার স্যাপার ঘটে। রাতের আঁধারে পাহাড়ের কোনও কোনও অংশ দিন বলে মনে হয়। তাই আমরা ওখানকার বনে পাহাড়ে ঘুরে কোথায় কী হয় না হয় দেখব।' বলে বলল, 'আমাদের কথা থাক। এখন বলো ওই বনের গভীরে তুমি কী করে এলে?'

শেষা বলল, 'আমার কথা তো বলবই। তার আগে বলি ভুলেও তোমরা ওই জায়গায় অ্যাডভেঞ্চার করতে যেয়ো না। ওখানে পাহাড়ের অনেক গুহার ভেতর শয়তানের ঘাঁটি আছে। ওই পাহাড়ের একটি গুহায় আমার মতো আরও কয়েকজনকে বন্দি করে রেখেছে ওরা। ওই পাহাড়ে একরকম ফুল ফোটে যার গন্ধ শুঁকলে বনের পশু পক্ষী জ্ঞান হারায়। ওরা সেই ফুল শুঁকিয়ে আমাদের অজ্ঞান করিয়ে রাখত। জ্ঞান ফিরলে যা খেতে দিত তাতে রুচি আসত না। পেটও ভরত না। অথচ নিজেরা রাক্ষসের মতো হরিণের মাংস রান্না করে খেত।'

চিত্রা বলল, 'তোমরা ওখানে কতজন ছিলে?'

'চার-পাঁচজন।'

'কয়েকদিন আগে সোরমার থেকে শেঠ মীনারামের নাতিকে অপহরণ করে কোনও দুষ্কৃতীর দল। আট-দশ বছরের ছেলে। ওই বয়সের কাউকে ওখানে দেখেছ?'

'দেখেছি। ছেলেটা ওখানেই আছে। খুব কান্নাকাটি করছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওকে কোনও কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না। ও মাংস খেতে চায় ওকে মাংস দিচ্ছে না। বেশি কাঁদলে ফুল শুঁকিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে ওরা।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'ওই জায়গাটা তুমি আমাদের চিনিয়ে দিতে পারবে?'

'হয়তো পারব।'

চিত্রা বলল, 'হয়তো পারব মানে?'

'আসলে আমি তো গুহা থেকে বেরিয়ে ওদের নজর এড়িয়ে এলোমেলোভাবে এসেছি, তাই পথ চেনাই মুশকিল হবে আমার পক্ষে। তা ছাড়া পথ বলেও তো কিছু নেই ওখানে। তবু যদি কোনওরকমে ওই গুহাটার কাছাকাছি গিয়ে পড়ি তা হলে চিনিয়ে দিতে পারব। কিন্তু একবার ওদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আর ওই জায়গায় ফিরে যাওয়ার সাহস আমার নেই।

আমি বললাম, 'এটা তো স্বার্থপরের মতো কথা হল শেষা। তুমি নেপালি মেয়ে। শুনেছি নেপালি গোর্খারা দুর্ধর্ষ হয়। তোমার কি উচিত হবে না ওই ছেলেটাকে বা আর সবাইকে আমাদের সাহায্য নিয়ে মুক্ত করিয়ে আনা?'

শেষা বলল, 'হ্যাঁ হবে। কিন্তু ওদের সঙ্গে যদি তোমরা পেরে না ওঠো? তা হলে সবাই বন্দি হয়ে যাবে। ওরা অতি ডেঞ্জারাস।'

আমি বললাম, 'দলে ওরা কতজন?'

'জানি না। তিনজনকেই সবসময় দেখতে পাই।'

'আমরা কজন?'

শেষা হেসে বলল, 'পাঁচজন।'

'তা হলে কী দাঁড়াল? হাম পাঁচ উয়ো তিন, শেষ করব ওদের দিন। এবার বলো তুমি ওদের খপ্পরে পড়ে গেলে কী করে?'

শেষা এবার দেহটাকে টান করে স্বাভাবিক হয়ে বসল। তারপর বলল, 'নিজেদের বুরবাকির জন্যে ওদের খপ্পরে পড়ে গেছি ভাইসাব। আমি আর আমার এক বান্ধবী নিশা পুনে যাচ্ছিলাম অভিনয় শিখব বলে। এমন সময় ট্রেনে কয়েকজন ইয়ংম্যানের সঙ্গে আলাপ হল আমাদের। খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমরা যখন জোর গল্পে মেতেছি ঠিক তখনই ইগাতপুরীর এক ভদ্রলোক নিজেকে পুনের ফিল্ম লাইনের একজন বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের সবাইকে চা কফি খাওয়াল। কিছুক্ষণ পরেই শরীরটা যেন কীরকম করতে লাগল আমাদের। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরল তখন আমি এখানকার বন্দি গুহায়।'

চিত্রা বলল, 'তোমার সেই বান্ধবী নিশার কী হল?'

BanglaBook.org

'জানি না। আমি যে গুহায় বন্দি ছিলাম সেখানে আরও দু'-তিনটি মেয়ে ছিল। তার মধ্যে নিশা ছিল না। তবে তোমাদের ওই শেঠ মীনারামের নাতি না কী বললে সেই দশ-বারো বছরের ছেলেটি ছিল।'

আমি বললাম, 'ওখানে তো আরও অনেক গুহা আছে বললে তোমার বান্ধবী নিশা তো সেখানেও বন্দি হয়ে থাকতে পারে।'

'পারে। তবে অতসব ঘুরে দেখার সময় ও সুযোগ তো ছিল না আমার।'

'যে লোকগুলো তোমাদের পাহারায় ছিল তারা কেমন?'

'শয়তানের চর। মূর্তিমান যমের দূত যেন। দানবের মতো চেহারা। মুখ চেনার উপায় ছিল না। সবসময় মুখে কাপড় বেঁধে রাখে ওরা।'

চিত্রা বলল, 'কাপড় বেঁধে রাখে কেন?'

'ওই ফুলের গন্ধ এড়াবার জন্য। ফুলগুলো এমনিতে খুব সুগন্ধি তবে একটু শুকিয়ে গেলেই বিকট গন্ধ। তাতেই বমি বমি ভাব ও ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা। আমি ফুলের মহিমা বুঝতে পেরেই সতর্ক হই। কোনওরকমে বুকে হেঁটে গুহামুখের কাছে এসে বাইরের বাতাস নিয়ে নিজেকে একটু সুস্থ করি। আচ্ছন্নভাবও কাটে। কাল রাতে ওরা যখন অন্য গুহার সামনে বসে একটি বুনো শুয়োরকে আগুনে ঝলসাতে থাকে ঠিক তখনই আমি ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে আসি।'

'তোমাদের হাত-পা বাঁধা থাকত না বুঝি?'

'না। তা হলে কোনওমতেই পালাতে পারতাম না।'

আমি বললাম, 'বন্দিদের ওরা মুক্ত রাখত কেন?'

'আসলে ওইসব গুহার অবস্থান এমনই এক জায়গায় যেখান থেকে পালানোর কোনও পথ নেই। আমিও গুহা থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথ পাই না। যেদিকে এগোই সেদিকেই ঝুরো পাথরের খাদ। অবশেষে একটি ঝরনাধারার পথ পেয়ে খানিক ওপর উঠে অন্যদিক দিয়ে গাছপালার ডাল ধরে একটু একটু করে নীচে নামি।'

শেষার কাহিনি শেষ হলে ওকে বললাম, 'এবার তুমি বিশ্রাম করো আমরা অভিযানের প্রস্তুতি নিই।'

শেষা বলল, 'তোমরা যা করবে করো, আমি এখন গায়ে রোদ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াই। অনন্ত বিশ্রাম নিয়েছি আমি এই কদিন ধরে। এখন ঘুরে বেড়িয়ে দেহমন সতেজ করি। একটু পরে নদীতে স্নান করে নিজেকে আরও সুস্থ করে

BanglaBook.org

তুলব। তারপর অবশ্যই যাব তোমাদের সঙ্গে ওই পর্বতাভিযানে অংশ নিতে। পারলে শয়তানগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে সবক'টি গুহা তোলপাড় করে সবাইকে মুক্ত করে আনব। আমার নাম শেষা। তোমাদের মতো সাহসী বন্ধু সঙ্গে থাকলে আমিই ওদের শেষ করে দেব।'

শেষার মনোবল বেড়ে যাওয়ায় আমাদেরও আনন্দের অন্ত রইল না। বাংলোর বাইরে এসে সবাই আমরা ওই অরণ্য পর্বতে কীভাবে অভিযান শুরু করব তা নিয়েই জল্পনা কল্পনা করতে লাগলাম।

একটা কুড়ুল নিয়ে রারুয়া চলে গেল জঙ্গল থেকে শুকনো জ্বালানি কাঠ আনতে। আর চিত্রা বৃন্দাকে নিয়ে গেল পাখি শিকার করতে। আমি শেষাকে নিয়ে নদীর ধারে এসে বসলাম। এতক্ষণ শেষাকে আমি খুঁটিয়ে দেখিনি। এখন মুক্ত আলোয় ভালভাবে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম দারুণ স্মার্ট ও সাহসী মেয়ে। তার প্রমাণ তো নিজেই। কেননা যেভাবে ওদের খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছে ও, তাতে ওকে রীতিমতো বুদ্ধিমতীও বলা চলে।

নদীতে এসে দুটি বড় পাথরের ওপর মুখোমুখি বসলাম আমরা।

শেষা বলল, 'তোমরা কখন অভিযান শুরু করবে?'

'দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর।'

'আত্মরক্ষার অস্ত্র কিছু সঙ্গে রাখবে নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। সবাই সশস্ত্র হয়েই যাব। তুমিও নিরস্ত্র থাকবে না।'

'সত্যি, আমার হাতে যদি ওই সময় একটা কুকরি বা ওই জাতীয় কিছু আত্মরক্ষার জন্য থাকত তা হলে ওদের দফা শেষ না করে আমি আসতাম না।'

'এখন এই অভিযান সফল হলে, ওদের সন্ধান পেলে চরম শাস্তিটা কিন্তু তুমিই দেবে।'

শেষা বলল, 'তোমরা যখন পাশে আছ তখন আমার মনোবল অনেক বেড়ে যাবে। আসলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এখন একটু কিছু পেটে পড়তেই আমার তাকত বেড়ে গেছে।'

'স্বাভাবিক।' তারপর বললাম, 'কেক খাবে?'

'কেক এখানে পাবে কোথায়?'

'আমার স্টকে অনেক কেক আছে। কেক খেয়ে ঝরনার মিঠা পানি অনেকটা খেয়ে নাও দেখবে গায়ের জোর অনেক বেড়ে গেছে।'

BanglaBook.org

খুশির হাসিতে মুখ ভরিয়ে উঠে দাঁড়াল শেষা। তারপর আদুরে মেয়ের মতো আমার একটি হাত দু'হাতে ধরে টান দিয়ে বলল, 'চলো।'

অন্তরঙ্গ শেষাকে নিয়ে আমি বাংলোয় এলাম।

অনেকটা কেক খেয়ে জল পান করে মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত শূন্যে ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এখনই গিয়ে ওই শয়তানগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আর কী মনে হচ্ছে জানো?'

'কী?'

'মনে হচ্ছে আমার কখনও কোনও বিপদ হয়নি। আর মনে হচ্ছে তুমি, তোমরা, সবাই আমার নিজের লোক। আরও মনে হচ্ছে আগের আমি আর এই আমি একা নই।'

শেষার কথা শেষ হতেই বৃন্দা চিত্রা রারুয়া সবাই ফিরে এল। বৃন্দা আর চিত্রা একগাদা ডাকপাখি ও সাদা বক মেরে এনেছে। রারুয়া এনেছে কাঠের বোঝা।

শেষা তাই দেখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল চিত্রাকে। বলল, 'কতদিন মাংস খাইনি। আমার খুব মাংস খেতে ইচ্ছে করছে। পাহাড়ি শয়তানগুলো হরিণ মেরে ঝলসে খেত। আমাদের লোভ লাগত কিন্তু দিত না। আমাদের বেলা শুধু ডাল আর রুটি।'

বৃন্দা বলল, 'এবার বুঝেছি। রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলত, ধোঁয়া উড়ত এ তা হলে ওই শয়তানদেরই কাজ। আমরা ভাবতাম কোনও অপদেবতা ওইসব করে বুঝি।'

আমি বললাম, 'অপদেবতা বলে কিছু নেই।'

হঠাৎই একটা বীভৎস ডাক শুনে চমকে উঠলাম আমরা। টিউবকলে মুখ রেখে হাঁক দিলে যেমন শব্দ হয় ঠিক সেইরকম। সবাই চমকে নদীর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম সেই অতিকায় হরিণটাকে। সঙ্গে তার জোড়াটাও আছে। হরিণ তো নয় যেন দুই অরণ্য বিভীষিকা।

বৃন্দা বলল, 'দেখলেন তো বাবুজি। নিজের চোখেই দেখলেন। সবাই দেখল। এবার কী বলবেন? অপদেবতা নেই?'

আমাদের চোখের পাতা পড়ল না। আমরা নদীর দিকে এগিয়ে গেলেও ওরা ভয় পেল না। দুটোতে নদীর জল খেয়ে বনের গভীরে হারিয়ে গেল।

যাই হোক, একটু পরে ঘোর কাটলে আমরা যে যার কাজে লাগলাম।

BanglaBook.org

চিত্রা আর এক প্রস্থ চা আমাদের উপহার দিল।

রারুয়া ও বৃন্দা পাখিগুলোকে ছাড়িয়ে পিস করে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল। আমি শেষাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে মজুত অস্ত্রশস্ত্র কোথায় কী আছে তা খুঁজে দেখতে লাগলাম। দেশি পিস্তল তো আমি একটা কবজা করেইছি, শেষা একটা স্প্রিং দেওয়া ছোরা আবিষ্কার করে সেটা ওর জিম্মায় রাখল। চিত্রা লেগে গেল ওদের সঙ্গে রান্নার কাজে। এতক্ষণে কী ভেবে যেন গ্রামের অন্য লোকরাও এখানে এসে মিলিত হয়ে নানা গল্পগুজব করতে লাগল আমাদের সঙ্গে।

রান্নার কাজ শেষ হতে সময় লাগল অনেকক্ষণ। শুধু মাংস ভাত। তা হোক, বেশ পিকনিকের মেজাজেই হল সব কিছু। এরপর আমরা একজোট হয়ে সবাই স্নানে গেলাম। আঁখি নদীর বুকে বড় বড় পাথরের খাঁজ বেয়ে বয়ে চলা জলধারায় সবাই অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। শয়তানদের কবলে পড়ার পর থেকে এই প্রথম স্নান শেষার। তাই ওর স্নান দেখবার মতো। যে পোশাকে এসেছিল সেই পোশাকেই স্নান করল। এরপর ঘরে এলে চিত্রা ওকে ওর একটা পোশাক দিলে খুশি হল ও।

স্নানের পর আহারাদির পর্ব। পেট ভরে মাংস ভাত খেয়ে তৃপ্ত হলাম আমরা। সবচেয়ে বেশি মন ভরল শেষার। ওর মুখ দেখে মনে হল বেজায় খুশি হয়েছে ও। সত্যি, কতদিন ভাল করে খায়নি বেচারি।

খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। বাংলোয় রইলাম চিত্রা আমি ও শেষা।

রারুয়াকে নিয়ে বৃন্দা গেল ওদের ঘরের দিকে। সম্ভবত অভিযানের প্রস্তুতি নিতেই যাওয়া। বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়লে সন্ধের আগেই আমরা কোনও একটা গুহার জঠরে আশ্রয় নিতে পারব। আর সেখানে রাত্রিবাস করলেই বুঝতে পারব এই পাহাড়ে ও জঙ্গলে রহস্যের উৎসটা কোথায়। অমনি চেষ্টা করব শেঠ মীনারামের নাতি সহ অন্য বন্দিদের উদ্ধার করবার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বৃন্দা ও রারুয়া রীতিমতো তৈরি হয়েই এল। বৃন্দার হাতে তির-ধনুক। রারুয়ার হাতে ধারালো কুঠার। তা ছাড়াও দু'জনেরই কোমরে বাঁধা হুক লাগানো দড়ি।

ওরা আসতেই বললাম, 'এবার তা হলে যাওয়া যাক?'

বৃন্দা ঘরের কোণ থেকে একটা বল্লম নিয়ে বলল, 'চলুন।'

BanglaBook.org

এখানে ঘরে তালা দেওয়ার দরকার হয় না। তাই দরজায় শিকল দিয়েই রওনা হলাম আমরা।

বাংলো থেকে বেরিয়ে একটু কষ্ট করে নদী পার হলাম। তারপর বাবড়ির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম বনভূমির সর্পিল পথ ধরে। বেশ খানিকটা যাবার পর সুবৃহৎ সেই আতঙ্কের পাহাড়ে এসে পথ হারালাম। অর্থাৎ আর কোনও পথরেখাই দেখতে পেলাম না এখানে।

আমি শেষাকে বললাম, 'ঠিক যাচ্ছি তো?'

ও ঘাড় নেড়ে বলল, 'কী করে বলব? রাতের অন্ধকারে এসেছি আমি। যেদিক দিয়ে নামা সম্ভব হয়েছে সেইদিক দিয়েই এসেছি।'

রারুয়া বলল, 'ঘাবড়াইয়ে মাৎ। যে জায়গাটাতে রাতকে দিন বলে মনে হয়, আমি ঠিক সেখানেই নিয়ে যাব সবাইকে। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকুন।'

এ জায়গাটা অসম্ভব খাড়াই। আর তেমনি ঝোপঝাড় ও জঙ্গলে ভরা। আমি কোনওরকমে বল্লমে ভর করে ওপরে উঠতে লাগলাম। নেপালি মেয়ে শেষা কোনও কিছুতে ভর না দিয়েই উঠতে লাগল ওপরে। চিত্রা আর বৃন্দা কখনও এ ওকে ধরে কখনও ও একে ধরে।

এইভাবে বেশ খানিকটা ওঠার পর খাড়াইভাব একটু কমল। আর সেখানে উঠেই নজরে পড়ল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক পুষ্পিত বনভূমি। কত রং বেরঙের ফুলের বাহার। কুসুমিত কাননের সৌগন্ধে মন যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠল। বড় বড় গাছ ভরতি গোলাপের মতো লাল ফুল অথচ গোলাপ নয়। চিত্রা ফুল দেখে মোহিত হয়ে স্থান কাল পাত্র ভুলে ছুটে গেল সেদিকে। বৃন্দাও চলল ওর সঙ্গে।

শেষা চিৎকার করে উঠল 'উধার মৎ যাও বৃন্দা। চিত্রা ফিরে এসো। ওই সেই বিষফুল। যার গন্ধে মন মাতে, পরে মাথা ঘোরে, গা গুলোয় এবং তারপরেই কোনও কিছুই আর মনে থাকে না। অর্থাৎ দেহ অবশ হয়ে চৈতন্য হারায়। চলে এসো তোমরা।'

ততক্ষণে সর্বনাশ হয়েছে। চিত্রা লুটিয়ে পড়েছে গাছতলায়। বৃন্দা কেমন যেন টলছে।

আমি আর রারুয়া দমবন্ধ করে ছুটে গেলাম সেদিকে। তারপর বহুকষ্টে ওদের দু'জনকে উদ্ধার করে যখন ফিরে এলাম তখন দেখলাম শেষা নেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গেল শেষা?

BanglaBook.org

রারুয়া বলল, 'বাবুজি, নিশ্চয়ই ওরা ওকে দেখতে পেয়ে আবার ধরে নিয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'সেরকম হলে ও তো একবার চেঁচিয়েও জানান দিত আমাদের।'

'হয়তো সময় পায়নি। অতর্কিতে ধরেছে।'

চিত্রার তখনও ঘোর কাটেনি। একভাবে টলছে। বৃন্দার অবস্থাও তাই। তবে অতটা খারাপ নয়। আমরা ওই জায়গা থেকে একটু সরে এসে এক জায়গায় ঘাসবনের ওপর বসতেই দেখা গেল কতকগুলো গাছপালার ডাল ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে শেষা।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ করে কোথায় উধাও হয়ে গেলে তুমি?'

শেষা বলল, 'দারুণ একটা জিনিস দেখে সেটার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারলাম না সেটাকে।'

'কী জিনিস?'

'রামধনু রঙের একটা খরগোশ। অমন আমি কখনও দেখিনি।'

বৃন্দা এতক্ষণে কথা বলল, 'এই পাহাড়ে অনেক অদ্ভুত জীবজন্তু আছে।'

আমি বললাম, 'ওই বৃহদাকার হরিণই তার প্রমাণ।'

চিত্রা এবার একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, 'ওই— ওই দেখো, কত বিচিত্র রঙের খরগোশ ছুটোছুটি করছে চারদিকে। কী বড় বড় প্রজাপতি উড়ছে চারপাশে।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'স্ট্রেঞ্জ।' তারপর সেইসব দেখে বললাম, 'আমার মনে হয় ভেষজগুণে ভরা এই পাহাড় ও জঙ্গলের প্রভাবেই এমন অনবদ্য সব কিছু। যাই হোক, পথে আর দেরি করে লাভ নেই। চলো এগিয়ে যাওয়া যাক।'

আমরা আবার চলা শুরু করলাম। গাছের ডালপালা, উঁচু পাথর ইত্যাদি ডিঙিয়ে অবশেষে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছোলাম যেখানে আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। পাহাড়ের অনেকটা উচ্চস্থানে বেশ কিছুটা সমতল। সেখানে কোনও গাছপালা নেই। আর দু'দিকে খাড়াই দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে ছাদবিহীন গলিপথ।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে কেউ বা কারা যেন পাহাড় কেটে এই পথ তৈরি

BanglaBook.org

করেছে। কিন্তু ভালভাবে নজর রাখলেই বোঝা যায় এ পথ মানুষের তৈরি নয়। প্রকৃতির খেয়ালেই সৃষ্টি হয়েছে এ পথের। পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বেশ খানিকটা সমতলের নীচে সুগভীর খাদ। তারই গায়ে সেই পুষ্পিত বনভূমি। একটু আগে যা আমরা পার হয়ে এসেছি।

এখানে এসেই শেষা উল্লসিত হয়ে আমার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল খাদের বিপরীত দিকে। বলল, 'নীচে তাকাও।'

নীচে তাকালাম।

বলল, 'কী দেখছ?'

'কতকগুলো ছোট বড় গুহা।'

'ওরই একটাতে আমি বন্দি ছিলাম।'

'তবে তো আজ রাতেই ওখানে হানা দিয়ে সবাইকে উদ্ধার করা যায়।'

চিত্রা বলল, 'তা যায়। প্রকৃতির রহস্য উদ্ধার করার চেয়ে ওদের মুক্ত করাটাই আমাদের প্রধান কর্তব্য।'

শেষা বলল, 'আমরা যে কোনদিক দিয়ে কীভাবে এলাম তা তো বুঝতে পারছি না। অথচ এখান দিয়ে ওই জায়গায় নামা একেবারেই অসম্ভব।'

আমি বললাম, 'ওখানে কোনও আলো জ্বলছে না দেখেছ?'

শেষা বলল, 'আলো ওরা জ্বালায় না। বিশেষ প্রয়োজনে একটি মশাল ধরায়।'

'কিন্তু পাহারাদার সেই লোকগুলোকে দেখছি না কেন?'

'বোধহয় শিকারে গেছে।'

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাতের আঁধার একটু একটু করে গ্রাস করছে সমস্ত পাহাড় ও বনভূমিকে। আর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি বা সেই দুই পাহাড়ের মাঝের পথ দিয়ে আলোর মতো ঝলমল করতে লাগল। 'ব্যাপারটা কী?'

চিত্রা বলল, 'বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা কী? দু'দিকের পাথরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে অনেকটা জায়গা জুড়ে স্ফটিকের প্রভাব। তারই ওপর চন্দ্রালোক পড়ায় এমন দিবালোকের দ্যুতি। কী সুন্দর না?'

আমরা যখন এইসব দেখছি ভাবছি ঠিক তখনই রারুয়া হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, 'পেয়েছি পেয়েছি।'

আমি বললাম, 'কী পেয়েছিস রারুয়া?'

BanglaBook.org

'রাতে থাকার মতো একটা গুহা। আর নীচে নামার পথ।'

আমরা ওর সঙ্গ নিয়ে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতেই পাহাড়ের খাদের গা ঘেঁসে একটি গুহা দেখতে পেলাম। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা সেই গুহার সামনে এসে রারুয়া বলল, 'এখান থেকেই আমাদের যা কিছু করতে হবে। তার আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি আসুন।'

আমি বললাম, 'এই পাহাড় জঙ্গলে চা?'

'তবে না তো কী? বৃন্দার ঝুলিতে সবকিছুই বয়ে এনেছে ও।'

সত্যই এনেছে বৃন্দা। চায়ের বাটি, ছাঁকনি, চামচ, চা-চিনি-মিল্ক পাউডার এমনকী প্লাস্টিকের কাপও কয়েকটা।

শুধু একটু জলের দরকার। রারুয়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা নীচে নেমে ছোট্ট একটি ক্ষীণধারা ঝরনার জল নিয়ে এসে এদিক সেদিক থেকে কাঠকুটো জড়ো করে তাই জ্বেলে চা বানাল। আর সেই আগুন জ্বলে উঠতেই ওদিকের সেই স্ফটিক শিলাস্তর যেন জোনাকি রঙের জেল্লায় ভরে উঠল। কী সুন্দর, কী সুন্দর সেই পরিবেশ।

শুধু চা নয়, বৃন্দা কেক বিস্কুটও নিয়ে এসেছিল ঝোলায় ভরে। কখন কোন ফাঁকে যে এসব গুছিয়েছে ও তা কে জানে?

আমরা আয়েশ করে চা খেয়ে পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তি দূর করলাম।

রারুয়া বলল, 'আপনারা বসুন। আমি এবার চেষ্টা করে দেখি কীভাবে নীচে নেমে ওই গুহায় পৌঁছানো যায়।'

তারপর বৃন্দাকে বলল, 'তুই এদিক সেদিক থেকে কাঠকুটো এনে সমানে আগুন করতে থাক। এই পাহাড়ে অন্ধকারে থাকা মোটেই ঠিক না।'

রারুয়া কুড়ুল নিয়ে গেছে। তবুও জ্বালানি কাঠের অভাব হল না। বৃন্দা ঠিক জুগিয়ে চলল।

আমার ঝোলা ব্যাগে টর্চ ছিল। সেটা বার করে হাতের কাছে রাখতেই চিত্রা বলল, 'এই শোনো না, গুহার ভেতরটা একটু ভাল করে দেখে আসি।'

আমি বললাম, 'আগে তুমি দেখো, তারপরে আমি দেখব। আমি ততক্ষণ স্ফটিকের জেল্লা দেখি। এ দৃশ্য তো পরে আর দেখতে পাব না। রারুয়া ফিরে এলেই কাজ শুরু করতে হবে আমাদের।'

শেষা বলল, 'তাই চলো, আমিও যাই।'

চিত্রা টর্চ নিয়ে গুহার ভেতরে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল।

BanglaBook.org

খানিক যাবার পরই বুঝতে পারল গুহার সুড়ঙ্গটা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ও অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই এগিয়ে চলল সেইদিকে।

আমিও শেষাকে নিয়ে সেই স্ফটিক শিলার পথ ধরে খাদের দিকে এগিয়ে চললাম। বৃন্দার আগুনের প্রভাবে সমস্ত অঞ্চলটা স্বর্ণময় মনে হল। মনে হল আমরা দু'জনে যেন সোনালি রং মেখে ঘুরছি।

আমরা যখন খাদের কিনারে এসে আকাশের চাঁদ ও নীচের দৃশ্য দেখছি ঠিক তখনই কার যেন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লাম খাদের দিকে। পাহাড়ের ওপরের দিকে গাছপালা না থাকলেও পাথরের গায়ে গজিয়ে ওঠা অনেক ছোট বড় গাছ ছিল। ডুবন্ত ব্যক্তি যেমন একটা কুটো ধরেও বাঁচতে চায় আমিও তেমনি ওইসব গাছের যে-কোনও একটার ডাল ধরে কোনওরকমে পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম। একবার শুধু চেঁচিয়ে উঠলাম, 'শে-ষা-।' তারপর ঝুলন্ত অবস্থায় কাঁপতে লাগলাম থরথর করে।

মৃত্যু আসন্ন জেনেও আমি স্থির রইলাম। কেননা আমি যে অবস্থায় আছি তাতে কেউ আমাকে উদ্ধার না করলে আর আমার বাঁচার উপায় নেই।

আমি যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি ঠিক তখনই ভীষণ একটা আর্তনাদ করে কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাহাড় থেকে। তারপরই বৃন্দার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'বা-বু-জি!'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আমাকে বাঁচাও বৃন্দা। আমি একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলছি।'

শেষার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এবার, 'জাস্ট এ মিনিট। ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিচ্ছি আমরা তুমি এটাকে ধরে নাও।'

একটু পরেই দড়ি নামল। আমি সেই দড়ি শক্ত করে ধরে হেঁকে বললাম, 'দড়িটা কোথায় বাঁধলে? এখানে তো কোনও গাছ নেই?'

'আমরা একটা পাথরের খাঁজে দড়ি গলিয়ে শক্ত করে ধরে আছি।'

আমি বহুকষ্টে সেই দড়ি ধরে ওপরে উঠে এলাম একসময়। উঠেই পাথরের চাতালে শুয়ে পড়লাম চিত হয়ে। বৃন্দা ও শেষা আমার বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীভাবে কী হল বলো তো?'

শেষা বলল, 'আমরা যখন নিশ্চিন্ত মনে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছি ঠিক তখনই কে যেন এক ধাক্কায় ফেলে দিল তোমাকে। তারপর গায়ের জোরে আমাকে

BanglaBook.org

চেপে ধরতেই আমি অতর্কিতে ওর চোখে একটা আঙুল গুঁজে দিলাম। লোকটা আমাকে ছেড়ে চোখ চেপে বসে পড়তেই দেখলাম ও সেই বন্দি গুহার পাহারাদারদের একজন। কখন কোন ফাঁকে এখানে এসে ঘাপটি মেরে বসেছিল তা কে জানে? আমিও তখন জোরে একটা লাথি মেরে ওকে ফেলে দিলাম পাহাড় থেকে।'

বৃন্দার চোখে জল, 'তোমার খুব লেগেছে তাই না বাবুজি?'

আমি হেসে বললাম, 'লেগেছে। তবে কিনা প্রাণে তো বেঁচেছি।'

'সবই ভগবানের দয়া। সেইসঙ্গে শয়তানদের দলের একটা লোকও যে নিপাত গেল এতেই আমার আনন্দ।'

আমি বললাম, 'তা না হয় হল। কিন্তু চিত্রা কই? আমার এতবড় বিপদে চিত্রা এল না তো? সে কোথায়?'

শেষা বলল, 'তাই তো! সেই যে তখন তোমার টর্চ নিয়ে গুহা দেখতে গেল তারপর আর তো ফেরেনি। রারুয়াও ফেরেনি এখনও।'

আমি বললাম, 'হয়তো ওরা আর ফিরবে না। নিশ্চয়ই ওদের কোনও বিপদ হয়েছে। চলো চলো, এগিয়ে চলো।'

আমরা দ্রুত পা চালিয়ে সেই গুহায় ফিরে এলাম। গুহামুখে আগুন তখনও জ্বলছে। কিন্তু টর্চ বিহীন হয়ে নিকষ অন্ধকারে গুহার ভেতরে ঢুকব কী করে? গুহাটা যে কতটা গভীর কোথায় এর শেষ তা তো জানি না। আমি গুহামুখে দাঁড়িয়ে চিত্রা চিত্রা বলে হাঁক দিলাম কয়েকবার। তাতে গুহাটা গমগমিয়ে উঠল কিন্তু কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বৃন্দা বলল, 'কী ভুলই না হয়েছে আমাদের। সঙ্গে একটা মশাল যদি রাখতাম।'

আমি বললাম, 'শোনো, তোমরা এই জায়গা ছেড়ে যেয়ো না। আমি খুব সন্তর্পণে এর ভেতরে ঢুকে দেখি চিত্রার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা কী?'

শেষা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত চেপে ধরল। বলল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? চিত্রা ওর ভেতরে গিয়ে কোনও বন্যজন্তুর খপ্পরে পড়েনি তাই বা কে বলতে পারে? কোনও বিষাক্ত সাপও থাকতে পারে। অতএব আলো হাতে না নিয়ে ওর ভেতরে কখনই যাওয়া নয়।'

শেষার কথা শুনে থমকে গেলাম আমি।

এমন সময় দৈবকৃপায় রারুয়া এসে হাজির হল সেখানে। ওর হাতে দু'-

BanglaBook.org

দুটো মশাল। বলল, 'শয়তানের ঘাঁটি থেকে নিয়ে এসেছি এ দুটো। আজ রাতে খুবই কাজে লাগবে আমাদের।'

আমি বললাম, 'তুমি এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। চিত্রা ওই গুহায় ঢুকে আর ফেরেনি। একটা মশাল আমাকে দাও। আমি ওর একটু খোঁজ নিয়ে আসি। খুব বেশি দেরি হলে তবেই তোমরা খোঁজ নেবে আমাদের।'

শেষা বলল, 'তুমি একা যাবে না। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'এসো।' বলে একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম গুহার ভেতর দিয়ে। খানিক যাওয়ার পর বুঝলাম গুহাটা ক্রমশ নীচের দিকে নেমেছে। আমরাও নামতে লাগলাম নীচে। হঠাৎই এক জায়গায় আমার টর্চটা পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে নিলাম সেটা। তারপর মশালটা শেষার হাতে দিয়ে বললাম, 'তুমি এখুনি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো বৃন্দা ও রারুয়াকে।'

শেষা আমার কথামতো ডাকতে গেল ওদের।

আমি টর্চের আলোয় পথ দেখে আর একটু নামতেই গিয়েই পাথরে মাথা ঠুকে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। পড়লাম একজনের গায়ে। পাথরে ধাক্কা লেগে মাথাটায় যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। তবুও টর্চের আলো ফেলে তার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। এ যে চিত্রা। সঞ্জাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। ওর কপালের একটা পাশ কেটে রক্ত ঝরছে ঝরঝর করে। ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমিও কেমন যেন হয়ে গেলাম। জায়গাটা পিচ্ছিল ছিল বলেই এই কাণ্ড। আমারও মাথায় জোর আঘাত লেগেছে। তাই একসময় চোখে মুখে জাল পড়ে সাময়িকভাবে জ্ঞান হারালাম।

তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই যখন আচ্ছন্নভাবটা কেটে এল তখন দেখি চিত্রা, বৃন্দা ও শেষা তিনজনেই আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এবার আমি কোনওরকমে একটু উঠে বসতেই একটা ওয়াটার বটলে ভরে রারুয়া জল নিয়ে এল আমাদের জন্য। মশালের আলোয় আলোকিত গুহায় সেই জল পান করে কিছুটা চোখে মুখে দিলাম।

রারুয়া বলল, 'এই গুহার বাইরেই ঝরনা। ওখানে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আরও ভালভাবে মুখ হাত ধুয়ে পেট ভরে জল খেয়ে নিন।'

আমরা তাই করলাম। গুহার ভেতর দিয়ে সামান্য পথ আসতেই বাইরের অনবদ্য প্রকৃতির মাঝে এসে পড়লাম আমরা। ঘন অরণ্যের বিস্তার এখানে।

BanglaBook.org

পাশ দিয়েই মুক্তধারায় বয়ে চলেছে এক বেগবতী ঝরনা। মনে হয় এটাই বুঝি আঁখি নদীর উৎস। আমরা সবাই পেট ভরে জলপান করে শরীরকে চাঙ্গা করলাম।

শেষা বলল, 'এবারই কিন্তু আসল কাজটা করে ফেলতে হবে আমাদের। বাঁদিকের এই খাড়াই পাহাড়ের খানিকটা উঠলেই সেই গুহাগুলোর কাছে পৌঁছোনো যাবে। কেননা আমি এই ঝরনাধারার পথ দিয়েই নীচে নেমেছিলাম।'

অতএব আর দেরি নয়। সবাই রীতিমতো তৈরি হয়েই সেই অন্ধকারে এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম। খানিক যাওয়ার পরই দেখতে পেলাম পরপর বেশ কয়েকটি গুহামুখের সামনে প্রশস্ত চাতালে দাঁড়িয়ে নৃসিংহ অবতারের মতো চেহারার দু'জন লোক ওপর দিয়ে তাকিয়ে কাকে কী যেন বলছে। মাঝে মাঝে টর্চ ফেলছে। তাতেই বুঝলাম শেষা শয়তানদের যে লোকটাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল সেই লোকটাও আমারই মতো অবস্থায় একটি গাছের ডাল ধরে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। ওর সঙ্গী দু'জন কিছুতেই বুঝতে পারছে না ওকে ওখান থেকে নামিয়ে আনবে কী করে। লোকটি সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'বাঁচাও বাঁচাও।' তারপর ওদের ভাষায় কী যেন বলছে ওর সঙ্গীদের।

আমরা সেই উচ্চস্থানে থেকে দারুণ হুংকার দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওরাও ততোধিক গর্জন করে উঠল। তারপর আমাদের দিকে যেই না এগোতে যাবে অমনি আমার হাত থেকে বল্লমটা ছিনিয়ে নিয়ে ওদেরই একজনের বুকে আমূল বসিয়ে দিল শেষা।

বাকি একজন পাশেই পড়ে থাকা বন্দুকটা নিয়ে আমাদের দিকে তাক করতেই বৃন্দার তির বিদ্ধ করল শয়তানকে। দু'জনেই জখম হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

ঝুলন্ত শয়তান দারুণ কান্নাকাটি করছে তখন।

আমি বললাম, 'ওই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। যতক্ষণ না হাত দুটো শিথিল হয় ততক্ষণ ঝুলতে থাকো।'

চিত্রা এবার আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এমন ভুল কখনও কোরো না ফ্রেন্ড। ওটাকে নামিয়ে দাও। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

আমি বললাম, 'চিত্রাগেড়িয়ার পর্বতে চিত্রা বা চিত্রাঙ্গদার আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। তাই তোমার আদেশ শিরোধার্য করেই ওর মৃত্যু আমি ঘনিয়ে আনব।'

BanglaBook.org

পিস্তল আমার হাতেই ছিল। তাই সেটা ওই শয়তানের দিকে তাগ করে ট্রিগারে চাপ দিতেই 'ডিস্যুম।'

প্রাণান্তকর একটা আর্তনাদ করে লোকটা এক-দেড়শো ফুট উঁচু থেকে পড়েই স্থির হয়ে গেল।

ওর সঙ্গী দু'জন তখনও মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে।

একজন বহুকষ্টে বল্লমটা টেনে ছাড়িয়ে তার সঙ্গীর বুকে বেঁধা তিরটাও মুক্ত করল। তারপর একটু একটু করে পিছু হটতে হটতে পালাবার উপক্রম করতেই বাধা দিলাম আমরা। ওরা অভ্যস্ত পায়ে তবুও আমাদের বাধা অতিক্রম করে পাহাড়ের অন্যদিকের বনে ঢুকেই আর্তনাদ করে উঠল।

আমরা টর্চ মশাল নিয়ে সেদিকে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। যে ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেলাম তাতেই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

রারুয়া বৃন্দা দু'জনে বিড়বিড় করে কী যেন বলে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল ও বারে বারে নমস্কার করতে লাগল।

আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখলাম পত্রহীন দুটো প্রায় শুকনো গাছ দুটো শক্ত ডালের সাহায্যে ওই দুই শয়তানকে তাদের গুঁড়ির সঙ্গে চেপে ধরে পিষে মারছে।

চিত্রা আতঙ্কিত হয়ে বলল, 'আর এখানে থেকো না, চলে এসো।'

শেষা বলল, 'উঃ, কী মর্মান্তিক। কী ভয়ংকর।'

আমি বললাম, 'রহস্যময় এই চিত্রাগেড়িয়া সত্যিই বিপজ্জনক। আফ্রিকার জঙ্গলে এমন নরভুক গাছের অস্তিত্বের কথা শুনেছি। যার দশ ফুটের মধ্যে গেলে সেই গাছ মানুষ, পশু-পক্ষী যাকে পায় তাকেই চুম্বকের মতো টেনে নেয়। কখনও বা শিকড় সমেত একটু একটু করে এগিয়েও আসে। কিন্তু এখানে এই গাছের প্রাদুর্ভাব হল কী করে সেটাই তো বিস্ময়।'

আমরা এবার ধীরে ধীরে পেছিয়ে এসে সেই মৃত দুষ্কৃতীকে টেনে হিঁচড়ে পাশের খাদে ফেলে দিলাম।

এরপর গুহায় গুহায় ঘুরে মুক্ত করলাম চার-পাঁচজনকে। তাদের মধ্যে শেঠ মীনারামের সেই নাতিও ছিল। তবে সবাই ছিল বিষফুলের প্রভাবে সংজ্ঞাহীনের মতো আচ্ছন্ন।

তাদের সবাইকে নিয়ে এসে খোলা আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসে রেখে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই সচেতন হল সবাই।

এরপর প্রত্যেকের পরিচয় জেনে তারা যে মুক্ত সে কথা জানাতেই সে কী আনন্দ তাদের। সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও জানা গেল আমাদের

BanglaBook.org

অনুমান নির্ভুল। সে-ই শেঠ মীনারামের নাতি। চিত্রাকে চিনতে পারায় তারও আনন্দের অবধি রইল না।

দুষ্কৃতীরা অনেক আগেই একটি শিঙেল হরিণ শিকার করে রেখেছিল। বন্যপ্রাণীকে হত্যা করে তাদের ঝলসে খাওয়ার জন্য হুকওয়ালা তেকাটাও ছিল এক পাশে। বৃন্দা ও রারুয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাই সেই হরিণের ছাল ছাড়িয়ে সেটাকে ঝলসানোর জন্য। কেননা সারাটা রাত তো অভুক্ত থাকা যায় না।

এখানে কাঠের অভাব ছিল না। তাই আর কাঠের জন্যও বনেবাদাড়ে যেতে হল না কাউকে। বন্দিমুক্ত ছেলেমেয়েরা ওদের কাজ দেখতে লাগল। হরিণের ছাল ছাড়িয়ে সেটাকে যখন শূন্যে ঝুলিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখায় ঝলসাতে লাগল ওরা, আমি তখন দুর্গন্ধ এড়াতে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে চাঁদের আলোয় বনভূমির রূপ দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই চিত্রা ও শেষা এসে দু'দিক থেকে দু'জনে আমার দুটি হাত ধরে দাঁড়াল।

চিত্রা বলল, 'এমন উদাসী মন নিয়ে কী এত ভাবছ?'

হেসে বললাম, 'এই মধুরাত যেন কখনও শেষ না হয়।'

শেষা কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'আর আমাদের বন্ধুত্ব?'

'এই রহস্য রজনীতে বন্ধুত্বের যে নিদর্শন আমরা রেখে গেলাম তা যেন চিরকাল অটুট থাকে।'

ওরা আরও ঘন হয়ে আমারই মতো তন্ময় হয়ে চিত্রাগেড়িয়ার রূপমাধুরী উপভোগ করতে লাগল। আকাশের চাঁদ তখন অনেক আলো ছড়াচ্ছে। সেই চাঁদের আলোয় গলে গিয়ে মনে প্রাণে আমরাও যেন একাকার হয়ে গেলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG